সঙ্গীত-কোষ।

প্রধান প্রধান কবি ও গীতরচয়িতৃগণ-বিরচিত

চারি সহস্রাধিক সঙ্গীত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ)

কলিকাতা

১১৫।২নং গ্রে ষ্ট্রীট, নূতন কলিকাতা-যন্ত্রে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৬ সাল।

মূল্য ৫৲ টাকা।

[2nd part]

[illegible]

গোপাল আয়, [illegible]

[illegible]

[illegible] পাহাড় [illegible]

[illegible]

বেহাগ খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি লাগি লো প্রাণসখী ভাব অকারণ,
কেন বল ছল ছল করে দুনয়ন ?
কেন গো হেরি তব, মলিন ও সুধামুখ,
জান না কি চিন্তামণি কণ্ঠ-আভরণ ॥ ১৩৮০ ॥

বাহার—খেমটা।

ছি ছি ছাড় ছাড় বাঁকা মদনমোহন,
অসময় রসময় রঙ্গ কি কারণ ?
একে গৃহে গুরুজনা, সতত দেয় গঞ্জনা,
বারণ ক'রি কাল সোনা, ধ'রনা নারীর বসন।
আমরা গোপেরি নারী, তব প্রেমে বদ্ধ হরি,
নির্জ্জন নিশিতে প্যারীর কুঞ্জে দিও দরশন। ১৩৮১ ॥

তোমার কি এই ছিল হে কপালে লিখন শ্রীমধুসূদন
বিপত্তি ভঞ্জন নামে বিপদ হলো ঘটন ?
স্বর্ণসরোজিনী যিনি, প্রেমময়ী প্রেমার্থিনী,
তারে ত্যজে চিন্তামণি, কুবুজারে হইল মন ?
অলি যেমন পদ্ম ছেড়ে, কেয়া ফুলে বসে উড়ে,
শেষে তার পাখা ছিঁড়ে, ভাগ্যে ভাগ্যে রয় জীবন।
ব্রহ্মা ধরেন তোমার পদে, ভুলে তুচ্ছ ব্রাহ্মপদে,
ধরলে কুব্জা দাসীর পদে, করিতে তার মান হরণ ॥ ১৩৮২ ॥

কাফি জংলা—যৎ।

মনে বুঝে দেখ না,
এ মান সহজে যাবে না, তা কি জান না ?
যে' করে তোমারে যতন অতি, চাতুরি তাহার প্রতি;
তার প্রতিকার না হলে আর, কোন কথা কবে না !
যে দোষে তোমার মনোমোহিনী, হয়েছে অভিমানিনী,
সে দোষে এ বিধি, হে গুণনিধি, পায়ে ধরে সাধ না। ১৩৮

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

যমুনা পুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনী,
বিনে সেই বাঁক শশী, বাঁকা শ্যাম গুণমণি।
শুকাল কমল মালা, বাড়িল বিরহ জ্বালা,
কাঁদে যত ব্রজবালা, বিনে শ্যাম গুণমণি ॥ ১২৮৪ ॥

কালিংড়া রামকেলী—জলদ একতালা।

সারি সারি গোকুলের নারী, সোণার গাগরী ভরিতে জলে ;
হুলুধ্বনি দিয়ে; আয় আয় ধেয়ে, চাঁদ পারা ছেলে লইয়ে কোলে
গোপের ঝিয়ারী, যায় ধীরি ধীরি,
চায় ফিরি ফিরি আপনা ভুলে ;
আয়লে সকলে, দেখলো সকলে,
পরাণ ভরিয়ে, নয়ন তুলে ॥ ১২৮৫ ॥

খাম্বাজ কালাংড়া—খেমটা।

আঁখি ভরি দেখ লো সই, আঁখি ভরি দেখ লো।
রমণীর শিরোমণি ধরণীমাঝে হেন মণি কৈ লো ?
রূপেতে আলো, করেছে ভাল, আঁখি ভরি দেখ লো।
জয় জয় কৃষ্ণ রাধিকারমণ, ভকত-বৎসল ভব-ভয়-নিবারণ,
কেশব প্রাণ-পুতলী রে রাই, মিলি দোঁহে এক ঠাঁই,
গোকুল আলো করেছে ভাল, আঁখি ভরি দেখ লো।
জয় জয় লোক-পাল, মদনমোহন,
কেশব করুণাময় পতিতপাবন ॥ ১২৮৬ ॥

ময়ূরপঙ্খীর সুর।

ভাসিয়ে প্রেম-তরি হরি যাচ্ছে যমুনায়,
গোপীর কূলে থাকা হলো দায়।
একেত ত্রিভঙ্গ বাঁকা আড়নয়নে চায়,
চূড়ার ময়ূর পাখা বাঁশরী বাজায় ॥ ১২৮৭ ॥

সারঙ্গ—ঝাঁপতাল।

আজ কেন প্যারী, বিপরীত হেরি এলাইত কেশ, নেত্রে বহে বারি,
গলিত অঞ্চল দ্বিখণ্ডে পতন, চন্দ্রানন রাহুগ্রস্ত তব হেরি।
নাসারন্ধ্রে বহে সঘনে নিশ্বাস, বিমলিন কেন মুখে নাহি হাস,
কম্পিত অধর শুষ্ক পয়োধর, স্বর্ণলতা শীর্ণ আমরি আমরি।
বহু সম্ভাষণে নাহি কহ কথা, বল না ধনি কি মনের ব্যথা,
নখে নখ দিয়ে ভাব কি বসিয়ে না বলিলে এ ভাব বুঝিতে নারি।

সিন্ধুড়া খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

এল কৃষ্ণ এল ঐ বাজে লো বাঁশরী,
সুখে শুক সারী, মুখোমুখী করি,
হের নৃত্য করে ময়ুর ময়ুরী।
মত্ত ভৃঙ্গ ধায়, সুখে পিক গায়,
হের কুঞ্জবন সুখে ভেসে যায়,
রাধা অভিলাষী, রাধা বলে বাঁশী,
বাঁশী ডাকে তোরে উঠলো কিশোরী॥ ১০৯৫

তুকস্বর—একতালা।

মথুরা বাসিনী, মধুর-হাসিনী, শ্যাম-বিলাসিনী রে,
কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি, কাহে বিষাদিনী রে,
বৃন্দাবন-ধন, গোপিনা-মোহন, কাহে তু তেয়াগি রে,
দেশ দেশ পর, সো শ্যাম সুন্দর, ফিরে তুয়া লাগি রে।
বিকচ নলিনে, যমুনা পুলিনে বহুত পিয়াসা রে,
চন্দ্রমা-শালিনী, যা মধুযামিনী, না মিটল আশা রে,
সো নিশা সমরী, কহ লো সুন্দরী, কাহা মিলে দেখা রে।
শুনি যাওয়ে চলি, বাজায়ে মুরলী, বনে বনে, একারে॥ ১০

কীর্ত্তন।

বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের,
রাই আমাদের, রাই আমাদের,
আমরা রায়ের রাই আমাদের।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন,
সারী বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ, নৈলে শুধু মদন ॥১৩৯৭॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল,
সারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল; নৈলে পারবে কেন ॥১৩৯৮॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা,
সারী বলে আমার রাধার নামটি তাতে লেখা, ঐ যে যায় গো দেখা।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে,
সারী বলে আমার রাধার চরণ পাবে বলে, চূড়া তাইতে হেলে ॥১৪০০
শুক বলে আমার কৃষ্ণ যশোদার জীবন,
সারী বলে আমার রাধা জীবনের জীবন, নৈলে শূন্য জীবন ॥১৪০১॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগৎ চিন্তামণি,
সারী বলে আমার রাধা প্রেমপ্রদায়িনী সে তোমার কৃষ্ণে জানি।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের বাঁশীকরে গান,
সারী বলে সত্য বটে, বলে রাধার নাম, নইলে মিছা গান ॥১৪০৩।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু,
সারী বলে আমার রাধা বাঞ্ছা কল্পতরু, নইলে কে কার গুরু ॥১৪০৪॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারী,
সারী বলে আমার রাধা লহরী লহরী, প্রেমের ঢেউ কিশোরী ॥ ১৪০৫॥

কালাংড়া—একতালা।

আগে তারে দিওনারে মন, সখি সে নহে আপন।
সে যে শঠের শিরোমণি, আমি তারে ভাল জানি,
শঠের পারিতি যেন জলের লিখন ॥ ১৪০৬॥

কীর্ত্তন—তুক্ক।

মদনমোহন, মুরলীবদন, বল বিবরণ কোথায় ছিলে?
বাঁধি প্রেমজালে, কে নিশি জাগালে, কেবা কপালে সিন্দূর দিলে?
নরেশনন্দিনী, কুলের কামিনী, বিপিনবাসিনী তোমার তরে।
বিনা দরশন, বিষণ্ণ বদন, ফুলেছে নয়ন রোদন করে।
আর নিশি নাই, কেঁদে কেঁদে রাই, ঘুমায়েছে ভাই তুল না তায়।
নিরবে শ্রীহরি, করহে শ্রীহরি, উঠিলে সুন্দরী পড়িবে দায়॥ ১৪০৭॥

সুর ঝিঁঝিট—একতালা।

নাচ বনমালি, দিব করতালি, শুনিব নূপুর বাজিবে পায়,
হরি বোলে সবে নেচে চলে, হরি বোলে সবে প্রাণ জুড়ায়।
নাচ হরি, হেরি নয়ন ভরি, পরাণ ভরি ডাকি হরি হরি,
সবে ভালবাসে পীতবাসে, প্রাণ দেখিতে ধায়।
বাঁকা শিখি-পাখা, দুটি নয়ন বাঁকা, কিবা অলকা তিলকা রেখা
পায়ে পায়ে বাঁকা শ্যাম দাঁড়ায়, সবে ও দুটী চায়॥ ১৪০৮॥

পিলু—খং।

হোলি খেলিবেন আজ শ্রীহরি, চল নিকুঞ্জ বনে কিশোরী।
রঙ্গ দিয়ে অঙ্গে সাজাব মনোরঙ্গে,
মধ্যে রাখি ত্রিভঙ্গে, সব সখী ঘেরি॥
মনসাধ পূরাইব, যুগল অঙ্গে আবির দিব॥
যুগল আঁখি জুড়াইব যুগল রূপ হেরি॥ ১৪০৯॥

কবির সুর।

ওগো ললিতে গো, তোরা দেখে যা গো রাই কেন এমন হল?
কইতে কইতে কৃষ্ণ কথা, এলো গেলো স্বর্ণলতা,
কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে,—আছে কি মলো।
ডুবে শ্যাম-সাগরে, যদি পারি মরে, রাই বধের ভাগী কে হবে?
ধরাধরি করে তোল, মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল,
হরিধ্বনি শুনে ধনী, উঠে দাঁড়াবে॥ ১৪১০॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কারে কব লো যে দুখ আমার,
সে কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার।
বাঁধা আছি কুল ফাঁদে, পরাণ সতত কাঁদে,
না দেখিয়া শ্যামচাঁদে, দিবসে আঁধার।
ঘরে গুরু দুরাশয়, সদা কলঙ্কিনী কয়,
পাপ ননদিনী ভয়, কত সব আর।
শ্যাম অখিলের পতি, তারে বলে উপপতি,
পোড়া লোকের পাপমতি, না বুঝে বিচার ॥১৫১১॥

কীর্ত্তন।

আমি মুক্তি চাই নে হরি,
পড়িয়ে বিপদে, তোমারি শ্রীপদে, ভক্তি ভিক্ষা করি।
আমি আমিষ খাইব, চরণ সেবিব, হইব প্রেম অধিকারী।
আমায় এই দেও প্রসাদ, সেবা অপরাধ,
যেন ঘটায়ো না বংশীধারী।
চিনি হওয়া চেয়ে চিনি খাওয়া ভাল, আমি দিবানিশি চিন্তা করি
সার্ষ্টি সামীপ্য, কারি চকি কষ্ট মোক্ষ বাঞ্ছা নাহি করি।
সেই যমুনার কূলে, শ্রীরাস মণ্ডলে, রহিবে রাসবিহারী।
যেন জন্মে জন্মে আমি হয়ে সেবাদাসী, চামর ব্যজন করি ॥১৫১২॥

কবির সুর।

সে বিন্দের পদারবিন্দ হৃদয়ে করে ধারণ,
নির্জ্জনে শ্যামধনে করেছি অঙ্কন,
লিখে ত্রিভঙ্গের শ্রীঅঙ্গ, লিখি নাই যুগল চরণ॥
সখি শোন শোন লয়ে গিয়ে শ্যামে মথুরায়,
আনলে না পুনরায় আমার সচল গিয়ে অচল হয়ে রহলো মথুরায়;
তাতেই নিরদয় পদদ্বয় লিখি নাই
সই সময় যখন মন্দ হয়, চিত্র পটের শ্যাম যায়, এ কথা বিচিত্র নয়,
পাছে চিত্র-শ্যাম মধুপুরে চলে যায়,
তাইতে পদদ্বয় লিখি নাই ॥১৫১৩॥

কবির সুর।

মরি মরি হরি তুমি জান হে কত ছল,
নিলে গোপার সর্ব্বস্ব ধন ছুঁয়ে গঙ্গাজল।
তুমি বাড়ালে বলির মান, দিলে পাতালে স্থান,
মাথায় পা দিয়ে হরি দিলে রসাতল ॥১৪১৪॥

বেহাগ—একতালা।

সখি, শ্যাম আইল,
নিকুঞ্জ পূরিল মধুপ ঝঙ্কারে, কোকিলের স্বরে গগন ছাইল।
সুলক্ষণ চিহ্ন নাচিছে বামাঙ্গ, আনন্দে স্পন্দিত হতেছে অপাঙ্গ,
পুলকিত রবে ডাকিছে বিহঙ্গ, কুরঙ্গ কুরঙ্গী আনন্দে ধাইল।
মলয় অনিল প্রবল রহিত, বিরহে বিরহে প্রণয়ে মোহিত,
সহসা অহিত হইতে হিত, তারে কে শিখাল!
এই হতে ছিল চাতকের ধ্বনি, জল দে জল দে বলিয়া অমনি,
(এখনি) আজি বুঝি তার দুখের রজনী সজনি পোহাইল।
ফলিল চাতকের আশা তরুবর, হে রয়ে নবীন নীল জলধর,
আশাতে চাতক সুধাংশু কিঙ্কর, বিধিকৃত কাল বিদূরে পড়িল।
প্রণয়ানন্দ রমাপতি কয়, নিশান্তরে রাহু প্রভাত নিশ্চয়,
তাহাই দুঃখ ক্ষেত্রে সুখের উদয়, বিয়োগ নিশির ভাগ ফুরাল ॥১৪১৫॥

মুলতান—আড়াঠেকা।

আর তো যাব না লো যমুনার কাল জলে,
ভরিয়ে এনেছি কুম্ভ নয়নের সলিলে।
যে হেরিলাম রূপ তার, গৃহে আনা হল ভার,
নাম নাহি জানি তার, সে থাকে গোকুলে ॥১৪১৬॥

সোহিনী—কাওয়ালী।

কে আছে গোকুলে; (গো আমার)
সলিল থাকিতে রাধা কলঙ্কিনী বলে।
যিনি অখিলের পতি, তাঁরে বলে উপপতি,
পাপলোকে পাপমতি; এ ব্রজমণ্ডলে ॥১৪১৭॥

মূলতান—যৎ।

আমি শ্যাম রাখি কি কুল রাখি দ্বন্দে সই উভয় সঙ্কট সখিরে
যদি ত্যজি গো কুল, তবে হাসে গোকুল
যদি রাখি গো কুল, তবে কৃষ্ণধনে বঞ্চিত হই।
প্রাণ সঁপে কৃষ্ণের পায়, যে প্রকারে নিরুপায়,
কেউ ডেকে শুধায় না একবার কৃষ্ণ বিচ্ছেদ প্রাণ যায় নিরুপায়,
একথায় জ্বালায় অনিবার, হলেম যার লাগি গৃহত্যাগী
সেই হল আমায় ত্যাগী,
কই গো তাঁর সুখের ভাগী হলেম কই,
কেবল কলঙ্কের ভাগী হলেম সই।
আর কি কেউ গোকুলময়, শ্যাম প্রেমের প্রেমী নয়,
কলঙ্কের ভাগ কেবল শ্রীরাধার।
তুলে নিন্দাবাদ অপবাদ দেয় কালায় পরিবাদ,
বলে শ্যাম ভেবে, শ্যাম কলঙ্কিনী কাঁদছে ওই।১০১৩।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কুটিলা মজালে সই,
কুটিলা কুটিলপনা, এই যে কুম্ভে বারি আনা,
মজালে সব ব্রজাঙ্গনায় মজালে ওই।
কুটিল সে কালাচাঁদ পেতেছে কুটিল ফাঁদ,
কুটিলার সতীত্ব অকূলে ভাসালে ওই॥১৪॥

মূলতান—একতালা।

আজ কেন যমুনায় এলাম,
বারি আনিবারে,—
আমি কারও কথা না শুনিলাম,
বিনতাতনয় জিনিয়ে ঘ্রাণ,
চন্দ্র মুখে দিতেছে তান, গেল গেল প্রাণ,
নিলে, নিলে, নিলে, ভুলালে ভুলালে,
ধরম করম শরম সহিত জ্ঞান
কি নয়ন বাণ প্রাণ হারালাম॥১০৮০॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

শ্যাম চরণ ছাড়িয়ে কথা কও না,
চরণ ধরিতে তোমার লজ্জা কি গো হয় না?
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে সাঁরা রাতি পোহাইয়ে,
প্রভাতে আসিলে শ্যাম দিতে মন বেদনা॥ ১৫২১॥

বেহাগ—জলদ একতালা।

কি দেখি—কি দেখি—অপরূপ একি সই গো,
কুঞ্জদ্বারে, কে আজি দাঁড়ায়ে, দেখ দেখ এ গো।
রাই রাজার রাজত্ব আজি যে সফল,
উপযুক্ত দ্বারী—প্রহরী—জুটিল,
এমন্ চিকণ কালো, ত্রিভঙ্গ কোটাল, জগতে আর আছে কৈ গো?
শিরে পাগ্ বাঁধা ফেলে মোহনচূড়া; আজানুলম্বিত অঙ্গে জামা যোড়া
কটিতে বন্ধনী, পাঁচে পাঁচে বেড়া; সেই রাখাল ধড়া আজ নাই গো।
ত্যজি মোহন বাঁশী, অসি আজি করে,
চিন্‌লেম কেবল সখি, বাঁকা আঁখি হেরে,
যে বাঁকা নয়নে মন প্রাণ হরে, দেখা হারা মোরা হই গো।
চোরের দমন কারণ দ্বারী রাখে দ্বারে,
এ নিলাজ দ্বারী নিজেই চুরি করে,
চল, ধরে চোরে হৃদি-কারাগারে বেঁধে রেখে সুখে রই গো॥ ১৫২২

বাউলের সুর।

শ্যাম তুমি মানে মানে, নিজ স্থানে, গমন কর ধীরে ধীরে,
প্যারী কবে না কথা, দারুণ ব্যথা, আবার এসে পায়ে পড়ে।
তুমি নিজে রাখাল, নন্দের গোপাল, ধেনু রাখ বনে বনে,
জান না নারীর বেদন, মধুসূদন, প্রভাতে জ্বালাও হে কেনে।
তুমি নিজে চাষা, বুদ্ধি নাশা, ঘোল খেতে চাও মাখন ফেলে;
মাথাটি মুড়িয়ে দেব, ঘোল ঢালিব, মুখ দেখাবে কেমন করে?
কাল আস্‌বার আশে, থাক্‌লেম বসে, আমরা সখী সবাই মিলে;
জ্বালায়ে মোমের বাতি, সারারাতি, প্রেম কালাচাঁদ আস্‌বে বলে॥ ১৫২

সোহাগমিশ্র—একতালা।

রতন আসনে রতন ভূষণে যুগল রতন রাজে,
চরণে নূপুর আহা কি মধুর রুণু ঝুণু ঝুণু বাজে।
সবে আঁখি ভরি হেরিয়ে মাধুরী, প্রাণ ভরিয়ে বল হরি হরি,
সুমধুর তানে হরিগুণ গানে নাচিল মধুর সাজে ॥ ১৪২৪ ॥

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

কালা তুমি ছল করে অবলা মজাও,
বাঁশীর স্বরে এনে বনে এখন বল ফিরে যাও।
জয় রাধে শ্রীরাধে প্যারী, কি বংশী বাজালে হরি,
এখন কেন বংশী-ধারী কোমল প্রাণে দাগা দাও? ১৪২৫ ॥

পিলু—অলদ একতালা।

চললো বেলা গেললো, দেখ্‌বো রাধা শ্যামের বামে,
দুকথা শুনিয়ে দিব, কপট নিঠুর বাঁকা শ্যামে।
বলব কি পড়ে মদন, দিনি চরি বৃন্দাবনে,
কালো কি হয় না ভাল, এমনি কি গুণ কৃষ্ণ নামে!
যুগলে দিব মালা, ভুল্‌বো সই প্রাণের জ্বালা,
মোহন চাঁদে রূপের ফাঁদে কাঁদ্‌বে পড়ি রতি কামে ॥ ১৪২৬ ॥

ইমন—কাওয়ালী।

বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ,
সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে, সেথায় তো আদর মিলে,
এরি মধ্যে মিটল কি প্রণয়ের আশ?
এখনো রয়েছে রাত, এখনো হয়নি প্রভাত,
এখনো রাধিকার ফুরায়নি অশ্রুপাত;—
চন্দ্রাবলীর কুসুমসাজ, এখনি কি ফুরাল আজ,
চকোর হে, মিলাল কি সে চন্দ্রমুখের মধুর হাস? ১৪২৭ ॥

কীর্ত্তন—তুর্ক সুর।

কমল নয়নে কমল বদনে, বিষাদিত মনে ভাব কেন,
শ্রীরাস-রঙ্গিনী, নব-হেমাঙ্গিনী, ভুবন-মোহিনী, কেবা হেন ?
তব মন চোর, তব প্রেমে ভোর,
তব প্রেম ডোর আছে পরি, তব মন হরি,
তব প্রাণ হরি, ভুলিবে কি করি প্রাণ ধরি ॥ ১৪২৮ ॥

খাম্বাজ—একতালা।

প্রাণে বয় প্রেমের তুফান, শ্যামের বামে রাই কিশোরী,
চাঁদের ফাঁদে চাঁদে বাঁধে চাঁদে চাঁদ ধরাধরি,
আমরা যুগল ভালবাসি, চখে চখে মেশামিশি, ঢলে পড়ে প্রেমের ভরে
ঝলকে রূপের রাশি, প্রাণের ফাঁসী প্রাণে পরে,
মরি মরি যুগল মাধুরী, বয়ে যায় সুধার লহরী,
সখি, দেখি কি দেখি আপনা পাসরি ;
আমরা যুগল ভালবাসি ॥ ১৪২৯ ॥

কবির সুর।

ওতো ভৃঙ্গ নয়, ত্রিভঙ্গ বুঝি এসেছে শ্রীমতীর কুঞ্জে,
গুনো গুনো স্বরে কেনো, অলি শ্রীরাধার পদে ভৃঙ্গে ?
কৃষ্ণ বই কে আর আসতে পারে সই, শ্রীরাধার রাস কুঞ্জে ?
শুনি শ্রীমুখে বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ,
শ্রীনা যোগ মধ্যে, তিনি ঋতুর মধ্যে বসন্ত,
আবার পতঙ্গেরই মধ্যে, কৃষ্ণ ভ্রমরাজ;
নৈলে ও কেন ও রস ভুঞ্জে ॥ ১৪৩০ ॥

কাফি ঝিঁঝিট—একতালা।

ছাড় মান, ধর না পায়, নইলে নাগর মান পাবে না,
মা হলে মানিনী লো, মদন ভুলে আর চাবে না।
সেধ না করি মানা, তুমি নারীর মন জান না,
সহজে মান গেলে হে, মান ফিরে তো আর পাবে না ॥ ১৪৩১ ॥

বেহাগ—একতালা।

সখি, শ্যাম না এল,
অবশ অঙ্গ শিথিল কবরী, বুঝি বিভাবরী, অমনি পোহাল।
শর্ব্বরী-ভূষণ খদ্যোতিকা তারা, ঐ দেখ সখি, আভাহীন তারা,
নীলকান্তমণি হলো জ্যোতিহারা, তাম্বুলের রাগ অধরে মিশাল।
ঐ দেখ সখি, শশাঙ্ক কিরণ, ঊষার প্রভায় হল সঙ্কীরণ,
বহিছে লো সখি মৃদুল পবন, কুসুমের হার শুকাল।
শিখি সুখে রব করিছে শাখায়, পুলকিত হেরি প্রিয় দশায়,
পতি বিচ্ছেদোন্মুখী নারী প্রায়, কুমুদিনীর হাস্য বদন লুকাল।
বিহঙ্গম আদি করে উদ্বোধন, বন্ধু দরশনে চিত্ত বিমোদন,
আমার কপালে বিরহ-বেদন, বুঝি বিধাতা ঘটাল॥
তাপিত হৃদয়ে রমাপতি কয়, এ বিরহ রাই তোমা বলে নয়,
পঙ্কজ হল অশ্রুধারা ময়, শশীর সুখ-বিলাস ফুরাল॥ ১৬৩২॥

খাম্বাজ মিশ্রিত—একতালা।

হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়,
আমি ভবে একা, দাওহে দেখা, প্রাণ সখা রাখ পায়।
কাল শশী বাজালে বাঁশী, ছিলাম গৃহবাসী, করলে উদাসী,
কুল ত্যজে হে অকূলে ভাসি,
হৃদবিহারী কোথায় হরি, পিপাসী প্রাণ তোমায় চায়॥ ১৬৩৩॥

সুরট মিশ্রিত—একতালা।

কই কৃষ্ণ [illegible] সই,
দেরে [illegible],
রাধা [illegible] কুঞ্জ কই।
ছি, ছি [illegible] মরি মরি,
এলো, [illegible] হরি,
(আমার [illegible] সাধ)
সই [illegible],
বলো [illegible] রে, [illegible] প্রাণে মরে,
কালা বিনা [illegible] কই॥ ১৬৩৪॥

মল্লার—আড়াঠেকা।

যমুনারি জলে মোর কি নিধি মিলিল।
ঝাঁপ দিয়ে পশি জলে, যতনে তুলিয়া গলে,
পরেছিনু কুতুহলে, সে রতনে
নিদ্রার আবেশে মোর, গৃহেতে পশিল চোর,
কাটিল কণ্ঠের ডোর, মণি হরে নিল। ১৪৩৫॥

কীর্ত্তন।

দে দে দে, মাধব দে,
আমার মাধব আমায় দে, দিয়ে বিনামূলে কিনে নে।
মীনের জীবন, জীবন যেমন, আমার জীবন মাধব তেমন,
তুই লুকাইয়ে রেখেছিস্ (ও মাধবী) আমি বাঁচিনা বাঁচিনে,
(মাধবী ও মাধবী) মাধব বিনে, মাধব অদর্শনে॥ ১৪৩৬॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

প্রাণ যায় প্রাণ যায়, প্রাণ যায় প্রাণ সজনি,
কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই বল সই বিফলে গেল যে রজনী;
প্রেম পিপাসায় নাশে প্রমদায়, কি উপায়, করে রমণী?
দিলেম আপনা হতে কুলে কালি, জল বাঁধলাম বাঁধ দিয়ে বালি,
বলো যদি এসে বনমালী, বলো শ্যাম বলে মরিল ধনী॥ ১৪৩৭॥

বেহাগ—একতালা।

কেন সই এলাম বনে,
আমার বিফল ফুল শয্যা কৃষ্ণ অদর্শনে।
দেখ পূর্ব্বদিক হইল প্রকাশ, পশু পক্ষী ছাড়ে নিজ নিজ বাস,
নক্ষত্র মণ্ডল, ক্রমে অদ্য স্থল, নিশানাথ যায় নিজ-নিকেতনে।
আশা ছিল শ্যামের প্রেমরস-সিন্ধু, এবে দেখি তায় নাই রস বিন্দু,
না জেনে ধর্ম্ম, করে যে কুকর্ম্ম ব্যথা দেয় অবলার প্রাণে।
প্রজ্বলিত হৃদে প্রেম-হুতাশন, আশার কলিকা হতেছে দহন,
বিনা মিলন বারি, কিসে নিবারি? মলাম মলাম সই তার অদর্শনে॥

খাম্বাজ—একতালা।

আর কি সময়, নাহি রসময় বাজাতে মোহন বাঁশী?
তোমারে হেরিতে, কানন আসিতে, নিরন্তর মন অভিলাষী।
সদা গুরুজন নিকটে [illegible] রই, বাঁশী শুনে প্রাণে ব্যাকুলিতা হই,
কত আর যাতনা সই, প্রতিবাদি প্রতিবাসী। ১৪৩৯।

কীর্ত্তন।

শ্যাম [illegible] [illegible] হোত মাথার চুল।
যতন করে [illegible] বেণী সই, দিয়ে বকুল ফুল।
(কেমন [illegible] যতনে বাঁধতেম সই)
কে [illegible] পার তো না সই
([illegible] পারতো না,)
কালয় [illegible] [illegible] যেতো গো,—
[illegible] পারতো না।
শ্যাম যদি মোর [illegible] হতো, নাশা মাঝে সতত রহিত,
অধর [illegible] রত সই।
যা [illegible] [illegible] মনে হয় গো—
শ্যাম [illegible] আসর হবে সই।
শ্যাম যদি মোর কঙ্কন হত, বাহু মাঝে সতত রহিত,
কঙ্কন নাড়া দিয়ে চলে যেতেম সই—
(বাল নাড়া দিয়ে)
শ্যাম-কঙ্কন হাতে দিয়ে চলে যেতেম সই॥ ১৪৪।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

বাজে বাঁশী কিবা সুমধুর স্বরে,
শুনে কি অবলা পারে, রহিতে ঘরে।
কে বাজায় এই বাঁশী, মন চায় [illegible] আসি, বিনা মূলে হইগে দাসী।
লাজ ভয় কুলে শীলে, জলাঞ্জলি নাহি দিলে, প্রেম কি সহজে মেলে,
সুখ মোক্ষ লাভ হবে, হেরিলে সে বংশীধরে॥ ১১৪১॥

ভৈরবী—যৎ।

তোরা বাসনে বাসনে বাসনে, দূতী
গেলে কথা কবে না সে নব ভূপতি।
যদি যাবি মধুপুরে, আমার কথা বলনা তারে,
বৃন্দে লো তোর ধরি করে করি মিনতি॥ ১৪৪২॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।
মন লয়ে যায় গো আমার প্রাণ লয়ে যায়,
কে এমন বাঁশিত আছে কালারে ফিরায়?
একে ত শ্যাম চিকন কালা, গলেতে বনফুলের মালা,
মোহন চূড়া বামে হেলা, ধরা নাহি যায়,
মনে করি ধরি কালা, ধরা নাহি যায়,
অন্তরে থাকিয়ে কালা অন্তরে মিশায়॥ ১৪৪৩॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।
বনে এখন ফুল ফুটিছে, মান করে থাকা আর কি সাজে?
মান অপমান ভাসায়ে দিয়ে, চল চল কুঞ্জ মাঝে।
আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু মুহুর্মুহু,
আজ কাননে ঐ বাঁশি বাজে, মান করি থাকা আর কি সাজে?
আজ মধুরে মিশাবে মধু, পরাণে বঁধু, চাঁদের আলোয় ঐ বিরাজে,
মান করে থাকা আর কি সাজে? ১৪৪৪॥

কীর্ত্তন।
বাসি হলো বনমালা দেখ ওগো প্রাণ সই,
ধূসর গগনে শশী এল কই?
মজিয়া শঠের ছলে, ভাসি লো নয়ন-জলে,
দেখ লো কমলদলে ভ্রমরা বসিল কই?
এলো না, এলো না কালা, বিফল বিপিনে জ্বালা,
বিরহ বিধুরা বালা, বল বল কত সই? ১৪৪৫॥

পূরবীমিশ্র—একতালা ।

বনে বনে ফিরি বনে বনে ঘুরি, কার যেন অভাব পাই ;
কি যেন হল না, কি যেন এলো না, বনে বনে তাই কেঁদে বেড়াই ।
নিরালয়ে ভাবি, আপন মনে, প্রাণে প্রাণে কত কথা সুধাই ।
চন্দ্র কিরণে চন্দ্র বদনে কভু কভু যেন আভাস পাই ।
নিঝুম হ'য়ে যবে যাই চলে, প্রতিধ্বনি পিছে উঠে নানা তালে,
অমনি তখনি পিছনে চাই কই কই হায় কেউ যে নাই ॥১৪৪৬॥

আশাগৌরী—আড়াঠেকা ।

বাঁশী বাজায়ো না আর,
ও ধ্বনি অবেলা করে, চিত্ত হয় ভার ।
যদি থাকি গৃহ কাজে, বাঁশী আনে বনে, [illegible] প্রাণে
মানে না বারণ, করে জ্বালাতন [illegible] হয় সদা গো রাধার ।
একে কুলের ললনা, জানে না ছলনা, কেন কর হে লাঞ্ছনা ;
মরমেতে মরি, গুরুজনে ডরি, এ কেমন শ্যাম তব ব্যবহার ॥১৪৪৭॥

সিন্ধু—[illegible] ।

যাব সই আনতে বারি [illegible] না মানা ;
লজ্জা পেলে [illegible] কি জান না ।
বলে সই কলঙ্কিনী, নহি গো [illegible]দিনী, কৃষ্ণ প্রেমে আমোদিনী,
আমার বরাসনে গুণমণি [illegible] কি বাধে বল না ॥১৪৪৮॥

খাম্বাজ—[illegible] ।

সেই কালরূপ সদা পড়ে মনে ; (পড়ে মনে গো)
ভুলিতে বাসনা করি [illegible] প্রাণে ।
গৃহেতে হইলাম দাসী, প্রতিবাদী প্রতিবেশী,
সেই কালরূপ ভালবাসি, অভিলাষী দিনে ।
যার তরে এত জ্বালা, [illegible] জপ মালা,
কি গুণ করিল কালা, হেলা হল কুল মানে ॥ ১৪৪৯ ॥

সিন্ধু—খেম্‌টা।

সখি আমায় ধর ধর।
উরু নিতম্ব হাদি পয়োধর ভারে ভূমে ঢলিয়া পড়ি লো।
ছিলাম অন্য মনে বেণু রব শুনে,
কেন বা আইলাম আহ্লাদ বনে,
উহু মরি মরি বাজিছে চরণে নব কুশাঙ্কুর।
ঘোরা তিমিরা রজনী সজনি, নাহি কোথা শ্যাম গুণমণি,
পৃষ্ঠেতে দুলিছে লম্বিত বেণী; কাল হইল মোর।
চাতকিনী যেমন ধায় বারি পানে,
তেমনি আমি ভ্রমি ফিরি বনে বনে;
শ্যাম জলধরে না হেরি নয়নে, চিত হইল অস্থির। ১৪৫০।

মাঝমিশ্র—পোস্তা।

সই গো অই বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে,
একলা এসে কদম তলায় দাঁড়িয়ে আছে আমার তরে।
যত বাঁশরী বাজায়, তত পথ পানে চায়;
পাগল বাঁশী ডাকে ফেরায়;
না গেলে সে কেঁদে কেঁদে চলে যাবে মনভরে। ১৪৫১।

মিশ্র—আড়খেম্‌টা।

মরি গো মরি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে?
ভেবেছিলাম ঘরে রব, কোথায়ও যাব না,
ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশী বল কি করি।
শুনেছি কোন কুঞ্জবনে যমুনা তীরে,
সাঁজের বেলা বাজে বাঁশী ধীর সমীরে,
ও গো তোরা জানিস্ যদি (আমায়) পথ বলে দে।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে?
দেখিগে তার মুখের হাসি, ফুলের মালা পরিয়ে আসি,
বলে আসি তোমার বাঁশী, আমার প্রাণে বেজেছে,—
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে? ১৪৫২।

বাহার খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কত নেচেছি লো ময়ূরী সনে,
ফুল্ল প্রাণে মরি মধুর তানে,
কত গাইত শাখি-শিরে পাখিগণে।
ফুল তুলে, সখী ছলে, হাসি হাসি সম্ভাষি প্রাণ খুলে ;
হাসি হাসি আঁখি নীরে ভাসি,
কিশোর কথা কত জাগিত মনে ; নীপ সনে সখি ; গহন বনে ॥ ১৪

ঝিঁঝিট—খেমটা।

আর যেন শ্যামের বাঁশী বাজে না বাজে না।
বাঁশী কাতর বলে জীবন যে রহে না।
বাঁশী ডাকে রাধা রবে, গুরুজনা কি তাই কবে,
প্রাণের হরি পরিহরি প্রাণ ত রহে না।
আমি কাঁদি যার তরে, সে কাঁদে ডাকিয়া মোরে,
রাধে বলি বনে ফিরে, যাতনা সহে না ॥ ১৪৫৪ ॥

সাওন মোল্লার মিশ্র—ঢিমেতেতালা।

এখনও এ প্রাণ আছে সই,
এলে সখি দেখা হতো, কালা এলো কই ?
যদি লো না দেখা হলো, দেখা হলে বলো বলো,
দেখিতে সাধ ছিল মনে জানি না সে কুঞ্জ বই।
ব্রজে যদি আসে কালা, গেঁথে দিও বনমালা,
বাজাতে বলো লো বাঁশী, রাধা বলে রসময়ী ॥ ১৪৫৫ ॥

ইমন-কল্যাণ—একতালা।

আর কি গোকুলে, আছি গো স্বকুলে, দিয়েছি সকলে, কূলে বিসর্জন।
বাড়াইতে কুল, গেল দুই কুল, অকূল সাগরে মরি গো এখন।
শুনেছি যে দিনে শ্যামের বাঁশরী, সেই দিন হতে কুল ত্যাগ করি,
হয়েছি সকলে অধীন তাহারি, তাঁর করি করে প্রাণ সমর্পণ ;
ত্যজি গৃহবাস, করি বনে বাস, স্বামী সহবাস, নাহি সে প্রয়াস,
অন্তরে নিবাস করে শ্রীনিবাস, সদা তারি ধ্যানে মন নিমগন ॥ ১৪৫৬ ॥

পরজমিশ্র—কাওয়ালী।

দেখ দেখ কানাই ; আঁখি ঠারে ঐ
ইঙ্গিতে অঙ্গুল, চম্পক-কেলি খেলিছে লো ;
আমি চলিতে নারি, ধর আমারে সই।
রাধা রাধা বলে মুরলী, উঠে তান তরঙ্গিণী,
উথলি, ধীর মধুর রোল, প্রাণ উতরোল,
ঘোরা যামিনী কামিনী সবে কি কাননে চলি,
আকুলা মুরলী, রাধা রাধা বলি, ধর লো ধর লো পড়ি লো ঢলি,
মুরলী ডাকিছে বারেবার কই রমণী ॥ ১৪৫৭ ॥

ঝিঁঝিট— কাওয়ালী।

ননদিনী, বলো নগরে
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক সাগরে।
কাজ কি গোকুল, কাজ কি গো কুল,
ব্রজ-কুল সব, হোক প্রতিকূল,
আমিত সঁপেছি গো কুল অকূল কাণ্ডারীর করে।
কাজ কি বাসে কাজ কি বাসে, কাজ নাই আমার পীতবাসে,
যে যারে হৃদয় বাসে, সে কি বাসে বাস করে ॥ ১৪৫৮ ॥

বেহাগ—একতালা।

দেখ লো সজনি, চাঁদিনী রজনী, সমুছল যমুনা গাওত গান,
কানন কানন, করত সমীরণ, কুসুমে কুসুমে চুম্বন-দান।
কাহে লো যমুনা, আছিল চল চল, সুহাস সুনীল বারি ?
আজু তোঁহে রহি, উজল সলিল পর, নয়ন সলিল দিব ডারি।
কাহে সমীরণ, লুটই কুসুম-বন, অলসি পড়সি যমুনায়।
তোঁহার চম্পক বাসিত নহ রে, নিশাব নিশাস-বায়।
জনম গোঁয়ানু, রোয়ত রোয়ত, হামলো কাহিত মাধব না।
সকল তেয়াগনু, যো ধন আশে, সো কি তেয়াগল মোয় ;
আপন ছোড়ি সব, আপন করনু যোহে সো কি সজনি পর হোয় ;
যমুনে হাস, হাস লো, হরায়ে হাম তব পোয়বে কে ?
তোঁহারি সুরসিত, নীল সলিল পরি, রাধা সঁপল দে ॥ ১৪৫৯ ॥

সিন্ধু—কাওয়ালী।

হেরিলে বয়ান, থাকে না লো মান, প্রাণের তুফান প্রাণেতে সো রয়।
বঙ্কিম আঁখি কি যে বলে সখি, আঁখিকে আঁখিতে কত কথা কয়।
মধুর মুরলী, প্রেম পরে বলি, ইন্দ্রজালে যেন মন লয় হরি।
মান অভিমান, প্রেম অপমান
নিমেষে সকলি, হায় লো পাশরি।
কেমনে চল [illegible]না, দেখিলে বিহ্বলা, [illegible] দেখে উতলা কি হবে উপায়।
সহে না যাতনা, কহ লো মন্ত্রণা, কালা যেন আর নাহি ছেড়ে পায়॥

বেহাগ—একতালা।

ওহে রসরাজ ছি ছি হেন কাজ, সাজে কি তোমারে হরি
কুলনাশা বাঁশী শুনি শ্রবণে, কুলনারী হয়ে নিঃশঙ্ক মনে,
নিশিতে ধাইয়ে আইলাম বনে কুললাজ পরিহরি।
তার প্রতিফল, দিলে হরি ভাল, ছল, নাথ কে অন্তরেতে ধরি,
অন্তর মাঝে পশি অনঙ্গ, দাহন করিছে হৃদয় অঙ্গ,
রাখ রাখ প্রাণ হে ত্রিভঙ্গ, উহ উহ মরি॥ ১৪৬১॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

নীল সলিলা লইয়া নীলা চলে যমুনা তটিনি
তোর শ্যাম তটে শ্যামের বাঁশরী বাজিত দিবা যামিনী।
ও তোর নীল কোমল গায়,
চুম্বিত শ্যামের নীল ছায়,
নীলে নীলে মিশিত দোঁহে, হইত নীল বরণী।
শুনিয়ে মুরলী উছলী ছলি
হইতে উজান বাহিনী॥ ১৪৬২॥

কীর্তন।

নগর চেয়ে কানন ভাল, নাইকো সেথায় কোলাহল।
ভক্তিভাবে নাম রবে, মন রে আমার হরি বল।
প্রতিধ্বনি গভীর স্বরে বলবে হরি দূরে দূরে;
বনের পাখী বলবে হরি, দুলবে প্রেমের কুসুমদল॥ ১৪৬৩॥

ঝিঝিট—কাওয়ালী।

কৃষ্ণ-প্রেম- সাগরে ভাসিয়ে দেহ সই,
এখন কূল কিনারা পাই লো সই,
হরি বলে এক টানেতে রই।
উঠিছে সদা আতঙ্ক তুফান, ডুবে গেছে কুল মান,
বুঝি যায় লো শেষে প্রাণ, পারের কে জানে সন্ধান,
সেই অকূলের কাণ্ডারী হরি বই? ১১৬৪॥

জংলা—একতালা।

কি হবে কি হবে, হোলো কি একি দায়,
কাল ছায়া দেখে রাণী গোপাল বলে ধর্ত্তে যায়॥
গগনেতে দেখে শশী, বলে আমার কাল শশী,
এনে দে ঐ প্রাণের শশী, বলে রাণী মূর্চ্ছা যায়।
জলে দেখে নীল কমল, বলে আমার কাল কমল,
জলে কেন কাল কমল গেল॥
ধেয়ে গিয়ে সরোবরে, কলে কমল লয়ে করে,
বলে এনেছি ধ'রে, যেন পাগলিনা প্রায়॥১৪৬২॥

কীর্ত্তন।

আজকের মতন করে সাজিয়ে দে মা নন্দরাণী,
আর আমি যাবনা বনে, ত্বরা খেতে দে মা ক্ষীর ননী।
রাখালেরা আর আসবে না, স বের গোষ্ঠে আর যাব না,
গোষ্ঠের কথা আর বলব না মিনতি শোন গো জননী।
(ও মা নন্দরাণী আজকের মতন সাজিয়ে দে মা)
নন্দরাণী তোরে আকুল করে গোকুল ছেড়ে,
গোধন লয়ে গোষ্ঠে আমি যাব না জননী॥১৪৬৩॥

জয়জয়ন্তী একতালা।

ভব পারাপারে আয় কে যাবিরে,
শ্রীনাথের ঘাটে লেগেছে তরী।
জগৎ চিন্তামণি, প্রভু চক্রপাণি,
আপনি ক্ষেপণী, শ্রীকরে ধরে॥ ১৪৬৭॥

বেহাগ—একতালা।

শুন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ, দেখা দিয়ে গোপাল কোথা লুকালে
শুন সে চঞ্চল চাঁদে, অঞ্চল ধরিয়া কাঁদে, জননি দে ননী দে নন বলে।
নীল কলেবর, ধূলায় ধূসর, বিধুমুখে যেন কতই মধুর স্বর,
সঙ্কারিয়ে ডাকে মা বোলে।
কত কাঁদে বাছা বলি সর সর, আমি অভাগিনী বলি সর সর
নাহি অবসর কেবা দিবে সর, সর সর বলি ফেলিলাম ঠেলে
ধূলা ঝেড়ে কোলে তুলে নিলাম চাঁদ, অঞ্চলে মুছালেম চাঁদের বদন চাঁদ
পুন চাঁদ কাঁদে চাঁদ বলে।
যে চাঁদ নিছনি কোটি চাঁদ চাঁদ, সে কেন কাঁদিবে বলি চাঁদ চাঁদ,
বলেম চাঁদের মাঝে তুই অকলঙ্ক চাঁদ,
ঐ দেখ চাঁদ আছে তোর চরণতলে ॥১৪৬৮॥

লোফা।

ঐ দেখরে দুঃখে আমার বসন ভেসে যায়।
শুনেছি নারদের মুখে শতবর্ষ পর,
নিয়ে ক্ষীর সর দিব রে তোর-চাঁদ বদনে ও রে জলধর
দুখিনীরে ভুলে রলি রে, মা বলিয়ে একবার কোলে আয় দ্বারক

লোফা।

বলাই ডাকিসনে রে, সিঙ্গা বাজাইস্ না রে,
গোপাল গোষ্ঠে যেতে দিব না।
যাবি গোচারণ করিতে, সহ রাখাল সঙ্গেতে, গহন বনেতে,
আমার নীলমণি আজ বনেতে যাবে না।
নিশির শেষে, দেখলেম স্বপ্নবেশে শোন বলাই বলি তোরে
দুরাত্মা কংশের চরে, নিবে মোর কৃষ্ণধনকে চুরি করে।
আমি শোন বলাই তাই বলি, যে দুখের নীলমণি,
বলে রোহিণী। আমার নীলমণি আজ বনেতে যাবে না ॥ ১৪৭০ ।

কীর্ত্তন—লোফা।

রাখাল মিলি ঘন করতালি কাননে চলিছে কানু।
হেলিছে খেলিছে, ময়ূর পাখা, চুমিছে তরুণ-ভানু॥
উচ্চ পুচ্ছ হাম্বারবে, গোধন দলে দলে,
আগে ছুটে যায়, পুনঃ পাছে ধায়, নেচে নেচে সাথে চলে।
মোহন মুরলী, তান লহরী, ধীর সমীরে খেলে।
আমোদ মদ উথলে গোকুলে, ফুল কলি আঁখি মেলে॥
কোকিল কুল কল কল, মধুর নূপুর বোলে।
মঞ্জরী রবে ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জরে মৃদু রোলে॥ ১৪৭১॥

খাম্বাজ—খেমটা।

শ্যামের নাগাল পেলেম না লো সই। আমি কি সুখে আর ঘরে রই।
শ্যাম যে আমার নয়নের তারা, শ্যামকে তিলেক আধ না দেখলে সই
হই দিশে হারা, আমি শ্যামের লেগে ভেবে ভেবে দিশেহারা হয়ে রই
শ্যাম যখন বাজায় গো বাঁশী, আমি তখন যমুনাতে জল লয়ে আসি,
আমার কাঁকের কলসী কাঁকে রইল, শ্যামের বদন পানে চেয়ে রই।
শ্যাম যদি মোর হত মাথার চুল, শ্যামকে যতন করে বাঁধতেম বেণী,
সই দিয়ে বকুল ফুল, আমি বন পোড়া হরিণের মত
ইতি উতি চেয়ে রই॥ ১৪৭২॥

কীর্ত্তনভাঙ্গা।

কে জানে তোমার মায়া ওহে শ্রীহরি,
পুরুষ প্রকৃতি হও কভু ত্রিপুরারী,
কভু বাঘ্র চর্ম্মপর, কভু বা মুরলীধর,
কভু হও নর হর, রণস্থলে দিগম্বরী।
তব মায়ার রঙ্গ বলি, ত্রিপাদ ভূমি দিলে ধলি,
ছলনা করিয়ে ছলি, পাঠাইলে নাগপুর।
জয় বলে রামরাম, আকার ভেদ, ভেদনাম,
সেই শ্যামা সেই শ্যাম, ভাবনা ঐক্য করি। ১৪৭৩॥

মনোহরসাই—সুর।

আমায় বাঁধিস নে মা নন্দরাণী,
তুচ্ছ ননীর তরে বন্ধন কল্লে, আহা মরি যায় গো প্রাণী।
(ছেড়ে দে মা নন্দরাণী)
তুচ্ছ একটু নবনীর কারণ, যুগল করে জননী গো করিলে বন্ধন,
বন্ধন জ্বালা সহে না মা, যায় জীবন,
মাগো আমি যদি মরি প্রাণে (ওগো মা নন্দরাণী),
তোমায় কাঁদতে হবে বনে বনে,
আমি ননী দিবা কার বদনে (মা গো), কে তোমায় বলবে জননী।
কত রাখাল এই ব্রজপুরে, চুরি করে ননী খায় মা সব ঘরে ঘরে,
মাগো কার মায়ে কারে মারে বন্ধন করে ;
(মা) পুত্র শত্রু হলে পরে, (ও গো মা নন্দরাণী) কি তারে বেঁধে মারে
তোর চরণে এই ভিক্ষা চাই, ধড়াচূড়া পরায়ে দেও বনে চলে যাই,
মাগো যমুনা পার হয়ে যাব, (আমি) এই দেশে না মুখ দেখাব,
আমি পরের মাকে মা বলিব ভিক্ষা করে খাব ননী॥
(ছেড়ে দে মা নন্দরাণী)
তোমার মা বড়ই পাষাণ, পরের কথায় বেধে মার আপনার সন্তান
(মাগো) ত্রিভুবনে পাষাণী নাই তোমার সমান॥
(মাগো) আমার বড় দুরদৃষ্ট, সহে না মা এত কষ্ট,
মাগো এখন বিদায় দেও আমারে, আমি ধরি তোর চরণ দুখানি।
ছেড়ে দে মা নন্দরাণী আমায় বাধিসনে মা নন্দরাণী॥ ১৪৭৪॥

ভাটিয়ালী।

কথা বোলোনা, প্রাণে বাচিবে না শ্যাম সয়না কথা পরাণে।
আমি কেন এমন করিলাম, তোমারে কাঁদালেম,
আপনি কাঁদিলাম কিসের কারণে।
আমি যদি মরি, আমার মত নারী কত মিলবে তব শ্রীচরণে।
আমি মরে যাই তোমার বালাই লয়ে তুমি সুখে থাকহে,
তোমার সুখের সুখী আছে যত গোপীগণে॥ ১৪৭৫॥

খেমটা।

নাইরে প্রাণবল্লভ আমার এ ঘরে।
ওরে, তাই বলি বিরহরে, তুমি রহ হৃদিমন্দিরে॥
ওরে প্রাণ ফেটে বয় চোখে বারি, আমি শূন্য ঘরে রইতে নারি,
তুই যার বিরহে তারে ডাকি তোরে রেখে হৃদি পরে॥
ছিল ভালবাসা যে জন আমার, ওরে তুমিও বিরহ তাঁহার,
তোরে ভালবেসে কাছে বসে, আমার হিয়ার ব্যথা কইরে॥
অনাথ কহিছে প্রাণসখা, আমায় ফেলে গেছে ঘরে একা,
আমার কাছে থাকবে অমন করে,
তুই আর ফেলে যাসনে মোরে॥
কাঙ্গাল কয় তুই যার বিরহ, সে ত কাঁদায় আমায় অহরহ দেখরে;
যদি তুমি থাক, তবে আমি একদিন নাগাল পাব তাঁরে॥ ১৪৭৬॥

রাগিনী—ভাইটাল।

বাঁশী বাজান জাননা (ওরে) অসময়ে বাজাও বাঁশারে
(ওরে) কালা-প্রাণ তো মানে না।
যখন আমি বসে থাকি গুরুজনার কাছে,
(ওরে) নাম ধরিয়া বাজে বাঁশী, শুনে মরি লাজেরে।
রন্ধনশালাতে বসি যখন আমি রাঁধি,
(ওরে) ভিজে কাষ্ঠ [illegible]য় দিয়ে ধূয়ার ছলে কাঁদিরে।
(বাঁশী বাজান জান না) ওপারে বসে বাজাও বাঁশী এপারে বসে শুনি
ওরে আমিতো অবলা নারী সাঁতার নাহি জানি রে।
বেনা ঝাড়ের বাঁশী, নাগর যদি পাই
(ওরে) জরে মূলে উপাড়িয়ে সাগরে ভাসাই রে॥ ১৪৭৭॥

বেহাগ।

কালা তোমা বিনা আর আমি কারো নই।
তুমি হও পদ্ম আ[illegible] হয়ে থেকে রই।
তুমি হও জল আ[illegible] ভেসে রই॥ ১৪৭৮॥

কীর্ত্তন—রূপক।

নিধুবনে, গোপের বধূসনে, গোলোক বিহারী হরি বেষ্টিত পরিহরি
আমরি কি হেরি, বামে কিশোরী,
হোরি খেলিছেন করি প্রেমের চাতুরী ॥১৪৭৯॥

ধামার।—মদনমোহন বেশে অঙ্গে পীতবাস,
পূরাণ গোপিনীর মনের অভিলাষ,
ভক্তের প্রেমেতে বাধা শ্রীনিবাস ॥ ১৪৮০ ॥

রূপক।—ধরেন পূর্ণরূপ পূর্ণব্রহ্ম মুরারি ॥১৪৮১॥

একতালা।

নবীন নীরদ কায়, মরি আবিরে কি শোভা পায়,
প্রেমের পুলকে যত গোপীকায়, কৃষ্ণ রাধিকায়, পিচকারী দেয়,
হরির প্রেমদায়, ব্রজের প্রমোদদায় কুলমান দায় ত্যজে সমুদায় ॥
রূপক।—মুগ্ধ ত্রিভুবন হেরি মোহন মাধুরী ॥ ১৪৮২ ॥

লোফা।—কৃষ্ণধনের ধনী, ব্রজের যত ধনী,
মুখে নাহি অন্য ধ্বনি ধনী কি নির্ধনী বিনে হরিধ্বনি
ধন্য যশোমতীর পুত্র, বসুমতী যশেপূর্ণ,
পশুপতি পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, হলেন পুত্রে গণ্য ॥ ১৪৮৩ ॥

আড়খেমটা।—মদন মোহন রূপের শোভা কর দরশন,
হবে ভবে মুক্তি বেদে উক্তি আছে যুক্তি নিরূপণ ॥ ১৪৮৪॥

রূপক।—হরিদয়াময় ভবার্ণবের কাণ্ডারী ॥ ১৪৮৫ ॥

পিলু—যৎ।

এসো গো কে যাবে হোরি খেলিতে, কেশব সনে।
কুঙ্কুম আবির লয়ে, চল নিকুঞ্জকাননে ॥
শ্রীঅঙ্গে আবির দিব, মনসাধ পূরাইব,
সকলে মেলি খেলিব হারাব নন্দ নন্দনে।
বামে দিয়ে শ্রীমতীরে, নয়ন জুড়াব হেরে,
করতালি দিব ঘেরে, মিলি সব সখিগণে ॥ ১৪৮৬ ॥

সিন্ধু কাফি—যৎ।

ছি ছি হারিলে হে হরি, সহিতে গোপের নারী, লাজে ম'রি মরি।
চূড়া বাঁশরী দেহ মুরারি, তোমারে সাজাব মুরারি,
তব সাজ লয়ে শ্রীমতীরে দিয়ে সাজাব বংশীধারী॥
নিকুঞ্জ বনে হোরি খেলিবেন আজ শ্রীহরি লয়ে ব্রজনারী।
কুসুম রঙ্গে, নাচাব ত্রিভঙ্গে, মারিব কুম্ কুম্ ঘেরি,
হারাব নটবরে জিতাইব শ্রীরাধারে, চল সখি ত্বরা করি॥ ১৪৮২।

ধুলি ভলি—যৎ।

ঐ যায় বাঁশরী বাজায়ে। নয়নে নয়নে মনে মরমে মাতয়ে॥
চল সবে যাই চল, ঐ শ্যাম নিকুঞ্জে গেল, শুনলো শুনলো শ্যামে পেয়ে
নাদিল কোকিল, গুঞ্জরে ভ্রমর কুল, ফুল কুল আকুল মলয়ে।
ঝর ঝর কানন সুধায়ে॥
গৃহ কাজে কাজ নাই, ঐ ডাকিছে কানাই, চল যাই ননদী মানাবে
করে পিচকারী ধরি, মারি শ্যামে ফিরি ঘুরি,
নিব ছাঁড়ি বাঁশরী কাড়িয়ে, বদনে আবির মাখায়ে॥ ১৪৮৩॥

দেওগিরী—ঢিমে তেতালা।

পাষাণ চাপা মায়ের বুকে, যচক্ষেতে দেখে গেলে।
যত দ্বারী করে বন্ধন, তত ডাকি আয় কৃষ্ণধন,
মনে নাই দুখিনীর বেদন, হয়ে যশোদার ছেলে॥
জনকের যন্ত্রণা বল শুনে হবে সুখজনক,
পাসরি রয়েছ জনক, গোকুলে পেয়েছ জনক,
ঐ দেখ দাড়ায়ে পায়ে আরও প্রহার করে না রে,
দিনান্তে না খেতে পেয়ে বাঁচে কেবল কৃষ্ণ বলে।
বল তারে ভাল করে, গিয়াছে খুব ভাল করে,
মাতা পিতা হত্যা পাতক কিছুই না মনে করে;
দুদন বলে ও দেবিকে, ও কথা আর বলব কি;
চিরকাল ত এমনি দেখি, পাতকী তোমার ছেলে॥১৪৮৪॥

পূরবী—আড়াঠেকা।

দিবা অবসান হল,
এখনো কেন গোপাল আমার, গৃহে না এল।
গোপালে পাঠায়ে বনে, চেয়ে আছি পথ পানে,
কতক্ষণে আসবে গোপাল, অস্তাচলে সূর্য্য গেল॥
লয়ে ধেনু বৎসগণে, রঙ্গিয়ে রাখালের সনে,
গেছে বুঝি দূর বনে, খেলিতে খেলিতে;
কিম্বা সে উন্মত্ত হয়ে, বলরামে না কহিয়ে,
ক্ষুধাতে ব্যাকুল হয়ে, বুঝি কারে না বলিল॥১৪৯০॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

চল সখি দেখে আসি বাজে বাঁশি কোন বনে,
বাঁশির স্বরে পাগল করে, গৃহে কর্ম্ম না লয় মনে।
যত নারী বৃন্দাবনে, সে কি কালার নামটী জানে,
রাধা বলে বাজে বাঁশী রাত্র দিনে।
আমার শ্যামকলঙ্ক নামটী হল,
কেবল শ্যামের বাঁশীর গুণে॥১৪৯১॥

কীর্ত্তন ভাঙ্গা।

কত কেঁদেছে সে কাঁদায়ে গেছে,
যাবার বেলায় হাত ধরে;
যার বধূ বিদেশে যায়, সে কি কান্না সয়,
কাঁদতে শ্যামের কান্না মুখ মনে পড়েছে।
আসবে বলে কাল, গেছে কত কাল,
কাল কি হয় নাই মথুরাতে!
(আসবে বলে গেল, এল না কেন?)
ব্রজের শ্যাম যত দিন ছিল, সুখ তত দিন ছিল,
দুখের দিন কি যায় না শীঘ্র করে!
দিন লিখি লিখি নখ ক্ষয় হল,
আমায় আসবে বলে গেল অক্রূরের রথে॥১৪৯২॥

মঙ্গল বিভাস—একতালা।

এত দিনের পর, কৃষ্ণ রে আমা
দুখিনী মা বলে মনে হয়েছে।
হারা'য়ে কৃষ্ণ নিধি, কাঁদি নিরবধি,
সেই অবধি বুকে পাষাণ চাপা আছে।
কৃষ্ণ তে মায় ক'রে গর্ভেতে ধারণ,
নিরবধি মায়ের নিগূঢ় বন্ধন,
বেদে শাস্ত্রে বলে, ওরে বাছাধন,
কৃষ্ণ নামে ভবের বন্ধন জ্বালা ঘুচে। ১৪৯৩।

ঝিঝিট—মধ্যমান।

মরি, এ জ্বালা কেন কালা দেয় গো।
প্রাণ সই গো, কত সই গো!
কারে কই গো, এলো কৈ গো!
দারুণ বিরহে প্রাণ যায় গো, যায় গো!
বনদগ্ধা কুরঙ্গিনী, মণিহারা ভুজঙ্গিনী,
তারাও হেন সন্তাপিনী, নয় গো, নয় গো!
মাতঙ্গ সরসীজলে, দলে যথা পদ্মদলে,
বিচ্ছেদকরী তেমনি দলে, হায় গো হায় গো। ১৪৯৪।

পাহাড়ী—কারফা।

শ্রবণ ভরে শোনরে ওই বাঁশী বেজেছে।
নয়ন ভরে দেখরে (আমার) কানু এসেছে।
নৈলে কেন বৎসগুলি, চাচ্ছে ফিরে চক্ষু খুলি,
শুক্‌সারী কুল আপনা ভুলি, কেন মেতেছে।
ওপাশ থেকে বলায় শিঙ্গে,—ধু, ধু,—বেজেছে।
উঠলো ওধার ধবল কায়া,
ভাস্‌লো এবার্ শ্যামল ছায়া,
সাদায় কালোয় মিশিয়ে গিয়ে এক হয়েছে। ১৪৯৫।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

গিয়ে সখি যমুনার কূলে,
হেরিলাম কাল শশী কদম্বের মূলে।
মরি সে মোহন রূপ, জগতে অতি অনুরূপ,
নিরখি নাগর ভূপ, কালি দিলাম কূলে।
শুনে মধুর বাঁশি, মন হইল উদাসী,
কেমনে ভবনে আসি মন প্রাণ গেল ভুলে ॥১৪৯৬॥

কবির সুর।

শ্যাম তিলেক দাঁড়াও, হেরি চিকণ কালবরণ।
শ্যাম তিলেক দাঁড়াও, এ অধিনীর মনের মানস পূরাও।
সাধ মম বহু দিনে, আজ পেয়েছি অঙ্গনে,
চন্দ্রাননে হাসি হাসি, বাঁশিটী বাজাও,
শ্যাম তিলেক দাঁড়াও ॥১৪৯৭॥

জংলা—খেমটা।

তারে পর্ব্বো সই, করে গায় অলঙ্কার
কালা মোর গলায় দোলে,
মুক্তোর মালা, পৈঁছে পলা,
ওলো সই, কানবালা আর চন্দ্রাহার।
কালা মোর বীরবৌলী, চাবিশিকলি, গোট মাদুলী চন্দ্রহার।
কালা আমার, আমলা, তেল মাথার,
কালা আমার, কুমকুম চন্দন গার;
কালা আমার মাজন মিশি ফিতে ঘুনসি,
কি রসের রসকলি সে আমার ॥১৪৯৮॥

সিন্ধুকাফি—যৎ।

মিলিয়ে গোপিনারী, তোমার সহিত হরি খেলাব হোরি।
জিনিব তোমারে, সবসখী ঘেরে, কুম কুম পিচকারী মারি।
হারাইব কালা, করি নানা ছলা, ভাঙ্গি বহে চাতুরী ॥ ১৪৯৯ ॥

কবির সুর।

ও সখি রে,—
কই বিপিন-বিহারী বিনোদ আমার এলো না।
মনেতে করিলে সে বিধুবদন, সখি এ যে পাপ প্রাণ,
ধৈরজ না মানে, প্রবোধি কেমনে, তা বল না।
বিগলিত পত্রে, চমকিত চিত্তে, হতেছে, স্থির মানে না।
যেন এলো এলো হরি, হেন জ্ঞান করি,
না এল মুরারী পাই যাতনা।১৫০০।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

বিনে সখী সেই রসময়,
অবলা সরলা বালা জ্বালা কত সয়।
মনেতে বাসনা করি, প্রেম আশা পরিহরি,
ভুলাতে নাহিক পারি, সমভাবে রয়।
মুদিয়া যুগল আঁখি, যদি শান্তভাবে থাকি,
তখনই হৃদয়ে যেন হয় গো উদয়।১৫০১।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কৃষ্ণ নাম কেউ যেন না শুনে,
কৃষ্ণ কথা বলবি যদি গো, বল্‌সে আমার কাণে।
আদেশ ক্রমে মন ভ্রমে, করি হরি রব,
এখন করি কৃষ্ণ রব, এখন করি কৃষ্ণ রব,
হিরণ্যকশিপু রাজা হয়েছে এই বৃন্দাবনে॥ ১৫০২

বেহাগ।

আর আমি যাবনা ললিতে, যমুনার বারি আনিতে।
যমুনায় জল আনতে যাই, কদম তলায় দাঁড়াইয়ে কানাই,
আমার মন হরিল কালার বাঁশীর রবেতে। ১৫০৩।

রামকেলী মিশ্র—একতালা।

আমার সাধ হয় গো সদা, যাই গো ভেসে,
কূলে আমায় কে আনে প্রাণের কথা প্রাণই জানে।
প্রাণের কথা প্রাণে সুধালে, সে তো কিছু বলে না,
আঁখি ভেসে যায় জলে।
আমি ফিরবো না লো মনে করি, ডুরি ধরে কে টানে।
আমি প্রেম বিরাগে হলেম উদাসী,
কে পরালে ফাঁসী, আমি প্রাণের টানে দেখতে আসি,
বুঝালে কি প্রাণ মানে ॥ ১০৪॥

সিন্ধু—ভৈরবী।

বিজন বনে প্রকৃতি সুন্দরী,
পূজে তোমারে আদরে শ্রীহরি।
হাস্যমুখী বনলতা সখী যত আছে ফুল মালা ধরি,
গন্ধবহ তার, বহে সুধাভার, গন্ধে আমোদিত করি।
সুদূরবাহিনী সুরতরঙ্গিনী তুলি আনন্দ লহরী,
ভক্তিরসে গলি, বায় বেগে চলি, তব পদ ধৌত করি।
গায় সুধা রবে, পিকবধূ সবে, নাচে ভ্রমর ভ্রমরী,
জ্বলে দিবা রাতি চন্দ্র সূর্য্য ভাতি,
কিবা শোভা আহা মরি ॥ ১১০৫॥

খাম্বাজ—একতালা।

কি হল কাহাকে জিজ্ঞাসিব বল কোথা গেল শ্যাম আমারি।
জান যদি বল আমাকে, তমাল কোকিল ওরে শুক সারি ॥
হয়ত এসেছিল গুণমণি না হি নিরখিয়ে কুঞ্জে কমলিনী।
ভাবিয়া চিন্তিয়া রোধে চিন্তামণি গিয়াছে আপনি আনিতে পারি
অসিত নিশিতে নিকুঞ্জে আসিতে নিশিতে মিশিল বুঝি নীলমণি!
ঘনশ্যামের অনুমানি ঘন শ্যামে পড়িল যামিনী যৌবন যমে
ফিরে দাও ফিরে দাও গুণধামে রজনি, তোমার চরণে ধরি ॥ ১১০৬॥

মঙ্গলমিশ্রিত—একতালা।

এমন সুধার হরিনাম, হরি বল না,
সাধের পনে কিন্‌বি হরি, সাধ কেন তোর হল না ?
পাপী তাপী নাই কোন বিচার,
হরি ডাক্‌লে পরে তার, করুণার তুলনা নাই আর,
নামে হও মাতুয়ারা, মিছে মদে ভুল না। ১৩০৭ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়খেমটা।

আর বুঝ্‌তে বাকী নাইক হে শ্যাম চাতুরী তোমার।
প্রদোষে কি দোষে রাইকে জ্বালাতে এলে আবার ॥
গোপিনীদের মাথার কিরে, যাওহে তোমার গোষ্ঠে ফিরে ধেনু চরাতে
আহা রাখাল হারা হয়ে তারা করছে হাম্বারবে হাহাকার।
কুঞ্জে আর দেখনা চেয়ে, রাই যে আদরিণী মেয়ে তার কিসের অনাদর,
তুমি রাখাল বলে রেয়াৎ পেলে তোমার চাষার মত ব্যবহার ॥ ১৩০৮

খাম্বাজ মিশ্রিত—যৎ।

বাঁকা হ'য়ে দেখা দিয়ে কোথায় লুকালে। প্রাণ মন কেন মজালে।
সাধে কি কাননে আসি, কেন হে বাজালে বাঁশী
ছলে ভুলাইয়ে প্রাণ, অকূল মাঝে ভাসালে ॥ ১৩০৯ ॥

লুম খাম্বাজ মিশ্র—একতালা।

আজ ধরব লো সই মনচোরা আমার।
নয়ন জলে গেঁথে মালা, বঁধুর গলায় দিব হার ॥
সই লো সাধের কালাচাঁদে, প্রাণ মন দিছি সাধে,
আমার চিরকালা ভালবাসি, কালা রাধার প্রাণাধার।
কথা কইব লো কত, বলব তারে কেঁদেছি যত,
দেখ্‌বো যদি হ'তে পারি তার মনের মত;
সে আমার হয় বা না হয় আমি তো সই হব তার।
আমার আমি রব কি সই আর। ১৩১০ ॥

ভৈরবী—একতালা।

শুনলো শুনলো বালিকা, রাখ কুসুম মালিকা,
কুঞ্জ কুঞ্জে ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহি রে।
দুলই কুসুম মুঞ্জরি, ভ্রমর ফিরই গুঞ্জরি,
অলস যমুন বহয়ি যায় ললিত গীত গাহি রে।
শশি-সনাথ যামিনী, বিরহ বিধুর কামিনী,
কুসুম হার ভইল ভার হৃদয় তার দাহিছে,
অধর উঠই কাঁপিয়া, সখি-করে কর আপিয়া,
কুঞ্জ ভবনে পাপিয়া কাহে গীত গাহিছে।
মৃদু সমীর সঞ্চলে, হরয়ি শিথিল অঞ্চলে,
বালি হৃদয় চঞ্চলে কানন-পথ চাহি রে;
কুঞ্জপানে হেরিয়া অশ্রুবারি ডারিয়া
ভানু গায় শূন্য কুঞ্জ শ্যামচন্দ্র নাহি রে॥ ১৫১১॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

একাকিনী কাঁদি কুঞ্জকাননে, সজনি যাতনা আর সহে না প্রাণে।
না হেরি প্রাণের হরি, ধৈরয ধরিতে নারি,
করি কি উপায়? মরি মরি তার বিরহ-বাণে।
কে আছে সখি এমন, আনি দেবে শ্যাম ধন,
প্রিয় কানুরে, যার তরে নীর ঝরে নয়নে।
মনের বাসনা যাহা না পারি ফুটতে তাহা,
গুমরি মনে, কেন প্রেম করেছিনু গোপনে। ১৫১২।

বেহাগ—একতালা।

ওকি হেরি গো জলদ বরন।
পীত বসনে সখি তড়িত মিলন॥
শ্যাম মৃদু মৃদু হাসি, বাজাইছে বাঁশী কিবা নাচাইছে নয়নখঞ্জন।
কহে অকিঞ্চনে শ্রীরাধা ভাব কেনে,
তুমি শ্যামের, শ্যাম তোমার, অঙ্গের ভূষণ। ১৫১৩।

বেহাগ—আড়খেম্‌টা।

দুজনে দেখা হল—মধু যামিনী রে!—
কেন কথা কহিল না—চলিয়া গেল ধীরে!
নিকুঞ্জে দখিনা বায়, করিছে হায় হায়—
লতা পাতা দুলে দুলে ডাকিছে ফিরে ফিরে।
দুজনের আঁখি বারি গোপনে গেল ঝরে—
দুজনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল রয়ে।
আর ত হলনা দেখা জগতে দোঁহে একা
চির দিন ছাড়াছাড়ি যমুনা তীরে। ১৫১৪॥

গৌরী—আড়াঠেকা।

কোথায় আছে যদি সে আমার?
কেন তবে কুঞ্জবনে হেন দশা রাধিকার।
তরুলতা কেন শূন্য, বন পাখী শোক পূর্ণ,
কেন ব্রজ শূন্যাচ্ছন্ন উঠে কেন হাহাকার॥
বাঁশরী ফিরায়ে দেছে, রাধা নাম ভুলে গেছে,
না হ'লে বাজিত বাঁশী, রাধা বলে শতবার। ১৫১৫॥

গারা খাম্বাজ—একতালা।

প্রাণে বয় প্রেমের তুফান, শ্যামের বামে রাইকিশোরী।
চাঁদের ফাঁদে চাঁদে কাঁদে চাঁদে চাঁদে ধরাধরি. আমরা যুগল ভালবাসি
চখে চখে মেশামেশি, চলে পড়ে প্রেমের ভরে,
ঝলকে রূপের রাশি, প্রাণের কাঁসি প্রাণে পরে,
মরি মরি যুগল মাধুরী, বয়ে যায় সুধার লহরী,
সখি কি দেখি দেখি আপন পাসরি। আমরা যুগল ভালবাসি। ১৫১৬॥

ভৈরবী—আড়খেম্‌টা।

কথা কস্‌নে লো রাই শ্যামের বড়াই বড় বেড়েছে,
কে জানে ও কেমন ক'রে মন কেড়েছে,
শুধু ধীরে বাজায় বাঁশী, শুধু হাসে মধুর হাসি,
গোপিনীদের হৃদয় নিয়ে তবে ছেড়েছে॥ ১৫১৭।

পরদমিশ্র—ভরতঙ্গা।

ঠিক্টি সে শ্যামের মতন শ্যামের মতন সব।
ঠিক্টি সে তেমন চতুর তেমনি অবয়ব, যেন শ্যাম।
তেমনি হাসি তেমনি নবীন তেমনি মিছে কব,
তেমনি সে মিষ্টি বলে, হয়কে করে নয়,
নেই মান অপমান ভয় মন্দ বস সয়,
তেমনি নেচে রাধা বলে করে বাঁশী রব,
তেমনি তেমনি বাঁকা ঠাম॥
যে তারে আপন্ করে তেমনি তারে বাম,
ছি ছি কেউ না করে নাম
শ্যামের মতন সব তাতে সম্ভব, তেমনি গুণধাম॥ ১৫১৮॥

দেশ বিভাস—যৎ।

শ্যামকে যে চায় তারে ভালবাসি।
শ্যামকে যে জন আপন ভাবে আনিলো তার কেনা দাসী।
শ্যাম নামে যে মাতুয়ারা,
শ্যাম নামে যার বয়লো ধারা,
দেখে তারে হই আপন হারা,
দেখ্লে তারে হৃদয় ভরে, শ্যাম প্রেমনীরে ভাসি॥ ১৫১৯॥

বেহাগ—দাদরা।

বালিকা।— চাবনা আর চাবনা শ্যাম তো ভাল নয়।
বালিকা।— জেনে শুনে শ্যাম কি করে নারীকে প্রত্যয়॥
বালিকা।—২ শ্যামের মোহন বেণু শুনে ফিরিছি বনে বনে,
কুঞ্জে একা রাত কেটেছে শ্যাম অতি নিদয়॥
বালক।— বল না করি মানা, বল তারে যে জানে না,
ছি ছি শ্যাম কেঁদে কেঁদে ধর্লে কত পায়।
শ্যাম বলে তাই সইল এত নৈলে কি কেউ সয়॥
উভয়ে।— যে ছল জানে তার সকল ছলা হয়কে করে নয়॥
বালক।— ছি ছি ছি নয়কে করে হয়।
বালিকা।— ওলো সই নয়কে করে হয়॥ ১৫২০॥

খাম্বাজ মিশ্র—দাদরা।

রাধা।— শ্যাম চেওনা শ্যাম পাবে না শ্যাম কি কারোয় চায়
কৃষ্ণ।— ঠেকে শিখে দেখেছে শ্যাম ফিরবে কেন পায়॥
রাধা।— শিখেছে শিখিয়ে গেছে, ঠেকেছে যে মজেছে,
মনচুরি শিখেছে ভাল ভোলায় অবলায়॥
কৃষ্ণ।— শিখেছে কপটনারী, নারীর প্রেমের খোয়ার ভারী,
ছল জানে না ডাকলে একে ফিরে চায়,
চাতুরী সব চাতুরী কায কি আর কথায়॥
বালক।— জেনে শুনে ঠেকবে কেন দায়।
বালিকা।— ওলো শুনে হাসি পায়॥ ১৫২১॥

সিন্ধুরা মিশ্র—দাদরা।

আমরি কি যুগল মাধুরী।
রূপে মন আপন হারা প'রেছে প্রেমের ডুরি॥
শ্যামচাঁদ আপন হারা, আপন হারা রাই,
দেখ্‌লে মন মাতুয়ারা আপন হারা তাই,
নয়ন ভরে চাই,
সাধে সাধ ভাসিয়ে দিয়ে আপনি ভেসে যাই॥
নয়নে নয়নে মেশামিশি হাসে,
হেরি হাঁসি পরে ফাঁসি, অভিলাষে প্রেমে ভাসে,
আমরি আমরি এ কেনা উহারি মনে মনে মন চুরি॥ ১৫২২॥

দেশ মিশ্র—যৎ।

শুনতে পাই সে রাধে রাধে বলে।
হ'ত ভাল বেসে রাধা দেখ্‌তে পেলে কোন ছলে।
কে জানে জানে কি যতন,
ভুলিয়েছে তার মন মানে না ত মন,
যতন পেলে ভুলে যাবে নয়ত সে তেমন,
আসি গো শুনে, তারে কিন্‌লে কি গুণে,
পরের কথায় কায কি আমার, আমার কি রাধার হলে!
রাধার তরে প্রাণ কি তার টলে॥ ১৫২৩॥

বেহাগ—একতালা।

স্তি।— গেল যামিনী।
আশা পথ চেয়ে জাগিনু যামিনী সাজায়ে বাসর সাধে।
ধূসর চাঁদ টলিল গগণে না হেরিনু শ্যামচাঁদে।
আমি শ্যাম আমোদিনী॥
ারি।— ছি ছি ছি বোল্‌লে শোনে না,
একিলো মানা মানে না,
বোসেছে সাজায়ে বাসর শ্যামকে জানে না.
সেত মজায় কামিনী॥
সেতি।— হাসিল উষা, টুটিল আশা, পিয়াসা রহিল মনে।
বাসি হলো মালা, বাড়িল জ্বালা
কিনিনু জ্বালা যতনে বন বিহারিণী॥
রি।— ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্ এ পীরিতে
ঠেকে শিখে তাই বলি,
সাধেরি বাসর সাজায়েছি কত দিবানিশি কত ছলি,
নাহি মানিনী॥
[illegible]— ছি ছি গঞ্জনা কত গুঞ্জরি অলি,
কমলে কত কি বলে,
মরমের কথা মলয় মারুত ধীরি ধীরি বলে চলে,
কমলিনী॥
রি।— যদি ঠেকে শেখে সই তবু ভাল।
সেকি হয় লো ভাল তার বরণ কাল,
যদি না বোঝে, যদি লো মজে,
হবে পাগলিনী॥ ১৫২৭।

প্রসাদী—সুর।

যে নিগূঢ় প্রেমে যে ডুবেছে, সে কি রইতে পারে শুষ্ক দেশে গো॥
বহু পুণ্যের বঁধু চাকি, নিজ আকৃতি চক্ষে রাখি গো।
মজে থাকি যেন মধুর লাগি গো॥
সে যে ভক্ত করে শক্তির জোরে গো॥ ১৫২৮॥

ভাটিয়াল সুর।

বাঁশী তুমি আর কেঁদনা যেজনা।
বাঁশীরে তোর পায়ে ধরি, আর দিওনা দাগাদারি,
আমরা নারী সইতে নারি নারীর প্রাণে আর সহে না।
গুরুজনের কাছে বসি, তখনি বাজাও হে বাঁশী,
সদায় বল রাধা রাধা, রাধা বই কি নাম জান না। ১৫২৬॥

দেওগিরি—ঢিমে তেতালা।

যাচ্ছ যদি গোকুলে, ব'ল অয় যেও না ভুলে।
পাষাণ চাপা মায়ের বুকে, স্বচক্ষেতে দেখে গেলে।
যত দ্বারী করে বন্ধন, তত ডাকি আয় কৃষ্ণধন,
মনে নাই দুঃখিনীর বেদন,—হয়ে যশোদার ছেলে॥
জনকের যন্ত্রণা বল, শুনে হবে সুখজনক,—
পাশরি রয়েছে জনক, গোকুলে পেয়েছে জনক;
ঐ দেখ দ্বারকা পায়ে, আরও প্রহার পায়ে পায়ে,
দিনান্তে না খেতে পেয়ে বাঁচে কেবল কৃষ্ণ ব'লে।
ব'ল তারে ভাল করে, গিয়াছে খুব ভাল করে,
মাতা পিতা হত্যা পাতক কিছুই না মনে করে,
সুদন বলে ও দেবকী, ও কথা আর বলব কি,
চিরকাল ত এমনি দেখি, পাতকী তোমার ছেলে॥ ১৫২৭॥

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

আহা আয় রে বাছা, আয় কোলে আয়,
একবার চুমিব ও চাঁদবদনখানি! ও হে ভক্ত চূড়ামণি!
আমায় বেঁধেছিস বাপ! ভক্তিডোরে, আমি যাই না কোথা ছেড়ে তোরে।
কোরে তোরে ভাসি প্রেমসাগরে। বাছা! তোর মত না হলে পরে,
কোন্ জীব পায় আমারে? মনের সুখে না ডাকলে,
প্রেমের হরি নাহি মিলে।
যে জন মনে ভুলে, মুখে ডাকে, আমার প্রেম চায় না তাকে,
যে জন তোমার মত,—বাছারে,—তোমার মত ডাকে ভক্তিভরে
বাঁধা আমি তার দুয়ারে॥ ১৫২৮॥

ভাটিয়াল—সুর।

আর বাঁশী বাজাইও না।
ওহে নিলাজ শ্যাম, হরে নিলে অবলার পরাণ॥
বাঁশী তোরে করি মানা, আমার আছে সব জানা,
যমুনার জল উজান চলে শুনে বাঁশীর গান॥ ১৫২৯॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

ওরে বৃন্দাবনের লোক।
দেখারে আমারে তোরা আলোকের আলোক॥
যদুপতি ব্রজপতি, কভু নহে সে মূরতি,
দেখারে সে হৃদিপতি ভূলোক দ্যুলোক॥ ১৫৩০॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

হও রথ যাও রথে, এমন রথে।
ত্যজ্য করে ন্যায্য পথে, কেন ভ্রম পথে পথে,
পেয়ে সুপথ ভুল না পথ, এখন চল ব্রজের পথে।
পথের সম্বল মন হরি-বল, হবে পথের জয়,—
জেন সবাই পথের পথিক পথের পরিচয়,—
ধর্ম্ম-পথে রেখ যতন, যদি পথে হও রে পতন,
হবে তোমার কালের দমন, কালীয়-দমন ভাব হৃদে॥
সম্প্রতি দুর্ম্মতি,—তাইতে পাঠাইলে কংস,
যে করে ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস, তারে করবে ধ্বংস,
হলে হরির কোপের অংশ, কংস যে হইবে ধ্বংস,—
মদন কয় এমন কুবংশ, কি কাজ থেকে মথুরাতে॥ ১৫৩১।

সুম মিশ্র—একতালা।

বলাই ডেকো না, মা বিদায় না দিলে যাওয়া হবে না।
আমি মায়ের আজ্ঞাকারী, আজ্ঞা নৈলে যেতে নারি,
আমার নিতে হলে পরে, মাকে কর সান্ত্বনা॥
গোষ্ঠের অতি বেলা হলো, ধেনু সব গৃহে রইল,
আজি গোষ্ঠে গেলে পরে মা তো প্রাণে বাঁচবে না॥ ১৫৩২।

লুম মিশ্র—একতালা।

বলো বলো নারদ মুনি মথুরায় এই দুখের সমাচার,
দিবানিশি ব্রজবাসী করে হাহাকার।
কেঁদে কেঁদে ব্রজের রাখাল ধূলাতে লুটায়,
গোপাল বিনে ব্রজের গোপাল উর্দ্ধমুখে ধায়।
শতবর্ষ কৃষ্ণহারা এ দুখিনীর বাঁচা ভার। ১৫৩১।

কীর্ত্তনের সুর—আড়খেমটা।

আজকের মতন রেখে যা বলাই, গোঠে যাবে না রে প্রাণ কানাই।
বনে রক্ষা করে বল কে, আমি ঘরে থাকে হারাই পলকে,
এমন কানাই-ধনে দিয়ে বনে, ঘরে কারে হেরে প্রাণ জুড়াই।
তোরি অনুগত নীলমণি, তোর কথা ভিন্ন খায় না নবনী,
কানাই তোরি বাধ্য, তোর সুসাধ্য তুই যা বলিবি কানাই শুনবে তাই।
মনের কথা শুন রে বলরাম, আজ কান্না এসে শুনলে বনের নাম,
তেঞি ভাবি নিরবধি, তুই বলিস্ যদি,বরং আমি তোদের সঙ্গে যাই।
কারে বলি না বলি তোরে, গোপাল হেসেছে কালি ঘুমের ঘোরে,
কুলক্ষণের রঙ্গ দক্ষিণাঙ্গ আমার নৃত্য কর্চ্ছে সদাই॥
দ্বিজ রমাপতির এই বাণী, কার জন্যে ভাব যশোদা রাণী,
দেখ গো অন্তরে, এই ঘরে ঘরে, তোমার গোপাল ভিন্ন গতি নাই।১৫৩২।

কীর্ত্তন—লোফা।

হামা দে পালায়, পাছু ফিরে চায়, রাণী পাছে তোলে কোলে;
রাণী কতূহলে ধর ধর বলে, হামা টেনে তত গোপাল চলে;
পড়ে পড়ে যায় ধূলা লাগে গায়, আবার উঠে আবার পলায়,
মুছায়ে আঁচলে, রাণী কোলে তোলে, ব্রজের খেলায় পাষাণ গলায়;
দিনে দিনে বাড়ে, হামা দেওয়া ছাড়ে, মাকে ধরে গোপাল দাঁড়ায়,
কোল পাতে রাণী, ক্রমে নীলমণি, চলে চলে কোলে ঝাঁপায়।
ক্রমেতে বাড়িল গোঠেতে চলিল, গোপের বালক চরায় ধেনু,
বনের মালায় রাখাল সাজায় মজায় গোপী বাজায় বেণু।
কার বা মাখন, কার হরে মন, মদনমোহন বসন চোরা।
প্রেমের ডোরে কিশোর চোরে, বাঁধিবি যদি আয় গো তোরা।১৫৩৩

সারঙ্গ—একতালা।

ললিতা বলেন রাধে, সাজাব মনের সাধে, অমনি যাইবে কেন ধনি।
রাধে তুমি রমণীর শিরোমণি।
ওগো শ্যাম দরশনে, আমার কি কাজ ভূষণে,
প্রতি অঙ্গে মোর শ্যামনাম লেখ, এই সে আমার মনে;
(এ অঙ্গ ভূষণ আর নাহি সখি! সেই শ্যামচাঁদ বিনে।)
মোর এই সাজ, সাজাহ তোমরা, এস এস মোর সনে।
এমন ভূষণ এই যে সখি, সেই শ্যামচাঁদ গানে। ১৫০৬।

সারঙ্গ—আড়া।

শুনিয়া অঙ্গ পুলকে আবৃত, কত ধারা বহে অঞ্জন সহিত।
সেই শ্যাম সুকোমল তনু, তনু নব ঘন ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম,
অম্বুজ লোচন কদম্ব তলাতে;
দুকূলে দুখানি চরণ রাখিয়া, রাধানাম করে অবিরত। ১৫০৭।

কীর্ত্তন।

স্বপ্নে দেখা দেও হরি, তোমায় হেরিব ব'লে বাঞ্ছা করি।
বৃন্দাবনে থাক তুমি, চিনিতে না পারি আমি,
হাতে দিয়ে মোহন বাঁশী, বামে বসাও রাই কিশোরী,
অঙ্গে তোমার পীতবসন, লোকে বলে রাসবিহারী। ১৫০৮।

দেশমিশ্র—দাদরা।

ঘরে কি নাইক ননী।
কেন অমন করে পরের ঘরে চুরি করিস্ নীলমণি॥
ওরে, শুনে যদি পায়, মা বলে ডেকে রে আমায়,
সইবে কেন পরে, কত কথা বলে যায়,
ওরে, পথে জুজু আছে বসে যেওনা যাদুমণি।
...ত বসে ছড়িয়ে ফেলে দাও, মুখে তুলে খাইয়ে দিলে কই রে যাদু খাও,
মন্দ বলে তবু কেন পরের বাড়ী যাও,
ওরে, ঘরে কি তোর মন ওঠেনা মিষ্টি কি পরের ননী। ১৫০৯।

সুরট মল্লার—আড়া।

আরে সখি! কদম্ব তরুতলে কেও বিহরে।
শরদ চন্দ্র জ্যোতিধরে। (মরকত দেহা) (আহা মরি মরিরে)
আরে সই যমুনার নামিলাম, পুনঃ দেখি সেই শ্যাম,
অপরূপ জলের ভিতরে।
অরুণ চরণ আভা, কালিন্দীর কিবা শোভা, কমল ভাসিয়া ফিরে ধীরে ॥

মালসী—ধামাল।

সাজিল দেখরে রাধে কমলিনী।
কজ্জলে উজ্জ্বল ছুটী আঁখি কুরঙ্গনয়নী।
অম্বর সম্বর করে, করে সব-ধনী, (প্রেমভরে)
এলায়ে পড়েছে, বিনোদ বেণী,
বিনোদিনী ক্ষণেক প্রকাশে মেঘে যেন সৌদামিনী ॥ ১৫৪১ ॥

সারঙ্গ—ধামাল।

ওগো আমরা এই এখন দেখিয়া গো আইলাম।
যমুনা পুলিনে গো নটবর, তিন ঠাঁই করেছে বাঁকা,
দিয়াছে পাঁচনী ঠেকা।
বল বল কোন্‌খানে দেখিয়া গো আইলে।
আমি শুনি নাই আরবার বল, শুনায়ে কি করিলে,
ওগো আমার গো সকলি নিলে।
রাই আমার যত বলে বল বল, রেয়ের অঙ্গ তত প্রেমে ঢল ঢল,
ওগো শ্যাম অঙ্গের ছটা ঐ যমুনায় মিশায়েছে। ১৫৪২ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—জলদ তেতালা।

কি হবে হে কাল বিধু, পেয়েছি আজ নিধুবনে।
কেমনে হইবে জয়ী, গোবিন্দ গোপিকাগণে।
কোথা সঙ্গীগণ শ্যাম, শ্রীদাম সুদাম বসুদাম,
কি উপায় পরিণাম, করিতেছ মনে মনে।
আবির কেশর করে, ঘেরে গোপিকানিকরে
কাল অঙ্গ রঙ্গ করে, সাজাব বংশীবদনে ॥১৫৪৩॥

বাহার—ঠুংরি।

গাও কোকিল বিহঙ্গ কুল ফুলকুল পরিমল। ঢাল সোহাগেতে,
হাসি ভাসি তমাল বিলাসী খেলে তমাল সনে নব অনুরাগে।
খেল অনিল অরুণ উদিল নীল গগন সাজ রঞ্জিত রাগে।
নীল বসন পরি সাজ শ্যামা মেদিনী, শ্যামচাঁদ মম হৃদি মাঝে জাগে। [illegible]

আড়া—জলদ তেতালা।

কিশোর কিশোরী খেলেন হোরি।
আহা মরি মরি, হেরি কি আনন্দ লহরি।
ব্রজেশ্বর ব্রজেশ্বরী, রসিকযুগ মঞ্জরী,
অনুপ রূপ মাধুরী, জন মনোহারী।
মন মোহন মোহিনী, হরি হরি বিলাসিনী,
প্রেমময় প্রমোদিনী, চতুরা চাতুরী।
কমলাক্ষ কমলিনী, মোক্ষদায়িনী,
শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণমোহিনী, ত্রাহি কৃপাকরি। ১৫৪।

সিন্ধু—যৎ।

শ্রীহরি খেলিব হোরি, আমরা গোপী সকলে।
আবির কেশর দিব, শ্রীচরণ যুগলে।
অতি প্রফুল্লিত মনে, সঙ্গোপনে প্রাণপণে,
সাজাইব শ্যামধনে, নিরখিব বিরলে।
হরি ফুরাইলে হোরি, ভুলনাহে ব্রজনারী,
দেখ মনে রেখো হরি, থেকো হৃদিকমলে। ১৫৬।

বাহার—জলদ তেতালা।

ঐগো ঐ বাজায় বাঁশী, কেশব শ্রীরাধা বলিয়ে।
হলো মন উচাটন, চল হরি হেরি গিয়ে।
কদম্বেরি তলে কালা, করিতেছে কত ছলা,
মজাইতে কুলবালা, মোহন মুরলী লয়ে।
নিকুঞ্জে নির্জ্জনে হরি, খেলিবারে আসে হোরি,
বংশীতে সঙ্কেত করি, চন্দ্র কহে বিধি দিয়ে। ১৫৭।

সুরট মিশ্রিত—একতালা।

নন্দনন্দন সঙ্গে খেলে মোহিনী ব্রজবালা
ঘেঙ্গে কালা যমুনা উজলা, রঙ্গরস খেলা মন সাধে প্রেম বাঁধে।
পীতবসন অঙ্গ রাসভরস রঙ্গ আধ আধ হাসি, রাধা বাজে বাঁশী
মাতিল তরঙ্গ, মত্তভুবন সুধা বরিষণ
মাতিল যমুনা বারি নীরবিহারী কুলনারী লাজ পাসরি।
মন সাধে প্রেম বাঁধে॥ ১৫৪৮॥

খাম্বাজ—একতালা।

নটকি নটকি চলতা মোহন আওয়ে।
ভাওয়ে মন অধরে মুরলী মধুর মধুর বাজে।
চঞ্চল কুন্তলনী চপল দোলনী, ময়ূর মুকুট চন্দ্র কলনী,
মন্দ হাসনি জিয়াকে বাছনি, মোহন মূরতি রাজে।
ভ্রূকুটি কুটিল রঙ্গিল নয়ন, অধর অরুণ মধুর বয়ান,
প্রীতি গন্ধে চারু তিলক, ভাল পরা বিরাজে। ১৫৪৯॥

বেহাগ।

আমায় মধুর কৃষ্ণের গান কে শুনায় গো।
নাম শুনে যায়, আঁখি ঝরে, বিধি যদি মিলায় তারে (সই গো সই)
রাখি হৃদয় মাঝারে তারে রাঙ্গা পায়ে দাসী হই। ১৫৫০॥

মুলতান—একতালা।

শ্যামতনু বহে গো পীরিতি পশার।
চল চল রঙ্গিনী বিবিধ সুতরঙ্গিণী, নিরখিতে শ্যামসুখসার,
শিরে পশু পাখী, আঁখি ঝরে ঝর ঝর, মুরলীতে যমুনা পাথার॥১৫৫১

ভৈরবী—খেমটা।

নিশি শেষে কালশশী কোথা হতে উদয় হলে।
অরুণ নয়ন দুটি চলে যেতে পড়ে ঢলে।
কপালে সিন্দুর বিন্দু, শুকায়েছে মুখ ইন্দু,
বল ও কার প্রেমসিন্ধু, মথিলে বসি নিরলে। ১৫৫২॥

কীর্ত্তন।

(জয়) নন্দদুলাল ব্রজ গোপাল ভূপ ভূপাল হরি হে।
কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্রবদন ভবসাগর তরি হে।
রাধিকা হৃদিবিহারী শ্যাম, বংশীধারী বঙ্কিম ঠাম,
ফুল্ল বন কুসুমদাম, পাতকী পাপহারী হে।
মনোমোহন বাঁকা নয়ন, গোপিনীগণ রঞ্জন,
চারু পীত ধরা বাঁকা শিখিচূড়া ভীত চিত্ত ভয় ভঞ্জন;
দৈত্যবিজয়ী হৃষিকেশ, গোবর্দ্ধনধর পরেশ,
বৃন্দা বিপিন চারী হে। ১৫৫৩।

রাগ—বসন্ত।

বরজ কিশোরী ফাগু খেলত রঙ্গে।
চুয়া চন্দন আবীর গোলাব দেয় ত শ্যামের অঙ্গে।
ফাগু হাতে করি, ফিরত শ্রীহরি, ফিরি ফিরি খেলত রাই;
ঘুং ঘঠ ওঠ.ম বয়ন ছাপাপত
বেরি বেরি যৈছে মেঘমে চাঁদ লুকাই। ১৫৫৪।

কীর্ত্তন সুর—আড়খেমটা।

এমধু যামিনী, এ মধু চাঁদিনী, এমধু যমুনা পুলিনে।
রাই আঁখি মেলি, পাশে ঐ বনমালী, অবশেষে চাহে মুখপানে।
[illegible]ধা যদি হল সখি, দেখি দেখি হাস দেখি চাহলো চাহ মুখপানে।
[illegible]দের রাধা খাও, শ্যামের পানে চাও, আমরা সখীরা যাই সবে। ১৫৫৫

কীর্ত্তন।

বাঁশী তো মথুরায় নয়, দে দে দে বাঁশী দে,
রাধা নামের সাধা বাঁশী বাঁশীতো মথুরার নয়।
তুই থাক না কেন শ্যাম বাঁশী দে।
বাঁশী দে, চূড়া দে; তোর মা বলেছে পীতধরা দে,
(যে ধড়ায় ননী বেধে দিতো রে)
তোর মা নন্দরাণী, এখন তো বিনে পথের কাঙ্গালিনী,
দে রাইের গাঁথা চিকণ মালা দে, তোর পীরিত ফিরায়ে নে। ১৫৫৬।

ভাটিয়াল—সুর।

কাল কোকিল রে তুমি কি সুখে ডাক কুহু রবেতো
কৃষ্ণ নাই মাধার কুঞ্জেতে।
পশু পক্ষী যত ছিল, কৃষ্ণ শোকে কোথায় গেল,
তরুলতা শুকাইল শোকেতে ॥১৫৫৭॥

ভৈরবী—খেম্‌টা।

হেদে গো নন্দরাণী শ্যামকে ছেড়ে দেও।
রাখাল বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে শ্যামকে দিয়ে যাও ॥
প্রভাত হলু সূর্য্য উঠে, ফুল ফুটেছে বনে,
শ্যামকে নিয়ে গোঠে যাব আজ করেছি মনে,
পীতধরা পরিয়ে তারে কোলে নিয়ে আয়,
হাতে দিও মোহন বেণু নূপুর দিও পায়,
রোদের বেলায়, গাছের তলায়,
নাচবো মোরা সবাই মিলে, বজেবে নূপুর রুণু রুণু
বনফুলে গাঁথবো মালা পরিয়ে দিব শ্যামের গলে ॥ ১৫৫৮

প্রভাতদষজ্ঞ।

দেখরে খত, এনেছি দাসখত, শুদ্ধুই খত বলা নয় খত,
দেখনা চেয়ে রাধার পায় তোদের রাজার দস্তখত ॥
জাননারে খতের সন্ধি, হইয়ে বিপদে বন্দি,
করেছিলেন কিস্তিবন্দি, হবে দুজনে শোধবোধ।
খত লয়ে যাই রাজার হুজুরে, তবে আমরা পাব ডিক্রী,
তোদের রাজার দফায় হবে ডিক্রি, যদি করবি আদালত।
খত দিতে যে সাধি সাধি, সূদন তার আছে ইসাদি,
কপালক্রমে তোদের সাধি, যদি পথ পাবি তো দেখ পথ ॥১৫৫৯॥

সিন্ধুরা—জলদ তেতালা।

চল সবে বৃন্দাবনে যাই, শ্যামাজে আবির দিয়ে, মানস পূরাই।
রজনী গভীরা হলো, বিলম্বে কি ফল বল,
ত্বরা করি চল চল, লয়ে রসময়ী রাই ॥ ১৫৬০ ॥

প্রভাস—কীর্ত্তন।

মা মা, কৈ মা, কেন মা, কোথায় মা।
এই যে মা আমায় ডাকিল, আবার কোথা চলে গেল,
ওগো তোমরা বল বল, আমায় ডেকে কোথায় গেল॥
ওগো বল, বল কোথায় আমার মা দুঃখিনী॥
তোমরা যদি দেখে থাক দেখিয়ে দাও গো,
কোথায় আমার মা কাঙ্গালিনী॥
করে ধরি দাদা বল বল, আমার মা দুঃখিনী কোথা গেল;
এই যে মা মোরে ডাকিল, যদি থাকে মোরে নিয়ে চল,
মাকে ভেবে পাগলিনী কে তাড়ায়ে দিল॥১২৬১॥

ঝিঝিট—ঝাপতাল।

কৃষ্ণকাঙ্গালিনী আমি কৃষ্ণ বিনে রৈতে নারি।
করে ধরি বিনয় করি, এনে দে মোর বংশীধারী॥
বনে গেল যাবার বেলা, ভেবোনাকো কুলবালা,
এলো না সে চিকণ কালা, আমার দুনয়নে বহে বারি।
শয়নে স্বপনে হেরি, আঁখির পলক নাহি নারি,
জীবনের জীবন আমার, তার মরণে আমি মরি॥
এবার যদি পাই তারে, বক্ষের উপর দিয়ে করে,
বাঁধবো আমি প্রেমডোরে, রাখবো আমি নয়ন প্রহরী॥১২৬২॥

নামের সুর।

ঐ দেখ গো কে দাঁড়ায়ে বাঁকা বিনোদিয়ে,
বিনোদ ছাঁদে বদন চাঁদে, বিনোদ বংশীধারী হে॥১২৬৩॥

পিলু—যৎ।

চলো সখি ব্রজমে রঙ্গে মত্ত হয়ে, পিয়াসঙ্গে আজু খেলেঙ্গে হোরি।
বৃন্দাবন কি রোমা ব্রজ সবে মিলি, দিব পিচকারী॥১২৬৪॥

মল্লার—ঝাঁপতাল।

দোলে ব্রজরাজ নিয়ে রাধিকা মনোমোহিনী।
গায়ে হিন্দোলা পারা জলধর সৌদামিনী।
শ্রীমুখমণ্ডল টিটকার করচাঁদনী,
অঙ্গা মিঙ্গা চরণা নেহারি ছাপি ভাওয়ানি॥১৫৬৫॥

বাঁশীর প্রতি।

ওরে বাঁশী বাজ ধীরে ধীরে ধীরে, এত কেন গভীর গরজ তোমারে
গভীর রবে গৃহে জাগে, কাল ননদী আমার॥
গভীর গরজ সম্বর, ক্ষণেক ধৈরজ ধর, এলাম বিলম্ব নাহি আর,
কৃষ্ণ অধর সুধাপানে, গৌরব বেড়েছে মনে,
উন্মত্ত আছ গানে না কর বিচার।
বসি গুরুজন মাঝে, বাজ বাঁশী মরি লাজে,
নাম ধরে বেজ নারে আর॥১৫৬৬।

মনোহর সাহি—রূপক।

লম্পট নিরদয়, তোমায় দয়াময় বলে হরি কোন্ গুণে।
কেহ চন্দন দানে, বসে সিংহাসনে, কেও বা প্রাণদানে স্থান পেলেনা চ
কুব্জা বিপিনে, হইল নবীনে, হেদে ও শ্যাম! তোমা বিনে,
যেমন রাম বিনে জানকী অশোক বনে।
রাজকন্যা বনবাসী, দাসী হয় রাজমহিষী,
সকলি তোমার কৃপায়, যারে রাখ পায় সে সকলি পায়,
হরি যারে না রাখ পায় বিপদ্ ঘটাও পায় পায়,
হাসি পায় হে পায় ধরার দিন পৈলে মনে।১৫৬৭।

ঝিঁঝিট—একতালা।

হেরি নবীন নিরদ নীল-নিভাকর, বপু বঙ্কিম বিনোদ বিভাকর।
সখি চিত্ত বিচঞ্চল বংশীস্বরে, সখি মদন-বাণেতে জর জর।
ইঙ্গিতে আমরি কি ভঙ্গী করে, সখি অঙ্গ বিকম্পিত থর থর।
ধরম করম মম সব গেল, মরি সরমে মরমে সখি ধর ধর।১৫৬৮।

দেশ বিভাস—একতালা।

চণিত কিরণে ভাসে দশদিশি মৃদুল মুরলী বোলে।
মৃদু মৃদু হাসি, শশী পড়ে খসি, বিভোর চকোর ভোলে।
গোপিনী সঙ্গ, নবনটবর নবীন রঙ্গ,
মানভঙ্গ মোহন অঙ্গ মাধুরী লহরী দোলে॥
উভ উভরোলী দান করতালি, রাখাল নাচে নাচে বনমালী,
কুলকামিনী, কুল মান ডালি মঞ্জীর ধীর বোলে॥
পেছে চলে কানু নাচিছে ধেনু, গগনে সজনী উঠিছে রেণু,
নগরে ঝলকে তরুণ ভানু কুলকলি আঁখি খোলে॥
কদমতলায় মাধব মাধবী আদরে যমুনা হৃদে ধরে ছবি,
দাস শ্যাম প্রেমে মাতোয়ারা হরি রাধা বলে উভরোলে॥১৫৬১॥

খাম্বাজ—একতালা।

ধীরি ধীরি বয় মৃদুল বায়, ধীরি ধীরি ফুল দুলিছে তায়,
হাসিয়ে হাসিয়ে লতার গায়।
ভুক ভুক উড়ে ফুলের বাস, কোকিল বসিয়ে কোকিলা পাশ,
হরিগুণ গান হরিষে গায়;
ছোট ছোট ফুল হাসিয়ে, গন্ধে গন্ধ রাখি ছুলিয়ে,
চুপি চুপি হরি বলিয়ে, কোটি কোটি চোখে চায়॥১৫৭০॥

পাহাড়ী—লোফা।

আয় আয় আয় গুটগুটি চলি, আয় আয় আয় ধবলী শ্যামলা
ওরে গোলক তেজে আসবে হরি ধরাতলে।
হরি রাগ রাঙ্গা চরণকমলে, হরি হে হরি হে;
বেণু শুনরে ওই ভক্ত ডাকে হরি বলে।
ভক্ত হৃদয় ভরি, শোন বাজিছে বাঁশরী
ডাকলে হরি রইতে নারি, রাঙ্গা চরণকমল দেয় তারে,
পড়ে বিপদে, শুন ভক্ত ডাকে বারে বারে
রুন ঝুন রুন নূপুর বাজে, ভক্ত হৃদয়ে তায় বাজে,
কানু বিভোর, ধেনু নেহায়, কানু চলে চলে ঢলে,
দয়াল দেখে গলে, কানাই প্রেমে ভাসে নয়নজলে॥১৫৭১॥

রামকেলি—ভরতঙ্গা।

জয় রাধে শ্রীরাধে।

রাধা নামে অঁকা, শিরে শিখি পাখা, বনে বেণু সাধে॥

রাধা প্রেমে ভাসি, রাধা অভিলাষী,

রাধা হৃদয়ে বাঁধা রাধা রূপফাঁদে॥

রাধাময় রাধা প্রাণ, রাধা নাম সুধাপান,

রাধাপ্রেমে বিকায়েছি অভিমান,

রাধা আমারি, রাধা সদা হেরি, মোহিত মোহিনী ছাঁদে॥১৫৭২

ঝুম খাম্বাজ—একতালা।

আমার বংশীবদন শ্যাম নেচে নেচে বাজায় বাঁশরী।

ধেয়ে আয় দেখবি যদি বদন ভরে বল হরি।

মরি হায় কি মোহন সাজে কি মধুর নূপুর বাজে,

দোলে বনমালা নাচে কালা প্রাণ মন মজে;

প্রেমে গলে বাঁশী বলে, আয় রে আয় কোলে করি॥১৫৭৩

ছায়ানট—একতালা।

এসেছে এসেছে কানাই।

বৃন্দাবনে বনে বনে কানু নিয়ে চল যাই॥

দাঁড়ায়ে কদমতলায়, সাজাব বনমালায়,

প্রাণের কানাই, কানাই বিনে, রাখালদের তো কেহ নাই॥

আবার গোঠে বাজবে বেণু আবার গোঠে নাচবে ধেনু,

আবার গোঠে খেলবে কানু, কানাই নিয়ে খেলব ভাই॥১৫৭৪॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

দিব না গোষ্ঠে বিদায় মোর, নীলমণি ধনে;

কপাল মন্দ তাইতে সন্দ, বলাই হচ্ছে রে মনে।

কুস্বপন দেখেছি ভারি, যেন হারায়েছি হরি,

বলাই রে তোর করে ধরি, মন মানে তো নয়ন না মানে।

আজকের মতন যারে তোরা, ঘরে থাক মোর মাখনচোরা

পলকেতে হইরে হারা, নয়নতারা দিয়ে বনে॥১৫৭৫॥

কানেড়া মিশ্র—একতালা।
ছি ছি ছি বলিস তখন শ্যামকে যদি চাই!
জল তোলা ছল করে তাকে দেখ্‌তে কি আর যাই॥
নিয়ে মালতীর ডালা, আর কিলো সই গাঁথি মালা,
ফুরালো বনফুল তোলা শিখেছি ঠেকে দেখে সাম্‌লে ছি সই তাই।
কুলমান আর কিলো হারাই। ১৫৭৬॥

পিলু খাম্বাজ—খেমটা।
মোহন গুঞ্জমণি রতন-হারে;
নবীন জীবন নবনলিনী, দিনু তুলিয়া তব করে॥
রেখ যতনে, এ সতী রতনে, সাজায়ে বনে বনহারে॥১৫৭৭॥

আশা ভৈরবী—দাদ্‌রা।
বাজিয়ে বাঁশরী ফিরে যমুনার তীরে।
কে জানে কার প্রেমে শ্যাম সদাই ভাসে নয়ন নীরে॥
যদি কেউ হয় মনের মতন, কত সে তায় করে যতন,
আমোদে বাজায় বাঁশী হাসে কমল বন,
রুনু রুনু নূপুর বাজে নেচে যায় ধীরে।
নেচে যায় চায় ফিরে ফিরে ফিরে।
নিয়ে যাও প্রেম যত চাও নাইতো তার মতি হীরে। ১৫৭৮

কলঙ্কভঞ্জন।
হায় দুঃখে পায় হাসি, সবাই বলে শ্যাম প্রেয়সী,
অকলঙ্ক শশী ভজে কলঙ্কে ভাসি, যে পদ আশ্রয় করে,
ভবকলঙ্ক যায় দূরে, সেই পদ হৃদয়ে ধরে হয়েছি দোষী।
যথা সেথা হরি কথা শুনি জগতে, জানে হরি ধ্যানে হরি হরি কর অন্তে
সি যদি বলি হরি, ননদী হয় বিষ অরি, নিয়ে প্রাণের হরি ধরিয়ে অসি
যে পদ ভবরাণী, চৈতন্যকারিণী, সেই পদ হৃদয়ে ধরে অপবাদিনী,
সুদন কয় কি কর ব্যঙ্গ কলঙ্কের আশঙ্কার পর,
হরিনামে ডঙ্কা মার শঙ্কারে নাশি। ১৫৭৯॥

কলঙ্কভঞ্জন।

কেহ ত সতী সতী হল না, উপায় বল না।
কি করি কি করি মরি বুঝি গোপাল আমার পেলেম না।
হায় আমি কি করিব, কোথায় গিয়ে প্রাণ জুড়াব,
আর কি নীলমণি পাব, দিল বিধি এ যন্ত্রণা।
গোপালের কাছে যেয়ে বল নন্দরাণী,
জন্মের মতন মা বলিয়ে জুড়াবে পরাণি,
একাকিনী অনাথিনী আর কেহ নাই,
সকল পাসরিলাম গোপাল তোর মুখ চেয়ে।
তোমা বিনে আমার ঘরে, মা বোলে কে ডাকুবে মোরে,
শেল হয়ে আমার অন্তরে রইলো কেবল ঘোষণা।
এতেক বলিয়ে রাণী ভূমিতে পড়িয়ে,
কাঁদিতে লাগিল গোপাল গোপাল বলিয়ে।
দেখে বৈষ্ণ্ব রতনমণি বলে কেঁদ না মা নন্দরাণী,
মোহনের এই বাণী পাবে তোমার কেলেসোণা। ১৫৮০।

ভৈরবী—যথামান।

আজ গোঠে যেওনা গোপাল, প্রাণ কাঁদে নীলমণি, ও ব্রজদুলাল।
সারে রে বালক তোরা, রেখে মা মোর ননীচোরা,
এ নীলরতন ভিক্ষা আজি দেরে রাখাল। ১৫৮১।

আয়রে কানু আয়;

ওঠরে গোপাল, দাঁড়ারে রাখাল, পথ পানে সবে চায়।
বেলা হলো চল গোঠে খেলা করি,
কদমতলায় বাজাব বাঁশরী, দাঁড়ারে পায় পায়।
বনফুল তুলে সাজাব তোরে, আয় আয় কাণু উঠরে উঠরে,
ব্যাকুল ধেনু, নাহি শুনে বেণু কাননে নাহি যায়।
শুন হাম্বারবে তোরে ডাকে ধেনু, বনে যেতে নাহি চায়। ১৫৮২।

বিভাস—ঠেস্ কাওয়ালী।

মোহন চূড়া লাগে পায়, আমাদের প্রাণে ব্যথা পায়,
রাজার মেয়ে হয়ে প্যারী, যা করিস্ তাই শোভা পায়।
যে শ্রীহরি ধরে ত্রিগায়, তাঁর চূড়া ভেঙ্গেছিস্ বাঁ পায়,
তবু তায় চাইলে না কৃপায়, যার পায় ধরে কেউ পা না পায়।
যা হইতে তুই নারীর চূড়া, ভাঙ্গলে গো তার মাথার চূড়া,
শুনেছিস্ যে ভেঙ্গে চূড়া, কে কোথায় হয়েছে চূড়া।
কে চূড়া তুই দিয়েছিস পায়, ত্রিজগত তাঁর পায় পিওগায়,
সুরধনী জন্মে যে পায়, তাঁর অপরাধ কি পায় পায়।
ঐ কৃষ্ণধন যে পায় সে পায়, তা তুমি জানত প্রায়, (প্যারী)
তোর ইকি অভিপ্রায়, পায় ধরে তায় ধরালি পায়,
যাঁর সনে পুতনা দিল পায়, বকাসুর সুর সমাজ পায়,
সূদন বলে ধরি দুপায়, তায় অার ঠেল না পায়॥ ১৫৮৩॥

সিন্ধু—ঠেকা।

গুরু অবতার, রাখলে ধর্ম্ম তার, গুরু মারা বিদ্যা যে তোমার।
রাধা তোমার প্রেমের গুরু, শুনেছি হে কল্পতরু,
যে তোমারে প্রেম শিখালে তারে তুমি খুব শিখালে,
ধর্ম্ম খেয়ে রাখলে ধর্ম্মভার।
পদ পেলে কি এতই বাড়ে, গুরু বিবেচনা হরে,
গুরুকে লঘু জ্ঞান করি, সে গুরু মাননা হরি।
রাইকে করে কুলত্যাগী, তুমি হলে গুরুত্যাগী,
বল দেখি ধর্ম্মে সবে কি?
সইল যত কুলাঙ্গনা, কিন্তু শ্যাম ধর্ম্মে সবে না,
কেউ সবেনা তোমার ব্যবহার।
গোচারণ ঘুচেছে তোমার, আচরণ ঘুচে নাই হরি,
গুরু মারা পাতকের ফল কিছুই কি ফলবেনা হরি,
(আমি) বলে যাব কুবুজারে বড় ভালবাস যারে,
গুরুত্যাগী বলবে তোমারে।
গুরুনিন্দা অধোগতি, গুরু বধলে তার কি গতি,
সূদন বলে কি গতি আমার॥ ১৫৮৪॥

মনোহরসাই—রূপক।

ওগো রাজ কন্যে, একা কি জন্যে অরণ্যে কর রোদন।
সে যে বহু (রাধারি) বল্লভ, জগতের দুর্লভ,
একা তোমার প্রাণ-বল্লভ নয় নন্দের নন্দন।
তাঁরে যে ভাবে, তাঁরে সে পাবে, আছে ভাব পঞ্চভাবে,
কেবা কোন্ ভাবে, করে রেখেছে বন্ধন।
যেমন স্বাতী নক্ষত্রের বারি, কৃষ্ণ প্রেম নেত্রের বারি,
সর্ব্বত্র না হয় সঞ্চার, সচিত্ত যাহার, বিচিত্র তাহার,
শুনি শাস্ত্রেসার, বিনা আত্মসার, মলয় কি হয় চন্দন। ১৫৮২।

বিভাস—ঠেস্ কাওয়ালী।

কমলিনি! আজ একি কবলে কামিনী দেখি,
চরণ কমলে নীল কমল কে দিলে কমল মুখি।
একেত শ্যাম কাল কমলী, ছলে ভাসে নয়ন-কমল,
কর কমলে চরণ কমল কমল কানন নিরখি।
কমলা সেবিত কমল পদ গো সেই কমল—আঁখি,
সে পড়ে (তোর) চরণ কমলে ওমা! ওমা! কল্লে ইকি
গঙ্গা যার চরণ কমলে, হয়ে ত্রিলোক নিস্তারিলে,
সে দায়ে প'ড়ে তোর পায় ধরিলে তুই দিলি পা কোন মুখী।
যার নাভি কমলে ব্রহ্মা কল্লে সৃষ্টি স্থিতি,
সে ভাসে আজ মান তরঙ্গে দেখি নাই তাহার স্থিতি,
যে করে সৃষ্টি স্থিতি লয়, সে দেখি তোর চরণে লয়,
সুদন কয় আজ মনে এই লয়, প্রলয় কল্লে চাঁদমুখী। ১৫৮৬॥

কীর্ত্তন।

মনে সাধ হয় ধরি ধরি, বাড়াই হাত ধীরি ধীরি,
নারি সই নারী ধরিতে, না জায় ধরাতে, নারী ধরিতে
হায় গো এই ধরিতে, রাণীর কোলের ধন কেমনে এলো জলে
যেমন জলেতে জন্মে কমল, কমলে জন্মে কমল,
কমলে জল অসম্ভব, ইকি অসম্ভব,
হইল যেন গঙ্গার উদ্ভব, যেন বিষ্ণু পদ তব চরণ কমলে।১৫৮

মনোহরসাই—রূপক।

গো সুচিত্রে! বল সুচিত্রে কোথায় সুচিত্তে চিত্তনাথ করেন বিহার।
আমি জানি তার যেমন চিত্ত, কল্লেকে এমন চিত্ত,
চিত্রে গো যেমন চিত্র সপ্তয়ে পাসে চিত্রহার।
বিয়ে গুণাগুণ তাঁহার, বাসুর শয্যা হইল কণ্টক, সখি না হেরে শ্রীকণ্ঠ
শুকাইল হৃদ্‌কণ্ঠ, যেমন নীলকণ্ঠ বিষদায়ে উৎকণ্ঠ।
তার আশায় প্রাণ আশাগত, রজনী গত দিবাগত,
নিদ্রা নিদ্রাগত, আহার করে আহার॥ ১৫৮৮॥

মনোহরসাই—রূপক।

কমলিনি গো, রাই তোর প্রেম সিন্ধু ক্ষীরোদ মন্থন হতেছে।
সুধাতাতে চন্দ্রানন, বরিষে অনল, তাতে হলাহল বিষ গরল উঠেছে॥
রাধার অমর কুল, চন্দ্রাবলীর অসুর কুল,
এ হয় তাদের উভয় দুকুল, তাতে মান সাপে কাল গরল ঢেলেছে।
ভয়ে সখি সব উৎকণ্ঠ নাহেরে শ্রীকণ্ঠ,
শ্রীকণ্ঠ নীলকণ্ঠ সমান, রাখতে মানীর মান,
অমরের সম্মান হরি সে বিষ করিলে পান,
অজ্ঞান হরের প্রায় হরি ঢলে পড়েছে॥ ১৫৮৯॥

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

আমি কাঙ্গালিনী নই, দ্বারি! শোন রে কই।
যার ধনেতে তুমি ধনী, সেই ধন হারা কাঙ্গালিনী,
আর কিছু নিতে আসনি, আমার সেই কৃষ্ণধন বই।
অন্য ধন কি গণ্য করি, মান্য যে ধন সেই ধন গণি,
আমার সে ধন অতুল্য ধন, অমূল্য ধন রতন মণি,
নীলমণি নীলকান্তমণি, তার কাছে কি পরশমণি,
দ্বারি তোরে দিব মণি, দেখাও যাদুমণি কই॥
রজত কাঞ্চনের কথা, তুলনা দিতে তুল না,
আমার সে যাদু বাছাধন, একবার পেলে আর ভুলবে না
হৃদন বলে তুলি মণি, তুচ্ছ করে অন্য মণি,
যে ধন সাধন করে মুনি, সেই ধনের কাঙ্গালিনী হই। ১৫৯০॥

বাহার—ঢিমা কাওয়ালি।

হায় কি—না জানি, কেমনে রাই কমলিনী,
কমলবদনী, হচ্চেন কমলকামিনী।
কিবা শোভা পদ্মপাতায়, পদ্মমুখীর দুটি পা-টায়,
পদ্মলোচন যে পা মাথায় করেছেন শুনি!
আহা মরি উহুমরি করেছে সব লোকে,
লোকনাথ বিহনে প্যারি যায় পরলোকে,
ওমা কি বল্‌বে লোকে, ব্রজের বালিকা ব'লকে,
ঘোষণা রইল ত্রিলোকে, এই প্রেমের ধ্বনি।
কেহ বলে মৈল প্যারী শুনাও কৃষ্ণনাম,
কেউ বলে যে নামে মরে সে নামে কি কাম,
সুদন কয় বিনা শ্যামবরণ প্যারীর ত লীলাসম্বরণ,
যে ভজে তার দুঃখে মরণ, চিরদিন শুনি॥ ১৫৯১॥

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

একে ভুবন মোহিনী, বিদেশিনী।
কে নারী চিনিতে নারি, নারী হেরে ভোলে নারী,
আহা মরি কি মাধুরী, যেন এ নারী সৌদামিনী।
মরি মরি কি লাবণ্যে যেন রাজকন্যে,
কি জন্যে এসেছে হেথায় দেখি মনঃক্ষুন্নে,
তরুণী নবযৌবনী, ভাব যেন বিবেকিনী,
মলিন চাঁদবদনী হেন নূতন প্রণয়ে বিরহিণী।
এ রমণী যার রমণী সে যে শিরোমণি,
কি জন্যে ত্যজেছেন তারে, কি ত্যজেছেন তিনি,
কি জানি কি রসাভাসে, সদানয়ন জলে ভাসে,
জ্ঞান হয় আভাসে, যেন রতন হারা কাঙ্গালিনী।
এলোকেশে এলো কেসে, তোরা কি পারিস চিন্‌তে,
হেরিয়ে জুড়াল আঁখি দূরে গেল চিন্তে,
যার হেরে যায় ভবচিন্তে, তাঁর যে দেখি ভাবাচিন্তে,
সুদন বলে তাইতে চিন্তে, হারায়েছেন চিন্তামণি। ১৫৯২॥

ঝিঁঝিট—ঠেকা ।

চল প্রভাসে, আর কার আশে, রব সুখ বাসে,
বুঝিলাম কথার আভাসে, আর কানাই এসে না এসে ।
এতদিন ছিলাম যার আশে, সে যদি নাহিক এসে,
তবে চল কানাই নিবাসে এবাসে না প্রাণ বসে ॥
ব্রজনাথ হইতে কি ভাই হল এত ব্রজের মায়া,
একি মায়ায় ভুলে আছি মিছে মায়ার কেন মায়া;
ত্রিজগতে ভুলে যার মায়ায়, সে ভুলে আছে কার মায়ায়,
চল দিয়ে দেখিগে মায়া, কি মায়া জানে সে দেশে,
সুদন বলে কর লজ্জা হবে না নৈরাশে ॥ ১৫৯৩ ॥

পরজ-ঠেকা ।

হায় কি করিলে গোকুলেতে তুমি যারে ডাকতে মা বলে,
সে কাঁদে আজ ধূলায় পড়ে শ্রীকৃষ্ণ বলে ।
অঞ্চলে বান্ধিয়া ননী, বলে কোথারে নীলমণি,
শুনলে তার ক্রন্দনের ধ্বনি, অমনি পাষাণ যে গলে ॥
শিশুকালে লালন পালন করে থাকে মায়,
জননীর মত দয়া দেখা নাহি যায় ; সময় পেলে, কার বা ছেলে ;
কা কস্য পরিদেবনা, দেখতেছি তাই তোমা হতে,
মা বলে সেই মা চিনলে না, মা পেয়ে মা দেবকীরে,
ছি মা যশোদারে, সুদন কয় কান্দায় গো তারে, যারে মা বলে ॥ ১৫৯৪

মনোহরসাই—রূপক ।

ও গো বিসখা, রাধার প্রাণ সখা সখ রে কান্দালে কে ।
লিত অম্বর, নাহিকো সম্বর, কাঁদে পীতাম্বর, পীতাম্বর দিয়ে চখে ।
কে করে এমন, দক্ষালয়ে শিব যেমন, অরণ্যেতে রাম যেমন,
সীতে হারাইয়ে কেঁদেছিল স্ত্রীর শোকে ।
ঐ মুখে নাই সে হাসা, শুকদেবের শিষা, উদাস্য দাস্য ভাব উদয়
হেরে শ্যাম উদয়, আকুল হৃদয়, ধেয়ে যায় কালীদয়,
রাধার হৃদয় ধন হৃদয় ছাড়া করে কে ॥ ১৫৯৫ ॥

পরজ—ঠেকা।

এ সময়ে কে শুনালি বীণে পুলিনে।
ফিরে কি আর বাজাবি নে, শুনি ঝাই সুমধুর বীণে, সেই মধুসূদন বি
বীণায় কৃষ্ণ নামের ধ্বনি, বিনে কৃষ্ণ না'হি শুনি,
যে নাম শুনে পেলাম প্রাণ, সেই কৃষ্ণনাম কি আর বলবি নে।
ও আমি মরি মরি আবার যে মরি, কত সবে সইলো বল সবে হ
যে নাম শুনিলে প্রাণ বাঁচে, সেই কৃষ্ণ কি ব্রজে আছে,
তবে কে বাঁচালে মিছে, কি কাজ বেঁচে কৃষ্ণ বিনে।
এইত কৃষ্ণ পেয়েছিলাম পেয়ে আছি ক্ষ্ট,
এমন সময়ে কেবা বীণায় বল্লে কৃষ্ণ কৃষ্ণ,
বীণায় শুনি কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণ পাওয়ায় হলেম বাম,
সূদন বলে এমনি নাম, মলে বাঁচে ধ্বনি শুনে। ১৫১৬॥

সিন্ধু—ঠেকা।

দ্বারে এ বেলা দেখা দে গোপাল; দ্বারীগণে বধে প্রাণে দেখিয়ে কা
ননীর তরে করে করে বেঁধেছিলাম তোরে,
(গোপাল) সেই বাদ সাধিলি পেয়ে রে তোর দ্বারে।
(গোপাল) প্রাণ থাকিতে দেখা দেরে, নৈলে মরিরে মরিরে,
মাতৃহত্যা হ'ল দ্বারে যজ্ঞের কিবা ফল।
ক্ষণেক কাল যদি তোরে না দিতাম ননী,
পায় ধ'রে কেঁদে বল্‌তিস্ ননী দে জননী,
(গোপাল) আমি রে তোর সেই জননী,
দ্বারী বলে কাঙ্গালিনী, সূদন বলে আর কি রাণী আছে সে কপাল॥

মান ভঞ্জন।

দেখনা চেয়ে পায় মরি হায়, প্যারী তোর রাঙ্গা পায়,
চরণ কমলে লাল কমল, আহা মরি! কি শোভা পায়।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ যার পায়, তার শিরে কি পা শোভা পায়,
প্যারী আর ঠেলিসনে দু'পায়, কৃষ্ণধন কি যে পায় সে পায়।
সূদন বলে ও রাঙ্গা পায়, বলী পাতালে পদ পায়
আর শুনেছি ও রাঙ্গা পায়, জাহ্নবী জনম পায়॥ ১৫১৮॥

বিভাস—কাওয়ালী।

এখন কেন পার্‌বে চিন্তে, হয়েছ হে নিশ্চিন্তে,
চিন্তে থাক্‌লে পার্‌তে চিন্‌তে, চিন্তনা শ্যাম সে সবাচিন্তে।
কর তব অচিন্তে, চিন্তে থাক্‌লে পার্‌তে চিন্‌তে,
আমি পেয়েছি চিন্‌তে, তুমি ত পারনা চিন্‌তে,
বট নবীন নবীন চিন্‌তে, নবীন হলে পারতে চিন্‌তে
নবীনে প্রবীণে চিন্তে, কি কাজ অসার চিন্তা চিন্তে,
এখন তব ক্যাচিন্তে, রাজাবট রাজ্য চিন্তে,
গিয়েছে পা-ধরার চিন্তে, যে চিন্তে শ্যাম আমায় চিন্তে,
এসেছি যে ভেবে চিন্তে, পার কি না পার চিন্‌তে,
যে ছিল তোমার চিন্তে তোমার এখন সে চিন্তে,
সূদন বলে দিয়ে চিন্তে, তুমি ত আছ নিশ্চিন্তে।১৫৯৯।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

বলে হাসি ওগো রাজমহিষি! (ওমা!) তোরা কেমন মেয়ে?
আমায় প্রণমিলে আসি, আমরা জা'তে গোপের মেয়ে।
আমি রাধার দাসীর দাসী, আমায় প্রণমিলে আসি,
শুনলে মোদের শ্যাম প্রেয়সী, হাস্‌বে কত শ্যামকে ক'য়ে।
সে নহে সামান্য মেয়ে যত মেয়ের ত্রাণকারিণী,
কে আছে তাঁর সমান মেয়ে, সে যে ব্রহ্মময়ী কাল-বারিণী।
কৃষ্ণ নামের অগ্রে রাধে, ব'লে জগতে আরাধে,
কৃষ্ণ যাঁর মানের বিষাদে, বাস সেধেছেন যোগী হয়ে।
অপরাধী পেয়ে ব্রজে প্যারী ত্যাগ ক'রেছেন যাঁরে,
তোমরা পেয়ে যত মেয়ে, পতি করেছ তাঁহারে।
দাসখত লিখে দিয়ে, হেথা এসেছ পালাইয়ে,
সূদন বলে তাঁরে পেলে যাব মোরা বেঁধে লয়ে। ১৬০০।

মনোহরসাই—রূপক।

ওগো ও সখি, দেখ জলে হেন মণি জলে।
হায় গো সে কাল শশী, কাল জলে আসি,
ধরে কলসী হাসি হাসি কি বলে।১৬০১।

মধুকানের সুর।

শুনমুনি নীলমণি যেদিন, আমার মনে হইল সে দিন,
ফিরে কি আর হবে এমন দিন?
যে থাকে না তিলেক ছেড়ে, জানলে কি রে দিতাম ছেড়ে,
গোকুল ছেড়ে সঙ্গে যেতেম সে দিন।
ওমা যাই যাই বলে কারে বা সুধায় গো,
কারে বা বলে জননী কেবা দেয় ক্ষীরননী,
আর কি রে ক্ষীরননী, দুঃখিনীরে মনে হয় কি একদিন। ১৩০

গরজ—ঠেকা।

কে আদি আমার রতনমণি বল শুনি।
এ মাতা পাসরি ছিলি, পেয়ে মাতা দৈবকিনী।
ধর্ম্মমাতা পিতা পেয়ে, ছিলি ছিলি মথুরাতে,
পরের মাকে মা বলিলি মরি সেই দুঃখেতে;
মনে ভাবলে ননী দিবে, পিতা বল্লে বসুদেবে,
সে নবনী কোথায় পাবে, ঐ দেখরে রেখেছি ননী।
গোচারণ ভয়ে কি কর এ সব আচরণ, নন্দের বাধা এত ভারি হলরে
কুপুত্র হইলে তুমি, কুমাতা না হব আমি,
সুদন কয় কি বল রাণি! কোথায় তোমার নীলমণি। ১৩০৩।

জয়জয়ন্তী—ঢিমা কাওয়ালী।

দেখলাম কত নারী বসে তীরে, লয়ে সেই কমলিনীরে,
নীরে নিবারিছে আঁখি নীরে;
কেহ বলে আয় গো ধনি, কেহ বলে যায় গো ধনি,
কেহ বলে দাও হরির ধ্বনি, ধনীর ধ্বনি আর কি শুনব ফিরে।
কেহ বলে মা! অন্তঃ জলে কর অন্তর্জ্জল, যার কৃষ্ণলাগি অন্তজ্ব
কাজ কিরে তার অন্তঃজলে, এ ন কৃষ্ণবল অন্তিমকালে,
কি করিবে কালে কিশোরীরে। কেহ ধরে প্যারীর চরণ বলে ম
ধর-আয়; —যে পা ধরে বংশীধরে সে পা আজ ধরায়;—
যার চরণে শ্যাম নাম লেখা, তার কাছে কেন নাম ডাকা,
সুদন বলে ও বিসধু, মধুরে না রই দেখা পাবে ফিরে। ১৩০৪

সিন্ধুমিশ্র—দাদরা।
বাঁধা পড়ি করে করে ছল করে।
বাঁধা পড়ি ডুরি আপনি পরে॥
বারে বারে ঠেকি দায় ধরি পায়,
আমায় কেঁদে কাঁদায়, আমায় যোগী সাজায়,
প্রেমভক্তে মানিনী মান করে,
মানে মজে মজায় হে, যেতে পারি হে রাধে ধরে জোরে॥১৬০৫॥



মঙ্গল বিভাস—ঢিমা কাওয়ালি।
লাজে মরি হেসে মরি, দুঃখে মরি হে কৃষ্ণধন।
যে তোমায় দান কল্লো চন্দন, সেই হয়েছে প্রেম মহাজন।
কভু দুঃখ সাগরে ভাসি, কভু তোমায় দেখতে আসি,
রাজরাণী হইল দাসী, শুনে হাসি তারি কারণ।
রাজা নয় এ সাজা তোমার বুঝিতে ভুলেছ, গঙ্গাতেজে কূপে ডুবে
ভাগ্য মেনেছ; মথুরায় পেয়ে রাজ-টাকে, রাণীর বিষয় দিলে টীকে,
এত দিন যে আছ টাকে, কেবল সেই বিধাতার ঘটন॥
রাজা নয় এ সাজা তোমার তাত বুঝেছ,
কি বুঝে কুবুজার বোঝা মাথায় করেছ—
সূদন কয় বুঝেছ বোঝা, তুমি হরি চতুর্ভুজা,
ত্যজে রাধা মাথার বোঝা পাক বেঙ্কে হয়েছ রাজন॥১৬০৬॥



ঝিঁঝিট—মধ্যমান।
অঙ্গ ক'র না দাহ, (সহচরি গো) জ্বালাইও না, ভাসাইও না,
জ্বালাইলে এ জীবন, যদি এসেন রাধার জীবন
জীবনশূন্য দেহ হইবে, শব বান্ধি গো শব রাখিস তমালে,
এলে কেশব বলিস ঐ শব, বান্ধা তমালেরি ডালে,
যদি কেশব চাহে এ শব, তোরা তাহা দিবি কি সব,
বলিস্ বান্ধা আছে সে শব যে শব কেশব তুমি চাহ।
মৃতাঙ্গ ত্রিভঙ্গ যদি পুনরায় দেখে, তব সঙ্গ পাব যদি এ অঙ্গ থাকে,
যেরূপে মৃতাঙ্গ হরে লয়ে ছিল কান্ধে করে,
সূদন বলে সেই প্রকারে লবে এই মৃতদেহ॥১৬০৭॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

এখন বাঁশী ভালবাসিনে, তাইতে আসিনে,
নইলে থাকত যাওয়া আসা অর সে আশা রাখিনে।
যখন ছিল ব্রজে বাঁশী, তখন ভাল বাসতাম্ বাঁশী,
এখন নাই সে ভালবাসাবাসি, এ কোন বাঁশী তা চিনিনে।
বাঁশী ভালবেসে মোদের আছে কি বাকি,
আবার দিতে চাও যে বাঁশী বিবেচনা কি,—
শুনলে তোমার বাঁশের বাঁশী, থাকতেম নাহে বাসে বসি,
গেছে মাসামাসি এখন দেখাদেখী রাখিনে
যে বাঁশীতে কুল নাশি এসেছ ফেলে, আর কেন সে বাঁশীর কথা
গিয়েছি ভুলে—শুনলে হতেম বনবাসী না শুনলে ত উপবাসী
সূদন বলে দেখতে অসি, বাঁশী দিতে আসিনে॥১০০৮॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

সব রাখাল লয়ে আজ দেখলাম ভূমেতে শয়ন।
পড়ে আছে গাভীর গায় গায়, কেহ কেঁদে কালার গুণ গায়,
কেহ বলে আর সয় না গায়, ত্যজিগে জীবন॥
কোন শিশু করে রোদন ধরে গোবর্দ্ধন,
কেউ বলে কি করিস ও তোর নয়ত কৃষ্ণধন,
কেহ ফিরে ধেনু ধরে, বলে ঐরূপ কানু ধরে,
নয়নে না বারিধরে, অমনি ধরায় হয় পতন।
কোন শিশু ধেয়ে নবীন তরুর ডাল ধরে,
ডাল ভেঙ্গে যায় পত্র শুখায় আর এক ডাল ধরে;—
সূদন কয় যার বিধি লাগে যে ডাল ধরে সেই ডাল ভাঙ্গে
কপালগুণে পাষাণ ভাঙ্গে, এমনি তার ঘটন॥১৬০৯॥

সরফরদারদা—ঢিমা কাওয়ালী।

চিত্তে যদি চিন্তামণি, তবে কি আর চিন্তামণি,
চিন্তা করে কেন মরবে ধনি।
চেন কি না চেন হরি, আমরা চেন চেন করি,
দেখেছিলাম ব্রজপুরে ধেনু চরাতেন আপনি। ১০১০॥

বিভাস—কাওয়ালী।

দেখে এলেম তব রাধারে, হরি যমুনার ধারে।
া চন্দ্রাধরে, কোন সখি ধরে, জীবন রবে ব'লে জীবন দিচ্চে যারে।
দিয়ে কেহ দেখে প্রাণাধারে, তাহে হয় না জ্ঞান প্রাণ আছে আধারে
প্রেমধার একই কি রাইধারে, বধিলে তাহারে বিচ্ছেদ অসিধারে।
হ লেখে তব নাম শ্রীমতীর কায়, তুলসী মঞ্জরী আর গঙ্গা মৃত্তিকায়,
পঞ্চবটী ক'রে যমুনা পুলিনে, রেখেছে প্যারীকে তার মধ্যস্থানে,
কেই তব নাম বলিছে শ্রবণে, যমুনা প্রবলা গোপীর নয়ন ধারে।
জল কেবল রাধার আছে বাকী, অন্তর্জ্জল এতক্ষণ তাহা আছে কি
াধা যদি মরে ওহে রাধানাথ, কে আর বলিবে তোমায় রাধানাথ,
া ভাবি তাই শ্রীদ্বারকানাথ, রাধানাথ হ'লে বাঁচাতে রাধারে॥ ১৬১১॥

পরজ—ঠেকা।

গোকুলে সে দীপ, কোন দীপ ছিলনা এ দীপ,
অন্ধকার করেছ গোকুল নিবাইয়া দীপ।
তাদের ত জ্ঞান নাই দীপাদীপ, হারাইয়া ব্রজের প্রদীপ।
আমিত হলেম অপ্রদীপ, তারা দিনে চায় প্রদীপ।
অন্ধকার করেছ গোকুল, নাইকো দিবাকর,
কেবল শ্রীরাধাকে মদন বলছে দিবাকর, তুমি হলে স্থানান্তর,
তারা হলো প্রাণান্তর, কেন হলে দ্বীপান্তর করে নিষ্প্রদীপ।
াশিতে গাইতে যার নাম জয় রাধে রাধে, এখন ত্যজিলে সে রাধে,
ক অপরাধে, সুদন বলে ওহে ঋষি। এখন আর বাজবে না বাঁশি।
করঙ্গ-ধারী সন্ন্যাসী হবে নবদ্বীপ। ১৬১২॥

ভৈরবী—ঢিমে কাওয়ালী।

দেখনা ও কে নারী ঐ যে যমুনা কেনারি
দেখি নাইক এমন নারী, চেয়ে দেখ নারি, ও নারী চিন্তে নারি।
নাগর এসেছে ভুরি তরে এ নারী, এ নারী কেমন নারী, বুঝিতে নারি,
কুল ছেড়ে অকুলে ভাসে একা নারী। ও নারী কেমন নারী,
মনে অনুমান করি ব্রজনারী এ নারী হেরে পালাবে কুবুজা নারী।
সুদন কয় চেন না নারী, গোকুলে যে নারী, সে নারীর দাসী এ নারী॥

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

তীর্থক্ষেত্র মিথ্যা জ্ঞান করি শুনরে দ্বারি।
শুনেছ বৃন্দাবনতীর্থ, এনেছেন সে তীর্থেশ্বরী॥
তোমরা যেতে বল তীর্থে, তীর্থবাসী যায় কি তীর্থে,
ত্রিজগত বাঞ্ছে যে তীর্থে, সেই তীর্থ এনেছি দ্বারি।
শুনেছ যে রাধাকৃষ্ণ দেখ নাই দ্বারি,
দেখ নিত্যপুরে নেত্র সেই রাধা প্যারী;
আগে কৃষ্ণ পেয়েছিলে তাইতে এখন রাইকে পেলে,
পেয়ে আর যেওনা ভুলে, যদি যুগল দেখবে দ্বারি।
দ্বারী হওয়া কেমন তাত জাননা দ্বারি,
দ্বারীর সঙ্গে ক'রে দ্বন্দ্ব দোষে তো দ্বারী,
উভয়ের অভিসম্পাতে উভয় এসেছে হেথাতে,
সুদন বলে ছাড়রে পথে, আর হ'তে হবেনা দ্বারী॥ ১৬১৪॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

শ্রীপতি ত্যজলে শ্রীমতী এ আর কি মতি,
নাই সে রতি মতি হে, সম্প্রতি নৃপতি।
তাজিয়ে রাই চাঁদের মালা, কুব্‌জা হল জপমালা,
কাচ পেয়ে কচ্চো নাকো মতিতে মতি।
আমাদের রাই গজমতি, আর তার মন একমতি, তোমা বিনা মত্তমতি
এমনি দুর্মতি দেখতে এলেম এখন কি ভাব, যায় নাই রাখালের স্বভাব
সুদন বলে বাঁকায় বাঁকায় বেঁকেছে মতি॥ ১৬১৫॥

মনোহর সাই—রূপক।

ইকি অপরূপ যেন গগনের শশী বসি ভূতলে।
অরুণ বরণ হয়ে নিদারুণ, এত সাধের তরুণ তরনী আজ কে ভাসালে
যেমন জলেতে জন্মে কমল, জলেতে ভাসে কমল
কমলে হেরি অসম্ভব, যা না হয় সম্ভব, তাকি হয় সম্ভব।
এযে দেখি গঙ্গার উদ্ভব, যেমন বিষ্ণুপদ ভবার চরণ কমলে।
যা না হয় ঘটন, তাকি হয় ঘটন, হলো কি দুর্দৈবের ঘটনা
এমন অঘটন ঘটনা কে ঘটালে॥ ১৬১৬॥

ভৈরবী—ঢিমা কাওয়ালী।

আয়রে গোপাল আয় কোলে।
যা ছিল হ'ল কপালে, মারে রে তোর মায়ের মারী,
কাঙ্গালিনী বলে এসে দেখ নয়ন তুলে।
আর আমি বাঁধিব না রে তোর কর যুগলে,
সামান্য বন্ধনে বেঁধে ম'র জ্বলে,
প্রেম ডোরেতে বাঁধতাম যদি ওরে কাঁচা ছেলে,
তবে কি আর আস্‌তে ফেলে।
আর ন'লে প্রাণ ত্যজিব কৃষ্ণরে বলে,
মাতৃহত্যার পাতক হবে আমি রে মলে,
দিন কয় সেই ভয়ে ভীত বড় তোমার ছেলে, ধর্ম্মশীলে চিরকেলে।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

প্রিয় সখিরে সেই তরী ঐ যে পারে।
এপার থাকিতে যে তরণী পার হতেম যত তরুণী,
এখন দেখ তরুণী সেই তরণী, এখন থাকে পারপারে।
ত্বরিতে ত্বরিতে মোরা যেতেম বিকিতে,
আসিতে আসিতে পেতেম তরী তীরেতে,
এখন বিনে গো সই কর্ণধারে, ভাসিতেছে তরী ধারে ধারে
আর ত চেনে না রাধারে, যেন কত ধারি ধারে।
হরি কাণ্ডারী যখন ছিল তরীতে আমাদের তরাও তটে ত্বরা তরীতে,
এখন আমরা বলি তরি, তরার নাই তার ত্বরাত্বরি,
মদন কয় পেলে ঐ তরী হরি আস্তে যাব পারে।১৬১৮।

আলেয়া—আড়া।

ওগো সজনি ! উপায় কি করি বল, গাঁথিয়ে মালতীর মালা,
হলো জপমালা, সে মালা ভুজঙ্গ হয়ে আমার হৃদয় দংশিল।
পিক স্বর, মধুকর স্বর, হাতে লয়ে সুমধুর স্বর, সে সব হইল নিঃস্বর
শবাকার হল। বিনে সেই ব্রজের কিশোর, মদন হানে পঞ্চশর,
প্রাণে বুঝি হলেম অবসর, আমার সুসার নাহি হল।১৬১৯।

বিভাস—কাওয়ালী।

দেখে এলেম বৃন্দাবনে, সই যমুনা পুলিনে,
পঙ্কে পড়ে পদ্মমুখী আছে পঙ্কজবনে।
লয়ে বারি পদ্ম পত্রে, কেউ দিচ্ছে শ্রীমতীর গাত্রে,
তথাপি না মেলে নেত্রে, কেবল বহে জীবনে।
কেউ বলে রাই মরে মরে, উহু মরি মা রে মা রে,
বাঁচাইতে নারিলাম মা রে কি বল্‌বে হরি আমারে।
কেউ বলে আর কেন জ্ব'ল, এস করি অন্তর্জ্বাল,
শেষে হ'য়ে গলাগলি, মরি গিয়ে জীবনে।
বিসখা বলে বিসখা কেবা নাকি হয়ে থাকে,
এমনত দেখি নাই কেহ প্রেমের লাগি প্রাণ ত্যাগে।
কোথাবা তোর প্রাণসখা, কার জন্যে বা মরিস্ একা,
সুদন বলে ও বিসখা, যে বিসখা সেই জানে॥ ১৬২০॥

বিভাস—ঠেস কাওয়ালী।

শ্যাম শুক নামে প্রিয়পাখী, এদেশে এসেছে উড়ে,
সাধের গোকুল আঁধার করে, রাধারে দিয়ে ফাঁকি।
এসেছি তার অন্বেষণে, দেখা হলে বাঁচি প্রাণে,
জানেনা সে রাই নাম বিনে, রাই নামেতে সদা সুখী।
পাখা যদি দিত বিধি, পাখী হয়ে উড়ে যেতেম,
যে বনে প্রাণ পাখী আছে, সে বনে তায় খুজে নিতেম,
পেয়ে থাকিস দেখা দেখা, পাখীর মাথায় পাখীর পাখা,
আছে রাধার নামটা লেখা, দেখা নাই তাই ঝোরে আঁখি॥ ১৬২১

কীর্ত্তন।

ইকি মান দণ্ড, নিজ দাসের প্রাণ দণ্ড।
কেনে কর রাই লঘু পাপে গুরু দণ্ড।
যে দিন হব দণ্ডধর, পুজিব দণ্ডধর, ত্যজিব দণ্ডধর,
তখন জান্‌বে রাই বিচ্ছেদ দণ্ডের কি দণ্ড।
খেদে ইচ্ছে হয় দণ্ডী হয়ে ধরি দণ্ড॥ ১৬২২॥

কীর্ত্তন।

যার বরণ কাল, স্বভাব কুটিল অন্তরে কি কালতার।
কাল ভালবেসে ভাল (বল) কোন কালে হয়েছে কার॥
না বুঝিয়ে ভজে কাল, মুখে মজে গেল কাল,
কাল ভালবেসে হল আসন্নকাল গোপীকার।
এক কালের কথা বলি, ছিল বামন মহা ছলী,
তারে ভালবেসে বলি, উপকারে অপকার।
ভুঞ্জিয়া বলির বল্লী, ত্রিপাদ ভুমি ছলে ছলি,
হরিয়ে বলির বল্লী পাতালে দিলে আগার।
রামচন্দ্র ছিল কাল, সূর্পণখা বেসে ভাল, সঙ্গি আশে পাশে গেল,
তারে কল্লে কদাকার।
ছিল সীতা মহাসতী, নির্দ্দোষে কল্লে অসতী,
পঞ্চমাসের গর্ভবতী বনে কল্লে পরিহার। ১৬২৩॥

বিভাস—কাওয়ালী।

আর কি গুরু ভয় আছে, রাজা ভাল শিখায়েছে,
গুরুর প্রতি গুরুদণ্ড করে হেথায় এসেছে।
ত্যজ্যকরে এসে গুরু, এখন পদ পেয়েছে গুরু,
মানে কি আর লঘুগুরু, রাজা হয়ে ভুলে গেছে।
তখনি ত্যজিছি কুলে যখন শ্যাম ছিল গোকুলে;
এখন দেখি গোকুল গোকুল কেবল ভাসিছে অকূলে।
দেখে তোদের রাজা সুশীল, আগে দিয়েছি কুলশীল,
দিয়া শীল হয়েছি শীল, শীলতাসব ঘুচায়েছে।
তোদের যে ধর্ম্ম অবতার, কেবল ধর্ম্মনাশার গুরু,
সূদন কহিছে শ্রীগুরু, কেবা শিষ্য কেবা গুরু,
দোঁহাকেই বল্‌ব গুরু, সেই গুরু ভয় হয়েছে।১৬২৪॥

মুলতান—আড়াঠেকা।

দেখে এলাম সই যমুনারি কূলে, চূড়াবাঁধা ধড়াপরা কদম্বের মূলে।
শুনিয়ে শ্যামের বাঁশী, মন হলো যে উদাসী।
ছল করে গোবিন্দ, রাধা রাধা বলে।১৬২৫॥

বিভাস—তিওট।

বিনা সুতে বিনোদিনী, বৃথা গাঁথ ফুলমালা।
মালা যে দিবে গো আলা, না এলে চিকণ-কালা ॥
যার লাগি গাঁথ হার, সে যাবে যমুনা পার,
গোকুল করে আঁধার শুন ওগো রাজবালা ॥
মালা হ'য়ে ভুজঙ্গিনী, দংশিবে তোমারে ধনি,
তাই নিবারি কমলিনী আর গেঁথনা ফুলমালা ॥ ১৬৩২ ॥

বিভাস—তিওট।

কৈ গো বৃন্দে সই, বৃন্দাবন চন্দ্র কৈ, গগনের চন্দ্র অস্ত হলো ঐ।
সাধে সাজালেম বাসর শয্যা, ছিছি এ কি লজ্জা, লজ্জা পেলেম সই,
যারে দেখবনা দেখে তায় আকুল হই।
কার জন্যে অরণ্যে আর রই ॥
একবার উঠি একবার বসি, পড়ে তাপের উপরে তাপ,
ঐ এলো প্রাণনাথ, বলে কুঞ্জের দ্বারে আসি,
এসে দেখি সই প্রাণের কৃষ্ণ কৈ তখন এমনি হই, আমি যেন আমি নই।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

সখি অভাগিনী যায়,—
কাঁদিয়ে কাটায়ে কাল, কাঁদিয়ে পালায়।
দেহে কৃষ্ণনাম লিখে দাও, কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম শুনাও,
করে ধরি দেহ মোর, ভাসিয়ে দিও যমুনায়।
ভেসে যাই যেন ওগো মথুরায়; রাধার দেহ দেখেন যেন শ্যামরায় ॥ ১৬৩

মিশ্র আলেয়া—দাদরা।

যাও যাও যাও কালাচাঁদ কুঞ্জে এস না।
ঘুমের ঘোরে নিশি ভোরে কোথা থেকে এলে বলনা।
একি হরি কিবা দেখি, ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি,
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাও শ্যাম হেথা এসনা।
কুহি রাজা আজ দিবেন সাজা মনে তাকি তুমি ভাবনা ॥ ১৬৩৫ ॥

সুবল সংবাদ।

শারী শুকরে, রৈল অসুখে শ্রীকুণ্ডে শ্রীরাধার শ্যাম।
যদি রাধানাথ রাধা ব'লে ঝাঁপ দেন শ্রীকুণ্ড জলে,
সেই কালেরে, আসি সম্মুখে বল্যে জয় জয় রাধার নাম॥
বড় সুখের ধাম, বড় সুখের নাম,
নামে ঐকান্তিক হলেই হয়, পূর্ণ মনস্কাম।
সব জগতে কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণ লন রাধার নাম, পরিণাম রে,—
যেমন বেদ বেদান্তে অভেদ শিবরাম॥ ১৩৩৬॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

কিসে সই এ বারি নিবারি বলনা;
ব্রজ গোপীর নয়ন বারি যমুনায় আর ধরেনা।
সেই বারিদ (নিরদ) বরণে, যখন সখি পড়ে মনে,
বারি আসে দুনয়নে ধৈর্য্য হতে পারি না।
সুচিত্রে দেখেছি আমি, কাল হল চিত্রগামী,
হয়েছি তার প্রেমের প্রেমী, প্রাণ সজনি,—
মনময় আমারি বন বধূর বশে সে অবশ,
কৃষ্ণ প্রেমের এই রস, রামচন্দ্রের ভাবনা॥ ১৩৩৭॥

সিন্ধুমল্লার—তিওট।

কাল দেখে এলি কাল যায়, কালের কাল যায় সে কাল পূজায়।
কাল দরশনে জীবের কাল দরশন যায়, আমি ভাল জেনে তোরে
ভাল বাসিলো অন্তরে, ভাল শুনিবার তরে এত ভাল নয়।
ভাল জানা গেল, তোর ভালত ভাল ভাল,
ভাল হলে হতো তাহে ভালোদয়॥
কালরূপ জেনো ভালরূপ, শশিভাল যাকে ভাল বাসে,
তোর ভাল লাগেনা তায়।
ও জটিলে একি বটে, থেকে জলধিতটে,
জলাভাবে যাবে জীবন পিপাসায়॥ ১৩৩৮॥

খাম্বাজ—একতালা।

কেমনে বা মরি, বলনা কিশোরি, পড়েছি রূপেরি ফাঁদে,
হানি খরতর নয়নেরি শর, তাহে শরীর করে জর জর,
অথচ বলিছ সর সর সর, কি জানি কি অপরাধে।
এ পথে আসিয়ে তোমারে হেরিলে, পড়েছি এ প্রমাদে,
কি করি এখন করিতে গমন, চরণে চরণ বাধে।
করিনি বটে রমণী সঙ্গ, তুমি সে স্বভাব করিলে ভঙ্গ,
এবে মানা কর ছুঁইতে অঙ্গ, এরীতি কি রীতি রাধে। ১৬৩৯।

আলেয়া—মধ্যমান।

শ্রীরাধিকা নামে নারী, কে আছে বৃন্দাবনে, সেই সাধ্বী আত্মশক্তি
মুক্তি তাঁর দরশনে। সেই নারী রমণীর শিরোমণি, রুদ্রের রুদ্রাণী,
রক্তবীজ রণস্থলে আরক্ত রূপিণী। তিনি রামায়ণের রক্ষা হেতু
রঘুনাথের রাণী, রামলীলা রসে এখন রাধিকা রঙ্গিণী,
রমানাথ-রামা তিনি, রুক্মিণী রসবতী রাসেশ্বরী রজনী রাই
তিনি রমাবতী। যাঁরে ঋষিতে রসনা রুদে রাধা রাধারটে,
রাজার নন্দিনী রাই রঙ্গিণী জাপটে, রাইধনী বলে সবে ধনী করে ধ
ধুমাবতী ধন্যবতী তিনি সুরধুনী,যে ধ্বনি শুনিলে পরে কোকিল তাজে ধ
সে ধ্বনির তুলনা ধনি কে এমন ধনী, ধরণী ধরের ধনী ধ্যানধারিণী
ধন্য ধন্য নাম ধরে সতী প্রেমধনী, যাহার অধরে হেরি শশধরে,
এ রারাধ এমন বারা অন্যে কেবা জানে। ১৬৪০।

মনোহর সাই।

আস্‌বেনা শ্যাম ছিল মনে, তবে তুই বলিলি কেনে,
নিয়ে আমায় কুঞ্জবনে, এত বঞ্চনা কেনে।
কঠিন লম্পট সে যে, অবলা বধে পরাণে।
হায় আমি কি করিলাম, কেনবা নিকুঞ্জে এলাম,
নিশি গেল পোহাইয়ে সই, গৃহে যাইব কেমনে। ১৬৪১।

মনোহর সাই।

ধিক্‌রে ধিক চূড় ধিক্‌রে তোরে। নারীর চরণ তোমার উপরে।
তুমি গোকুলের কালাচাঁদ, কপালের তিলক চাঁদ,
রি কুণ্ডল চাঁদ, রাধার নথ চাঁদ, হেরি সে চাঁদ তোমার উপরে।
বড়র বড় গুণ, করহে শ্রবণ, নারীর বাড়ায় মান দ্বিগুণ,
ছিছি তুমি কোন্ গুণে থাক শ্রীকৃষ্ণের শিরে॥ ১৬৪২॥

মনোহর সাই।

আয়গো নবীন বিদেশিনী, ডাকছে মোদের কমলিনী।
শুনে তোর বীণার ধ্বনি, মণিহারা যেন ফণি॥
ছিল ব্রজে কালাকানু, সে যখন বাজাইতো বেণু,
শুনে তনু জর জর রাই, শুনে তার বীণার ধ্বনি॥ ১৬৪৩॥

কীর্ত্তন।

জেনে আয় ধনি, হয় ও কি ধ্বনি, ও ধ্বনি বিপরীত ধ্বনি.
যেন বজ্রাঘাত তুল্য ধনীর এই ধ্বনি। আমায় ধর ধনি,
শুনে প্রাণ যায় ধ্বনি। সখি! ইন্দ্র কি উপেন্দ্র করে ধ্বনি।
দি ইন্দ্রের বজ্রের ধ্বনি, তা হলে সজনি। সহিত থাকিত নীরদ,
দ বিহীনে হয় রব, শুনে ঐ ধ্বনি অনকম্প হলো ধনি॥ ১৬৪৪॥

খাম্বাজ—একতালা।

কি কর কি কর শ্যাম নটবর যাই সব নিজ কাজে।
রা গোকুলের গোপললনা, তুমি মনে কি তা জেনেও জান না,
ছলনা ছাড় না, ছুঁওনা ছুঁওনা, মরি মরি হরি লাজে।
চপল নয়ন শরবরিষণ, করোনি হৃদে বাজে,
মিনতি করি, করে ধরি হরি, ক্ষমাকর পথ মাঝে।
ওহে চতুর কালা ত্রিভঙ্গ, করোনি কখন রমণী সঙ্গ।
র সব লাগে অঙ্গে অঙ্গ, হেন কি তোমারে সাজে॥ ১৬৪৫॥

কীর্ত্তন।

ও বিনোদিনি! নয় বজ্রের ধ্বনি, তোমার প্রাণ কেশব, করে বংশীর
ও নয় বাসব-অস্ত্রের রব, বলে সে রব,গোপীসব বল্‌ত জৈমিনি
জ্ঞান হয় শ্রীনিবাস, অঙ্গে নাই পীতবাস, বিদ্যুত-বাস মেঘের সহিত
বাসব নয়,বাঁশি করেতে, চুড়া শিরেতে,রাই নাম তায় লেখা ধনি॥

মনোহর সাই।

কা'ল বলে কা'ল গেছে নাথ, সেই কা'লর আর কয় দিন আছে।
বিনা বরিষণে বারি চাতকী কেমনে বাঁচে।
ছিলেম কালের অনুগত, তাহাতে হয়েছি হত,
বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সই কত, সেই কালে কি কাল পেয়েছে॥ ১৬৪৭॥

মনোহর সাই।

দেখ্ আসিয়ে চন্দ্রাবলী, কুঞ্জ দ্বারে বনমালী।
অঙ্গে রাধা নামাবলী, ডাক্‌ছে রাধা রাধা বলি॥
যদি দেখ্‌বি গুণনিধি, আয় সকলে,
কিঞ্চিৎ বিলম্ব হ'লে, ছলে ছলে যাবে চলে॥ ১৬৪৮॥

আলেয়া—আড়া।

বলে সখি! জলধর নয়, শ্যাম জলধর বাজায় বাঁশি,
যাগো দূতি! আনগো বাঁশি, অনল দিয়ে পোড়াই বাঁশি;
জ্বলেছে সেই বিচ্ছেদানল, জ্বাল্‌তে আর হবেনা অনল,
সে অনল হয়েছে প্রবল, আনগো সই বাঁশি!
সে অনলে দিব বাঁশি, হবে বাঁশি ভস্মরাশি,
গেলে কুল মজানে বাঁশি তুষ্ট হবেন ব্রজবাসী।
চন্দ্রার কুঞ্জে জাগি নিশি, প্রভাতে বাজায় বাঁশি,
আমি কেবল দোষের দোষী, দুঃখেতে ভাসি।
দুঃখের ভাগী আমি হব, সুখের ভাগী চন্দ্রা সব,
বলে দ্বিজ সদাশিব, কুসুম শয্যা হলো বাসী॥ ১৬৪৯॥

দেওগিরি—ঢিমা কাওয়ালি।

আহুত এসেছি মোরা রবাহুত কও কারে,
আবাহন করেছে রাজা তাই এসেছি তোদের দ্বারে।
যদি যেতে দেওরে বাঁধা, ধর এই দেখাওনে বাধা,
হেরলে আর মানবে না বাঁধা, আসবে বাধা মাথার করে॥
আমরা ত নই অত্র মানী, তোদের রাজার পত্রে জানি,
জানতে পারি, শুনতে পারি, আগে হোক রে জানাজানি,
তোদের রাজা যে যদুরায়, তায় রাধার নফর গোকুলে কয়,
কর্ত্তে চাও কাঙ্গালি বিদায়, দ্বারি গোকুল তোরা চিনিস্ নারে।
তোদের রাজার নীলমণি নাম, ছিল মোদের বৃন্দাবনে,
লয়ে আমরা সকলে ধেনু চরাইত বনে বনে,
সুদন বলে শুন দ্বারি, কেন কর তেরিমেরি,
তোদের রাজার লালন মেরি, একবার এনে দেখাও দ্বারে॥১৬৫০॥

কীর্ত্তন।

কাল যামিনী গুণমণি, কোন্ রমণীর কুঞ্জে ছিলে।
নয়নে অঞ্জনের রেখা, বল দেখি কে শিখাইলে।
বাসর শয্যা করি প্যারি, বিফলে গেল শর্ব্বরী,
সে প্রমাদ বিষাদ করি, নারীর কুল মজাইলে॥
কিবা ধর্ম্ম পরিহরি, ধর্ম্মে মন দিয়াছ হরি,
কি বলিব গুণমণি নিশি শেষে দেখা দিলে॥ ১৬৫১॥

মনোহর সাই।

বিনে গুণ পরিখিয়ে রাই, দিলে মন পরকে রাই।
যার বাঁকা নয়ন জোড়া ভুরু, সে যে কুল মজাবার নটের গুরু,
যখন জল ফেলে জল ভরতে গেলি রাই, তখন নিষেধ করেছিলেম রাই।
কালার পানে চাইস্না গো রাই, হেসে কথা কইস না গো রাই,
তা তো তুমি শুনলেনা রাই।
ভাল কি মন্দ দুদিন পরখ করে দেখলেনা রাই॥ ১৬৫২॥

পরজ বাহার—ঠেকা।

এস রাজমহিষী, শুন কথা হেতা.
এমন ত শুনি নাই কথা, সুধামাখা মধুর কথা, শুনে যে সরে না কথা
যার কথা শুনে মন হরে,তার রূপ কে কহিতে পারে,
নইলে মনোহরের মন হরে, সে কি গো সামান্য কথা।
শুনেছি যে কথা সে কবার কথা নয়,
হৃদয়ে পশেছে কথা বলো পাছে যায়.
যে ধনীর এমন ধ্বনি, না জানি কেমন তিনি,
জ্ঞান হয় নিস্তারিণী জগতে বলে যার কথা ॥
তুমি বল গোপের মেয়ে কত রূপ ধরে,—
কে কেমন রূপসী এস দেখাই তোমারে,
সুদন বলে কও কি কথা. শুন নাই শ্রীরাধার কথা,
কৃষ্ণ সদা থাকেন তথা, হেথা কেবল কথার কথা। ১৬৫৩।

কীর্ত্তন।

বল দেখিরে শুক শারি তোরা তো কুঞ্জে ছিলি।
কোন পথে গেল রে আমার মনচোরা বনমালী।
কি দোষে ত্যজিল কান্ত, সে তদন্ত না জানি, অন্তর হইয়ে দিল
অন্তরে কালী, (ওরে) শুক আমার আজ একি হইল সুখ সম্পদ ঘুচিল
সুখে নিশি পোহাইল দুঃখ কারে বলি, সুখে ছিলাম,
সুখে নিয়ে কৃষ্ণ শুক পাখী,হৃদি পিঞ্জর ভাঙ্গিয়ে সে রাধায় দিলে ফাকী,
কে আর সুধাবে ব্রজে রাধা রাধা বলি। ১৬৫৪ ॥

ঠেস—কাওয়ালী।

চিত্র লিখিলেম নয়ন কজ্জলে দেই নাই চরণ চলিবে বলে।
যদি কেও বলে, চিত্র কি চলে, সময়ে চলে, অচলাচলে,
নলের দগ্ধ মীন যেমন জলে চলে।
আমি শুনেছি ইতিহাসে, বলে পর শত্রু হাসে,যখন যায় বিধাতার রোষে
সময়ের দোষে, কি দৈব দোষে, বলেন আভাসে, লোকেতে ভাষে,
যেমন মৃত্তিকার ময়ূর হার খায় কৌশলে। ১৬৫৫।

পরজ বাহার—ঢিমা কাওয়ালী।

গঙ্গাতে কি পায়, বলিতে আমাদের লজ্জা পায়,
গঙ্গা জন্মেছিল যাহার পায়, সে ধরে এই পায়।
যেমন গঙ্গা ভবের তরি, তাঁর তরি এই চরণ তরি,
বিপদে ডোবে যার তরি, সে ধল্লে তীর পায়॥
কৃষ্ণ পূজা কর্ত্তে বল আমা সবারে
সেই কৃষ্ণের পরম পূজনীয় দাঁড়ায়ে দ্বারে,
দ্বারি তোদের রাজা যিনি, তিনি খাতক ইনি ধনী,
একবার শুন্তে পেলে ধ্বনি, এসে পড়বে পায়॥
কি করিব আর দান, প্রাণ দান করেছি,
সেই দান ফিরায়ে নিতে হেথা এসেছি,
দান ধ্যান পুরশ্চরণ, আমাদের এই রাধার চরণ,
তাই ভেবে দাঁড়ায়ে, সুদন যদি চরণ পায়॥ ১৬৫৬॥

বেহাগ—একতালা।

ধরম করম সকলি গেলো, শ্যাম পূজা মোর হ'লো না।
মন নিবারিতে নারি কোন মতে ছি ছি কি জ্বালা বল না॥
কুসুম অঞ্জলি দিতে শ্রীচরণে, ত্রিভঙ্গিম ঠামে পড়ে সখি মনে,
পীতবসনে হেরি নয়নে, ভাবিতে দিগ্বসনা।
ভাবী নরমালী কালী, অসি করে; হেরি বনমালী বাঁশরী অধরে,
ত্রিনয়না ধ্যানে বঙ্কিম নয়নে, হেরি হই সই বিমনা॥১৬৫৭॥

মনোহরসাই—রূপক।

হরি কোন অংশে বল কোন বংশে কারে ক'রেছ সুখী।
নাম বটে দয়াময়, কথায় বটে কাজের নয়,
নামে শমন ভয় দমন হয় হে তাই ডাকি।
মিথ্যা নয় সত্য বলি, বলিছে বনমালী বলীর যজ্ঞেতে রূপ প্রকাশ
কল্লে বালীনাশ, শংখ্যাসুর বিনাশ, পুরাণেতে আছে প্রকাশ,
শুনে রজক ভাব, বনবাস দেও জানকী॥ ১৬৫৮॥

বিভাস—তিওট।

তোদের সে কানাই হেথায় নাই;
আমাদের সে মহারাজা তোদের সে কানাই।
আমাদের সে ভূপাল, তোদের সে গো-রাখাল,
কি বলিস্ রে রাখাল বিবেচনা নাই।
এ বিশ্ব সব বিশ্ব যার হল রে,
তোদের সঙ্গের লাঙ্গল বলিস্ রে তারে,
যারে যারে রাখাল, যেখানে তোর গোপাল,
পাবিরে প্রতিফল রাজার আজ্ঞা নাই।
আমাদের রাজার উপরে কে আছে রাজা,
পালারে সব শিশু পাবিরে সাজা,
যারে যা গোরক্ষক, চিনিস্ না গো রক্ষক,
সূদনের যে রক্ষক তা বিনে কেউ নাই। ১৬৫৯ ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমানের ঠেকা।

কি কাজ ভূষণে, দরপনে।
কি ভূষণ এখানে আছে সকল ভূষণ লয়ে গেছে,
নয়ন ভূষণ শ্যাম দরশন, শ্রবণ ভূষণ বাঁশীর গানে।
হৃদি পদ্মে শ্রীপাদ পদ্ম ছিল যে ভূষণ,
পদ্মে পদ্ম করেছিলেম করিয়ে যতন,
(এখন) পদ্ম ছেড়ে পদ্ম গিছে, আর কি ভূষণ তাতে সাজে,
এ পদ্ম মুদিত হয়ে আছে, পাদপদ্ম ভূষণ বিহনে।
দেহের ভুষণ ছিল গো সই কালাচাঁদের দেহ,
যে ভুষণ বিচ্ছেদে এখন সদা হচ্ছি দাহ।
আর কি পুন পাব তাহে, মিলন করব দেহে দেহে,
দেহের ভূষণ সাজবে দেহে, শীতল হবে তাপিত প্রাণে।
তোমরা সহচরী সবে কয় এই কাম,আমার অঙ্গে প্রতি অঙ্গে লেখা কৃষ্ণন
ভূষণ লাগি প্রাণ আছে সেই নাম লেখ হৃদয় মাঝে,
সূদন বলে লেখা আছে চেয়ে দেখ চরণ পানে॥ ১৬৬০।

সাহানা—আড়াঠেকা।

যাবি যা মথুরায় আনিতে বঁধুকে,
কথা কয়ো ভাব বুঝে যাতে মান থাকে।
অভাগিনীর কপাল মন্দ, মনেতে হয় কতই সন্ধ,
যদি না আসেন গোবিন্দ, পাবিনে আমাকে।
আমি ভালবাসি মান, রেখগো আমার মান,
বৃন্দে সখি শুন শুন বিরলেতে কহি,—
ব্রহ্মার দুর্ল্লভধন, আমার সেই কৃষ্ণধন,
মানেতে ধনের চরণ, কি কব তোমাকে ॥১৬৬১॥

পরজ বাহার—ঢিমা কাওয়ালি।

এসে দ্বারিকায়, যে লজ্জা বলিব দ্বারিকায়,
যজ্ঞ কি আমাদের যোগ্য ও যজ্ঞ এই পায়।
ত্যাগ যজ্ঞ যাহার জন্যে, এই দেখ সেই যজ্ঞ কন্যে,
তোদের রাজার কত পুণ্যে এসেছেন হেথায় ॥
আমরা কি এসেছি যজ্ঞে কর অনুমান,
রাধার দাস এসেছি নিতে পাইয়ে সন্ধান,
রাজনন্দিনী দিবে আজ্ঞে, যা থাকে তোর রাজার ভাগ্যে,
বন্ধন করিব এই প্রতিজ্ঞে দেখাব সভায়।
নাতক খাতক বলে আমরা আসি নাই হেথা,
শুনে এলেম ঋষি মুখে, বৈভবের কথা,
সূদন বলে দিলাম শমন, হাজির কর রাধারমণ,
রোকা করে দিব এখন, ধরাই যে পায় ॥ ১৬৬২ ॥

মনোহর সাই।

ও ললিতে সে কৈ গো, আমার পায় ধরা শ্যাম কোথায় রইল
কেন বা মান করেছিলাম, মানে মাধব হারাইলাম,
তোরা খুঁজগে কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে।
আমার রসের নাগর কোথায় যায়না গেল ॥ ১৬৬৩ ॥

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

দেখনা গো জলে কি জ্বলে, নিরখিয়ে দেখ সকলে জলধর জ্বলে।
একে জল কালো,তাহে কালা কালো, পাছে কালো একালো মিশেযায়
জলে নয়ন ঠেরে বলে,তোল রাই জলে পড়িবেনা জলে আমি যে জলে,
প্যারি। লয়ে যাও জল, দূরে যাউক নয়ন-জল, হেরে যেন এ জল
বিপক্ষ জ্বলে। বলে বলে হাসে, আর জলে ভাসে, ভেবে মরি ত্রাসে,
পাছে যায় ভেসে,সূদন কয় কেন ডর,
ভাসা নয়কো নূতন তার, ভেসেছিল একবার বহুকাল জলে ॥১৬৬৪॥

বিভাস—ঠেস কাওয়ালি।

কেনে গো ধনি, নাই ধ্বনি, নয়ন মুদিয়ে পৈল ধরাতে ধনী।
কাঁপে থর থর, হইয়ে অধীর, ধরাতে অধর ধর গো ধনী।
বিসখা গো শুন শুন, কর গো দরশন,
রসনা চাপিয়ে আছে দশনে দশন,
বিনে সে শ্যামবরণ রাইর লীলা সম্বরণ,
হল বুঝি এখন—মৈল যে ধনী।
এহেন সোণার কায়, পড়ে মৃত্তিকায়,
এ জ্বালা না সহে কায়, দুখ বলি কায়;
হল রাইর কণ্ঠশ্বাস, মোদের না সরে শ্বাস,
সূদন কয় নাই বিশ্বাস, নিরাশ্বাস গণি। ১৬৬৫॥

বিভাস—আড়াঠেকা।

কি শোভা শ্যামের বামে রাধা বিনোদিনী।
নবজলধর কোলে যেন সৌদামিনী॥
আমরি কি অপরূপ,নিরখি যুগলরূপ,কি তব তারস্বরূপ,তুলনা না জানি
মদন মোহন অঙ্গ, ললিত কাল ত্রিভঙ্গ,
রাধা রূপে আভা অঙ্গ হলো গৌরাঙ্গ,
রামচন্দ্রের অভিলাষ, পূর্ণ হইল মানস,
যুগল পদে হয়ে দাস, থাকি দিবারজনী॥ ১৬৬৬॥

ভৈরব—একতালা।

নাচিয়ে গাইয়ে বংশী বাজায়ে নটবর যদুরায়।
সহ ধেনুগণ প্রফুল্লবদন চঞ্চল পদে ধায়।
যুগল চরণ রাজীবরাজে, মৃদুল মধুর নূপুর বাজে,
মাথায় মোহন চূড়া, রবিকরে পায়।
বাজায়ে বিনোদ বিনোদ বাঁশী, রাধিকা হৃদয় করে উদাসী,
মোহিত সব গোকুলবাসী, গোকুল নীরব যায়॥ ১৬৬৭॥

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

যে জ্বরে জ্বরেছে তোমার কানাই।
মা তোমায় কেমনে জানাই, এমন ছেলের এমন রোগ দেখি নাই,
কফেতে পেয়ে অপচার, বাত পৈত্তিক দোহেতে বিকার,
এ ব্যাধি ঘুচায় সাধ্য কার, এ ব্যবস্থা শাস্ত্রেতে লেখা নাই।
সরদি দাহ বাহে মোহ হয়েছে কি রোগ গো,
যে জন এ ভোগে সে জানে এ রোগ গো বায়ুকে রেখেছে কফে
ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গ কাঁপে, তৎপরে পিপাসা হবে, তখনি প্রমাদ হবে জানাই
আমায় এনেছিলে তাল তাইতে চিন্‌লেম রোগ গো,
মদন বলে এই ব্যাধি, রাধাজানে সে ঔষধি,
তাঁহাকে আনিলে যদি, ত্বরায় তারে আনগো আর বেলা নাই॥১৬৬৮॥

মনোহরসাই—রূপক।

ওহে শ্রীহরি হে, আজকার শ্রীহরি।
দুর্জ্জয় মানে উন্মত্ত কেশরীর প্রায় কিশোরী॥
যেরূপ মান শুনি, কিরূপ হয় না জানি,
যেমন শুম্ভ নিশুম্ভনাশিনী শিখরিণী,
যুগে শিবানী স্বয়ং রূপ ভয়ঙ্করী।
যেমন ভূতার নাশিতে, দৈত্যকুল বিনাশিতে,
মানময়ীর মানেতে।
যেমন শ্রীরাজার শীতে অসিতে হেরি। ১৬৬৯॥

বিভাস—তিওট।

বৃন্দে কৈ গো কৈ বৃন্দাবনে চাঁদ, অস্তাচলে চলে ঐ গগন চাঁদ।
গেল সর্ব্বরী, অনুমান করি, কোন্ চকোরী চাঁদ উদয় হেরি
কে প্রেম ফাঁদে ধরেছে মোর কালাচাঁদ ॥
বিনে কৃষ্ণে কৃষ্ণপক্ষ, যে পক্ষে শুক্ল পক্ষ, সেই পক্ষে সপক্ষ প্রাণনাথ
এ পক্ষে আঘাত, যেন পক্ষাঘাত, একি ব্যাঘাত, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত
নেত্রে শীলাঘাত, হতেছে নক্ষত্র চাঁদ।
করে নির্দ্দোষীর দুরদৃষ্ট, কোন দুর্ম্মুখী কল্লে নষ্ট, দৃষ্টধন আদিষ্ট নৈরাশ,
না পূরিল আশ,কে পূরালে আশ; আমার সুখের গ্রাস, কে কল্লেসর্ব্বনাশ
যেন রাহু গ্রাস হয়েছে পূর্ণিমার চাঁদ।
একে নিশি কাল, তাহে শশীকাল,
কাল কোকিল কাল, জ্বালায় সর্ব্বকাল,
কালে কাল স্বরূপ হলো সখি নব চাঁদ। ১৩৭০ ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

শোন কৈ, সে প্যারীর কথা কৈ, সে প্যারী বাঁচে কৈ,
কেউ ডাকলে প্যারী কৈ, কেবল বলে হরি কৈ।
যমুনা পুলিনে এনে, রেখেছে রাই পদ্মবনে,
কেহ বলছে রাইর শ্রবণে হরি হরি কৈ।
শ্রীরূপের কোলে শ্রীঅঙ্গ, শ্বাসহীন স্থিরাপাঙ্গ,
হিমাঙ্গ হয়েছে ত্রিভঙ্গ, তোমা বৈ। ১৩৭১ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

হরি বলে প্রাণ সই প্রাণ ত্যজিব,
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত হরির রাঙ্গা পদে মিশাব।
এ ভব যন্ত্রণা যাবে, আর কি মানব দেহ হবে,
আসিতে হবেনা ভবে, হরি ভেবে হরি হব।
শঙ্খ চক্র গদাম্বুজ, লবে হবে চতুর্ভুজ।
ভণে রামচন্দ্র দ্বিজ, সাধকের এই ভাব। ১৩৭২ ।

রাধাকৃষ্ণের মিলন।

বসিলেন রাই সিংহাসনে, আপন বঁধুয়া সনে,
উভয়ে যুগল হল, গেল বিচ্ছেদ হুতাশনে, ললিতা কয় অদশনে।
কালাচাঁদের করে ভানু কৃত চন্দ্র পায়, রাইকিশোরী চাঁদের মালা
চাঁদে চাঁদ মিশায়, অতুল্য তুলনা রূপ তুল্য ত দেখিনে,
শ্যাম তুল্য রাই বিনে॥
ান ধনী বলেধনি, দেও হরির ধ্বনি, মিলিল মিলিল বামে হের রাই ধ্বনি,
দন বলে ও যেরূপ ত্রিলোকে না পায় ধ্যানে, ধন্য ব্রজবাসিগণে॥

বিভাস—আড়াঠেকা।

কাল নিদ্রা কেন অঙ্গে এলি।
তোর কি এত ধার, ছিলরে রাধার, রাধার মূলাধার, কোথা লুকালি॥
হৃদি পদ্মাসন, করে অন্বেষণ পাইনে দরশন।
বিচ্ছেদ হুতাশন, কেন জ্বেলে দিলি।
মোহন বংশীধর, কাল শশধর, যারে গঙ্গাধর,
ভাবের ধরাধর, সেই জলধর, আমার গিরিধর,
ধর ধর বলে কারে দিলালি॥ ১৬৭৪॥

আলেয়া—আড়া।

অতিশয় কোন কর্ম্ম নয় ভাল। অতি দানেতে বলী পাতালে গেল॥
অতি দর্পেতে লঙ্কাহত, সবংশে নিপতিত, হইল রাজা দশানন
তার এক নিদর্শন, রাধে শুনগো শুন, ওগো রাজা দুর্য্যোধন,
অতি মানেতে সবংশেতে মজিল।
মান্ধাতা সগরাদি, তারা সব পুণ্যমতি, অতিশয় পুণ্যে হলো রাজ,
শেষে পেলে লাজ, সেই মহারাজ, (ওগো) রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজ,
ও তাঁর ন সর্গে ন নর্কেতে বাস হ'ল।
রাধে ক্ষমাকর ক্ষমাকর, দুর্জ্জয় মান ক্ষমা কর,
পায়ে ধরে কৃষ্ণ গুণাকর, কৃষ্ণের কোমল কর পদে দিয়ে কর,
বলে সদাশিব, রাধে মানীর মান গেল॥ ১৬৭৫॥

ভৈরবী—কাশ্মীর খেম্‌টা।

শ্যামচাঁদ আমি হারা, বধু মোর নয়নের তারা।
তোরা যে বলিস্ গো মোরে, নিন্দা করিবারে তারে,
লেগেছে কিরূপ অন্তরে; তিলেক না যায় পাসরা।
যে গুণে হই বনবাসী, জানে তাহা বনবাসী,
মিছে মোরে কর দোষী, প্রেমেতে কিশোরী অরা॥ ১৬৭৬॥

বিভাস কাওয়ালী।

দেখে এলেম রাজকুমারী
কুঞ্জপ্রান্তে ধরাশনে, অমূল্য ধন কৃষ্ণধনে—নয়নে বহিছে বারি।
মুদিত যুগল আঁখি, ধুলায় অঙ্গ আছে ঢাকা,
চূড়া ধরা কোথায় বা কি, অচৈতন্য বংশীধারী॥
থেকে থেকে উঠছেন কেঁদে, কোথায় রাধে কোথায় রাধে,
মান ক্ষমা দে, মান ক্ষমা দে, মরি গো মরি মরি!
নাই শ্যামের সে লাবণ্য, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভিন্ন,
আভরণ সব ছিন্নভিন্ন, জীর্ণ শীর্ণ সে মুরারী॥ ১৬৭৭॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ঐ যে বাজিল বাঁশী যমুনা পুলিনে। যমুনা পুলিনে সই কুসুম কাননে
কি ক্ষণে যমুনায় গেলাম, কালরূপ কি হেরিলাম,
মন প্রাণ সব হারা'লাম, কালারি বিহনে॥ ১৬৭৮॥

ইমন কল্যান মিশ্র—কাওয়ালী।

বাজরে বীণা জয় রাধে শ্রীরাধে।
রাধা ব'লে বাজত বাঁশী মধুর নিনাদে॥
নিশে বীণে প্রাণের তারে, রাধা বল বথের বারে, ভাসায় প্রেমময় পাথারে
বাঁশীরমত মাতবীণে রাধানাম বল সাধে,
প্রাণ ঢেলেদে রাঙ্গা শ্রীপদে॥ ১৬৭৮॥

বিভাস—তিওট।

চাঁদে চাঁদে আজি মিলিল ভাল।
যুগল চাঁদের রূপে ভুবন আলো, আলো সই ভুবন আলো,
কালাচাঁদেরে ঘেরি, দাঁড়াল রাধা শশী,
হাসি-চপলা যেন জলদে মিলিল ॥ ১৬৭৯ ॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

দেগো বৃন্দে আমারে যোগী সাজায়ে।
সর্ব্বত্যাগী হব আমি শ্রীরাধার মানের দায়ে ॥
এই লওগো গুঞ্জহার, কুঞ্জে না রহিব আর,
কাশীবাসী অঙ্গীকার, কাজ কি বাঁশী বাজায়ে।
এই লও গো পীতাম্বর, পরায়ে দেও বাঘাম্বর,
ভজিব ভব দিগম্বর, মানদণ্ডে দণ্ডী হয়ে,
ত্যজে বাজুবন্দ বালা, ঘুচাইব সকল জ্বালা,
লহ বনমালা দেহ অস্থিমালা পরা'য়ে।
দেহে না রাখিব দ্বেষ, ত্যজিব নাগরালী বেশ,
মুড়িয়ে চাঁচর কেশ, দেও জটা বিনায়ে।
ভালবাস ভালবাসি, ভালবাসে ব্রজবাসী,
এই লও গো চূড়াবাঁশী, দেও যমুনায় ভাসায়ে।
অর্দ্ধচন্দ্র দেও আনি, শিরেধর সুরধুনী,
চন্দন ঘুচায়ে ধনি, দেও বিভূতি মাখা'য়ে।
আর কিছু নাহি অপিক্ষে, মননে করিয়ে শিক্ষে,
রাই মান করিবে ভিক্ষে, শিঙ্গে ডম্বুর বাজায়ে ॥ ১৬৮০॥

সিন্ধু—খেম্‌টা।

আস্‌বে শ্যাম গোকুলে ফিরে; আবার বাজবে বাঁশী যমুনা তীরে।
আমরা কি কর্‌ব, কি বেশ ধর্‌ব,
কি মালা পরব? বাঁচব কি মরব সুখে।
কি তারে বলিব,—কথা কি রবে মুখে;
শুধু তাঁর মুখ পানে চেয়ে, দাঁড়ায়ে ভাস্‌ব নয়ননীরে ॥ ১৬৮১ ॥

ভৈরবী—যৎ।

ভিক্ষে দিতে যেওনা যেওনা যেওনা কিশোরী।
একবার অমনি বেশে রাবণ এসে রামের সীতে নিল হরি॥
কোন কথায় হটালে, কোন দায় ঘটালে,
যদি জটীলে না লয় জটালে, খায় যাবে কুটীলে চুরি।
মানের দায়ে শ্যাম হারাই, প্রাণের দায়ে আছি রাই,
পাছে ভিক্ষের দায়ে রাই হারাই. ভিক্ষে দে রাই ভিক্ষে করি॥ ১

ঝিঁঝিট—খেম্‌টা।

শ্যাম সোহাগিনী, রাজার নন্দিনী, রাধা বিনোদিনী গলে।
পরাব এ মালা, দেখিব তাহে কালা, ভোলে কি না আজি ভো

বাঁরোয়া—ঠুংরী।

যেওনা রাজনন্দিনী সে কুঞ্জ বনে, কামিনী যামিনী শেষে যাবে বে
সুসজ্জিত হয়ে রাধে, হেরিতেছে সে কালাচাঁদে.
ভুগিবে গো পরিবাদে গুরুজনে।
শুনগো সে রাধে রূপসী যদি হয়ে গৃহবাসী,
হের না কালশশী, আঁখি অঞ্জনে।
আশুতোষ বাক্যে রাধে, ভাবিনে দেখনা হৃদে,
প্রাণ সঁপে কালাচাঁদে, সুখী কোন দিনে॥ ১৮০৪॥

ধুর মল্লার—কাওয়ালী।

আনন্দে সুন্দর ঝোলনে রঙ্গে যমুনা পুলিনে।
প্যারী নবঘন শ্যাম বিরাজে।
সহচরী নাচে গায় যত সারি সারি বদ ন হরি,
নয়নেতে বারি, পুলকিত প্রেমানন্দে॥
কিবা তরুলতা শোভিত যমুনা তীরে স্পর্শয়তি নীর মন্দ সম
গায়ন্তি পিককুল প্রমদে, ধাবতি মধুকর চঞ্চলচিত্তে;
রমাপতি ব্রজলাল রসে মতি, অন্তে স্থান দিও ব্রজপতি
যুগল [illegible] ॥ ১৮০৫॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।
আজ কে বাজালে বাঁশী অসময়ে রসময়,
জানত সতত মম আছে গুরুজন ভয়।
বাঁশী রাধা রাধা বলে, সখিরা সব কতই বলে,
শুনে শুনে অঙ্গ জলে বিদরে হৃদয়।
সখিদের নামে কিহে বংশীরব হয় হায়! হায়!
তাহলে এ প্রাণ রাধা ভজিবে নিশ্চয় ॥ ১৬৮৬ ॥

মিশ্র আলেয়া—খেম্‌টা।
বেলা গেল ও ললিতে কৃষ্ণ এলনা। এ রমণী হতভাগী কপাল ভাল না।
সে যে আমার গুণমণি, তারে রেখেছে কোন্ চাঁদবদনী,
আমার কল্পে অনাথিনী ধর্ম্মে সবে না।
আসি বলে গেল কালা, আমি গেঁথেছি বনফুলের মালা,
আমার মালা হলো জপমালা, উপায় হলো না ॥ ১৬৮৭ ॥

লুম ঝিঁঝিট—পোস্তা।
আজ ফিরে যাও কালিয়ে সোণা। কুঞ্জে কালি এসোনা হে।
হেরবে না হেরবে না হরি এখানে বসোনা হে ॥
নিশিতে করিবেনা হরি এখানে বসোনা হে,
কিবা তার প্রেমবিন্দু নীরেতে ভেসনা হে ॥
শ্যাম কলঙ্কিনী যার নাম ঘোষণা হে ॥
তারে ভালবাসনা কি ভালবাস না হে?
অনুরাগে আছে রাধা হয়ে ভীষণ হে,
বসে আছে মানাসনে মানা শোনে না ॥ ১৬৮৮ ॥

ভৈরবী—খেম্‌টা।
আমার মন মজিল সখিরে কালার পিরীতে।
যে শুনেছে বাঁশীর গান, হারায়েছে মন প্রাণ,
যমুনা বহে উজান বাঁশী শুনিতে।
মনে করি ভুলে থাকি ভোলা নাহি যায় সখি,
যে দিকে ফিরাই আঁখি পাই দেখিতে ॥ ১৬৮৯ ॥

ইমন কল্যাণ মিশ্র—কাওয়ালী।

আরে রইও বাঁকা মদন মোহন, সেথা যেওনা শ্যাম,
আজ প্যারী অভিমান করেছে (কথা কবেনা, কবেনা)
কুঞ্জে শ্যাম শিখিগণ সবে করেছে বর্জ্জন, পরিধান নীলবসন
আহা মরি, খেদে পরিত্যাগ করেছে॥ ॥ ১৬৯০॥

বিভাস—কাওয়ালী।

দেখে এলেম রাজকুমারী
কুঞ্জ প্রান্তে ধরাশনে, অমূল্য ধন কুঞ্জবনে—নয়নে বহিছে বারি।
মুদিত যুগল আঁখি, ধূলায় অঙ্গ আছে ঢাকা
চূড়া ধরা কোথায় বা কি, অচৈতন্য বংশীধারী।
থেকে থেকে উঠ্‌ছেন কেঁদে, কোথায় রাধে কোথায় রাধে,
মান ক্ষমা দে, মান দে, মরি গো মরি মরি।
নাই শ্যামের সে লাবণ্য, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভিন্ন,
আভরণ সব ছিন্নভিন্ন, জীর্ণশীর্ণ সে মুরারী॥ ১৬৯১॥

কবির সুর—খেমটা।

পুরি পুণ্য-বলে পেয়েছে রাণী নীলমণি-ধন কোলে।
করেছ কতই পুণ্য, তাই গোলকনাথ অবতীর্ণ,
আবার ভৃগুমণির পদচিহ্ন, ছিন্ন ভিন্ন বক্ষঃস্থলে॥ ১৬৯২॥

টৌরী—মধ্যমান।

তাই বলি রে ভাই সুবল, ওই ত কানাই পেয়েছিলি;
না বুঝে তার চতুরালি, হারাধন পেয়ে হারালি॥
যখন শ্যাম সুধাকরে, নয়ন ভোরে ছিল করে,
তখনি তার ধোরে করে, মোদের কেন না ডাকিলি॥
পুনঃ যদি কোন ক্ষণে, দেখা দেয় কমলেক্ষণে,
যতনে করি রক্ষণে জানাবি তৎক্ষণে।
কেউ ধর্‌ব তার কমল-করে, কেউ থাক্‌বো তার চরণ ধরে,
তবে আর আমাদের ছেড়ে যেতে নার্‌বে বনমালী॥ ॥ ১৬৯৩॥

ইমন—যৎ।

অধৈর্য্য হইলে প্রিয়ে প্রেম রাখা বিষম দায়,
প্রাণ যায়, মান যায়, প্রেম দায় হয় প্রেম দায়॥
অসম্ভব হলে ক্ষুধা, লোকে বলে দুষ্ট ক্ষুধা,
দিবসে চাঁদের সুধা, চকোরে কেমনে পায়।
তুমি হে প্রণয় দাতা, আমি প্রণয় গৃহীতা,
তরুলতা বিভিন্নতা, কে কোথায় দেখিতে পায়॥ ১৬৯৪,

খাম্বাজ—খয়রা।

সখি কি লিখন তোমার, লিখেছ হে নাগরী চিন্তামণি।
দাসী কর রাণী, রাণী কাঙ্গালিনী॥
কার শাকে বালি, কার দুগ্ধে চিনি।
কার ভাগ্যে কান্না, কার ভাগে হাসি,
কার ভাগে কাশী, কার ভাগে ফাসি,
কারে স্বর্গবাসী, কারে শ্মশানবাসী
বাশের বাশী করে বনবাসিনী॥ ১৬৯৫॥

গৌরী—আড়াঠেকা।

বন হতে বনমালী আসিছেন রঙ্গে।
শ্রীদাম সুদাম নাচিতেছে সঙ্গে॥
নানাবন অন্বেষিয়ে নানা কুসুম তুলিয়ে,
সাজায়ে দিয়েছে শ্যামকে যা সেজেছে অঙ্গে।
রাখিতে গোপীর মান, শ্রীকৃষ্ণ করুণা নিধান,
বাঁশীতে তুলিয়ে রে তান গৌরী প্রসঙ্গে॥ ১৬৯৬॥

ভৈরবী—একতালা।

কেমন লেখা, লিখেছ হে সখা। না হয় চক্ষে দেখা, বুঝে উঠা দায়
কুব্জা কংশের দাসী, সে হয় রাজমহিষী, পূর্ণশশী রাধা লুণ্ঠিত ধরায়
কারে কর ধনী, কার হর ধনি, কারে বা নির্দ্ধনী, কর চিন্তামণি
যে মণি ইন্দ্রের শিরোমণি, দিচ্ছে হে মণি সে ফণীর মাথায়॥ ১৬৯৭

সুরট মল্লার—একতালা।

বাঁকা ভুবনমোহন একবার সোজা হয়ে দাঁড়াও।
ওহে বংশীধারী বংশী ছাড়ি করঙ্গ করেতে নাও॥
তুমি শ্রীরাধার সনে, রাধা প্রাণে প্রাণে,ভিন্ন দেহে তবে রহিলে কেনে।
হেরে জুড়াই নয়ন, নীরদবরণ, শ্রীরাধার রূপে মিশে যাও॥
তোমার কমল নয়নে অশ্রুধারা বিনে,সাজেনা সাজেনা সাজেনা অঞ্জনে।
তুমি হয়ে উদাসী, ত্যজিয়ে হাসি, কেঁদে এ পাষাণ গলাও।
তোমার মন শ্যাম দেহ, ছুঁইতে পারে কেহ,
ব্রজাঙ্গনা ব্রজের রাখাল বিনে।
এবার করুণাদানে, তাপিত জনে, কোল দিয়ে এ পরাণ জুড়াই॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

সখিরে কাল বরণ। মুছাইয়ে দেগো তোরা নয়নের অঞ্জন॥
যে যে সখি কাল আছে, আসিতে দিওনা কাছে,
কৃষ্ণমনে পড়ে পাছে, হেরিলে বদন॥
কোকিল তমাল পরে, যদি কুহুরব করে,
বলো তারে স্থানান্তরে করিতে গমন॥ ১৬৯৯॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

শুনহে কোকিলে, ব'সে তমালে, ডেকনাকো আর কৃষ্ণ ব'লে,
এখন সুখের গান, নাহি দুখ জ্ঞান, প্যারির যে যায় প্রাণ, পড়েঅকূলে।
দেখ শ্রীকৃষ্ণ বিহনে, হইয়ে শ্রীহীনে, ভ্রমিতেছে প্যারী বনে বিপিনে,
শুনে কুহুধ্বনি, করে উলুধ্বনি, শুনে ধনীর ধ্বনি আমরা বাঁচিনে।
কৃষ্ণের পক্ষে কৃষ্ণপক্ষ, তুমি কি জাননা পক্ষ, তবে কেন হয়ে বিপক্ষ
কমলিনীর বুকে শেল হানিলে।
কাঁদে অলিকুল, ত্যজিয়ে বকুল, কাঁদিতেছে শুক মনের অসুখে,
কাঁদে শিখিগণ, হইয়ে অজ্ঞান, তুমি সদা গান কর কি সুখে।
আমরা যত ব্রজনারী, শ্রীহরি বিহনে মরি, কখন বাঁচি কখন মরি,
হেরি মদন পড়ে ভূতলে॥ ১৭০০॥

সিন্ধু—কাওয়ালী।

কার হয়েছে জ্বর এ ব্রজপুরে।
যাঁর হইয়াছে বিচ্ছেদ-ব্যাধি, অন্যে তাকি জানে বিধি,
দিয়ে তার ঔষধ আদি দেই সেই বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ ক'রে।
প্রেম হ'য়ে একই হ'লে দোঁহেরি অন্তর,
প্রেম জ্বর হ'য়ে পুনঃ হ'লে স্বতন্তর,
সতত হয় দেহ দাহ, ক্ষণে ক্ষণে হয় মোহ,
সে দাহ নির্ব্বাহ, দেহে দেহে মিলন করি।
হুতাশে পিপাসা ত্রাসে সদা তনু জ্বলে,
করে জল জল, বলে দে জল, ভাসে নয়ন জলে;
সতত হয় মনঃপীড়ে, নয়ন ঝরে মনে পড়ে,
চিকিৎসা জানে সে পীড়ার, মনঃপীড়া আছে যার।
কোন বৈদ্য না পায় বুদ্ধি, প্রেমজ্বর অবস্থা
নাইকো শাস্ত্রে, নারে বুঝিতে কি দিবে ব্যবস্থা,
আছে তন্ত্রমন্ত্র গণা পড়া, সকলি ও তন্ত্র ছাড়া,
সূদন কয় আছে জলপড়া, দিলে ব্যাধি যাবে দূরে॥ ১৭০১॥

পরজ জলদ্—তেতালা।

কিক্ষণে শ্যামচাঁদের রূপ নয়নে লাগিল।
তিলেক না হেরিতে রূপ, অন্তরে পশিল।
হেরিতে না পেলাম রূপ, তিলেক দাঁড়াইয়ে।
অবলার মনের দুঃখ, চিরদিন মনে রহিল।
কমলাকান্তের বাণী, শুন গো প্রাণ সজনি,
সখি অকলঙ্ক কুলে, বুঝি কলঙ্ক ঘটিল॥ ১৭০২॥

কালেংড়া—ঝিওট।

যেরূপ হেরিলে নয়ন জুড়ায়, পলকের অদর্শনে হই চাতকিনী প্রায়।
আমার যে মন করে, কি কব শ্যাম তোমারে,
ত্রাণ পাই ওরূপ হেরে, যদি প্রাণ যায়॥ ১৭০৩॥

সিন্ধু—মধ্যমানের ঠেকা।

প্রাণ দিওনা, ও আশা ভাল না, কাঙ্গালের প্রাণে সাজে না।
একা প্রাণ দেও যারে তারে, দেখিতেছি পরস্পরে,
এমন প্রাণের আশা কে করে ;
যে তোমারি প্রাণ দিলে, তখনি তার প্রাণ নিলে,
কেউ নিলেত সুখে থাকেনা।
শান্ত দাস্য সখ্য আর বাৎসল্য মধুররস হরি,
জানি তোমার পঞ্চরসে যেরসে যে রসে হরি,
বলি তোমার একি লীলে, বলি তোমার প্রাণ কিনিলে,
তবে কেন পাতালে নিলে, অদিতি, কশ্যপ ত্যজিলে,
তাইতে তারা প্রাণ ত্যজিলে, এই কি তব লীলার মন্ত্রণা।
ত্রেতা যুগে ক'রে লীলে, পিতার প্রাণ নিলে,
জানকী আনিলে, পুন জানকী ত্যজিলে ;
তার পরে দ্বাপরে লীলে, কারাগারে জন্ম নিলে,
বন্দীশালে তারে রাখিলে, জানিলে শুনিলে লীলে।
কেউ লবেনা প্রাণ যাচিলে, সুদন কয় সকলি বঞ্চনা॥ ১৭০৭॥

—

ঝিঁঝিট—একতালা।

কে গো রমণী, বুঝি রাজরাণী, দেখিতেছি বড় গৌরব, ভাঙ্গব এখনি।
বেঁধেছি তোদের রাজাকে, এখন বাঁধতে এলেম তোকে,
লয়ে যাব দুজনাকে, দেখবেন ব্রজের রাজনন্দিনী।
জান কি না মান কিনা, রাজা যে কি না,
বলে কেন জানে কেনা, রাজা যে কিনা,
শুনে দাসের দাসীর কথা, তেঁই আমায় পাঠালেন হেথা,
লয়ে যাব তোমায় সেথা, নূতন দাসী করবেন তিনি।
মনে বুঝি ভাবিয়াছ হয়েছ রাজরাণী,
রাজার পর যে আছে রাজা তাকি শুননি,
আমি রাধার দাসীর দাসী, নিতে এলেম নূতন দাসী,
সুদন বলে হাসি হাসি, এমনত কভু দেখিনি॥ ১৭০৫॥

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

ওই আমি কি সেই আমি চিনিতে নারি।
একি অপরূপ হেরি, হইলাম পুরুষ কি নারী।
ও হরি অন্তর্যামী, কি ছিলাম কি হৈলাম আমি,
আমি হেরে ভুলি আমি, আমি যে চিনিতে নারি।
আমরি কি ব্রজের বাঁকা, বাঁকা হেরে মুচল বাঁকা,
চিন্তে নারি চিন্তামণি, তুমি হরি দীনের সখা।
তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, সুদনের মনে এই লয়,
হইগে ও চরণে লয়, কেঁদে ভ্রমে ভ্রমে মরি॥ ১৭০৬॥

বিভাস—মধ্যমান ঠেকা।

দেখলেম কুবুজায়, কুবুঝায়, রাইর পক্ষে কি ভাল বুঝায়? সদা কুবুঝায়।
যেমন হে ত্রিভঙ্গী, তেমনি রাণীর ভঙ্গি,
তোমার দেকে ভঙ্গি তার কিছু বুঝায়।
এলেম দেখতে শুনতে শুন্তে চাই তার গুণ,
প্যারী পারেন শুন্তে বা শুন্তে নিপুণ,
দে'খে এলেম এমন 'কু' যেমন তেপেঁচা 'কু'
হরি হ'য়েছেন কু প'ড়ে কুবুঝায়।
বাঁকায় ভাল বুঝায়, সাজেনা সোজায়,
যেমন প্রেম ঘটেনা বুঝায় অবুঝায়।
পেয়েছ কুবুজায়, পেয়েছ কুবুজায়
সুদন যে প্রাণে চায়, তারে কে বুঝায়॥ ১৭০৭॥

মাতোয়ারা—খেমটা।

যমুনা পুলিনে বাজিছে বাঁশরী, প্রাণ কেমন করে শুনে সহচরি।
চল গো সখি ত্বরা করি, কক্ষেতে কলসী ধরি,
কদম্বের মূলে হেরি, সে নব মুরারি:
সুমধুর স্বরে বেণু, বাজাইয়ে ডাকিছে কানু,
কোথায় হে বৃষভানু-নন্দিনী কিশোরী॥ ১৭০৮॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

রথ রাখ বংশীবদন; হেরিব বদন।
রথ রাখ, কথা রাখ, একবার মোরা দেখি দেখ,
যাই রাই ব'লে ডাক, শুনে,যাই কথাটী মিঠে কেমন।
শূন্য করি হৃদি-রথে, কেন অনন্ত রথে,
এ রথ কেন্দে ব্যাকুল হইল, দেখে মুনির রথে,
রথ যেতে চায় তোমার সাথে, এ রথ লইয়ে যাও ও রথে,
তা'নইলে মথুরার পথে, রথে রথ কর্‌ব পতন।
ব্রজে এসে অক্রুর মুনি, হরে নিল নীলমণি,
মণিহারা ফণী কি হবে গুণমণি।
প্রাণ লইয়ে যায় রথের মধ্যে, দেখ গো মুনি নারী হত্যে,
সুদন কয় বাঁচি কি কর্ত্তে, ঐ পাদপদ্মে দিলেম জীবন।১৭০৯॥

সিন্ধু কাফি—মধ্যমান।

রাধা বোলে বাজায় বাঁশী, কে, (ও তার) ছেঁদা কটা বুজিয়ে দে।
শুন্‌লে বাঁশী কে, (ও তার) এমন বাঁশী শোনে কে॥
তাতার লাগে না ভাল, এ কি বাঁশী হল কাল,
হৃদয়ে বিঁধেছে ভাল, ও তার বাঁশের বাঁশী কেড়ে নে॥ ১৭১০

ঝাঁপতাল।

ভাই রে কানাই সে দিন মনে কি নাই রে।
পিতৃসত্য পালিবারে সহেছি কত কষ্ট,
কই কৃষ্ণ সে কথা ত বলি নাই মায়েরে॥
চতুর্দ্দশ বৎসর ফিরি বনে বনে, কত কষ্ট সহিছিরে পড়ে কি না মনে
তোর আমার মরমের কথা মাতো তা জানে না রে;
তোর লাগি শক্তিশেল আমি ধরেছি হৃদয়ে রে॥
রাগ করে সিঙ্গার দাগ মাকে দেখায়েছ রে,
(ওরে) রাগ ছেড়ে অসুরারি তোমায় হ'তে হবে রে,
গোরা অবতারে জীবের দ্বারে দ্বারে কত মার খেতে হবে রে;
সে কথা মনে কি নাই রে॥ ১৭১১

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

কোন গুণে আর করবে গুণ গুণ, রে নিগুর্ণ অলি।
এ গুণে যে বাড়ে আগুন, আমরা দ্বিগুণ জ্বালায় জ্বলি॥
যাঁর গুণেতে তুমি গুণী, হারা হয়েছি সে গুণী,
এখনো জ্বলে সেই আগুনি আবার কি গুণ্ গুণ্ শুনালি।
কুসুম সে শ্যাম বিনে না হয় প্রফুল্লিত,
মধুসূদন বিনে মধু কে করে স্থগিত,
শুন ওরে মধুকর! কেনে মধু মধুকা,
যাওনা কেনে মধুপা, সেখানে মধু সকলি।
ও ভৃঙ্গ ত্রিভঙ্গ বিনে সকলি নিগুর্ণ, যে ছিল অধিনীর গুণ
বেড়েছে তার গুণ, আর সবাই হয়েছে বিগুণ
কেবল বিধি বিচ্ছেদ আগুণ, সূদন কয় জুড়াবে আগুণ,
যদি আসে বনমালী॥ ১৭২॥

মূলতান—যৎ।

শ্যামের বাঁশরী বাজিল যমুনায়ী তোরা আয় গো আয়॥
শুনিয়া শ্যামের বাঁশী, মন হইল উদাসী।
ইচ্ছা হয় হই দাসী, ঐ রাঙ্গা পায়॥ ১৭৩॥

ললিত—পোস্তা।

এখন নূতন পীরিতে যতন বেড়েছে।
তুমি বাঁকা কুব্জা বাঁকা, দুই বাঁকাতে মিলেছে॥
তোমার যেমন বাঁকা আঁখি, কুব্জী তেমনি কোটর চোখী,
খাঁদা নাকে ঝমকো নলক ঢুলিয়েছে।
সকলে নিন্দে যেমন সারিন্দে,
মাথার ফাকে টাকের উপর পরচুলেতে ঘেরেছে।
ভাল ভাল গহনা গাঁটী, তাতে আবার ডায়মন কাটী
পরে যে ভাজন বুড়ী সেজেছে।
কিবা রূপসী মহিষী, ঠিক যেন রাহু আসি, কালশশী গিলেছে।

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

শ্যামের প্রেমে সখি কেবা না মজেছে এই গোকুলে।
সবার হয় আনন্দ, হেরিয়ে গোবিন্দ,
কলঙ্ক কেবল আমার (রাধার) কপালে।
এ বিশ্বমণ্ডলে, কেনা হরি বলে, যে না বলে তার বিফল জনম;
নারদ আদি ঋষি, যে পদ প্রত্যাশী, আছে দিবানিশি ও চরণ কমলে।
আমি যদি বলি হরি, ননদী কয় কি কিশোরী,
কি স্মরিতে কিনা স্মরি, ভয়ে মরি আজ না জানি কি বলে।
গয়াসুর শিরে, যে পাদ পদ্ম ধ'রে, বিশেষ পিণ্ডদানে ভবের তরণী;
ও পাদপদ্ম হ'তে, গঙ্গা অবনীতে, হ'য়ে আছেন তিনি ত্রিলোকতারিণী।
আমার ভাগ্যে এই ছিল, কুল বাড়াইতে দুকুল গেল,
মদন বলে আর কি বল, কপাইলার কপালে এমনি ফলে॥ ১৭১৫

মোহিনী—ঢিমে তেতালা।

মুনি! আমি কৃষ্ণ বিনে কেমনে বাঁচি জীবনে;
মণি বিনে ভুজঙ্গিনী যেন নাহি বাচে প্রাণে।
কুল-লাজ লোক-গঞ্জন, ত্যজে শ্যামে সঁপে মন,
একি হলো বিড়ম্বন, দু-কূল গেল এক্ষণে।
আমি তার সে আমার, জানিতাম মনে সার,
শেষে করি হাহাকার, পুড়িয়া মনঃআগুনে॥ ১৭১৬

পরজ—আড়াঠেকা।

মনে যাছিল;
আর বল না করি মানা মহামুনি উহু হু হু হু জ্বাল অনিল।
মম প্রেমের প্রেমিক শ্যাম, সদা জপেন আমার নাম,
শিষ্ট কৃষ্ণ স্পষ্ট বলে, রূপসী প্রেয়সী আমারে;—
যে দিন মানেতে থাকি, বসে তাঁর দশা দেখি,
ধরে পায়, বলে পায় রাখ গো॥ ১৭১৭

সারঙ্গ—আড়া।

বাঁশী কিগুণ জানে, মজালে অবলার কুল মধুর গানে।
সতী ছাড়ে পতিব্রতা, শিশু ছাড়ে মাতা পিতা,
শুনিলে বংশীর ধ্বনি একবার কাণে ॥ ১৭১৮

ঝিঁঝিট—আদ্ধা।

কেশব তোমার কাল অঙ্গে রং ভাল সেজেছে।
রং ভাল সেজেছে, তোমার কি শোভা হয়েছে ॥
আবিরেতে অঙ্গমাখা, কাল রং গিয়েছে ঢাকা,
কেবল মাত্র নয়ন বাঁকা, তাইতে চেনা গেছে ॥ ১৭১৯

কীর্ত্তনাঙ্গ।

কাল কেন ত্যজিবি ধনি।
কাল ত্যজে ব্রজের মাঝে সুখে আছে কোন রমণী।
কাক কাল, কোকিল কাল, নয়নের তারা কাল,
আর দেখ ত্রিজগত কাল, ত্যজিলে হবি অন্ধকিনী। ॥ ১৭২০

পরজ কালাড়া—খয়রা।

এখন বল না কালা কোথায় যাবে,
যে লাজ দিয়েছ আজি, কুঞ্জে তার সাজা পাবে।
আয় আয় সহচরি, লম্পট শঠেরে ধরি,
কিশোরির কুঞ্জে চোরের বিচার হবে।
আজি লো বাসর দ্বারে, বাঁশী ফেলে অসি করে,
সারানিশি শ্যাম পাহারা দিবে ॥ ১৭২১ ॥

কালেংড়া—একতালা।

পীরিতি না জানে কালা, গো সজনি, অকারণে ধন প্রাণে মজিল অবলা,
রতন বলিয়া গলে পরিলাম কলঙ্কের মালা ॥
অমৃত রূপিল সখী উপজে বিষের শাখী। কি জানে কুলের বালা।
কমলাকান্তের রীত, আগে না বুঝিয়ে, ঘটিল বিষম জ্বালা।

ইমন—একতালা।

বারণ কর মন চোরারে আনিতে সজনি।
একে অবলা আমি সরলা, তাতে ঘরে ননদী নাগিনী,
দিবস রজনী আছে সহবাসে মরি ত্রাসে,
পাছে ভাসে মনে যাহা না জানি।
লাজে মরিব হইলে লোকে জানাজানি,
রমাপতি ভাবে কি ভয় চন্দ্রবদনী॥ ১৭২৩॥

—

চট্টগ্রামের গ্রাম্যগীত।

সুবল! কার রমণী গো জলে যায়।
শ্রীরাধিকা জলে যায়, সোণার নেপুর
রাঙ্গা চরণ পায়,—আরে রুনু ঝুনু শব্দ
যে শুনা যায়, প্রাণের সুবল রে॥
উল্টা পেঁচে বাঁধে চুল, খোপার উপর নানান্ জাতি ফুল আরে
মধুর লোভে ভোমরা আসে যায়, প্রাণের সুবল রে॥ ১৭২৪॥

—

বেহাগ—ধামার।

যদুকুলের বধূগণ, সবে হলো উচাটন,
শক্তিহীন সখা ধনঞ্জয়, শ্যাম শক্তিহীন সখা ধনঞ্জয়;
আমরা বিপদে পড়ে স্মরণ লব কার,
হরি হার মরি মরি কেবা কার,
এখন আর হরি হরি মরি মরি কেবা কার॥ ১৭২৫

বেহাগ—ধামার।

কৃষ্ণ গেছে আছে কৃষ্ণনাম, কুঞ্জে ডাক অবিশ্রাম,
যে নাম ভবসিন্ধু পারের তরি; ভেলনা বিনে শ্রীহরি।
শুন গো রাজনন্দিনী আমরা কার রূপ ভালবাসি,
এলেন গোলকে গোলক বিহারী ভেবনা বিনে শ্রীহরি॥ ১৭২

বেহাগ—একতালা।

শ্যাম হে কোথায় লুকালে,
এ ঘোরা যামিনী একাকিনী এ অরণ্যে ফেলে।
কুল লাজ পরিহরি, স্মরণ নিয়েছি হরি,
আসিয়া কানন মাঝে কেন হে নিদয় হলে॥ ১৭২৭॥

বারোয়া—ঠুংরী।

সই লো কে যাবি জলে।
হেরিবি শ্যাম নটবরে কদম্বেরি মূলে।
জলেরি ছলেতে সব, সঙ্গে কত কথা কব,
মনোমত মন যোগাব কালারে পেলে॥ ১৭২৮

খাম্বাজ—একতালা।

পীতাম্বর! পায় ধোরো না কিশোরী কমল-বদনা।
শুনিলে নিশিতে কুঞ্জে প্রবেশিতে দিবে না,
আসনে বসিতে পাবে না।
বিনয় কেন এত, কেন পদানত, কি সূত্রে আমারে সাধিলে নিয়ত,
আমার মত কত, আছে শত শত, রাধার দাসী আমায় ছুও না।
আমি যে কেতকী শ্রীরাধা কমল, রাধা-পদ্মে বঁধু মধু ঢল ঢল,
পান কর, প্রাণ হইবে শীতল, কেতকীতে বঁধু মধু ত পাবে না;—
ভ্রমরা ভ্রমেতে বসে কেয়া ফুলে, আশায় নৈরাশ রজঃ মেখে গেলে,—
কেন ভ্রম ভুলে, নানা ফুলে ফুলে, ত্যজে কমলিনী কমল-বদনা॥১৭২৯

কথকের পদাবলী।

কেশব নাশয় মে মনো বনয়াভিলাষং।
কলুষ মোচয় হৃদি মম মরণপাশং॥
সুমতিসঙ্গতি হীন, নয়ত[illegible] জ্ঞান মলিনমুদীন দুরাশং।
সদয় ভবসূদন মম হৃদ[illegible] জনসহবাসং॥১৭৩০

কবির-সুর—আড়খেম্‌টা।

আজ গোলকনাথ গোলোক ত্যজে উদয় হলেন নন্দালয়;
যত সব গোপের নারী চলেছেন সারি সারি,
আহ্লাদে মত্ত হয়ে, যশোমতীর ভাগ্যোদয়॥ ১৭০১

খাম্বাজ—মধ্যমান।

পীতবসন বনচারী। সুললিত নটবর রাসবিহারী হরি;
রমণী-মত-কৃত মুরলী কুজিত, গোপি-গোপ-সুত প্রেম-ভিখারী॥ ১৭০

কালীয় দমন—একতালা।

রাধিকা সামান্য নারী নয়।
ওহে অন্য জনে, কেবা জানে, রাধার গুণের পরিচয়॥
রাধা নামে যে মাহাত্ম্য, যে শুনে সে হয় কৃতার্থ,
তার হয় একুল ওকুল দুকুল পবিত্র;
শ্রীকৃষ্ণের রাই অঙ্গ আধা, সেই জন্য নাম বলি রাধা,
রাধা নামে কত সুধা, অন্যে কে জানে পরিচয়।
সংসার ঘোরতরঙ্গে, ত্বরায় তুরিতভঙ্গে, চিরদিন থাকি সঙ্গে
না পেলাম তার পরিচয়॥১৭০৩॥

কানাড়া বাহার—ঢিমে তেতালা।

শোকানল জ্বলে সুখ বৃন্দাবনে; কেহ শবাকার, করে হাহাকার,
দেখলে দুঃখ নিদয়ের হয় হৃদয় বিদার;—
যশোদায় চেনা দায়, নন্দ অন্ধ হলেন ক্রন্দনে।
রাখাল সবাই বলে ভাইরে কানাই, যায় রে প্রাণ,
আয় রে মোদের তো বিনে কেহ নাই;—
রোহিণী দুঃখিনী পড়ে আছেন ধরা-শয়নে
বক্ষে শোকানল, চক্ষের জল অবিরল পড়িছে হৃদয়ে
তবু জ্বলে কি কৌশল;—অসম্ভব সব হয়,
জলের দগ্ধ মীন বাঁচে প্রাণে॥ ১৭০৪

কীর্ত্তন—কাওয়ালী।

কোথা গোপাল ওরে গোপাল, কোলে আয়রে নীলমণি।
না হেরে তোর চাঁদমুখ অস্থির হতেছে প্রাণী।
খেতে তুমি যে ক্ষীরসর, এই দেখ এনেছি সে সব,
কটোরায় রহিল সে সব, সর দেখে সরে না বাণী॥
এসেছিরে বলে বলে, কৃষ্ণ তোমায় দেখবো বোলে,
তোর দ্বারীতে কতই বলে, শুনে যে প্রাণ বাঁচে না,—
নন্দের বাক্য হ'ল স্মরণ, কত করেছিল বারণ,
নিশ্চয় হইল মরণ, এই মনে অনুমানি॥
দ্বারী, বোল্‌গে যা তোদের রাজারে, যশোদা এসেছে দ্বারে,
ভ্রমণ কচ্ছে দ্বারে দ্বারে, মনে কি জেনেও জানে না॥
কিঞ্চিত নবনির তরে, বেড়াতে অঞ্চলে ধরে,
আর বাঁধিতাম যুগল-করে, মনেতে সকলি জানি॥ ১৫৩৫॥

বাউলের সুর—একতালা

ওগো চল গো সজনি যাব শ্যামদরশনে।
ও শ্রীরাধা বলে শ্যামের বাঁশী বাজলো বিপিনে॥
ওগো আর গো ত্বরা করে, আমি হেরিগে শ্যাম নটবরে,
কুবেরচাঁদের চরণ ধরে, যাদুদাস ভণে।
ওগো শুনে শ্যামের বেণুর ধ্বনি, ঘরে রইতে নারি বিনোদিনী,
কৃষ্ণ আমায় কল্লে অনাথিনী, বধিল প্রাণে॥
ওগো শুনে শ্যামের বেণুর ধ্বনি, কত এলোমেলো পাগলিনী,
সবে ছুটে বেড়ায় গোপরমণী, আকুল পরাণে;
(তোরা কেবা যাবি গো শ্যাম দরশনে)॥ ১৫৩৬॥

পিলু বাঁরোয়া—ঠুংরী।

প্রেম রতনে যতনে রাখি বলে।
ননদী নাগিনী বিষম তাপিনী, কত কথা কয় ছলে॥
তাই গো সজনি, দিবস রজনী, ভাসি নয়নের জলে॥ ১৫৩৭॥

পূরবী— কাওয়ালী।

মা বলে আসিবে কোলে দিব ক্ষীরসর নবনী॥
পেয়ে নূতন জননীরে, ভুলেছে এ দুঃখিনীরে,
খেদে ভাসে আঁখি নীরে, হয়ে মণিহারা ফণী॥
শ্রীদুর্গা কমলপদ পূজিয়ে কমল দলে, সেই নীলকমল কোলে,
পাইয়াছি সেই ফলে, আসিবে আমার নীলকমল,
হেরিব চাঁদ বদন কমল, প্রফুল্ল হবে হৃদয় কমল, কমলমুখে মা বোল শু
সাধনের ধন কৃষ্ণধনে হরি লইল বিধি, পুন সদয় হয়ে
দিবেন আমারে সেই নিধি, কৃষ্ণ গোকুলে আসিবে,
মা বলে কোলে বসিবে, সুখ ভানু প্রকাশিবে, নাশিবে দুঃখ রজনী
যে হতে গিয়েছে কৃষ্ণ ক্রূর অক্রূরের সনে,
সেই হতে জননী বাণী আমি শুনি নাই শ্রবণে,
আছে ভুলে যদুকুলে, ভাবনা আর এ গোকুলে,
সুদন বলে শোকাকুলে, মরে জনক জননী॥১৭৩৮॥

বিভাস মিশ্রিত—একতালা।

আমরা রাখাল বালক মাঠে ধেনু চরাই।
খিদে পেয়েছে খেতে দে মাই॥
নেচে নেচে খেলি গোঠে মাঠে, বেণু বাজাই মোরা হাটে ঘাটে,
তোরা ভিক্ষা দিবি মাগো এসেছি তাই।
দেনা মা যা দিবি আদর কোরে, আদর কোরে দিলে মনে ধরে,
দেরি কোর না মা মোরা খেলিতে যাই॥১৭৩৯॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কেনা কেনা আছে পিরীতে। সুসুম্পিরীতে।
যে জনা এর সার বোঝেনা, সেই মজেনা পিরীতে।
রাই কেনা শ্যামের পিরীতে, সখি কেনা যুগল পিরীতে,
গুরু কেনা শিষ্য পিরীতে, শিষ্য কেনা গুরুর পিরীতে,
ত্রিজগৎ কেনা পিরীতে, বদ্ধ আবদ্ধ আর পিরীতে॥১৭৪০।

জয়ন্তী—যৎ।

শ্যাম জলদবরণ-বামে, রাম রজত গিরি দক্ষিণে ;
দেখে যশোদার যুগল কক্ষে যুগল রূপ যুগল নয়নে ॥
পদতলে তরুণ অরুণ কিবা শোভা করে,
নখরে পতিত কোটী সুধাকরে। ঐরূপ হেরিতে সাধ ত্রিলোচনে।
দাশরথি কুমতি অতি, ভক্তি-স্তুতি বিহীনে,
কি হবে আর ভবে গতি সঙ্গতি ও ধন বিনে,
তার হয় কি দৃষ্টির সম্বন্ধ যুগল নয়নে ॥১৭৪১॥

কীর্ত্তন—খয়রা।

তোদের যিনি রাজা দ্বারী! রাখাল-রাজ সেই বংশী-ধারী।
(বনে ধেনু চরাত রে) (আমাদের আমাদের আমাদের সনে)
সর সর সর ছাড় ছাড় দ্বার হেরিগে প্রাণের হরি ॥
(একবার শুধু দেখে যাব) (তারে লয়ে যাব না আর বৃন্দাবনে)
রাখালের কানাই, আররে বলাই, পড়েছি বিপদে রাখ সবে ভাই
রে যার সকল বিপদে তরি, দ্বারী করে বুঝি প্রাণ হারাই ॥১৭৪২

কীর্ত্তনাঙ্গ।

শ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীচরণারবিন্দ, মকরন্দ পান কর মনভৃঙ্গ।
বিষয়-কেতকী-কাননে ভ্রম কি, সে বনে ভ্রম হে বনে ত্রিভঙ্গ।
বৃন্দাবন প্রেম-সরোবর মধ্য, অনন্ত-রূপের কোটি গোপী পদ্ম,
পদ্ম মধ্যে নীলপদ্ম রাধাপদ্ম, ব্রহ্মাণ্ড গাঁথা যাঁর মৃণাল সঙ্গ।
ব্রজের মধুর কৃষ্ণ মধুর মুরতি, মধুর শ্রীমতী বামে বিহরতি
(যদি) রাখ রতিমতি, ঐ মধুর ভাব প্রতি,
মন মধুপুরে (যেন) দিও না ভঙ্গ ॥
তিন স্বরে গাও রাধ কৃষ্ণের গুণ, মধু পাবে যাবে ভবের ক্ষুধাগুণ
বাড়িবে সদ্ গুণ, ত্যজিবে ত্রিগুণ
নির্গুণ গোবিন্দ গায় গুণ প্রসঙ্গ ॥ ১৭৪৩ ॥

মঙ্গল বিভাস—কাওয়ালী।

নামান্তে কি রাধারে পায়, বিনা আরাধনে কি পায়,
ভক্তিভাবে ডাকিলে পায়, মুক্তি শক্তি আছে যার পায়॥
ত্যজ বিষয়-বাসনা, বাস করে সে বাসনা,
করিলে তার উপাসনা, হৃদিপদ্মাসনে পায়॥
রাধা-আকাঙ্ক্ষিত হয়ে, ত্যজিলাম গোলক অধিকার॥
গোকুলে গোপনাদ নিলাম, পরিচয় কি দি অধিক আর,
কাননে করি গোচারণ, করে কৈলাম শৈলধারণ,—
মদন বলে রাধার কারণ, বাঁধা গেলাম নন্দের পায়॥১৭৪৪॥

আলাইয়া—একতালা।

গৌর নিতাই এস হে হরিনাম রস পরকাশে।
গাহিব অবিরাম, হরিনাম, মুক্ত যাহে ভবপাশে॥
ললিত মধুর বিপদ-ছাঁদ, গাও হে আসিয়া গোরাচাঁদ,
পাবে আনন্দ, ভকতবৃন্দ, নাচিবে প্রেম-উল্লাসে॥
গানেরে তান মিলায়ে রঙ্গে, বাজায়ে মৃদঙ্গ তাল-তরঙ্গে,
ভাসিবে অন্তরে হরি যশো-গাথা, জলে কমলিনী যেন বিকাশে।
ভবে ভাবে সবে হইবে ভোর, ভাঙ্গিবে ভবের ঘুমের ঘোর,
হৃদি মাঝে হরি নবনী চোর, হাসিবে সুখ-বিলাসে॥
রবে না কলির পাতক ভার, হরিনামে হবে পাবে নিস্তার,
হরি নাম নাম পাতকী-উদ্ধার, জনম মরণ নাশে॥১৭৪৫॥

গীত—পঞ্চম।

কে বলে কালিয়া ভালা রাই॥
কে বলে কালিয়া ভালা, অন্তরে বাহিরে কালা,
কালা নহে রসে বিনোদিয়া॥
কি মোর কপালে লেখা, নয়ানে নয়নে দেখা,
আঁখিবাণে জর জর হিয়া॥
ছৈয়দ মর্ত্তুজা কয়, পর কি আপনা হয়,
মন বান্ধা পীরিতি লাগিয়া॥১৭৪৬॥

গীত—কানড়া।

সোণা বন্ধের এ দেশে বসতি আর হবে না।
বন্ধু যাবে দূরদেশে মনে লাগে ধান্ধা।
কোমরে কাটারি শ্যাম রাখি যাও বান্ধা॥
বন্ধু যাবে দূরদেশে হৃদেতে আগুনি।
হাতে দিয়া যাও মালা শ্যামের নিশানি।
বন্ধু যাবে দূরদেশে সঙ্গে কি না নিবে।
দেশের শ্যাম দেশে যাবে ফিরে না আসিবে॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে শুন রে কালিয়া।
নিবান চিতের অনল কে দিল জ্বালিয়া॥ ১১৪৭॥

গীত—মাধবী।

বিনোদ, তুমি আমার ঘরে যাবে।
আমার ঘরে আইলে বন্ধু জাতি নাহি যাবে॥
কালা কালা বন্ধুরে কালা মাথার কেশ,
নানান ভঙ্গিমা দেখি আমার প্রাণ শেষ॥
কালা কালা বন্ধুরে কালারে ভঙ্গিমা।
জটা কালা ফোটা মালা অশক্য মহিমা॥
ভিয় ভিয় ননদী থাও দুটি আঁখি।
শ্যামের চরণ ভজি আমি রাধা থাকি॥
বাসুদেব কহে হিত শুনরে কালিয়া।
নিত্য নিত্য আইস যাও আমারে ভাবিয়া॥ ১১৪৮॥

ভৈরবী খাম্বাজ—খেমটা।

তোরা দেখ গো কিশোরী।
এলো এলো দেখলো এলো নয়ন বাঁকা বংশীধারী।
ননটী ভাঙ্গা নয়ন রাঙ্গা এ মান ত্যজ লো প্যারী
ঐ আসচে মুরারি, ঐ আসচে মুরারি,
ওলো ওলো দেখ না ওলো নয়ন বাঁকা বংশীধারী॥ ১১৪৯॥

গীত—সারঙ্গী।

দেখ গো কালিন্দীর কিনারে শ্যামরায় ॥
কালিন্দীর জল কাল, সিনান করিতে ভাল,
শ্যামরূপ জগতে মিশায়।
কাঁকে কলসী করি, যমুনার জল ভরি,
শুনিয়া বাঁশীর গীত, ঘরেতে না রহে চিত,
নিত্য বল—মন বল ধায়।
সুরঙ্গ অধর হাসি, ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশী,
শুনি মন উল্লাসিত তায় ॥ ১১৫০ ॥

আর জ্বালা দিও না বারে বার। ওহে সাধের বন্ধুহে আমার ॥
যে জ্বালা দিয়াছ তুমি, সে জ্বালায় জ্বলিয়ে আমি,
আর জ্বালা দিও না বারে বার ॥
আঁখির পুতলি করি, রাখি বহৃদয়ে ভরি,
সদা রূপ চাহিব তোমার ॥
এ ধন যৌবন মোর, সকলি নিছনি তোর,
কহে হৈদ অবহেলায় বুঝি চাহ মার ॥ ১১৫১ ॥

রাগ—তিওট

তবু হেরিতে তোমায় মন প্রাণ চায়; কালাচাঁদ হে।
এত যে নিয়ত মরি লোক গঞ্জনায় ॥
লোকে করে কানাকানি; আমায় বলে কলঙ্কিনী হে।
সদা ছল ধরে ননদিনী কথায় কথায় ॥
মনে যে অভিমান হয়, সে কথা কবার নয়,
তাতে লোকলাজ ভয়; এ যন্ত্রণা কব কায় ॥
কহে দ্বিজ রমাপতি, এ দুর্নামে কিবা ক্ষতি,
লোক লাজে কি ভয়, যদি থাকেন কৃষ্ণ সহায় ॥ ১১৫২ ॥

গীত আচারী।

পড়েছি বিষম পাকে, দুই আঁখি ঘোর দেখে,
ছাড়িতে না পারি মায়াজালা।
দুই আঁখি ঘোর করি, থাকি সেইরূপ হেরি,
মনে জপি সেই জপমালা॥
মনে ভাবি অবিরত, দিবানিশি পোড়ে চিত,
দুর্গম দেখিয়া প্রাণ উড়ে।
ভাবিতে তাহার নেহা, সঘনে হারালেম দেহা,
অবিরত অগ্নি হৃদি পোড়ে॥
মীন কুম্ভীর হৈয়া, সমুদ্রেতে প্রবেশিয়া,
কিবা হৈব পাখীর আকৃতি।
ভ্রমিব সকল গিরি, পিউ পিউ শব্দ করি,
তল্লাসিব প্রিয়ের মূরতি॥
অনলে পশিয়া চাব, তবু যদি নাহি পাব,
তার ভাবে পরাণ ত্যজিব।
নুর মহম্মদ ভণে, ব্যস্ত কেন হে ললনে,
বিধি তব মানস পূরিব॥ ১৭৫৩॥

কৃষ্ণের উক্তি।

এবার মানভিক্ষে চাই রাই, আমি তোমা বই আর জানি নাই।
করি স্তুতি ও শ্রীমতী, (রাই গো) এখন বল আসি কোথায় যাই।
(আহা!) গোলকের সম্পত্তিধন, সব দিয়েছি বিসর্জ্জন তোমারি কারণ,
কেবল রাধাধনে হয়ে ধনী, (রাই গো) আমার অন্যধন আর কিছুই নাই
তোমার নামে হয় মরণ হরণ, কাল-নিবারণ ঐ চরণ করি মস্তকে ধারণ,
কেন নিজদাসে বিনা দোষে, আমায় ত্যজনা হে বলি তাই।
তোমার শ্রীমুখের মৃদু হাসি, আমি যে ভালবাসি, শুন রূপসী।
আছি অপরাধি, নিরবধি, দেখ্‌ছি মান তরঙ্গের নাইকো থাই।
আমার রাধানাম চূড়ায় লেখা, তাই চূড়া বামে বাঁকা,
তোরা দেখ্ গো বিসখা। এবার কৃপা করে এ কিঙ্করে,
মনু বলে যেন অন্তে চরণ পাই। ১৭৫৪॥

রাধাকৃষ্ণের মিলন গীত।

শ্যামের সনে একাসনে, বিরাজে রাই কিশোরী।
শ্রীবৃন্দে আর বিসখা, ললিতে চিত্ররেখা প্রেমেতে হয়ে মাখা,
কৃষ্ণভাবের ভাবিনী।
চামর ব্যজন করে সখিগণ, কিবা যুগল মিলন, প্রেম বরিষণ আমরি॥
মাধব নীলকান্তমণি, হেমাঙ্গী কমলিনী,
অঙ্গে মিশায়ে ধনি, রঙ্গ করে রঙ্গিনী।
এমন মধুর ভাব করিবারে লাভ
তাহে ভ্রমর ভক্ত, আছে ভুক্ত চরণ পদ্ম নেহারি।
শ্রীমুখে মধুর হাসি, নখরে শরত শশী,
অধরে ধরে বাঁশী, কি আনন্দ বিপিনে।
ময়ুর ময়ূরী আর শুক শারী তারা হয়ে মত্ত, করে নৃত্য হেরে রূপ মাধুরী
রাধারূপ ধন্য ধন্য বৃন্দাবন স্বর্গ ধন্য ত্রিভুবন পরিপূর্ণ, আনন্দে বলে হরি
নামে হয় হরণ, কালভয় বারন, পূরাও মনবাসনা,
কেলে সোণা, মনু চায় পদতরি॥ ১১৫৫॥

গীত—প্রভাত।

বন্ধু তোমার কি কাজ হেথা।
যার সনে গোঁয়াইলা নিশি যাও চলি তথা।
অঙ্গিনাতে উঠি বৈস না ছুঁইও আমারে।
নিদের আলসে বন্ধু ঘুমি পড়ে মাথা।
হিঙ্গুল বরণ আঁখি মধুহীন কথা॥
সিন্দূরের বিন্দু বিন্দু কাজলের রেখা।
নবীন মেঘের আড়ে চাঁদে দিল দেখা॥
পালটিয়া চক্ষু আর না দেখি হেথা।
পরাণে লাগিল বন্ধু পাইলাম ব্যথা॥ ১১৫৬॥

নাম সঙ্কীর্ত্তন—একতালা।

জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন জয় শ্যামকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন॥
(গোবিন্দ বিলাসের স্থান রে) জয় কেশীঘাট, বংশীবট,
রাধার নিকুঞ্জ কানন। জয় শ্রীযমুনার ঘাটে কেলী কদম্বেরি বন॥ ১১৫৭

গীত—রামকেলী।

কিরে শ্যাম এমন উচিত নহে তোমার ॥
অঘোর সঙ্কট বেলা, কি বোল বলিয়া গেলা,
আসিবা কিনা আসিবা মনে।
এক কহ আর হয়, এমন উচিত নয়,
এই দুখ না সহে পরাণে ॥
যখন পিরীতি কৈলা, দিবা রাত্রি আইলা গেলা,
এবে কেনে না রহ আঁখি কোনে।
তোমার কঠিন মন, মোরে হও বিস্মরণ,
কুক্ষণে পিরীতি তোর সনে ॥
তুই বন্ধের কঠিন হিয়া, অনলেতে তৃণ দিয়া,
কোথা বন্ধু রহিলা লুকাইয়া।
মীর্জা কাঙ্গালী ভণে, জল ঢাল মর্ম্মস্থানে,
নিবাও যে প্রেমরস দিয়া ॥ ১৭৫৮ ॥

গীত—রামকেলী।

মর্ম্ম দগধে প্রেমবাণে।
বন্ধুয়ারে! শরীর ভেদিল কামবাণে। ॥
তোমা সঙ্গে করি প্রেম, হারাইলাম জাতি ধর্ম্ম,
আর মরি লোক পরিবাদে।
তোমা কি কহিব বন্ধু, আমার কপাল মন্দ,
কি করিলা অই দীননাথ ॥
তোমার কঠিন হিয়া, ভজ নানা নারী লৈয়া,
কোথা গেলা বসি রৈনু আমি।
পালঙ্ক সাজাই নারী, জাগিয়া কান্দিয়া পুড়ি,
নিশি গেল না আসিলা তুমি ॥
কহে চৈতন্য আই নন্দনে, প্রভু ভাব রাত্র দিনে,
মায়া জাল না বুঝিও হেলা।
[illegible] অন্যায় করি, তুমি যাও মধুপুরী, আর কি পাইব তব মেলা ॥ ১৭৫৯

গীত—কল্যাণ।

চল সখি রূপ দেখি ঐ কদম্ব তলে।
মণি মুক্তা রত্নহার শোভিয়াছে গলে ॥
হরির অরি-পতি, তাঁহার সন্ততি,
বাম পাশে চূড়া ঢালিছে।
তাতে নানা ফুল, দেখি অলিকুল,
উড়ি উড়ি ভ্রমি রহিছে ॥
মহীসুত জিনি, নাসিকা দোলনী,
কপালে তিলক রঞ্জিছে।
ভুজে ভুজঙ্গিনী, কঙ্কণে কামিনী,
তাতে বলয়া শোভিছে।
করীবর অরি জিনি, কটিতে কিঙ্কিনী,
চলিতে রুণু রুণু বাজিছে।
পরি আভরণ, ভঙ্গিমা মোহন,
তথা ভাল মোহি রহিছে।
কহে ভবানন্দ, ঐ রাঙ্গা চরণ বন্ধ,
সব ত্যজিয়া মনে ভুঞ্জিছে ॥ ১৭৬০।

মিশ্র বাউল—আড়খেমটা।

ব্রজে এস হে শ্রীহরি। ব্রজের জীবন বাঁকা বংশীধারী ॥
ব্রজে হতে তোমায় নিতে, আমারে পাঠায়েছেন রাই কিশোরী।
ব্রজের দশা যত, বল্‌ব আর কত, নীরবেতে রয় পশু পক্ষী যত,
হায়! ধেনু বৎস সব করে হাম্বারব, ঊর্দ্ধ পানে সবে মু[illegible] করি।
তোমার মাতা যশোমতী, পড়ে আছেন ক্ষিতি,
নিরানন্দে সবার এ দুর্গতি।
একবার চল হে কেশব, শুন হে মাধব, আমি তোমার দুটী পায়ে ধরি
তোমার পিতা নন্দ, কেঁদে হ'ল অন্ধ, দুনয়নে সদা বহে বারি
এই শ্রীরাধিকার দশা, হল দশম দশা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ধূলায় পাড়ি[illegible]

ভৈরবী মিশ্রিত—একতালা।

কিশোরীর প্রেম নিবি আয় প্রেমের জুয়ার বয়ে যায়।
বহিছেরে প্রেম শত ধারে, যে যত চায় তত পায়॥
প্রেমের কিশোরী, প্রেম বিলায় সাধ করি, রাধার প্রেমে বলরে হরি:
প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেম তরঙ্গে প্রাণ নাচায়,
রাধার প্রেমে হরি বলি আয়॥ ১৭৬২॥

দীপক।

রূপের নিছনি মানি রাই, যবে ধনি দেখিয়াছি নাগর সুন্দর।
অবিরত অনুক্ষীণ হিয়া জরজর॥
তরুয়া কদম্বতলে অইরূপ রঙ্গিমা,
নানারস বাঁশীর স্বরে দিতে নারী সীমা,
কহে সৈয়দ মাতিরুদ্দিনে পূরিয়া আরতি।
সাহা আবদুল্লাপদে করিয়া আরতি। ১৭৬৩॥

সুরট মিশ্রিত—একতালা।

চন্দ্রকিরণ অঙ্গে, নমঃ বামন-রূপধারী।
গোপীগণ মনোমোহন, মঞ্জু-কুঞ্জ-চারী, জয় রাধে শ্রীরাধে॥
ব্রজবালক সঙ্গ, মদন-মান-ভঙ্গ, উন্মাদিনী ব্রজ-কামিনী, উন্মাদ-তরঙ্গ,
দৈত্য-ছলন, নারায়ণ, সুরগণ ভয়হারী:
ব্রজবিহারী, গোপনারী মান-ভিখারী। জয় রাধে শ্রীরাধে। ১৭৬৪॥

আহা মরি রসরাজ! বিরাজ কেন বনমাঝে!
যোগীর বেশ দেখে তোমার প্রেমনদীর বুকে বাজে।
শুন ওলো গৌরবরণ, তোমার করিছে সাধন,
সুখে বুকে রেখে সাধন পুরাব এখন।
প্রেমতরঙ্গে রত রঙ্গে ভাসিব দুজন।
তুমি বিনে এ তরির অন্য মাঝি আর কি সাজে? ১৭৬৫॥

গীত—দক্ষিণান্ত গান্ধার।

এ পহু হাম ভাবি তুঝে :
না ভোল তুয়া নাথ, তুয়া মেরা ॥
গেয়ে পরদেশ, হাতে পলটি নিদয়া হৃদি মতি তেরা।
অঙ্গে এই ভাপনা, আপে জ্বলি যায়ত, কি করিব বাদজরি মেহা ॥
এ নব যৌবন, বিরলে চলি যায়ত, কি করিব বাদজরি মেহা ॥
পথ হেরি হেরি, দিবস গোঁয়ায়ত, রজনী পোহায়ত গুরু আশে।
এ নব যৌবন, হিয় জড়ি যায়ত, কি করিব স্নেহে প্রেম নেহা ॥১৭৬৬॥

সুরট—ঝাঁপতাল

দেখিছেন দেবকী চিতে, রামকৃষ্ণ যুগলেতে,
অমর পুরবন্দিত রজত-মণি মরকত ॥
ইন্দ্র-নীল-নিন্দিত, নীল-নলিনী-কলগত,
জল জলদরুচি রুচির, ছবি হর যেন মিলিত ॥
কিবা শিঙ্গা শোভে রাম-কর, বাঁশীতে শোভে শ্যামকর,
রামের বামে বিপরীত করে শোভে শ্যামকর,
রেবতী-মনোরমণ রাম, রাধামোহন রাধানাথ ॥ ১৭৬৭ ॥

গীত—কর্ণাট।

কেন পরিহর প্রভু আমি হেন দাসী।
সম্ভাষা করিতে আমি ভয় নাহি বাসি ॥
শাশুড়ী ননদী মোর আর পরিজন।
আপনা মোহিত হাম আপনার মন ॥
যে নকল বুদ্ধি ছিল সেও হৈল জঞ্জাল।
এবে সে জানিনু মোর ঘটিল জঞ্জাল ॥
এরূপ যৌবন মোর তোমার নিছনে।
রাধার সম্বাদ কহে ভবানন্দ দীনে ॥ ১৭৬৮ ॥

ইমন—একতালা।

কার বাঁশী বাজিল বিপিনে শুন সজনি গো
অমনি নারি গো রহিবারে আর ঘরে, বুঝি বনে এলেন বনমালী।
চল চল গো সজনি, ত্বরা করি, করে ধরি কৃতাঞ্জলি,
রাধেহং পরিধেহি নীলবসন মপি ভূষণং।
মুঞ্চ মঞ্জীর মধীর মুখর মতি ভীষণং॥
কর গো চিকুর বন্ধন, পর গো নয়নে অঞ্জনং,
মনার বচন শুন গো, ঐ শুন, শ্রীর ধা বলিয়া বাজিছে মুরলী॥১৭৬৮॥

কহ কহ প্রাণসখি। কি উপায় করিব?
বিচ্ছেদ জ্বালায় প্রাণ জ্বলে যায়, তার ভাবে মরিব॥
বিনা তার দরশন, শান্ত নহে এ জীবন,
চিত্ত ভেল উচাটন, জীবন কোথা বাঁচিব!
দাসীরে চরণে ঠেলি, নাথ কোথা গেল চলি,
পুষ্প যথা ত্যজে অলি; তারে কোথায় দেখিব!
কানু প্রাণ আমি কায়া, কানু দেহ আমি ছায়া,
পরিহরি তার মায়া, কেমনে সই বাঁচিব!
কানু জ্ঞান কানু ধ্যান, কানু সে আমার প্রাণ,
বিনে তার দরশন কেমনে সই রহিব!
যাহার পিরীতি লাগি, হইনু কলঙ্কভাগী,
সেই গেল মোরে ত্যাগি, কাহারে সই দোষিব!
যেই বিধি দিল নিধি, পুনঃ হবে সেই বাদী,
বিধাতার একি বিধি, কেমনে সই বুঝিব।
যত দিনে বেঁচে রব, সদা তারে ধ্যায়িব,
প্রেমানলে পুড়ে রব, তারে তবু না ভুলিব।
অধম কবির বলে, নিধিলাভ যার বলে,
ঘটাইবে সে দয়ালে, তোমার দেহের জীবন॥১৭৬৯॥

গীত—দেশকার।

বল কি উপায়, সইরে বল কি উপায়॥
কিবা গৃহবাস মোর কিবা অভিলায,
এরূপ যৌবন কালে প্রিয় নাহি পাশ॥
হৃদের অন্তর, মোর হানিল কামশর, নিঠুর হইয়া কালা গেল দূরদেশ,
কহেন নাছিরে, শুন প্রিয় নহে দূরে,
তব প্রভু পাইবা ধনী নিজ অন্তঃপুরে॥১৭৭০॥

বাউলে—সুর।

যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী।
ও যার, বিমল তটে রূপের হাটে বিকাতো নীলকান্তমণি॥
কোথা সে ব্রজের শোভা, গোলক হতেও মনোলোভা,
কোথা শ্রীদাম বলরাম সুবল সুদাম;—
কোথা সে সুনীল তনুর ধেনু বেণু, মা যশোদা রোহিণী।
কোথা নন্দ উপানন্দ, মা যশোদার প্রাণগোবিন্দ,
ধরা চূড়া পরা কোথা ননী চোরা;
কোথা সে বসন চুরি ব্রজনারীর পূজিত মা কাত্যায়নী।
কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা বা সে জলকেলী,
কোথা ললিতা সখী সুহাসিনী;
কোথা সে বংশীধারী রাসবিহারী, বামেতে রাই বিনোদিনী।
কোথা সে নূপুর ধ্বনি, না বাজে কিঙ্কিনী,
মধুর হাঁসি মধুর বাঁশি, নাহি শুনি;—
ও যার মোহন স্বরে উজান ভরে বইতে তুমি আপনি।
তোমারি তটে তটে, তোমারি ঘাটে ঘাটে,
তোমারি সন্নিকটে কই সে ধনী;—
ও যার মানের লাগি মোহনচূড়া লুটাইল ধরনী॥
দেখাইয়া দেও আমারে, যমুনে সেই যাযারে,
অনাথের নাথ হৃদ মাঝারে পা দুখানি;
পরিব্রাজক বলে চরণ তলে লুটাই দিন যামিনী॥১৭৭১॥

রাগিনী বাহার—তাল একতালা।

যার কালো কালো বলিলি লো জটিলে।
হৃদয়ে ভেবে ঐ কালো, জয়ী হলেন মহাকাল,
কালকূট গরল পান করে কালে কালে॥
হেরিয়ে সেরূপ কালো, অন্তরেতে জাগিছে,
সদা বিরঞ্চি বাঞ্ছিত আছে এ কাল পদতলে॥
যখন চিনিতে নারিলি কাল ত নয়, ভাল ভালে
তোর জলাভাবে পেল জীবন থেকে জলধি জলে॥ ১৭৭২॥



আলিয়া বিভাস—একতালা।

ওরে নিলমণি, বল বলরে শুনি, কি দেখালে চন্দ্রাননে।
তোর কি প্রকাণ্ড কাণ্ড, গোপালেরে বিরাট প্রচণ্ড,
বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখি নয়নে॥
দেখিলাম ইন্দ্র চন্দ্র অরুণ, যম কুবের বরুণ,
প্রজাপতি পশুপতি দেবাদি সব আননে॥
ভয় হয়েরে হেরে মনে মনে;
যোগী ঋষি পশু পক্ষী বন দরশনে॥
তোর বদন কমলে, অগ্নি বারি শিলে,
কাল ভুজঙ্গ অনন্ত আদি এ তোর কেমন মায়া মাকে দেখালে,
কত তাচ্ছল্য করি তোর বাৎসল্য জানে॥ ১৭৭৩॥



ঝিঁঝিট—পোস্তা।

কারাগার হতে আবার বল্লে কারাগার যেতে।
গেলে সেই কারাগারে কারাগারে হবে যেতে॥
জন্ম কারাগারাতে কর্ম্ম, কারাগারেতে,
ব্রহ্ম কারাগার হতে পাঠালে কারাগারেতে॥ ১৭৭৪॥

জঙ্গলা—একতালা।

ওরে ভাই কানাই শুনলাম তুই নাকি আর যাবিনে শ্রীবৃন্দাবনে।
ও তোর ধেনু কে চরাবে, বেণু কে বাজাবে,
কে বাঁচাবে বনে সে বিষ জীবনে॥
আমরা শ্রীদামাদি যত, তোর অনুগত,
ও ভাই কানু তা তো জানত মনে।
ছি ভাই ভাঙ্গিলে কেন, ওহে রাখাল রাজ ব্রজের ধূলা খেলা,
ছি ভাই ভাঙ্গিলে কেন আর তো হবে না,
হলো এ জন্মের মত বল কি অপরাধ হলো তোর রাঙ্গা চরণে॥ ১৭৭৫

জংলিয়া—একতালা।

বসিলেন কোলেতে হরি নন্দের হরিতে মায়া।
ধরিলেন শ্রীগোবিন্দ মোহিতে মোহিনী মায়া॥
যে মায়ায় মোহিত আছে বিধি পঞ্চানন,
যে মায়ায় মোহিত জীবের মহীতে ভ্রমণ,
যে মায়ায় যোগীন্দ্র ইন্দ্র মহামায়া॥
জ্ঞান সৌদামিনী নন্দের উদিত অন্তরে,
বল রে গোবিন্দ তুমি থাক মধুপুরে,
একবারে তোরে হারালে শোকেতে ত্যজিবে জীবন মায়া॥
নন্দে ত্যজি সদা নন্দের ফিরে সাদরে,
একবার দিওরে দেখা গিয়ে যশোদারে,
ত্যজিব যখন আমরা জীবন মায়া॥ ১৭৭৬॥

আলিয়া বেহাগ—একতালা।

কব কি তোমায়, বাঁধিয়ে রেখেছে আমায়।
সাধ্যমতে বন্ধন করে, ভক্তি তোর থাকিলে পারে,
যে জন ভবপারে, যা যেতে পারে, ইহপারে বাঁধি এড়ায় শমনের দা
কে বাঁধিয়াছে এ না বলি, বেঁধেছে পাতালে বলি, ভবে ভক্ত ব
বলি বলিয়া বলির দ্বারে আছি বাঁধা,
নৈলে কি নন্দের বাধা বৈ মাথায়॥ ১৭৭৭॥

ভৈরব—আড়াঠেকা।

মলয়ানিল শীতল মন্দ বহে,
একি ঋতুইন্দ্র আইল হেন অনুমানে বুঝি সখি।
অতনু সঞ্চার বিনে, এতনু দহিবে কেন,
ইচ্ছা হয় হেন মনে অঙ্গেতে চন্দন মাখি॥
ওকি দেখি উড়েসৈ, কেতকী পতাকা ঐ,
বসন্তের প্রাকালে মাধবী ফুটিল দেখি।
হেন সাধ লয় মনে, কুঙ্কুম চন্দন ঘ্রাণে,
পাই যদি শ্রীকৃষ্ণেরে আদরে হৃদয়ে রাখি॥ ১১৭৮॥

রামকেলী—কাওয়ালী।

বারণ কর গো শ্যামেরে (ও সৈ)
আসিতে কুটীরে লম্পট কপট সেই নাগরে॥
সৈ যায় গো যামিনী, কেন এখনো এলোনা কালা লম্পটের শিরোমণি
গুরু গুরু গুরু গুরু করে গায়, প্রাণ যায় প্রেমদায়,
ধুক্ ধুক্ ধুক্ ধুক্ ধুক্ ধুক্ করিছে অন্তরে॥ ১১৭৯॥

মঙ্গল বিভাস—ঢিমেতেতালা।

রাই তুমি অমূল্য মালা, গাঁথিছ যাহার কারণে।
মথুরায় তার মালা বদল, হবে না জানি কার সনে।
কেন গাঁথ চিকণ মালা? ছেড়ে গেছে চিকণ কালা,
শেষে ঐ মালা, জপমালা হবে মনে।
হেরে হবে জ্বালা, মরবে প্রাণ জ্ব'লে; শেষে মালা ভেসে যাবে
নয়নের জলে:—কেন গাঁথ বনমালা? দিতে হবে বনে মালা,
মথুরায় সব চাঁদের মালা, মতির মালা দিবে এনে।
কাল হারাব মোহন মালা, মালা পরবে কে?
কাঁদবি ব'লে মদন মোহন, মরবি সেই দুঃখে;
রথ লয়ে এসেছে মুনি, হ'রে নিতে মাথার মণি,
মদন বলে বিনোদিনী! বৃথা মালা গাঁথ কেনে? ১১৮০॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

যোগ্যে কহিনা এই বলে, তোরা সকলে।
কি জানি বেদনা হবে শ্রীঅঙ্গ কমলে।
প্রাণ মোর নেছে নেছে, তাহে শ্যাম তো ভাল আছে,
মনদুঃখ,পান পাছে অভাগিনীর কপালে॥ ১৭৮১।

সুরট জয়জয়ন্তী—একতালা।

তাইত কালার লাগি প্রাণ কাঁদে গো সই।
তার গুণ মনে হ'লে মনে মনে ধীর নাহি বান্ধে গো॥
একদিন সই ব্রজে, গিয়াছিলাম পদব্রজে,
আহা আহা বাজে বোঁলে ক'রেছিল কান্ধে গো॥ ১৭৮২॥

আলাইয়া—ঢিমেতেতালা।

যায় কমলিনী শ্যাম দরশনে।
যেন উন্মত্তা পাগলিনী, এলায়ে পড়েছে বেণী,
লাঞ্ছনা গঞ্জনা মানা, নাহি মানে মনে।
ঘুচে গেছে গৃহ সাধ, প্রেম সাধে কি প্রমাদ, কাল ধনে পড়েছে মনে
আজ মনে বাসনা করি, নিকুঞ্জে হেরিব হরি,
তুলসী মঞ্জরী দিব শ্যামের চরণে। ১৭৮৩।

যোগীয়া—জৎ।

মন হারাইলাম হেরে ঐ মনোহরে।
[illegible] মোহন রূপ, কোটি সুধাকূপ পীতধটী কটিপরে॥
[illegible] ভুজ শোভন, ত্রিলোকরঞ্জন, মধুর মুরলী ধরে অধরে।
[illegible]বঙ্কিমে নয়নে চায় যাহা পানে, কেমনে ধৈরয ধরে॥
[illegible]শিল হৃদয় বুঝি কুল যায় ঘরে যাওয়া দায় আঁখি না ফিরে।
অঙ্গ ত্রিভঙ্গ, যে ভুরুভঙ্গ, অনঙ্গ সাকারেণ
[illegible]ছু হাসে রূপে আশুতোষে মিছে দোষে মন্দভাসে রাধারে॥১৭

সারঙ্গ—একতালা।

কি হেরিলাম রূপ যমুনার জলে।
কালিয়ে বরণ অতি সুচিকণ, কলসী হিল্লোলে হেলে॥
জলেতে যেরূপ দেখি, স্থলে সেরূপ নিরখি,
পুন তারে হৃদে দেখি নয়ন মুদিলে॥
কি হ'লো কি হ'লো মোরে, কালা অন্তরে বাহিরে,
জলে স্থলে হেরে তারে কেবা রয় কুলে॥
যে হেরেছে কালবরণ, কাল ভেবে কাল বরণ,
যদু যেন কালবরণ দেখে হৃদিমূলে॥ ১৭৮৫॥

সারঙ্গ—একতালা।

সখি কি হ'লো আমার, কালিয়ে বরণ।
গৃহ কাযে থাকি, কালরূপ দেখি,
যদি মুদি আঁখি করে আকর্ষণ॥
যদি থাকি অন্য মনে, কালরূপ দেখি নয়নে,
পুন প্রবেশিয়ে মনে করে উচাটন॥
ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয়, বাজিয়ার বাজী প্রায়,
ধরিলে না ধরা দেয় হয় অদর্শন॥
কি করিব কোথা যাব, কোথা গেলে কালা পাব,
যদু বলে কেন ভাব হইবে মিলন॥ ১৭৮৬॥

মুলতান—আড়াঠেকা।

দেখিলাম অপরূপ কদম্বের তলে।
মোহন বাঁশরি ধরি বদন কমলে॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম বাঁকা, মাথায় চূড়াটি বাঁকা,
বাঁকা তাহে শিখি পাখা বনমালা শোভে গলে॥
শ্রীমুখে মধুর হাস, কোটী শশী পরকাশ,
শ্যামের প্রেমের ফাঁস পরিয়ে এলেম গলে॥
সেরূপ সাগরে মন, করিয়াছি বিসর্জ্জন,
ক্রমশ হ'য়ে মগন পশিল অতল জলে॥ ১৭৮৭॥

খেমটা।

ছল ক'রে জল আন্‌তে গিয়ে হেরে এশ্যাম চক্ষে।
জল বিনে আর কি ছল আছে কুলবতীর পক্ষে।
কত বা করিব ছল, কত বা তুলিব জল,
সদত নয়নের জল কিসে করি রক্ষে। ১৭৮৮ ॥

কীর্ত্তন।

দেখে এলাম শ্যাম অপরূপ ভুবনমোহন সাজে। (সখি)
ভুবনমোহন সাজে কিবা ভুবনমোহন সাজে॥
আমি যে দেখে এলাম,
(শ্যাম অপরূপ দেখে এলাম)
আহা যমুনায় জল ভর্‌তে গিয়ে
তার নখকোণে কোটিচন্দ্র চাঁদ বিরাজে,
চাঁদ ঘেরে রয়েছে॥
বিনোদ ফুলে, বিনোদ গলে, বিনোদ মালা দোলে,
(ও তার সকলি বিনোদ গো)
(বিনোদিয়ার মালা বিনোদ)
বিনোদ নয়নে, বিনোদ চাহনি, দেখিয়ে কে না ভোলে।
(ও শ্যাম চাহনি দেখিয়া কেনা ভোলে গো)
বিনোদ নাগর বিনোদ শ্যাম, বিনোদ বাঁশরী বিনোদ নাম,
(ও তার সকলি বিনোদ গো)
বিনোদ চরণে বিনোদ নূপুর বিনোদ বিনোদ বাজে॥
(জিতং জিতং বাজে) ১৭৮৯॥

ত্রিবণ—ঢিমেতেতালা।

তুমি দুঃখ দেহ তাহে দুঃখ নহে নিয়ত।
তোমাকে নিদয় বলে সকলে শ্যামহে এ দুঃখ অবিরত।
হয়েছে গোপীগণের জিহ্বাশরাসন, তাতে শরসম তব কুযশকথন
সতত সন্ধান করে শ্রবণে প্রাণে তা সহে কত। ১৭৯০।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

সখি ভুলবো কি আঁখি মোর নিষেধ না মানে।
নিষেধ না মানে গো সই, বারণ না মানে।
আমার ইচ্ছা হয় জনমের মত বিকাই তার চরণে॥
একা গৃহে বসে থাকি, যেন শ্যাম নয়নে দেখি,
শয়নে স্বপনে তারে সদা পড়ে মনে॥ ১৭৯১॥

সাহানা—বাহার।

তোদের কায কি সে শ্যামের কথা কয়ে।
আপনি করেছি প্রেম আপনি বুঝিয়ে॥
শ্যামের প্রেমে কলঙ্কিনী, হোক্ না হয় আছি আপনি,
তোদের কথায় কি থাক্‌বো আমি শ্যামেরে ভুলিয়ে। ১৭৯২॥

কীর্ত্তনাঙ্গ।

প্রেমনগরে রাই মহাজন, তস্য খাতক শ্রীহরি,
কস্য কর্জ্জ পত্র লিখে, দিয়েছেন বংশীধারী।
খং দেখালে হবে বা কি, ওয়াশীল শূন্য বাকীর বাকী,
সম্ভাবন তার আছে বাঁকী, কেবল বাঁশের বাঁশরী।
পরিশোধের কথা আছে, দিবে ধড়া চূড়া বেচে,
তস্য খতে লেখা আছে, ইসাদী অষ্ট মঞ্জরী॥ ১৭৯৩॥

গুণকেলী—আড়া তেতালা।

কেউ বুঝেনা সই প্রেম পরিচ্ছেদ।
সবে বলে শ্যাম সনে করিতে বিচ্ছেদ॥
শ্যাম প্রেমে বাঁধা, রাধা শ্যামাঙ্গের আধা,
তবু পাপ লোকে করে অভেদে প্রভেদ॥ ১৭৯৪॥

জয়েৎশ্রী—আড়াতেতালা।

হইলাম না শ্যাম কেন আমি তোমার স্বরূপ।
যারে যে ভাবে সে হয় তার অনুরূপ।
নিদর্শন বিদ্যমান, নিশিকরে শশী ধ্যান,
বুঝি তোমারি সাধনে করেছিলাম দ্বিধা মনে,
কিম্বা তুমি অধীনীরে ভাবিলে বিরূপ। ১৭১৫।

ভীমপলাসী—খ্যাড় তেতালা।

আমি আমি কি সই শ্যাম আমি আমি বুঝিতে নারি,
তুমি তুমি তাই বলি বলহ বিচারি।
শ্যামাকার অবয়ব দেখি, এ শরীরে সব,
তুমি আমাকে কি দেখ, পুরুষ কি নারী। ১৭১৬।

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—আড়া মধ্যমান।

রাই মুখ অরবিন্দে, হের আসি হের বৃন্দে।
খঞ্জন নয়নেতে অঞ্জনপ্রবাহে জল বিন্দে।
কিক্ষণে কি দেখজাঁর, জলে গিয়ে হেরে তার,
ধ্যান জ্ঞান শিবার্চ্চন সকলি তো সে গোবিন্দে। ১৭১৭

মূলতানী।

লাগিল নয়নে নয়নে মনে কিক্ষণে নবীন কিশোর সুন্দর
এ সই যমুনাপুলিনে।
আর তো গৃহে যাওয়া হোলোনা, বুঝি রহে না,
কুল মান মুরলীগুনে চলিতে চরণ বাধে চরণে।
পদে পদ আরোপিয়ে, ত্রিভঙ্গ অঙ্গ হেলায়ে,
ইন্দীবর নিন্দিয়ে নীল চরণে;—
নটবর বেশে মৃদুহাসে, মনবশে রাখি কেমনে।
আর তাহে আঁখি শর সন্ধানে। ১৭১৮।

ললিত—আড়াঠেকা।

শ্রীমুখ পঙ্কজ দেখবো বলে হে—তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণ তলে।
মানের দায়ে তুই মানিনী, তাই সেজেছি বিদেশিনী,
এখন বাঁচাও রাধে কৃপা কোরে, ঘরে যাই হে চরণ ছুয়ে
দেখবো তোমায় নয়ন ভরে, তাই বাজাই বাঁশী স্বরে স্বরে,
যখন রাধে বলে বাজে বাঁশী, তখন নয়ন জলে আপনি ভাসি,
তুমি যদি না চাও ফিরে, তবে যাব সেই যমুনা তীরে,
ভাঙবো বাঁশী তেজবো প্রাণ, এই বেলা তোর ভাঙব মান।
ব্রজের সুখ রাই দিয়ে জলে, বিকায়েছি পদতলে,
এখন চরণ নূপুর বেঁধে গলে, পশিব যমুনা জলে। ১৭৯৯।

ললিত—আড়াঠেকা।

চরণ তলে দিনু হে শ্যাম পরাণ রতন।
দিবনা তোমারে নাথ মিছার যৌবন।
এ রতন সমতুল, ইচ্ছা তুমি দিবে মূল,
দিবা নিশি মোরে নাথ দিবে দরশন। ১৮০০।

ভৈরবী—ঠুংরী।

সাধে সখী সেই শ্যামে সঁপে মন, কুলশীল হারাইলাম।
ক্ষণে নয়নে হেরি, শুনিয়ে বাঁশরী, লাজ পরিহরি মজিলাম।
যা বলিল পরে, তা ঘটিল পরে, চির কলঙ্কিনী রহিলাম।
সুখ হবে লাভ, করি এই লোভ, আশু প্রতিফল পাইলাম। ১৮০১।

যোগীয়া—সুর ফাক্তা।

এবে যোগিনীর বেশ কেন গো রাধে।
তখন করিলে প্রেম বড় সাধে সাধে।
সে লম্পট কপটিয়া, গেল তোমারে ত্যজিয়া,
বল দেখি বিনোদিনী কোন অপরাধে। ১৮০২।

গীত।

এবড় চতুর চোর গোকুলে নন্দকিশোর।
নারিনু রাখিতে দেখিতে দেখিতে চিত চুরি কৈল মোর॥
সে দেখে সবারে, কে দেখে তাহারে লম্পট কাল কঠোর॥
ফেরে পাকে পাকে, কাছে কাছে থাকে চাঁদের যেন চকোর।
নাচিয়া গাহিয়া বাঁশী বাজাইয়া, ভারতে করিল ভোর॥ ১৮০৩॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

চল সখি চলো চললো সবাই।
আসিতে দিবনা শ্যামে দ্বারে গে দাঁড়াই॥
শ্রীরাধা কৃষ্ণের ধার, ধারে না প্রেমের ধার,
শঠের কপট প্রেমে আর কাজ নাই॥ ১৮০৪॥

বাহার—আড়া।

মোহন বেশ মোহিলো সখি মোর।
লেগেছে মরমে গো শাপথী তোর।
মধুর মুরলী করে, মধুবনেতে বিহরে,
মন্দ মধুর স্বরে গুঞ্জরে ভ্রমর॥১৮০৫॥

খাম্বাজ মিশ্র—একতালা।

রাখে যাই বিকায়ে প্রেমের দায়।
প্রেমময়ি রাখ রাখ রাঙ্গাপায়॥
তোমার প্রেমতরঙ্গে ডুবে মরি, এসেছি তাই দেহ ধরি,
হরি বলে ঘরে ঘরে ফিরি কিশোরী।
আমি খত লিখেছি আপন হাতে অষ্টসখা সাক্ষী তায়॥
আমায় কি ধন আছে আর, শুধবো তোমার ধার,
তোমার প্রেমের ঋণে চন্দ্রাননে দিইছে নয়নধার,
আমার দাস খতে পার কর এবার, যাও প্রাণ মন কায়।
কৃপা করে রাখ ঋণের দায়॥ ১৮০৬॥

খাম্বাজ—একতালা।

সর হে এখন, ও রাধারমণ, যাই চল গৃহ কাজে।
কোর না রঙ্গ, শ্যাম ত্রিভঙ্গ, মরি মরি মোরা লাজে॥
জানি জানি তুমি রাধিকা রমণ, করেছিলে গোপীর বসনহরণ,
কত শত ছলা জান তুমি কালা, আসিতে রাখাল সাজে।
তুমি বনমালী যমুনাপুলিনে, করেছিলে কেলী গোপীগণ সনে,
করে লয়ে বাঁশী মুখে মৃদু হাসি প্রেমভরে গোপী মাঝে॥ ১৮০৭

খাম্বাজ—একতালা।

দাসীর মিনতি শুনহে শ্রীপতি, পূরাও মন আশ করি নিবেদন।
ওহে রাধানাথ, কোরোনা অনাথ, গোপীনাথ গোপীর হৃদয়ের ধন॥
করুণানিধান অখিলের প্রাণ, ব্রজ জনার নয়ন নলিনী বিধান,
নীলকান্তমণি এ বিচ্ছেদ ফণী দংশে গো,—
এখন কৃপা বিতরণে কর পরিত্রাণ॥
ওহে জীবের জীবন, ত্রৈলোক্যমোহন, বংশীধর বনমালা বিভূষণ,
কুরহে কটাক্ষে ওহে কমলাক্ষ, কক্ষে রক্ষনাথ অভয় চরণ॥ ১৮০৮॥

মুলতান—একতালা।

জলে ঢেউ দিও নাগো সখি।
আমি ঘাটে বসে কৃষ্ণরূপ নিরখি॥
ঢেউ দিওনা ঢেউ দিওনা তোমরা হবে পাতকী।
কদম ডালে বসে কালা বাজায় মোহন বাঁশরী॥ ১৮০৯॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কে ধনি তুই ভ্রমিস্ গোকুলে।
অকূলে হয়েছিস্ আকুল কেউ বুঝি তোর নাই ত্রিকুলে॥
বয়স দেখে দেখে আকার, অসতী ত হয় না বিচার,
কেবল যৌবনের সঞ্চার হয়েছে হৃদিকমলে॥
হয় নাই রসারস বোধ, প্রণয়ের বোঝাবোধ,
জন্মে নাই পীরিতের স্বাদ তবে কির কিবা ছলে॥ ১৮১০॥

("আর কি সময় নাই রসময়" গানের উত্তর)

খাম্বাজ—একতালা।

আমি কি কিশোরী অভিলাষ করি, বাঁশীতে ডাকি তোমারে।
বাঁশীর একি ভাবোদয়, বিনা অন্য নাম তব নাম গায়,
তা বলে কি বাঁশী বাজাব না হায়, যাব কি যমুনা পারে।
সুধামাখা রাধানামে বাঁশী সাধা, তাইতে রাধা নাম করে,
যে জন অধরে, রাধা নাম ধরে, সেকি আর ভুলিতে পারে।
রাধা ভক্ত বাঁশী বাঁধা ভক্তি গুণে, মত্ত হয় সদা তবগুণ গানে,
যেমন ঐ ভক্ত নারদের বীণে, সদা হরি নাম করে। ১৮১১।

খাম্বাজ—একতালা।

অপরূপ শোভা, মুনি মনোলোভা, গোকুলচন্দ্রের চন্দ্রবদনকমলে
চন্দ্রা চন্দ্রাননী, বামে যেন ধনী, বিরাজে দামিনী মেঘের কোলে।
জীবন প্রফুল্ল যিনি রক্তোৎপল, তরুণ অরুণ কিরণ উজ্জ্বল,
ভবের সম্বল চরণ যুগল চন্দ্রাবলীর হৃদি সরোরুহদলে।
কিরূপ মাধুরী অতুল ব্রহ্মাণ্ডে, না হয় স্বরূপ কোটি বিধুখণ্ডে,
উমেশের বাসনা এভব অখণ্ডে ধ্বজবজ্রাঙ্কিত পদাম্বুজ দলে। ১৮

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

কেও বিদেশিনী।
অবয়বে সর্ব্বভাবে, শ্যাম গুণমণি।
নারীর বসন ত্যজে, যদি গো রাখাল সাজে,
চিনিতে নারিবে ব্রজে ব্রজের আহিরিণী।
নবীনা নহে প্রবীণা, করে করা রসবীণা,
বীণাস্বরে প্রাণ কেনা বিনাশে কামিনা।
আহা মরি কি সুঠাম, বর্ণ নবঘন শ্যাম,
যুগল নয়ন বঙ্কিম কাম-প্রসবিনী। ৮১৩।

বেহাগ খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আমি যে শ্যামেরি।
যেখানে সেখানে যাই, বলে এল শ্যামের রাই,
কলঙ্কিনী বলে সবাই আমি তত্রী করি।
বলে বলবে কলঙ্কিনী, শ্যামপরিবাদিনী,
সকলই সহিব আমি শ্যাম মুখ হেরি। ১৮১৪।

দেশবরারি—একতালা।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি, দন্তরুচি কৌমুদী,
হরতি দর তিমিরমতি ঘোরং।
স্ফুরদধর শিখরে, তব বদন চন্দ্রমা, রোচয়তি লোচন চকোরং। ১৮১৫

প্রিয়ে চারুশীলে! মুঞ্চময়ি মান মনি দানং।
সপদি মদনানলো, দহতি মম মানসং, দেহি মুখকমল মধু পানং।

সত্যমেবাসি যদি, সুদতি ময়ি কোপিনী, দেহি খর নয়নশর ঘাতং।
ঘটয় ভুজবন্ধনং, জনয় রদ খণ্ডনং, যেন বা ভবতি সুখ জাতং।

ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভবজলধি রত্নং।
ভবতু ভবতীহ ময়ি, সততমনুরোধিনী, তত্র মম হৃদয়মতি যত্নং।

নীল নলীনাভমপি, তন্বি তব লোচনং, ধারয়তি কোকনদ রূপং।
কুসুমশর বাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি, কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপং। ১৮১৬

স্মরগরল খণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং, দেহি পদপল্লবমুদারং।
জ্বলতি ময়ি দারুণো, মদনারুণো, হরতু তদুপাহিত বিকারং।

স্ফুরতু কুচ কুম্ভয়োরুপরি মণি মঞ্জরী, রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশং।
রসতু রসনাপি তব, ঘন জঘন মণ্ডলে, ঘোষয়তু মন্মথ নিদেশং।

স্থলকমল গঞ্জনং, মম হৃদয় রঞ্জনং, জনিত রতিরঙ্গ পরভাগং।
ভণ মসৃণ বাণি, করবাণি চরণদ্বয়ং, সরস লসদলক্তক রাগং।

ইতি চটুল চাটুপটু, চারু মুরবৈরিণো, রাধিকামধি বচন জাতং।
জয়তি পদ্মাবতীরমণ জয়দেব কবি, ভারতী ভণিতমতি সারং। ১৮২০

রাগিণী জংলা—একতালা।

প্রাণ যায় নন্দরায় প্রবোধ বচনে।
ছি ছি ধিক্ জীবনে॥
জীবন হারায়ে জীবন লয়ে এলে ছি ছি ধিক্ জীবনে॥
জীবন দিতে কি পার নাই যমুনার জীবনে॥
আমার নীলকান্তমণি, মণির শিরোমণি,
নৃপমণি লয়ে গেলে বা কেনে।
বল কোন পরাণে, রেখে এলে নাথ অভাগিনীর ধনে,
বল কোন প্রাণে আজি খোয়াইলে অমূল্য রতনে॥ ১৮২৪॥

খট্—একতালা।

আর সুধাও কি হে সমাচার।
হরি তোমা বিনে, তব বৃন্দাবনে, দিবস যামিনী শুনি হাহাকার॥
গোপ গোপীকুল, সবে শোকাকুল, পশু পক্ষীকুল হয়েছে ব্যাকুল,
গোষ্ঠে বিচরণে যায় না গোকুল,
শোকে বিলুণ্ঠিত সবে শবাকার। ১৮২৫॥

টৌরী ভৈরবী—আড়াঠেকা।

আর যাওয়া হোলো না কাল হল পয়োধরে।
বিধাতা বিমুখ দেখি হেরিতে শ্যাম জলধরে॥
গিরিবর হতে ভারি, দেছে থেকে মন্দকারী,
অম্বরে ঢাকিতে নারি জ্ঞান হয় শ্যাম ধরে ধরে॥ ১৮২৬॥

বিভাস—আড়খেমটা।

রাধার কুঞ্জেতে এক নবীন যোগীর উদয় হয়েছে।
যোগীবরে দেখ্‌সে প্যারী রূপে আলো করেছে॥
নামেতে কানাই সন্ন্যাসী, বলে আমি কাশী বাসী,
কপালে সিন্দুরের ফোঁটা ভাল সেজেছে॥ ১৮২৭॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

রবে কিনা রবে কুলবালা।
বাঁশীতে মন উদাসী কুল মানে করে হেলা॥
শুনিয়ে বাঁশীর রব, বদহন না সয়ে রব,
কে সবে এ সব জ্বালা॥ ১৮২৮

খাম্বাজ—একতালা।

বলোনা বলোনা, আমারে বলোনা যাইতে যমুনা জলে।
ত্রিভঙ্গ মূরতী, সে কালো কুরীতি, দাঁড়ায়ে কদম্বতলে।
না জানি সজনী কিবা প্রয়াসে, পথে যেতে শ্যাম নিকটে আসে,
আভাসে আভাসে সে ভাষে কি আশে হুতাশে পদ না চলে॥
স্বজন সুজন আর পরিজন, বিনয় বচনে বলে,
কি করি সখি, সদত অসুখী তনু জ্বলে দুখানলে;
তুমি কুলবধূ রাজার কন্যে, রূপে কুলে শীলে মান্যে ধন্যে,
ছি ছি ছি মরি কিসের জন্যে, এত ছলা কালা ছলে॥ ১৮২৯

খাম্বাজ—একতালা।

বংশী বাজায়ে চিকণ কালা।
কুলমান হরে নিলে মজায়ে অবলা॥
গুরুজনার মাঝে বসি, নাম ধরি বাজায় বাঁশী,
পারিনে যে দেখে আসি হল একি জ্বালা॥ ১৮৩০

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

বাঁশী বাজায়োনা শ্যাম।
ঐ বাঁশী শুনে রাধার গেছে কুলমান॥
যে যত্নেতে ঘর করি, হরি বলতে প্রাণে মরি,
ননদী অরি, পতি আমার বাম॥ ১৮৩১॥

গৌরী—কাওয়ালী।

কেলি বিপিনং প্রবিশতি রাধা।
প্রতিপদ সমুদিত মনসিজ বাধা।
কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতম্; পঙ্কজমিব মৃদু মারুত চলিতম্।
বিনিদধতি মৃদু মন্থর পাদম্; রচয়তি কুঞ্জর গতি অনুবাদম্।
জনয়তি রুদ্র গজাধিপ মুদিতম্; রামানন্দ রায় কবি ভণিতম্॥ ১৮০২।

ঝিঁঝিট—একতালা।

গহন কুসুম কুঞ্জমাঝে, মৃদুল মধুর বংশী বাজে, বিসরি ত্রাস লোক লাজে,
স্বজনি! আও আও লো!
পিনহ চারু নীল বাস, হৃদয় প্রণয় কুসুম রাশ, হরিণ নেত্রে বিমল হাস,
কুঞ্জবনমে ধাও লো!
ঢালে কুসুম সুরভি ভার, ঢালে বিহগ সুরব সার, ঢালে ইন্দু অমৃত ধার,
বিমল রজত ভাতি রে!—মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে, অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল স্বজনি! পুঞ্জে পুঞ্জে, বকুল যূথি জাঁতি রে!
দেখ লো সখি! শ্যামরায়, নয়নে প্রেম উথল যায়,
চন্দ্রমায় নিন্দিছে;—মধুর বচনে অমৃত সদন,
আও আও স্বজনিবৃন্দ! হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ,
শ্যামকো পদারবিন্দ, ভানুসিংহ বন্দিছে॥ ১৮০৩॥

সুরট—চিমাতেতালা।

কহ সৈ! জীয়ত মরত কি বিধান।
ব্রজ কি কিশোর সৈ! কাঁহা গেল ভাগই? ব্রজজন টুটল পরাণ।
মিলি গেই নাগর, ভুলি গেই মাধব, রূপবিহীন গোপ কুঙারী;
কো জানে পিয় সৈ! রসময় প্রেমিক, হেন বঁধু রূপ কি ভিখারী!
আগে নাহি বুঝনু, রূপ দেখি ভুলিনু, হৃদে ধরনু চরণ যুগল;
যমুনা সলিলে সৈ, অব তনু ডারব, আন সখি ভখিব গরল।
কিবা কাননবল্লরী, গল বেড়ি বাঁধই, নবীন তমালে দিব ফাঁস;
নহে শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম নাম জপয়ি, ছার তনু করব বিনাশ॥ ১৮০৪

ভৈরবী—একতালা।

সখি রে! তুঁহু বলো।
কাহে এত মন মজিল?
যব দেখিনু সো হাসি, পরাণে হইনু উদাসী, বর শুনি হইনু পাগল।
কি আছে সে আঁখিয়াতে, সৈ! পরাণ হারাল; কাহে মেরা এয়সো
ভেল!—আপনা সুধায়ে সখি! উত্তর না পাওল। ১৮৩৫।

খাম্বাজ—খেমটা।

বল কি বলেছিলে, সে সব কেবল কথার কথা,
কোথায় নিশি, কোথায় নিশি পোহাইলে।
শ্যাম তোমার লাগি রাই অনুরাগী,
ও শ্যাম দোষের ভাগী এই রজনী জাগি,
সব সখী মিলে, বনফুল তুলে, মালা গাঁথিলে,
শ্যাম তোমারি গলে দিবহে বলে,
তুমি না এলে লয়ে যমুনার জলে, মালা ভাসায়ে দিলে। ১৮৩৬।

বেহাগ খাম্বাজ—ঠুংরী।

আমরা যাব গো করিতে সবে শ্যাম দরশন।
হবে সে ধনে হেরে মনোবাঞ্ছা পূরণ।
যে রাজা হয়েছে মথুরাধামে, কুব্জা দাসী রাণী বসেছে তার বামে,
দেখি দেখি মান রেখে কি না করে সম্ভাষণ,
ব্রজেরি দুঃখের কথা বল্‌ব তখন।
কেঁদে অন্ধ হ'ল নন্দরাণী, রাধা আছে কি না আছে অনুমানি,
শুনিয়া কেশব সব দুঃখ বিবরণ, দেখি করে কিনা করে প্রত্যাগমন,
সখী মিলে ধরে আনব তারে, দেখি বাধা দিয়ে কেবা রাখ্‌তে পারে,
তিমত দাসখৎ লেখা দেখায়ে সমন, সেই জোরে মনচোরে করব বন্ধন
যদি স্থিরভাবে সে না আসে বংশীধারী,
তবে করিব সবে মোরা আইন জারী,
এমন পলাতক খাতকের শাসন কারণ,
রাই রাজার দরবারে করিব অর্পণ। ১৮৩৭

সিন্ধু—জৎ।

ছাড় অঞ্চল চঞ্চল শ্যাম ওহে গুণধাম, দধি বেচিবার যাই
পথমাঝে মরি লাজে একি ত্রিভঙ্গ কানাই ॥
তুমি হে নিষ্ঠুর হরি, ক্ষমা দাও মিনতি করি,
তব পদ ধরি তবু দয়া নাই।
শিরের পসরা টলে, পাছে পড়ে ভূমিতলে,
গঞ্জনা দিবে সকলে ঐ বড় ভয় পাই ॥ ১৮৩৮ ॥

বসন্ত বাহার—খেমটা।

আজ হোরি খেল্‌বো শ্যাম তোমার সনে।
একলা পেয়েছি তোমায় নিধুবনে ॥
আমরা ব্রজাঙ্গনা, পুরাব বাসনা, আবির চন্দন দিব শ্রীচরণে।
শুন বনমালি, আমরা তোমায় বলি,
আজ বুঝবো চতুরালি গেলো আপন মনে। ১৮৩৯ ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আর মালা গাঁথি কি কারণ।
যার তরে গাঁথ মালা সে গেছে মধুভুবন।
মালতী কুসুমের মালা, মালা হবে জপমালা,
সে মালা ভুজঙ্গ হয়ে শ্রীঅঙ্গে করবে দংশন ॥ ১৮৪০ ।

পটমঞ্জরী—ঝাঁপতাল।

মানে মলিন বদন চাঁদ, হেরি সহচর কাঁদ।
অবনত করি আপন শির; সঘনে নয়নে বহয়ে নীর।
ক্ষিতিতলে নখে লিখই রাই; থির নয়নে রহই চাই,
সখীগণে কিছু না কহে বাত; অরুণ বসন বসয়ে গাত।
ফুল কবরী না বাঁধে তায়; কাতরে শেখর দাঁড়ায়ে চায়। ১৮৪১।

গুর্জ্জরী—ঠুংরি।

রতিসুখসারে, গতমভিসারে, মদন মনোহর বেশং ;
মা কুরু নিতম্বিনী, গমন বিলম্বন,—মনুসরতং হৃদয়েশং
ধীর সমীরে, যমুনা তীরে, বসতি বনে বনমালী ॥
নাম সমেতং, কৃত সঙ্কেতং, বাদয়তে মৃদু বেণুং ;
বহু মনুতে ননু তে তনু সঙ্গত, পবন চলিতমপি রেণু ॥
পততি পতত্রে, বিচলিত পত্রে, শঙ্কিত ভবদুপযানং ;
রচয়তি শয়নং, সচকিত নয়নং, পশ্যতি তব পন্থানং ॥
মুখরমধীরং, ত্যজ মঞ্জীরং, রিপুমিব কেলিষু লোলং ;
চল সখি কুঞ্জং, সতিমির পুঞ্জং, শীলয় নীল নিচোলং ॥
উরসি মুরারে রুপহিত হারে, ঘন ইব তরল বলাকে ;
তড়িদিব পীতে, রতি বিপরীতে, রাজসি সুকৃত বিপাকে
বিগলিত বসনং, পরিহৃত রসনং, ঘটয় জঘনমপিধানং ;
কিশলয় শয়নে, পঙ্কজ নয়নে, নিধিমিব হর্ষনিধানং ॥
হরিরভিমানী, রজনিরিদানী মিয়মপি যাতি বিরামং ;
কুরু মম বচনং, সত্বর রচনং, পূরয় মধুরিপু কামং ॥
শ্রীজয়দেবে, কৃত হরিসেবে, ভণতি পরম রমণীয়ং ;
প্রমুদিত হৃদয়ং, হরিমতি সদয়ং, নমত সুকৃত কমনীয়ং ॥ ১৮৪২ ॥

বিরারী—আড়াতেতালা।

ক্ষণেক আর তোমারে শ্যাম করি দরশন ;
না জানি হইবে কবে শ্যাম পুনঃ এ মিলন ॥
তুমি তো এখনি যাবে, আমি রব এই ভাবে,
নয়ন মুদিয়া সদা করিব মনন ॥ ১৮৪৩ ॥

পিলু—পোস্ত।

গোকুলচাঁদের উদয়, আজ হয়েছে দিবাভাগে।
এস যাই নন্দপুরি চাঁদ হেরিগে আগে ভাগে ॥
কালশশী বিমান খসি হন গোকুলবাসী,
নাশিতে মনের তম পূর্ণশশী অনুরাগে। ১৮৪৪ ॥

বাউল সুর—খেমটা।

কাতরে এত তোরে, ডেকে ডেকে হলেম সারা।
তবু না দিলি দেখা, প্রাণসখা! ভাঙ্গ্‌ল না মোর ভবের কারা॥
আমি শুনতে ত পাই, ও ভাই কানাই, ডাকে কাতর প্রাণে যারা,
তোর অপরূপ বঙ্কিম রূপ নয়ন ভ'রে হেরে তারা॥
ও ভাই, দেখা না পাই তায় ক্ষতি নাই,
(আমি) এই ভেবে হই জ্ঞানহারা।
লোকে ব'ল্‌বে এবার, দারুণ নিঠুর, রাধারাণীর মনোচোরা॥ ১৮৪৫

পিলু—যৎ।

বেণু কি ধনু কানু, করেতে ধ'রেছে হে।
যার স্বরে অবলার তনু, অবশ ক'রেছ হে।
সরল বংশীর স্বর, সর্ব্ব আকর্ষণ স্বর,
নাগপাশ প্রেমশর, পাশেতে বেঁধেছে হে।
কিশোর কি শর গোপীর প্রাণেতে হেনেছে হে॥
শ্রবণে মোহন বাঁশী, সেই ক্ষণে বনে আসি,
দাসী উদাসী করা, কি বাঁশী শিখেছ হে।
বাঁশী ধরিয়ে বনবাসী ক'রেছ হে॥
যে তব বাঁশরী রব, কেমনে গোকুলে র'ব,
গৌরব সৌরভ গোপীর, হরিয়ে ল'য়েছ হে।
নারী ধরা বন্ধনী বন্ধন সেধেছ হে॥ ১৮৪৬॥

পিলু—পোস্ত।

এস ভাই রাখাল সবাই, ভাই কানাইয়ের জন্ম হেরি।
গিয়ে সব নন্দপুর, উৎসবে সব নৃত্য করি॥
দধি কাদা হলদি মেখে, নেচে গেয়ে যায় হে সুখে,
হরির চাঁদ বয়ান দেখে, আসুব নয়ন সফল করি।
কানাই যার পক্ষবল, তার হবে ভাগ্যবল,
পরস্পর সুখে রবে, এস সবে আনন্দ করি॥ ১৮৪৭॥

সুরটখাম্বাজ—একতালা।

শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ জীবনে।
শ্রীকৃষ্ণ বিহনে মন দহে মম, বিরহ হুতাশনে ॥
অভিলাষ মম সতত মনে, প্রহরীর পদে রাখি নয়নে,
শ্রীহরি বিহরে হৃদয়াসনে, বাসনা মম মনে।
কিবা শোভন কালিয়ে বরণ, বাঁশরী করে বঙ্কিম নয়ন,
বঙ্কিম ঠাম মনোমোহন, বেষ্টিত গোপীগণে।
শিখিপুচ্ছ কিবা শিরে শোভিত, বনফুল হারে বক্ষ শোভিত,
অগুরু চন্দন অলকা-লেপিত, সেরূপ ভাবি মনে ॥ ১৮৪৮ ॥

সুরটমল্লার—কাওয়ালী।

কিন্‌তে এসেছি ভবে কলঙ্ক।
কলমান ভাজে ত্রিবঙ্ক, পড়ে অন্ধকূপে আছি পূজে অকলঙ্ক শশাঙ্ক ॥
স্বগজন বিসর্জ্জন, সবে ভেবে অসজ্জন, তা'জে গুরুভয় কুলাতঙ্ক :—
এ গোকুলে গোপকুলে, দূষিলে দুঃশীলে ব'লে,
মাখিলাম অপযশ পঙ্ক :—
ভেবে নিরঞ্জন, বিপদ ভঞ্জন,
আমার গঞ্জনা রহিল কেবল, পেলেম না ত বঙ্ক।
হায়! কি বুঝে হারালাম তায়, কুবুজার পাছে হয়,
সদা মনে ঐ উপচঙ্ক :—
একেবারে, চন্দ্র বলি' রেখে তারে, দিল স্থান স্বপদি পদ্মাঙ্ক ;
যত না পেলাম, যাতনা পেলাম,
তত কালা-কলঙ্কিনী, বাজে যেন শঙ্খ ॥ ১৮৪৯ ॥

পরজ—ঢিমেতেতালা।

ছুঁয়োনা কাল হবে অঙ্গ। (কালাচাঁদ)
আমরা গোপের নারী, না জানি চাতুরী,
বলিহারি ওহে হরি, জান কত রঙ্গ ॥
লম্পট শিরোমণি, দেখাতেছ এমনি,
কখনও করনি যেন রমণীর সঙ্গ ॥ ১৮৫০ ॥

বেহাগ—তেওট।

আমি বল কি করি শ্যাম বিরহে মরি সই।
প্রথম মিলন কালে, গগন চাঁদ হাতে দিলে,
এখন কাল্লা কুটিলে গেল পরিহরি॥
ললিতে বিশখা জানে, একদিন নিধুবনে,
বলেছিল কাণে কাণে তোমা ছাড়া আমি নই॥ ১৮০১।

পূরিয়া আশাবরী—আড়াতেতালা।

যাবে যাও শ্যামহে ক্ষণেক রহিয়া।
নিতান্ত যাইবে যদি আমারে দহিয়া॥
করিয়াছ সহকারী, সুখমন দুই আমারি,
যাইতে নিষেধ তিনে একত্র হইয়া॥
নৈরাশ বচন দিয়া, আশা প্রবোধ করিয়া,
জীবনেরে সঙ্গে দিয় চতুর করিয়া॥ ১৮০২॥

কানাড়া—কাওয়ালী।

আমি ভুলিতে চাই সখি ভুলে না যে পাপ মনে।
শয়নে স্বপনে কালা জাগিছে নয়ন কোণে॥
আগিল দ্বিগুণ জ্বালা, কালা হয় জপমালা,
কেমনে করিব হেলা, প্রাণ সঁপেছি যেই জনে॥ ১৮০৩।

সম্বুফরদা—কাওয়ালী।

আমার প্রাণ যে ধৈরজ মানে না।
চাঁদ ধরিতে তার বাসনা॥
হইয়ে বামনাকৃতি, চাঁদ ধরা যে প্রকৃতি, গোকুলচাঁদে ব
আমি কি ক্ষণে এলাম যমুনার কূলে, চাঁদ হেরে গেলাম ভু
অকলঙ্ক কালাচাঁদে, হেরে পড়িলাম প্রমাদে,
তুলনা যে গগনচাঁদে, পদনখে তুলনা॥ ১৮০৪॥

কালাংড়া—ঢিমেতেতালা।

দূতি একবার যাও দেখি শ্যাম লম্পটেরি কাছে,
সুধাও তারে শ্রীরাধারে মনে আছে কিনা আছে।
কুলশীল ত্যজ্য ক'রে, দেখিতে এলেম তাহারে,
শঠ বন্ধু ফিরে মোরে বারেক না চায়,
রাজকুমারী হয়ে ফিরি বনে তার আশায়,
কর্ম্মে সকলি হয় পঙ্কে হস্তী পড়ে প্যাঁচে ॥ ১৮৫৫ ॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

শ্যামের স্বপনে পড়িল রাইরূপ মনে।
বলে কই রাই কই রাই দেহ রাই এনে ॥
রাই মম প্রাণেশ্বরী, রাই সদা ধ্যান করি,
ছিলাম রেমের আজ্ঞাকারী সাধ্য সিদ্ধি রাই বচনে ॥
রাই আমার কণ্ঠের হার, সে আমার আমি তার,
অভাবে যার অন্ধকার আনো আনো বাঁচাও প্রাণে।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, রাই বই নাহি দেখি,
এনে রাই হৃদয়ে রাখি অন্তরের অন্তর কেনে ॥ ১৮৫৬ ॥

মূলতান। আড়াঠেকা।

যা কর তা কর হরি! আমি ত চলিলাম জলে।
বড় লজ্জা পাবে হে নাথ! দাসী তব লজ্জা পেলে।
যদি ছিদ্র ঘটে, বলি কেন ছিদ্র ঘটে, গলাতে ঘট বেঁধে খাটে,
ঝাঁপ দিব যমুনার জলে ॥ ১৮৫৭ ॥

মূলতান ঢিমাতেতালা।

হরি! চরণ ছাড়িয়ে কেন দাও না?
রূপসী ছায় ? শ্যামা হ'তে আছে আর, শ্যাম! চন্দ্রাবলীর
কুঞ্জে যাও না?
বলীর কুঞ্জে বসি, পোহাইলে সকল নিশি, এখন, প্রভাতে এসেছ
বুঝি দিতে বেদনা ॥ ১৮৫৮ ॥

পরজবাহার—খেমটা।

হ'য়েছে কাল ছেলে ভাব্‌না কি? রূপে আলো করেছে।
রূপে আলো ক'রেছে, জগৎ আলো ক'রেছে।
ধন্য লো নন্দরাণি, পেয়েছ এ নীলমণি,
মজাবে কত রমণী, এই ছেলে যদি বাঁচে॥
বৈকুণ্ঠ ক'রে শূন্য, বৃন্দাবনে অবতীর্ণ,
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, চরণে রয়েছে॥ ১৮৫৯॥

কালাংড়া—যৎ।

যেওনা বিপনে, ত্রিভঙ্গ মুরারী।
তোমা বিহনে, কেমনে ভবনে বিহরি।
তুমি শ্যাম কাননে গেলে, হারাইব লাজে মূলে,
গেল কুল তুমি গেলে, দুকূল যাবে হরি॥
শুনিলে বাঁশীর রব, কেমনে আর গৃহে রব,
কেমনে কাননে যাব, মজালে কুলনারী॥ ১৮৬০॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

বুঝি রাই মরে এবার রাধা ভাব যে আকার দেখি তার।
আমি অনুমান করি বিরহ বিকার॥
কি ব্যথা আছে অন্তরে, নিবানিশি আঁখি ঝোরে,
সুধাইলে বল্‌তে নারে বলগো সজনি উপায় উহার॥
দেখ আসি একবার, কি হইল শ্রীরাধার,
একথা অন্য কেউ আর জান্‌লে বিষম শরম আমার॥ ১৮৬১॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

কে যাবি সৈ তোরা হেরিতে শ্যাম জলধরে।
গিরিধরে মনে হলে নয়নে না জল ধরে॥
পাইয়া শারদ শশী, বনেতে বাজায় বাঁশী,
মন হল আমার উদাসী, কি করে আর ঘরে পরে॥ ১৮৬২॥

বাহার—তিয়ট।

গোকুলে ফেলে অকূলে, হরি কোথায় যাও।
ব্রজের ধন, ব্রজ হয় নিধন, একবার ফিরে চাও॥
গোপীর বক্ষোপরে, বিচ্ছেদ কুণ্ড ক'রে,
শোকানল জ্বেলে কেন হে কাঁদাও॥
ব্রজের নারী গোধন, পশু পক্ষীগণ,
দিয়ে যজ্ঞে আহুতি, প্রাণ বধে যাও;—
কোটি প্রাণ নাশ, করি' অনায়াস,
আবার কেন হে কংসযজ্ঞে যেতে চাও॥ ১৮৬৩॥

আড়াইয়া—একতালা।

রাধে, চলে নবীরে হেরিতে ত্বরিত, কুঞ্জরবর গামিনী।
নীলাম্বর হেম কলেবর, যেন জলধরে দামিনী।
সজল নয়ন নলিনীযুগল, ধরাতে লুটায়ে যায় কুন্তল, বসন ভূষণ
এলোথেলো যেন পাগলিনী প্রায়;— শ্রীরাধায় ঘেরে সঙ্গিনী সব
ধাঁয়;— নৃত্য করিছে সদ্য নেত্র, কম্পিত যেন কদলী পত্র,
বংশির শ্রবণে অধীর চিত্ত, যেন দাবানলে সভীতা হরিণী॥ ১৮৬৪॥

প্রাচীন কবির গীত।

সুহই।

রাই কেনে বা এমন হৈলা? কি রূপ দেখিয়া আইলা?
মরম কহনা মোয়। ব্যাধি ঘুচাও তোয়॥
না পারি বুঝিতে রীত। সব দেখি বিপরীত॥
সোণার বরণ তনু। কাজর ভৈ গেল জনু॥
নয়নে বহয়ে ধারা। কহিতে বচন হারা॥
জ্ঞানদাস মনে জপে, কহিলে ঘুচিবে তাপ॥ ১৮৬৫॥

সুহই।

যঁহি যঁহি নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তঁহি তঁহি বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল কমল দল খলই॥
দেখ সখি কো ধনী সহচরী মেলি।
হামারি জীবন সঞে করতহি খেলি॥
যঁহি যঁহি ভঙ্গুর ভাঙ বিলোল।
তঁহি তঁহি উথলই কালিন্দী হিল্লোল॥
যঁহি যঁহি তরল বিলোচন পড়ই।
তঁহি তঁহি নীল উৎপল বন ভরই॥
যঁহি যঁহি হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তঁহি তঁহি কুন্দ কুসুম পরকাশ॥
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান।
চিনলহুঁ রাই চিনল নাহি জান॥ ১৮৬৬

শ্রীরাগ।

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী, অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে, মদন মুরছা পায়॥
কিবা সে নাগর কি খেনে দেখিনু ধৈরজ রহিল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল, কেনে বা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া, অঙ্গ দোলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান কটাক্ষ বিষম বিশিখে, পরাণ বিন্ধিতে ধায়॥
মালতি ফুলের মালাটি গলে, হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বান্ধল, না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ, বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণাম, দাস গোবিন্দ কয়॥ ১৮৬৭।

বিভাস।

চলিতে না পারে রসের ভরে।
অলস নয়নে অলস ঝরে ॥
ঘন ঘন তুমি বাহিরে যাও।
আন ছলে কত কথা বুঝাও ॥
না জানি এ কিবা অন্তর সুখে।
আচরে কাঞ্চন ঝলকে মুখে ॥
মরমে পীরিতি বেকত অঙ্গ।
তিলেক সোয়াথ না দেয় অনঙ্গ ॥
কালর বদন চমকি চাও।
ভাবে বেয়াকুল ওর না পাও ॥
কপোলে পুলক বেকত দেখি।
প্রেম কলেবর ততহি সাখি ॥
জ্ঞানদাস ভাবিয়া গায়।
রসের বেভার লুকা না যায় ॥ ১৮৬৮ ॥

তিরোতা।

শুনলে রাজার ঝি।
তোরে কইতে আসিয়াছি
কানু হে ধন পরাণে বধিলি, এ কর্ম্ম করিলি কি ?
বেল অবসান বেলে,
গিয়াছিলি নাকি জলে,
তাহারে দেখিয়া,মুচকি হাসিয়া, ধরিলি সখীর গলে ॥
দেখায়ে বদন চাঁদে,
তারে ফেলিলি বিষম ফাঁদে,
তুঁহু তুরিত অঞ্চল, লখিতে নারিল, ঐ ঐ করি কাঁদে ॥
তাহে হৃদয় দরশি ঘোরি,
মন করিলি চোরি,
বিদ্যাপতি কহ, শুনহ সুন্দরি, কানু জিয়াবে কি করি ॥ ১৮৬৯

আশাবরী।

রমণীর মণি, পেখলু আপনি, আভরণ সহিত গা'য়।
দেখিতে দেখিতে বিজুরিময়, ধৈরযের ধৈরয হায়॥
সই চাহনী মোহিনী থোরি।
মরমে লাগিল, হেরিয়া বুঝিল, রূপের না'হিক ওরি॥
বদন চাঁন্দ, কামের ফান্দ, বুঝিয়া বুঝিয়া কান্দে।
কেশের আগ, চুম্বয়ে ট'াগ, ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে॥
বসন খসয়ে, অঙ্গুলি চাপয়ে, কেড়ছে কড়ছি থুএ।
দেখিয়া শোভায়, মদন লোভায় কেমনে ধরিব হিয়া॥
জলের কান্ধারে, কেশের আন্ধারে, সাপিনী লাগল মোই।
কেমনে কামিনী, আছিয়ে আপুনি এমন সাপিনী থোই?
দশন কাঁতি, মুকুতা পাতি, হাসিতে উগারে শশী।
পরাণ পুতলি, হইল পাগলি, মনেতে লাগল পশি॥
শুধু সে হিয়া, রহিল পড়িয়া বরু যে চলিয়া যায়।
চণ্ডীদাস কয়, ফিরি দেখা হয়, তবে সে পরাণ পায়॥ ১৮৭০॥

ধানশী।

সখা হে ও ধনী কে কহ বটে।
গোরোচনা গোরি, নবীন কিশোরী, নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥
শুন হে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি, কোথা ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে, বসি তার নীরে, পায়ের উপর পা॥
অঙ্গের বসন, করেছে আসন, আলাএগ দিয়াছে বেণী।
উচ কুচ মূলে, হেম হার দোলে, সুমেরু শিখর জিনি॥
সিনিবা উঠিতে, নিতম্ব তটীতে, পড়েছে চিকুর রাশি।
কালিয়া আঁধার কনক চান্দার, শরণ লইল আসি॥
কিবা সে ভুরুলি, শঙ্খ ঝলমলি, সরু সরু শশীকলা।
মাজিতে উদয়, শুধু সুধাময়, দেখিয়ে হইনু ভোলা॥
চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি, পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর, চিত বেয়াকুল মনমথজ্বরে ভোর॥
কহে চণ্ডীদাস, বাশুলি আদেশে, শুনহে নাগর চন্দা।
সে যে বৃকভানু রাজার নন্দিনী, নাম বিনোদিনী রাধা॥ ১৮৭১॥

ধানশী।

রতন মঞ্জীর ধনী, লাবনীসায়র, অধরহি বাধুলি রঙ্গ।
দশন কিরণ কত দামিনী ঝলকত, হসইতে অমিয়া তরঙ্গ ॥
সজনি যাইতে পেখনু রাই।
মোহে হেরি সুন্দরী ভউঁহহি চঞ্চল, চকিত চমকি চলি যাই।
পদ দুই চারি চল বর-নাগরী, রহিল নিমিখ শর জোরি।
কুটিল কটাক্ষ, কুসুম শর বরিখণে, সরবস লেয়ল মোরি ॥
মধু মনো যশোগুণ, সুখী সহিত ধাধস, লেই চলল সব বালা।
গোবিন্দদাস, কহই অব মাধব, জপইঁহি তুয়া গুণ মালা ॥ ১৮৭২ ॥

ইমন।

কি মোহন নন্দকিশোর, হেরইতে রূপ মদন মন ভোর।
অঙ্গহি অঙ্গ তরঙ্গ বিথার, জলদ পটল বরিখত রসধার ॥
মুখে হাসি মিশা বাঁশী বায়, রমিয়া অমিয়া জগত মাতায় ॥
গলে গজমোতিম মাল, করিবর কর কিয়ে বাহু বিশাল।
কুলবতী পরশন পাই, অনুক্ষন চঞ্চল থির নাহি তাই ॥
শুনিতে বচন সুধা রাশি, জ্ঞানদাস আশ করত সেই বাণী ॥১৮৭৩॥

ভাটিয়ারি।

সই এবে বলি কি আর কুলধরমে?
নয়ানের বাণ হানল মরমে ॥
সই এবে বলি তার কি সন্ধান।
তাকিয়া মেরেছে বাণ যেখানে পরাণ ॥
সই এবে বলি না রহে পরাণ।
জাগিতে ঘুমাতে দেখি অমিয়া বয়ান ॥
সই এবে বলি কি রূপ সাজনি।
যাচিয়া যৌবন দিব শ্যাম রূপের নিছনি ॥
সই এবে বলি মনে তাহাই জাগে।
গোবিন্দদাস কহে নব অনুরাগে ॥ ১৮৭৪ ॥

শ্রীরাগ।

ভালে সে চন্দন চান্দ, কামিনী মোহন ফান্দ,
আন্ধারে করিয়া আছে আলা।
মেঘের উপর কিবা সদাই উদয় করে,
নিশি দিশি শশী ষোলকলা॥
সই কিবা সেই নয়ন নাচনি।
হাসির হিল্লোলে মোর, পরাণ পুতলি দোলে,
দিতে চাই যৌবন নিছনি॥
কিবা সে চূড়ার ঠাট, দশনখে চান্দ নাট,
অপরূপ বাঁশী বাজাইতে।
হেরইতে সেই মুখ, মনে হয় যত সুখ,
জিতে কি পারিয়ে পাসরিতে॥
কুলশীল যত ছিল, মনে লাগে সব গেল,
দেখিয়া বারেক সেই রূপ।
গোবিন্দদাসের চিতে, ঐছন লাগয়ে গো,
নব অনুরাগের স্বরূপ॥ ১৮৭৫॥

কামোদ।

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে?
নাম পরতাপে যার, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়?
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো,
যুবতী ধরম কৈছে রয়? ১৮৭৬॥

ধানশী।

করে কর ধরি, যো কিছু কহল, বদন বিহসি থোর।
জনু হিমকর, মৃগ পরিহরি, কুমুদ কয়ল কোর॥
রামা শপতি করহুঁ তোর।
সেই গুণবতী, গুণ গুণি গুণি, না জানি কি গতি মোর॥
গলিত বসন, ললিত ভূষণ, কুরল কবরী ভার।
আহা উহু করি, যো কিছু কহল, তাহা বিছুরি আর॥
নিভৃতকেতনে হরল চেতনে, হৃদয়ে রহল বাধা।
ভণে বিদ্যাপতি, ভালে সে উনমতি, বিপতি পড়ল রাধা॥১৮৭৪॥

কামোদ।

লখনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঙ্গে, তড়িত লতা জনু, হৃদয়ে শেল দেই গেল॥
আধ আঁচর খসি, আধ বদনে হাসি, আধহি নয়ানে তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি, তব ধরি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা, কনক কটোরা, অতনু কাঁচলা উপাম।
হারে হরল মন, জনু বুঝি ঐছন, পাশ পসারল কাম॥
দশন মুকুতা পাঁতি, অধর মিলায়তি, মৃদু মৃদু কহত হি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ, অতয়ে সে দুখ রহ, হেরি হেরি পূরল আশা॥১৮৭৫॥

তিরোতা—ধানশী।

নতুয়া বদনী ধনী বচন কহসি হাসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পূণিমা শশী॥
অপরূপ রূপ রমণী-মণি।
যাইতে পেখলুঁ গজরাজ গমনী ধনী॥
সিংহ জিনিয়া মাঝারি ক্ষীণ তনু অতি কোমলিনী।
কুচ শিরিফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি॥
কাজরে রঞ্জিত বলি ধবল নয়নবর।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমলপর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর নাগর।
রাইরূপ হেরি গরগর অন্তর॥১৮৭৬॥

বালা ধানশী।

এ সখি কি পেখলু এক অপরূপ।
শুনাইতে মানবি স্বপন স্বরূপ॥
কমল যুগল পর চাঁদকি মাল।
তা পর উপজল তরুণ তমাল॥
তা পর বেড়ল বিজুরী লতা।
কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা॥
শাখা শিখর সুধাকর পাঁতি।
তাহে নব পল্লব অরুণক ভাতি॥
বিমল বিম্বফল যুগল বিকাস।
তা পর কীর থির করু বাস॥
তাপর চঞ্চল খঞ্জন জোড়।
তাপর সাপিনী ঝাঁপল মোড়॥
এ সখি রঙ্গিনি কহল নিশান।
পুন হেরইতে হাম হরল গেয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাণ।
সুপুরুখ মরম তুহুঁ ভালে জান॥ ১৮৮০॥

ধানশী।

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শত বার, তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম্ব কাননে চায়॥
রাই এমন কেনে বা হলো?
গুরু দুরু জন, ভয় নাহি মন, কোথা বা কি দেবে পাইল॥
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল, সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, ভূষণ খসিয়ে পড়ে॥
বয়সে কিশোরী, রাজার কুমারী, তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে, বাড়ায় লালসে, না বুঝি তাহার ছলা॥
তাহার চরিত, হেন বুঝি চিতে, হাত বাড়াইল চাঁদে।
চ.দাস কয়, করি অনুনয়, ঠেকেছে কালিয়া ফাঁদে॥ ১৮৮১॥

কামোদ।

জলদ বরণ কানু, দলিত অঞ্জন জনু,
উদয় হয়েছে সুধাময়।
নয়ন চকোর মোর, সুধা পিতে উতরোল,
নিমিখ নিরখি নাহি হয়॥
সই দেখনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে।
ভালে সে নাগরী, হৈয়েছে পাগলী,
সকল লোকেতে বলে॥
কিবা সে চাহনি, ভুবন ভোলানি,
দোলনি গলে বনমাল।
মধুর লোভে, ভ্রমরা বুলে, বেড়িয়া তহি রসাল॥
নয়নের বাণ, দুইটি লোচন, দেখিতে পরাণে হানে।
পশিঞা মরমে, ঘুচাঞা ধরমে, পরাণ সহিত টানে॥
চণ্ডীদাস কয়, ভুবনে না হয়, এমন যেরূপ আর।
যে জন দেখিল, সেই সে ভুলিল, কি তার কুল বিচার॥ ১৮৮২॥

বালা ধানশী।

কানু হেরব করি ছিল বড় সাধ।
কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ॥
তব ধরি অবোধি মুগধ হাম নারী।
কি কহি কি বলি কিছু বুঝই না পারি॥
শ্রাবণ ঘন সম ঝরু দুনয়ান।
অবিরত ধক ধক করয়ে পরাণ॥
কাহে লাগি সজনি দরশন ভেলা।
রভসে আপন জীউ পরহাতে দেলা॥
না জানিয়ে কি করু মোহন চোর।
হেরইতে প্রাণ হরি লই গেও মোর॥
এত সব আদর গেও দরশাই।
যত বিছুরিয়ে তত বিছুর ন যাই॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বর নারী।
ধৈরজ ধরু চিতে মিলব মুরারি॥ ১৮৮৩॥

ধানশী।

কাহারে কহিব মনের মরম? কেবা যাবে পরতীত?
হিয়ার মাঝারে মরম বেদনা, সদাই চমকে চিত॥
গুরুজন আগে, দাঁড়াইতে নারি সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল, দিক নেহারিতে সব শ্যামময় দেখি॥
সখীর সহিতে, জলেরে যাইতে, সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল করে ঝলমল, তাহে কি পরাণ রয়?
কুলের ধরম, রাখিতে নারিনু, কহিলাম সবার আগে।
কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম সুনাগর, সদাই হিয়ায় জাগে॥ ১৮৮২

সিন্ধুড়া।

রাধার কি হৈল অন্তরেতে ব্যথা?
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে, না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে, না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে, যেন যোগিনীর পারা॥
আলাইয়া বেণী, ফুলের গাঁথনি, দেখয়ে আপন চুলি।
হসিত বদনে, চাহে মেঘপানে কি চাহে দুহাত তুলি॥
এক দিঠি করি, ময়ূরা ময়ূরী, করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাসে কয়, নব পরিচয়, কালিয়া বন্ধুর সনে॥ [illegible]

সুহই।

হেদেলো সুন্দরি, প্রেমের আগোরি, শুনহ নাগর কথা।
নিকুঞ্জে আসিয়া, তোহারি লাগিয়া, কাঁদিয়া আকুল তথা॥
রাই রাই করি, ফুকারি ফুকারি, পড়ই ভূমির তলে।
ধরি মোর করে, কহয়ে কাতরে, কেমনে সে ধনী মিলে॥
রাই অতএ আইনু আমি।
কানুর পিরীতি, যতেক আরতি, যাইলে জানিবা তুমি॥
প্রেম অমিয়া, বাড়াও উহারে, তোহারি কে করে বাধা।
চণ্ডীদাসে বলে, রাখি কুলশীলে, পুরাহ মনের সাধা॥ [illegible]

ঝুড়ি।

কি দেখিনু যমুনার তীরে।
কালিয়া বরণ এক, মানুষ আকার গো,
বিকাইনু তার আঁখি ঠারে।
নিতি নিতি আসি যাই, হেন কভু দেখি নাই,
কি খেনে দেখিনু আজ তারে ॥
চিক্কণ কালার রূপে, আকুল করিল গো,
ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া, মুখখানি মাজিল গো,
[illegible] কহে কত সুধা দিয়া ॥ ১৮৮৭ ॥

বরাড়ী।

কি তুহুঁ ভাবসি রহসি?
ঝর ঝর লোচনে নেহারসি পন্থ ॥
কহ কহ চম্পক গোরি।
কাপসি কাহে নবল তনু মোড়ি?
নাম কিরণ বিনু ঝামরু অঙ্গ।
না জানি এ কাহেক প্রেম তরঙ্গ ॥
জলধর দেখি রহত মন বাসে।
বিশোয়াস কহ রাধামোহন দাসে ॥ ১৮৮৮ ॥

ঝুড়ি।

শির বিজরী বদন গৌরী, দেখলু ঘাটের কূলে।
কানড়া ছাঁদে, কবরী বান্ধে, নবমল্লিকার মালে।
সই, মরম কহিলে তোরে।
আড় নয়নে, ঈষৎ হাসিয়া, আকুল করিল মোরে ॥
ফুলের গেড়ুয়া, লুফিয়া ধরয়ে, সঘনে দেখায়ে পাশ।
উঁচু কুচ যুগ, বসন ঘুচায়ে, মুচকি মুচকি হাস ॥
চরণকমলে, মদন ভাঙল, [illegible] যাবক রেখা।
কহে চণ্ডীদাসে, হৃদয় উল্লাসে, পুন কি হইবে দেখা ॥ ১৮৮৯ ॥

তুড়ি।

চম্পকবরণী, বয়সে তরুণী, হাসিতে অমিয়া ধারা
সুচিত্র বেণী, দুলিছে যনি, কপিলা চামর পারা।
সখি, যাইতে দেখিনু ঘাটে।
জগতমোহিনী, হরিণনয়নী, ভানুর ঝিয়ারী বটে।
হিয়া জর জর, খসিল পাঁজর, এমতি করিল বটে।
চলন কামিনী, বঙ্কিম চাহনী, বিঁধিল পরাণ তটে॥
না পাই সমাধি, কি হইল বেয়াদি, মনন কহিব কারে।
চণ্ডীদাসে কয়, ব্যাধি সমাধি হয়, পাইবে যবে তারে। ১৮৯০।

শ্রীরাগ।

কি রূপ দেখিনু সোই কদম্বের তলে।
নখিতে নারিনু রূপ নয়নের জলে॥
কি বুদ্ধি করিব সোই কি বুদ্ধি করিব?
নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব॥
কিবা নিশি কিবা দিশি কালা পড়ে মনে।
দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে?
গৃহ কাজে নাহি মন কায় নাহি সরে।
শ্যাম নাম শুনিতে পুলকে অঙ্গ ভরে।
তাহাতে সে মোহন বাঁশী রাধা রাধা বাজে।
পরাণ কেমন করে মনু লোক লাজে। ১৮৯১॥

শ্রীরাগ।

এ ধনি এ ধনি বচন শুন, নিদান দখিয়া আইনু পুন!
না বাঁধে চিকুর না পরে চীর, না খায় অ হার না পিয়ে নীর।
দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল ব্যাধি, যত তত করি নহিয়ে সুধি।
সোণার বরণ হইল শ্যাম, সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম।
না চিনে মানুষ নিমিখ নাই, কাঠের পুতলি রহিছে চাই!
তুলা আনি দিলে নাসিকা মাঝে, তবে সে বুঝিনু শোয়াস আছে
আছয়ে শ্বাস না রহে জীব, বিলম্ব না কর আমার দিব।
চণ্ডীদাস কহে বিরহ রাধা, কেবল মরমে ঔষধ বাধা॥ ১৮৯২

তুড়ি।

আলো সই কি হইল মোরে প্রেম জ্বালা।
মো মেনে আপনা খাইনু, কেনে বা যমুনা গেনু,
শয়নে স্বপনে দেখি কালা॥
সাত পাঁচ সখী সঙ্গে, নানা আভরণ অঙ্গে,
গেলাঙ জল ভরিবারে।
তেমাথা পথের ঘাটে, যেখানে ভুলিনু বাটে,
কালা মেঘে ঝাঁপা ছিল মোরে॥
যমুনা যাইতে পথে, দোসারি কদম্ব আছে,
তাতে চরে সে কোন দেবতা।
তার গলার মালা দিলে, আচম্বিতে মোর গলে,
সেই হইতে মরমে হইল বেথা॥
সে কাল কালিয়া শ্যাম, কালিয়া তাহার নাম,
কালিন্দী কদম্বতলে থানা।
বংশীবদনে কয়, যুবতী দীগার নয়,
দেখিলে মরমে দয় হ'না॥ ১৮৯৩॥

ঝিঝুড়া।

কি পেখলু বরজ, রাজকুলনন্দন, রূপে হরল পরাণ।
নিরমিয়া রসনিধি, আমারে না দিল বিধি,
প্রতি অঙ্গে অধিক নয়ান॥
একে সে চিকণ তনু, কাঞ্চন আভরণ,
কিরণ ত্রিভুবন উজোর।
দরশনে লোরে, আগোরল লোচন,
না চিহ্নুনু কাল কি গোর॥
সঘনে দৃগঞ্চল, অরুণ কঞ্জ দল,
তাহে কত কুসুমশর সাজে।
ও রূপ বিলাস হাস, নাহি পেখলু, শেল রহল হৃদি মাঝে॥
সরস কপোল, দোলত মণি-কুণ্ডল, ঝাঁপল দিনকর ভাস।
ও রূপ লাবণি, দিঠি না পেখলু দুখিয়া অনন্তদাস॥ ১৮৯৪॥

ধানশী।

হেন রূপ কভু নাহি দেখি।
যে অঙ্গে নয়ন থুই, সেই অঙ্গ হৈতে মুই,
ফিরাইয়া আনিতে নারি আঁখি॥
অঙ্গে নানা আভরণ, কালিন্দী তরঙ্গে যেন,
চাঁদ ঝুলিছে হেন বাসি।
মিশামিশি হেন রূপে, ডুবিলাম রসের কূপে,
প্রতি অঙ্গে হেরি কত শশী॥
জিনি মেঘে ঘন আভা, পীত বসনে শোভা,
অঞ্চল উড়িছে মন্দ বায়।
কিবা সে মোহন চূড়া, দোস্থতি মুকুতা বেড়া,
কত ময়ূর পুচ্ছ তায়॥
গলায় কদম্ব মালা, জিনিয়া মদন কলা,
অধরে মধুর মৃদু হাস।
তাহাতে মুরলী বাণ, অবলা পরাণে হানি,
বলিহারি যায় বংশীদাস॥ ১৮৯৫॥

শ্রীরাগ।

আপনা খাইনু, সোনা যে কিনিনু, ভূষণে ভূষিতে দেহ।
সোনা যে নহিল, পিতল হইল, এমতি কানুর লেহ॥
সই, মদন সোনারে না চিনে সোনা।
সোনা যে বলিয়া, পিতল আনিয়া, গড়ি দিলি যে গহনা॥
প্রতি অঙ্গুলিতে, ঝলক দেখিতে, হাসয়ে সকল লোকে॥
ধন যে গেল কাজ না হইল, শেল রহি গেল বুকে॥
যেন মোর মতি, তেমতি এ গতি, ভাবিয়া দেখিনু চিতে।
খলের কথায়, পাথারে সাঁতারি, উঠিতে নারিনু ভিতে॥
অভাগিয়া জনে, ভাগ্য নাহি জানে, না পূরয়ে সব সাধ।
খাইতে নাহিক ঘরে, সাধ বহু করে, লোকে করে অনুবাদ॥
চণ্ডীদাস কহে বাশুলী কৃপায়, আর নিবেদিব কায়।
অমৃত পিরীতি, নাহি পাব যদি, পরাণে মরিয়া যায়॥ ১৮৯৬॥

শ্রীরাগ।

কি হেরিনু কদম্ব তলাতে।
যিনি পরিচয়ে মোর, পরাণ কেমন করে,
চিতে কি পারিয়ে পাসরিতে ?
কপালে চন্দন চাঁদ কামিনী মোহন ফাঁদ,
আন্ধারে করিয়াছে আলা।
মেঘের উপরে চান্দ সদাই উদয় করে,
নিশি দিশি শশী যোলকলা ॥
কিশোর বয়স বেশ, আর তাহে সমাবেশ,
আর তাতে ভাতিয়া চাতুরী।
হাসির হিল্লোলে মোর, পরাণ পুতলি দোলে,
দিতে চাই যৌবন নিছনি ॥
যে দেখয়ে একবার, সে কি পাসরয়ে আর,
সুধুই সুধার জনু খনি।
দাস অনন্ত বলে, রূপ হেরি কে না ভুলে,
জগতে নাহিক হেন প্রাণী ॥ ১৮১৭ ॥

শ্রীরাগ।

কানুর পিরীতি, চন্দনের রীতি, ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া, হিয়ায় লইতে, দহন দ্বিগুণ হয় ॥
সই, কে বলে পিরীতি হীরা।
সোনায় জড়িয়া, হিয়ায় করিতে, দুখ উপজিলা কিরা ॥
পরশ পাথর, বড়ই শীতল, কহয়ে সকল লোকে।
মুঞি অভাগিনী, লাগিল আগুনি, পাইনু এতেক দুখে ॥
সব কুলবতী, করয়ে পিরীতি, এমত না হয় কারে।
এ পাড়া পড়শী, ডাকিনী সদৃশী, এমত না থায় তারে ॥
গৃহের গৃহিণী, আর ননদিনী, বোলয়ে বচন কত।
কহিলে কি যায়, কি করি উপায়, পরাণে সহিবে কত ॥
নান্নুরের মাঠে, গ্রামের হাটে, বাশুলী আছয়ে যথা।
তাহার আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে, সুখ যে পাইব কোথা ॥ ১৮১৮ ॥

সুহই।

কদম চান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো, কে না কুন্দিল ছুই আঁখি?
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে, সেই সে পরা তার সাখি।
সুন্দর কপালে শোভে সুন্দর তিলক গো, তাহে শোভে অলকার পাঁতি
মেঘের উপরে যেন ঝলমল করে গো, চান্দে যেমন ভ্রমরার ভাঁতি।
রতন করিয়া কেবা য[illegible]রিয়া গো, কে না পড়াইয়া দিল কানে?
মনের সহিত মোর এ পাঁচ পরাণ গো, যোগী হৈল ওহারি ধেয়ানে।
নাসিকার আগে শোভে এ গজমুকুতা গো, সোণায় মঢ়িত তার পাশে।
বিজুরি সহিত যেন চান্দের কলিকা গো মেঘের আড়ালে থাকি হাসে।
করভের কর জিনি বাহুর বলনি গো, হিঙ্গুলে মঢ়িত তার আগে।
যৌবন বনের পাখি পিয়াসে মরয়ে গো, উহারি পরশ রস মাগে।
মদন ফান্দ ও না চূড়ার টালনি গো, উহা না শিখিয়াছ কোথায়?
এ বুক ভরিয়া মুঞি উহা না দেখিলুঁ গো, এ বড়ি মরমে মোর বেথা।
মধুর মধুর ও না বোল খানি খানি গো, হাতের উপরে লাগ পাই।
এমতি করিয়া যদি বিধাতা গড়িত গো, ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাই।
নটুয়া ঠমকে যায়, ফিরিয়া ফিরিয়া চয়, যেন গজরাজ মদমত্ত।
শ্রীনিবাস কয়, ও রূপ নখিল নয়, রূপ সিন্ধু গড়ল বিধাতা। ১৮৯৯।

সুহিনী।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর ভূবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া, ছানিয়া খাইনু, তিতায় তিতিল দে।
সই, এ কথা কহন নহে।
হিয়ার ভিতর, বসতি করিয়া, কখন কি জানি কহে।
পিয়ার পিরীতি, প্রথম আরতি, তাহার নাহিক শেষ।
পুন নিদারুণ, শমন সমান, দয়ার নাহিক লেশ।
কপট পিরীতি, আরতি বাড়ায়া, মরণ অধিক কাজে।
লোক চরচায়, কুলে রক্ষা দায়, জগত ভরিল লাজে।
হইতে হইতে, অধিক হইল, সহিতে সহিতে মনু।
কহিতে কহিতে, তনু জর জর পাগলী হইয়া গেনু।
এমতি পিরীতি, না জানি এ রীতি, পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি পরম, দুঃখময় হয়, দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়। ১১০০।

ধানশী।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁন্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
সোই কি আর বলিব।
যে পণি করিয়াছি মনে সেই সে করিব॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার।
লহু লহু হাসে পঁহু পিরীতের সার॥
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পরিসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়ানের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সবে করে কাণাকাণি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি॥ ১১০১॥

শ্রীরাগ।

সই, পিরীতি আখর তিন।
জনম অবধি, ভাবি নিরবধি, না জানিয়ে রাতি দিন॥
পিরীতি পিরীতি, সব জনা কহে পিরীতি কেমন রীতি।
রসের স্বরূপ, পিরীতি মুরতি, কেবা করে পরতীত॥
পিরীতি মন্তর, জপে যেই জন, নাহিক তাহার মূল।
বন্ধুর পিরীতি, আপনা বেচিয়া, নিছি দিনু জাতি কুল॥
সে রূপ সাগরে, নয়ন ডুবিল, সে গুণে বান্ধিল হিয়া।
সে সব চরিতে, ডুবে যে চিত, নিবারিব কিবা দিয়া॥
খাইতে খেয়েছি, শুইতে শুয়েছি, আছিতে আছিয়ে ঘরে।
চণ্ডীদাস কহে, ইঙ্গিত পাইবে, অনল দিয়ে দুয়ারে॥ ১১০২॥

কামোদ।

কপালে চন্দন চাঁন্দ, নাগরী মোহন ফাঁন্দ,
আধ টানিয়া চূড়া বান্ধে।
বিনোদ ময়ূরের পাখে, জাতি কুল নাহি রাখে,
মো পুনি ঠেকিলুঁ ওনা ফান্দে ॥০
সই কি আর কি আর বোল মোরে ?
জাতি কুল শীল দিয়া, ও রূপ নিছনি নিয়া,
পরাণে বান্ধিয়া থোব তারে ॥
দেখিয়া ও মুখ ছান্দ, কাঁদে পুণমিক চান্দ,
লাজ বয়ে ভেজেঞা আগুনি।
নয়ান কোণের বাণে, হিয়ার মাঝারে হানে,
কিবা দুটি ভুরুর নাচনি ॥
আহি আহি মনু কি রূপ দেখিয়া আনু,
কালা অঙ্গে পড়েছে বিজুলি।
স্বরূপে নিছাইনু এ রূপ যৌবন মনে,
আপনি সাজাইয়া দিনু ডালি ॥
কি খেনে দেখিনু তারে, না জানি কি কৈল মোরে,
আট প্রহর প্রাণ ঝুরে।
বলরাম দাস কহে, ও রূপ দেখিয়া গো,
কোন বা পামরী রবে ঘরে ॥ ১২০৩ ॥

সুহই।

সুন্দরি! বুঝিনু তোমার ভাব।
প্রেম রতন, গোপনে পাইয়া, ভাঁড়িলে কি হবে লাভ ?
আন ছলে কহ আনের কথা, যে কত পিরীতি রঙ্গ।
রসের বিলাসে অঙ্গ ঢল ঢল, ইঙ্গিতে প্রেম তরঙ্গ ॥
ভাবের ভরেতে চলিতে না পার, চরণ হইল হারা।
কানুর সনে, নিকুঞ্জ বনে, রসেতে হৈয়াছ ভোরা ॥
পুছিলে না কহ, মনের মরম, এবে ভেল বিপরীত।
বলরাম কহে, কি আর বলিবে, ভাবেতে মজিল চিত ॥ ১২০৪ ॥

ধানশী।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর, সিরজিল কোন ধাতা।
অবধি জানিতে, সুধাই কাহাতে, ঘুচাই মনের ব্যথা॥
পিরীতি মূরতি, পিরীতি রতন, যার চিতে উপজিলা।
সে ধনী কতেক, জনমে জনমে, যজ্ঞ করিয়াছিলা॥
সই, পিরীতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে, জনমে জনমে, কি সুখ জানয়ে তারা॥
যে জন যা বিনে, না রহে পরাণে, সে যে হৈল কুলনাশী।
তবে কেনে তারে, কলঙ্কিনী বলে, অবোধ গোকুলবাসী॥
গোকুল নগরে, কেবা কি না করে, অবুধ মূঢ় সে লোকে।
চণ্ডীদাস ভণে, মরুক সে জন, পর চরচায় থাকে॥ ১১০৫॥

বরাড়ী।

বড়ি মাই কানুরে পরাণ পোড়ে মোর।
যমুনা পুলিন বনে, দেখিয়াছি রাখাল সনে,
খেলা রসে হইয়াছিল ভোর॥
বংশীবটের তল, ছায়া অতি সুশীতল,
তাহাতে যাইতে না লয় মন।
রবির কিরণে চান্দ, মুখানি ঘামিয়া ছিল,
ভোকে আঁখি অরুণ বরণ।
পীতধড়া অঞ্চল, ঘামে তিতিয়াছিল,
ধূলায় ধূসর শ্যাম কায়া॥
মোর মনে হেন হয়, যদি নহে লোক ভয়,
আঁচর ঝাঁপিয়া করি ছায়া॥
কি করিব কোথায় যাব, এ দুখ কাহারে কব,
না কহিলে মনে ব্যথা লাগে
বংশীবদনে কয়, কি করিবে লোক ভয়
কহো যাএগা যশোদার আগে॥ ১১০৬॥

তুড়ি ।

কানুর পিরীতি, কুহকের রীতি,
সকলি মিছাই রঙ্গ ।
দড়াদড়ি লৈয়া গ্রামেতে চড়িয়া,
ফিরিয়ে করিয়ে সঙ্গ ॥
সই, কানু বড় জানে বাজি ।
বাঁশ বংশীধারী মদন সঙ্গে করি,
ঢোলক ঢালক সাজি ॥
মদন ঘুরিয়া, বেড়ায় ফিরিয়া,
যুবতী বাহির করে ।
ছুইটী গুটিয়া, ফেলাঞা লুকিয়া
বুকের উপর ধরে ।
ধীরি ধীরি যায়, ভঙ্গী করি চায়,
রঙ্গ দেখে সব লোকে ।
দাঁড়ায়ে পায়ে উঠয়ে তাহে,
থাকি থাকি দেই ঝোঁকে ॥
মুকুতা প্রবাল উগরে সকল,
আর বহুল মূল্য হীরা ।
একবাস আসি, উগরে রাশি,
নাচিয়া বেড়ায় ফিরা ॥
কতক্ষণ বই, বাঁশ হাতে লই,
যুবতী হিয়ায় পড়ে ।
অঙ্গে অঙ্গে দিয়া, পায়েতে ছান্দিয়া,
বাঁশের উপর চড়ে ।
চড়িয়া উপরে, ঝলিয়া পড়য়ে,
চুম্বই যুবতী মুখে ।
মুখে মুখ দিয়া, পান গুয়া নিয়া,
ঘুরিয়া বেড়ায় সুখে ।
লোক নহে রাজি, কেমন সে বাজি,
রঙ্গ ভুলিবার তরে ।
চণ্ডীদাস কয় বাজি মিছে নয়, রঙ্গ কে বুঝিতে পারে । ১১০৭ ।

রামকেলী।

আপনা সোই করিব কি ?
পরাণ পরবশ জী বারেঙ্গী॥
কি দিয়া নিরমিল কেমন বিধি ?
রূপের নাহিক সীমা গুণের নিধি॥
নখিলে নহে রূপ নখিল নয়।
যে অঙ্গে পড়ে দিঠি সেঅঙ্গে রয়॥
দেখিতে দেখিতে মান এমন লয়।
সকল অঙ্গে যদি নয়ান হয়॥
যখন শ্যাম বন্ধু বাঁশীটি পূরে।
বনের পশু কান্দে বিরিখি ঝুরে॥
যখন তরুতলে বাঁশীটি বাজে।
পরাণ যেমন করে না কহি লাজে॥
নয়ান কোণে তার আছে কি ধন।
যার লাগি জাতি কুল করিনু পণ॥ ১২০৮॥

ভাটিয়ারী।

আপন বসন, ঘুচায়ে ভূষণ, লেপয়ে কেশেতে মাটী।
তবল্লক ছাঁদে, বসন পিঁধে, সঙ্গে চলয়ে হাট॥
মনোহর ঝুলি কাঁধে।
তাহার ভিতর, শিকড় নিকর, যতন করিয়া বাঁধে॥
ঘুচাইয়া লাজে চিকিচ্ছার কাজে, বসিলা রোগীর কাছে।
ঘুচায়ে বসন, নিরখে বদন, (বলে) "রোগ যে ইহার আছে।"
বাম হাত ধরি, অঙ্গুলি মোড়ি, দেখে ধাতু কিবা রয়।
"পিরিতের জ্বরে, জ্বরেছে ইহারে, পরাণ রহে কি না রয়॥
হাসিয়া নাগরী, উঠি অঙ্গ মোড়ি, "ভাল যে কহিলা বটে।
বল কি খাইলে, হইবে সবলে, বেয়াধি কেমন ছুটে।"
"ঔষধ যে হয়, মনে করি ভয়, এখনি খাওয়ায়ে যেতেম।
ভাল যে হইত, জ্বর যে যাইত, যদি সে সময় পেতেম।"
তখন নাগরী বুঝিল চাতুরী, চিনিল নাগররাজ।
বাশুলী নিকটে, চণ্ডীদাস রটে, এমন কাহার কাজ॥ ১২০৯॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি সুখের, সাগর দেখিয়া নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া, ফিরিয়া চাহিতে, লাগিল দুঃখের বায়॥
কেবা নিরমিল, প্রেম-সরোবর, নিরমিল তার জল।
দুঃখের মকর, ফিরে নিরন্তর, প্রাণ করে টলমল॥
গুরুজন জ্বালা, জলের শিহালা, পড়শী জীয়ল মাছে।
কুল পানীফল, কাঁটা যে সকল, সলিল বেড়িয়া আছে॥
কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়, ছানিয়া খাইল যদি।
অন্তর বাহিরে, কুটু কুটু করে, সুখে দুঃখ দিল বিধি।
কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনী সুখ দুঃখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া, যে করে পিরীতি, দুঃখ যায় তার ঠাই॥ ১৯১০॥

ভাটিয়ারি।

অঙ্গে অঙ্গে রূপ, মুকুতা খেচনি, বিজুরি চমকে তায়।
ছি ছি কি অবলা, সহজে চপলা, মদন মুরছা পায়॥
মরো মরো সেই ও রূপ নিছিয়া [illegible]।
কি জানি কি ক্ষণে কো বিহি গঢ়ল কে জানে মাধুরী দিয়া॥
চুলি চুলি চুড়ি, নয়ান নাচনি চাহনি মদন বাণে।
তেরছ বন্ধনে, বিষম সন্ধানে, মরমে মরমে হানে॥
চন্দন তিলক আধ ঝাঁপনা, বিনোদ চূড়ার বান্ধে।
হিয়ার ভিতরে, লোটাঞা লোটাঞা, কাতরে পরাণ কান্দে॥
আধ চরণে আধ চলনি, আধ মধুর হাস।
এই সে ভাবিয়া, জ্ঞান সে বুঝিয়া, নরে বলরামদাস॥ ১৯১১॥

[illegible]—ধানশী।

সে যে নাগর গুণধাম, জপয়ে তোহারি নাম॥
শুনিতে তোহারি বাত, পুলকে ভরয়ে গাত॥
অবনত করি শির, লোচনে ঝরয়ে নীর।
যদি বা পুছয়ে বাণী, উলটা করয়ে পাণি॥
কহিয়ে তোহারি রীতে, আন না বুঝিয়ে চিতে।
ধৈরজ নাহিক তায়, বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥ ১৯১২॥

শ্রীরাগ।

কিবা রাত্রি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে স্বপনে দেখি কাল রূপখানি॥
আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
পরাণ হরিল রাঙ্গা নয়ন নাচনে॥
কি রূপ দেখিনু সোই নাগর শেখর।
আঁখি ঝরে মন কাঁদে নয়ান ফাঁপর॥
সহজে মূরতি খানি বড়ই মধুর।
মরমে পশিয়া সে ধরম কৈল চুর॥
আর তাহে কত ধরে বৈদগধি।
কলেতে যতন করে কোন মুগধী?
দেখিতে সে চাঁদ মুখ জগমন হরে।
আধ মুচকি হাসি কত সুধা ঝরে॥
কাজ কপালে শোভে চন্দনের চাঁদে।
বলরাম বলে তোঞি সদাই পরাণ কাঁদে॥ ১১১৩॥

(গীত।)

কিশোর বয়সে কত বৈদগধি ঠাম।
কাম রতি মরকত অভিনব কাম॥
প্রতি অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে?
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে॥
মঁহু মাঁহু কত রূপ দেখিনু স্বপনে।
খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে॥
অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
চঞ্চল নয়ন কোণে জাতি কুল নাশে॥
দেখিয়া বিদরে বুক দুটি ভুরু ভঙ্গি।
আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গি॥
মন্থর চলন খানি আধ আধ যায়।
পরাণ কেমন করে কি কহিব কায়॥
পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে।
বলরামদাস কহে অবশ পরশে॥ ১১১৪॥

ভাটিয়ারি।

যো মুখ দেখিতে হিয়া বিদরয়ে, কে তাঁর পরাণ ধরে ?
ভালে সে কামিনী, দিবস রজনী ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে ॥
সোই কি জানি কদম্বতলে।
ও রূপ দেখিয়া, কুলে তিলাঞ্জলি, দিনু যমুনার জলে ॥
বঙ্কিম নয়ানে, ভঙ্গিম চাহনি, তিলে পাসরিতে নারি।
এত দিনে সখি, নিশ্চয় জানিনু, মজিল কুলের নারী ॥
চাঁচর চুলে সে, ফুলের কাচনি, সাজনি ময়ূর পাখে।
বলরাম বলে, কোন্ বা দারুণী, কুলের ধরম রাখে ॥ ১১১৫।

শ্রীরাগ।

পিরীতি পিরীতি, কি রীতি মূরতি, হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে, পিরীতি না ছাড়ে, পিরীতি গঢ়ল কে ॥
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আঁখর, না জানি আছিল কোথা।
পিরীতি কণ্টক, হিয়ায় ফুটিল, পরাণ পুতলি যথা ॥
পিরীতি পিরীতি, পিরীতি অনল, দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল, নিবাইল নহে, হিয়ায় রহিল শেল ॥
চণ্ডীদাস বাণী, শুন বিনোদিনি, পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে, পিরীতি মিলায় তথা ॥ ১১১৬।

শুনইতে আনহি, আনহি শুনত, বুঝইতে বুঝই আন।
পুছইতে গদগদ, উত্তর নাহিক সই, কহইতে সজল নয়ান ॥
সখি হে কি ভেল এ বর নারী !
কবহুঁ কপোল, থাকিতে রহু ঝামরি, জনু ধনহরী জুয়ারি ॥
বিছুরল হাস, রভস-রস-চাতুরী, বাউরি জনু ভেল গোরি।
ক্ষণে ক্ষণে দীঘ, নিশসিত তনু মোড়ই, সঘনে ভরম ভোরি ॥
কাতর কাতর, নয়নে নেহারই, কাতর কাতর বাণী।
না জানিয়ে কোন দুঃখে, দারুণ বেদন, ঝর ঝর এ দুই নয়ানি ॥
ঘন ঘন নয়নে, নীর ভরি আওত, ঘন ঘন অধরহি কাঁপে।
বলরামদাস কয়ে, জানমু জগমহে প্রেমক বিষম সন্তাপ ॥ ১১১৭

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া, একটি কমল, রসের সাগর মাঝে।
প্রেম পরিমল, লুবধ ভ্রমর, ধায়ল অপর কাজে॥
ভ্রমরা জানয়ে, কমল মাধুরি, তেঁহ সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে, রসের চাতুরী আনে কহে অপযশ॥
সই, একথা বুঝিবে কে?
যে জন জানয়ে, সে যদি না কহে, কেমনে ধরিবে দে॥
ধরম করম, লোক চরচাতে একথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আখর, যাহার মরমে, সেই সে বলিতে পারে॥
চণ্ডীদাস কহে, শুনহ সুন্দরি, পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের, রসিক নহিলে, কিছার পরাণ॥ ১১১৮॥

ধানশী।

যাইতে জলে, কদম্বতলে, ছলিতে গোপের নারী।
করিয়া বরণ, হিরণ পিধন, বাঁকিয়া রহিল ঠারি।
মোহন মুরলী হাতে। যে পথে যাইবে,গোপের বালা,দাঁড়াইল সেই পথে
"যাও আন বটে, গেলে এ ঘাটেয়, বড়ই বাধিবে লেঠা।"
সখা কহে 'নিতি, এই পথে যাই, আজি ঠেকাইবে কেটা?"
হয় বোলা বুলি, করে ঠেলাঠেলি, হৈল অর জক পারা।
চণ্ডীদাস কহে,কালিয়া নাগর, ছি ছি! লাজে মরি মোরা। ১১১৯॥

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া, পিরীতি করিনু, শ্যাম বন্ধুয়ার সনে;
পরিণামে এত, দুখ হবে ব'লে, কোন্ অভাগিনী জানে॥
সই, পিরীতি বিষম মানি।
এত সুখে এত, দুখ হবে ব'লে, স্বপনে নাহিক জানি।
কে হেন কালিয়া নিঠুর হইল, কি শেল লাগিল যেন।
দরশন আশে, যেজন ফিরয়ে, সে এত নিঠুর কেন॥
বলনা কি বুদ্ধি, করিব এখন, ভাবনা বিষম হৈল।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি, কি দিলে হইবে ভাল॥
চণ্ডীদাস কহে, শুন বিনোদিনি, মনে না ভাবিহ আন।
তুমি সে শ্যামের, সরবস ধন, শ্যাম সে তোমার প্রাণ। ১১২০॥

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া, রন্ধন করিনু, জ্বালাতে জ্বলিল সে।
স্বাদু না হইল, জাতি সে গেল, ব্যঞ্জন খাইবে কে॥
সই, ভোজন বিষাদ হৈল।
কানুর পিরীতি, হেন রসবতী, স্বাদ গন্ধ দূরে গেল॥
পিরীতি রসের নাগর দেখিয়া, আরতি বাড়াইনু আতে।
তবে সে সজনি, দিবস রজনী অনল উঠিল চিতে॥
উঠিতে উঠিতে, অধিক উঠিল, পিরীতি জ্বলিল দেহ।
নিমে সুধা দিয়া, একত্র করিয়া, এছন কানুর লেহ॥
চণ্ডীদাস কয়, হিয়ায় সহায়, সকলি গরল হৈল।
কিছু কিছু সুধা, বিরহিণী জাবা, চিরজীবি দেহ কৈল॥ ১১২১॥

শ্রীরাগ।

ভুবন ছানিয়া, যতন করিয়া, আনিনু প্রেমের বীজ।
রোপণ করিতে, গাছ সে হইল, সাধন মরণ নিজ॥
সই, প্রেম তনু কেন হৈলা।
হাম অভাগিনী, দিবস রজনী, সিঁচিতে জনম গেল॥
পিরীতি করিয়া, সুখ যে পাইব, শুনিনু সবার মুখে।
অমিয়া বলিয়া, গরল কিনিয়া, খাইনু আপন সুখে॥
অমিয়া হইত, খাইতে লাগিত, হইল গরল ফলে।
কানুর পিরীতি, লোকে যেন রীতি, জানিনু পুণ্যের বলে॥
যত মনে ছিল, সকলি পুরিল, আর না চাহিব লেহা।
চণ্ডীদাস কহে, পরশে বিনে, কেমনে বাঁচিব দেহা॥ ১১২২॥

শ্রীরাগ।

ও সই আর না বলিহ মোরে।
পিরীতি বলিয়া, দারুণ আখর, বলিতে নয়ন ঝুরে॥
পিরীতি আরতি, কভু না করিব, শয়ন স্বপনে মনে।
পিরীতি নগরে, বসতি তেজিব, রহিব গহন বনে॥
পিরীতি শ্রবণ, পরাণ লাগিয়া, তেজিব নিকুঞ্জ বাস।
পিরীতি বেয়াধি, ছাড়িলে না ছাড়ে, ভালে জানে চণ্ডীদাস॥ ১১২৩॥

ধানশী।

আগো সই কে জানে এমন রীত।
শ্যাম বঁধুর সনে, পিরীতি করিয়া, কেবা যাবে পরতীত॥
খাইতে পিরীতি, শুইতে পিরীতি, পিরীতি স্বপনে দেখি॥
পিরীতি লহরে, আকুল হইয়া, পরাণ পিরীতি সাখী॥
পিরীতি আখর, জপি নিরন্তর, এক পণ তায় মূল।
শ্যাম বঁধুর সনে, পিরীতি করিয়া, তিজিয়া দিলাম কুল॥
চণ্ডীদাস কয়, অসীম পিরীতি, কহিতে কহিব কত।
আদর করিয়া, যতেক রাখিবে, পিরীতি পাইবে তত॥ ১১২৪॥

তুড়ি।

কানড় কুসুম জিনি, কালিয়া বরণ খানি,
তিলেক নয়নে যদি লাগে।
ছাড়িয়া সকল কাজ, জাতি কুল শীল লাজ,
মরিবে কালিয়া অনুরাগে॥
সই! আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়ন কোণে, না চাহিও তার পানে,
কালিয়া বরণ যার দেখ॥
পিরীতি আরতি মনে, যে করে কালিয়া সনে,
কখন তাহার নহে ভাল।
কালিয়া ভূষণ কালা, মনেতে গাঁথিয়া মালা,
জপিয়া জপিয়া প্রাণ গেল॥
নিশি দিশি অনুক্ষণ, প্রাণ করে উচাটন,
বিরহ অনলে জ্বলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ন নয়, পরিণামে কিবা হয়,
কি মোহিনী জানে কালা কানু॥
দারুণ মুরলী স্বর, না মানে আপন পর,
মরমে পশিয়া দিয়া যায় থাকে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, তবু মন তার নয়,
যোগিনী হইবে সেই পাকে॥ ১১২৫॥

মল্লার।

বিপিনে মিলল গোপ নারী, হেরি হসত মুরলীধারী,
নিরখি বয়ান পুছত বাত প্রেমসিন্ধু গাহনী।
পুছত সবক গমন ক্ষেম, কহত কিয়ে করব প্রেম,
ব্রজক সবহুঁ কুশল বাত, কাহে কুটিল চাহনি॥
হেরি ঐছন রজনী ঘোর, তেজি তরুণী পতিক কোর,
কৈছে পাওলি কানন ওর, থোর নহত কাহিনী॥
গলিত ললিত কবরীবন্ধ, কাহে ধাওত যুবতীবৃন্দ,
মন্দিরে কিয়ে পড়ল দ্বন্দ্ব ছোড়ল বিপথ বাহিনী॥
কিয়ে শারদ চান্দনী রাতি, নিকুঞ্জে ভরল কুসুম পাঁতি,
হেরত শ্যাম ভ্রমর ভাতি, বুঝি আওলি সাহিনী॥
এতহুঁ কহত না কহ কোই, রাখত কাঁহে মনহি গোই,
ইহ্ই আন নহই কোই গোবিন্দদাস গায়নী॥

গীত।

মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব?
তোমরা যতেক সখি থেকো মঝু সঙ্গে।
মরণকালে কৃষ্ণনাম লিখো মঝু অঙ্গে॥
ললিতা প্রাণের সখি মন্ত্র দিয়ো কাণে।
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণনাম শুনে॥
না পোড়াইও রাধা-অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে॥
সোইত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরল তনু মোর তাহে জনু রয়॥
কবহুসো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পায়ব হাম পিয়া-দরশনে।
পুন যদি চাঁদমুখ দেখতে না পাব।
বিরহ অনল মাহ তনু তেয়াগিব॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥ ১১২৭॥

শ্রীরাগ।

সই মরম কহি এ তোকে।

পিরীতি বলিয়া, এতিন আখর, কভু না আনিব মুখে॥
পিরীতি মুরতি, কভু না হেরিব, এ দুটি নয়ান কোনে।
পিরীতি বলিয়া, নাম শুনাইতে, মুদিয়া রহিব কাণে॥
পিরীতি নগরে, বসতি তেজিয়া, থাকিব গহন বনে।
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর, যেন না পড়য়ে মনে॥
পিরীতি-পাবক, পরশ করিয়া, পুড়িছি এ নিশি দিশা।
পিরীতি বিচ্ছেদ, সহনে না যায়, কহে চণ্ডীদাস কিবা॥ ১৯২৮॥

ধানশী।

রজনী বিলাস বহয়ে রাই।
সব সখিগণ বদন চাই॥
আঁখি ঢুলু ঢুলু অলস ভরে।
ঢুলিয়ে পড়িল সখীর কোড়ে॥
নয়নের জলে ভাসয়ে মুখ॥
দেখি সখী কহে কহনা দুঃখ।
ফুপায়ে ফুপায়ে কাঁদয়ে রাধা।
কহে চণ্ডীদাস নাগর ধান্দা॥ ১৯২৯॥

বিভাস।

পরাণ বঁধুকে, স্বপনে দেখুন, বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর, পরশ করিয়া ঈষৎ মধুর হাসে॥
পিঙ্গল বরণ, বসন খানি, মুখানি আমার মুছে।
শিথান হইতে, মাথাটী বাহুতে, রাখিয়া শুতল কাছে॥
মুখে মুখ দিয়া, সমান হইয়া, বঁধুয়া করল কোলে।
চরণ উপরে, চরণ পসারি, পরাণ পাইনু বোলে॥
অঙ্গ পরিমল, সুগন্ধি চন্দন, কুঙ্কুম কস্তুরী পারা।
পরশ করিতে, রস উপজিল, জাগিয়া হইনু হারা॥
কপোত পাখীরে, চকিতে বাঁটুল, বাজিলে যেমন হয়।
চণ্ডীদাস কহে, এমত হইলে, আর কি পরাণ রয়॥ ১৯৩০॥

সুহই।

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনি আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে।
ম.নুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু অনল বলি, সেহ হেন নহে.।
হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রহে॥
চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুমে মধুপ কহি, সেহ নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর, আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ, দুঁহু সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥ ১১৩১॥

শ্রীরাগ।

কানু সে জীবন, জাতি প্রাণধন, এ দুটি নয়ানের তারা
হিয়ার মাঝারে, পরাণ পুতলি নিমিখে নিমিখ হারা॥
তোরা কুলবতী, ভজ নিজ পতি, যার মনে যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিলাম, শ্যাম বঁধু বিনে, আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও, ধরম করম, মন স্বতন্তরী নয়।
কুলবতী হইয়া, পিরীতি আরতি, আর কার জানি হয়॥
যে মোর করম, কপালে আছিলা, বিধি মিলাওল তায়।
তোরা কুলবতী, ভজ নিজ পতি, থাক ঘরে কুল লই॥
গুরু জন বলে কুবচন, সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে, এ তনু বেচিনু, তিল তুলসী দিয়া॥
পরনি দুর্জ্জন, বলে কুবচন, না যাব সে লোক পাড়া।
চণ্ডীদাসে কয়, কানুর পিরীতি জাতি কুল শীল ছাড়া॥ ১১৩২

সুহই।

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥
কোন বিধি সিরজিল সোতের সে ওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বঁধু বলি।
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয়॥ ১৭৩৩॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর, এ তিন ভুবন সার।
এই মোর মনে, হয় রাতি দিনে, ইহা বই নাহি আর॥
বিহি এক চিতে, ভাবিতে ভাবিতে, নিরমাণ কৈল "পি"।
রসের সাগর, মন্থন করিতে তাহে উপজিল "রী"॥
পুনঃ যে মথিয়া, অমিয়া হইল, তাহে ভিয়াইল "তি"।
সকল সুখের, এ তিন আখর, তুলনা দিব যে কি?
যাহার মরমে, পশিল যতনে, এ তিন আখর সার।
ধরম করম, সরম ভরম, কিবা জাতি কুল তার॥
এ হেন পিরীতি, না কি রীতি, পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি বন্ধন, বড়ই বিষম, দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥ ১৭৩৪।

ধানশী।

কনক বরণ করিয়া মনে। ভ্রমই মাধব গহন বনে।
হিমকর হেরি মুরছি পড়ি। ধূলায় ধূসর যাওত গড়ি॥
অপরাধী আমি কোথায় যাব? রাই সুধামুখী কেমনে পাব?
এতেক কহিতে মিলল রাই। চণ্ডীদাস তব জীবন পাই॥১৭৩৫॥

সুহই।

বিষম বাঁশীর কথা কহন না যায়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয় ॥
কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণী যেন পড়য়ে সঙ্কটে ॥
সতী ভুলে সই শুনি যয়ে বাঁশীর নিশান।
গৃহকাজ ভুলি প্রাণ করে আনচান ॥
সতী ভুলে নিজপতি মুনি ভুলে মৌন।
শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা।
কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা ॥ ১৯৩৬ ॥

সুহই।

এই ভয় মনে উঠে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জানি ছুটে ॥
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল ॥
যথা তথা যাই আমি যত দূর পাই।
চাঁদমুখের মধুর হাসে তিলেক জুড়াই ॥
সে হেন বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায় ॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক।
তোমার পিরীতি বিনে সে জীয়ে তিলেক ॥ ১৯৩৭ ॥

গীত।

হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে, যদি কণ্ঠ সুখায়ব কো দূর করব পিয়াসা ॥
চন্দন তরু যব সৌরভ ছোরব শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজ গুণ ছোড়ব কি মোর করম অভাগি ॥
শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব সুরতরু বাঁঝকি ছান্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পায়ব বিদ্যাপতি রহু ধন্দে ॥ ১৯৩

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু, আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥
সখি, কি মোর কপালে লেখি!।
শীতল বলিয়া, ও চাঁদ সেবিনু, ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া, অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে, দারিদ্র বেঢ়ল, মাণিক হারানু হেলে॥
নগর বসালেম, সাগর বাঁধিলাম, মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল, অভাগীর করম দোষে॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু, বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস, শ্যামের পিরীতি, মরমে রহল শেল॥ ১১৩৯॥

ধানশী।

জনম অবধি, পিরীতি বেয়াধি, অন্তরে রহিল মোর।
থেকে থেকে উঠে, পরাণ ফাটে, আমার নাহিক ওর॥
সই! এ বড় বিষম কথা।
কানুর কলঙ্ক, জগতে হইল, জুড়াইব আর কোথা?
বেয়াধি অবধি, সমাধি করিয়ে, পাই এবে যার লাগি॥
এমতি ঔষধ হয়, অল্প মূল্য নয়, পিয়ার ঘুচায় আগি॥
জনম অবধি, কণ্টক নগরী জ্বালাতে জ্বালাল মন।
তাহার অধিক, দ্বিগুণ জ্বালায়, খলের পিরীতি গুণ॥
খলের সংহতি, ছাড়িনু পিরীতি, ছাড়িনু সকল সুখ।
চণ্ডীদাস কয়, যদি দেখা হয়, এবে কেন যাস দুখ? ১১৪০॥

শ্রীরাগ।

কালার পিরীতি, গরল সমান, না খাইলে থাকে সুখে।
পিরীতি অনলে, পুড়িয়া মরে যে, জনম যায় তার দুখে॥
আর বিষ খেলে, তখনি মরণ, এ বিষে জীবন শেষ।
সদা ছটফট, মুরুণি নিকট, লট পট তার বেশ॥
নয়নের কোণে চাহে যাঁহা পানে, সে ছাড়ে জীবনের আশ।
পরশ পাথর, ঠেকিয়া রহিল, কহে বড়ু চণ্ডীদাস॥ ১১৪১॥

ধানশী।

হিয়ার মাঝারে, যতনে রাখিব, বিরল মনের কথা।
মরম না জানে, ধরম বাখানে, সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥
যাবে না দেখি, জনম স্বপনে, না দেখি নয়ন কোণে।
অবুধ সে জনি, দিবস রজনী, সদাই পড়িছে মনে॥
হাম অভাগিনী, পরের অধিনী, সকলি পরের বশে।
সদাই এথনি, পরাণ পোড়নি, ঠেকিনু পিরীতি রসে॥
অনুক্ষণ মন, করে উচাটন, মুখে না নিঃসরে কথা।
চণ্ডীদাসের মন, অরুণ নয়ন ভাবিতে অন্তরে ব্যথা॥ ১৯৪২॥

পঠমঞ্জরী।

একে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল॥
আর কাল হৈল মোর রতন ভূষণ।
আর কাল হৈল মোর গিরি গোবর্দ্ধন॥
এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন ব্যথিত নাই শুনয়ে কাহিনী॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন।
কার কোন দোষ নাই সব এক জন॥ ১৯৪৩॥

সূহই।

পিরীতি লাগিয়া দিনু পরাণ নিছনি।
কানু বিনু দোসর দুকাণে নাহি শুনি॥
মনোদুখে হৃদয়ে সদাই সোঙরিয়ে
কানু পরসঙ্গ বিনু তিলেক না জীয়ে॥
যাহার লাগিয়া আমি কাঁদি দিবা রাতি।
নিছিয়া লৈয়াছি তারে কুলশীল জাতি॥
আর যত অভিমান দিনু বধুর পায়।
বড়ু চণ্ডীদাস কহে যেবা যারে চায়॥ ১৯৪৪॥

শ্রীরাগ।

কোন বিধি সিরজিল কুলবতী নারী।
সদা পরাধীন ঘরে রহে একেশ্বরী॥
ধিক রহু হেন জন হয়ে প্রেম করে।
বৃথা সে জীবনে রাধে তখনি না মরে॥
বড় ডাকে কথাটী কহিতে যে না পারে।
পর পুরুষেতে রতি ঘটে কেন তারে॥
এ ছার জীবনের মুক্তি ঘুচাইনু আশ।
চণ্ডীদাস কবে কেন ভাবহ উদাস? ১৯৪৫॥

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি!
যে মোর ভরম, ধরম করম সকলি জানহে তুমি॥
যে তোর করুণা, না জানি আপনা, আনন্দে ভাসি যে নিতি।
তোমার আদরে, সবে স্নেহ করে, বুঝিতে না পারি রীতি॥
সয়ের যেমন, বাপার তেমন, তৈমতি বরজপুরে।
সখীর আদরে, পরাণ বিদরে, সে সব গোচর তরে॥
সতী বা অসতী, তোহে মোর মতি,
তোহারি বচন শালঙ্কার মোর, ভূষণে ভূষণ বাসি॥
চণ্ডীদাস বলে, শুনহ সকলে, বিনয় বচন সার।
বিনয় করিয়া বচন কহিলে, তুলনা নাহিক তার॥ ১৯৪৬॥

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী, কিশোরী নয়ান তারা।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন, কিশোরী গলার হারা॥
রাধে! ভিন না ভাবিহ তুমি।
সব তেয়াগিয়া, ও রাঙ্গা চরণে, শরণ লইনু আমি॥
শয়নে স্বপনে, ঘুমে জাগরণে, কভু না পাসরি তোমা।
তুয়া পদাশ্রিত, করিয়ে মিনতি, সকলি করিবা ক্ষমা॥
গলায় বসন, আর নিবেদন, বলি যে তুঁহারি ঠাঁই।
চণ্ডীদাসে ভণে, ও রাঙ্গা চরণে, দয়া না ছাড়িও রাই॥ ১৯৪৭॥

ময়ূর মণ্ঠক তাল।

আজু বিপিনে যাওত কান, মুরতি মুরত কুসুম বাণ,
জনু জলধর রুচির অঙ্গ ভঙ্গী নটবর মোহিনী॥
ঈষত হাসত বদন চান্দ, তরুণী নয়ন নয়ন ফান্দ,
বিম্ব অধরে মুরলী পুরলি ত্রিভুবন মনমোহিনী॥
কুসুম মিলিত চিকুরপুঞ্জ, চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরী গুঞ্জ,
পিঞ্ছ নিচয় রচিত মুকুট মকর কুণ্ডল দোলনী॥
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর, সঘনে ধাওত শ্রবণ ওর,
গীম শোহন রতন রাজ মোতিম হার লোলনী।
কটি পীত পট কিঙ্কিণী বাজ, মদগতি অতি কুঞ্জর রাজ,
আজানুলম্বিত কদম্বমাল মত্ত মধুকর তোরণী॥
অরুণ বরুণ চরণ কুঞ্জ, তরুণ তরণি কিরণ গঞ্জ,
গোবিন্দদাস হৃদয় রঞ্জ মঞ্জু মঞ্জীর বোলনী॥ ১১৪৮।

ধানশী।

সখি রে, মনের বেদনা, কাহারে কহিব, কেবা যাবে পরতীত।
কানুর পিরীতে, ঝুরি দিবা রাতে, সদাই চমকে চিত॥
কুল তেয়াগিনু, ভরম ছাড়িনু, লইনু কলঙ্ক ডালা।
যে জন যে বলে, আমারে বলে, ছাড়িতে নারিব কালা॥
সে ডালি মাথায় করি, দেশে দেশে ফিরি, মাগিয়া খাইব যবে।
সখী চরচার, কুলের বিচার, তবে সে আমার যাবে॥
চণ্ডীদাস কয়, কলঙ্কে কি ভয়, যে জন পিরীতি করে।
পিরীতি লাগিয়া, মরে সে ঝুরিয়া, কি তার আপন পরে॥ ১১৪৯

শুন রজকিনি রামি।

দুইটি চরণ, শীতল জানিয়া, শরণ লইনু আমি।
তুমি বাগবাদিনী, তুমি হরের ঘরণী, তুমি সে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে, ত্রিসন্ধ্যা যাজনে, তুমি সে গলার হারা॥
রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ, কাম গন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম, বড় চণ্ডীদাস গায়। ১১৫০।

গীত।

হাম অভাগিনী দোসর নাহি ভেলা।
কানু কানু করি ঝুরইতে যহি গেলা।
আওব করি মোর পিয়া চলি গেলা।
পূরবক যতগুণ বিসরিত ভেলা।
মরবে মোর যত দুঃখ কহিব কাহারে।
ত্রিভুবনে এত দুখ নাহি জানে মোরে।
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন ধনী রাই।
কানু-সমঝাইতে হাম চলি যাই। ১১৫১ ॥



গীত।

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ সঘনে খর শর হন্তিয়া।
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া।
তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনী থির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি হরি বিনে দিন-রাতিয়া। ১১৫২ ॥



গীত।

মাধব হেরিয়া পাইনু রাই।
বিরহ বিপত্তি না দেই সমতি রহল বদন চাই।
মরকত স্থলী পুতলি আছলি বিরহে সে ক্ষীণ দেহা।
নিকষ পাষাণে যেন পাঁচ বাণে কষিল কনক রেহা।
বয়ান-মণ্ডল লোটায় ভূতল তাহে সে অধিক শোহে।
রাহুভয়ে শশী ভূমে পড়ু খসি এছে উপজল মোহে।
বিরহ বেদন কি তোহে কহব শুনহ নিঠুর কান।
ভণে বিদ্যাপতি সে যে কুলবতী জীবন সংশয় জান। ১১৫৩ ॥

গীত।

মাধব কত পরবোধব রাধা।
হা হরি হা হরি কহতহি বেরি বেরি অব জীউ করব সমাধা॥
ধরণী ধরিয়া ধনী যতনহি বৈঠত পুনহি উঠই নাহি পারা।
সহজহি বিরহিণী জগমাহা তাপিনী বৈরী মদন শরধারা॥
অরুণ নয়ান লোরে তীতল কলেবর বিলোলিত দীঘল কেশা।
মন্দির বাহির করইতে সংশয় সহচরী গণতহি শেলা॥
কি কায খেদ ভেদ জনু অন্তর ঘন ঘন উতপত শ্বাস।
ভণয়ে বিদ্যাপতি সোই কলাবতী জীবন বন্ধন আশ পাশ॥ ১৫৫৪॥

গীত।

যতনে যতেক ধন, পাপে বাঁটায়নু মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি, কোই না পুছই করম সঙ্গে চলি যায়॥
এ হরি বন্দো তুয়া পদ সার।
তুয়া পদ পরিহর, পাপ-পয়োনিধি, পার হব কোন উপায়॥
যাবত জনম হাম, তুয়া পদ না সেবিনু, যুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে, হলাহল পীয়নু, সম্পদে বিপদহি ভেলি॥
ভণত বিদ্যাপতি, লেহ মনে গুণি, কহিলে কি জানি হয় কাজে।
সাঁঝক বেরি সেব কোই মাগই, হেরইতে তুয়া পদ লাজে॥১৫৫৫॥

গীত।

মাধব বহুত মিনতি করি তোঁয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু, দয়া জানি ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ, গুণ-লেশ না পাওবি, যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি, জগ বাহির নহি মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুষ, পশু, পাখী যে জনমিয়ে, অথবা কীট পতঙ্গে;
করম বিপাকে, গতাগতি পুনঃ পুনঃ, মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর, তরইতে ইহ ভব সিন্ধু।
তুয়া পদ-পল্লব, করি অবলম্বন, তিল এক দেহ দীন-বন্ধু॥ ১৫৫৬॥

গীত।

হাম ধনী তাপিনী মন্দিরে একাকিনী দোসর জন নাহি সঙ্গ।
বরিষা পরবেশ পিয়া গেল দূরদেশ রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ॥
স্বজনি ! আজু শমন দিন হোয়।
নবজলধর চৌদিকে ঝাঁপল, হেরি জীউ নিকসয়ে মোর॥
ঘন ঘন গরজিত শুনি জীউ চমকিত কম্পিত মোর।
পাপিহা দারুণ পিউ পিউ সোঙরণ ভ্রমি ভ্রমি দেই তছু কোর॥
বরিখয়ে পুন পুন আগি দহন জনু জানলু জীবন অন্ত।
বিদ্যাপতি কহ শুন রমণী-বর মিলব পঁহু গুণবন্ত॥ ১১৫৭॥

গীত।

কত দিন মাধব রহব মথুরাপুর কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিপি, নখর খোয়ায়লু, বিছুরল গোকুল নাম॥
হরি হরি কাহে কহব এ সম্বাদ।
সোঙরি সোঙরি লেহ, ক্ষীণ ভেল মঝু দেহ, জীবনে আছয়ে কিবা সাধ
পূরব পিয়ারী নারী হাম আছলু, অব দরশনহুঁ সন্দেহ।
ভ্রমর ভ্রমরী ভনি, সবহু কুসুমে রমি, না তেজই কমলিনী লেহ॥
আশ নিগড় করি, জীউ কত রাখব, অবহি যে করত পরাণ।
বিদ্যাপতি কহ, আশাহীন নহ, আওর সো বরকান॥ ১১৫৮॥

গীত।

সেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি।
সেখানে লিখিহ মোর নাম দুই চারি॥
মোর অঙ্গের আভরণ দিহ পিয়া ঠাম।
জনম অবধি মোর এই পরণাম॥
সখীগণ গণইতে লইও মোর নাম।
পিয়া মোর বিদগধ বিহি ভেল বাম॥
নিচয় মরিব আমি সে কানু উদেশে।
অবসর জানি কিছু মাগিও সন্দেশে॥
দিনে একবার পহু লিহে মোর নাম।
অরুণ জুলহ করে দিহে জলদান॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারি, ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥ ১১৫৯॥

ললিত।

আর এক দিন সখি শুতিয়া আছিনু।
বঁধুয়ার ভরমে ননদী কোরে নিনু॥
বঁধু নাম শুনি সেই উঠিল রুষিয়া।
কহে তোর বঁধু কোথা গেল পালাইয়া?
সতী কুলবতী কুলে জ্বালি দিলি আগি।
আছিল আমার ভালে তোর বধভাগী॥
শুনিয়া বচন তার অথির পরাণি।
কাঁপয়ে শরীর, দেখি আঁখির তাঙনি॥
কেমনে এড়াব সখি! তাপিনীর হাতে।
বনের হরিণী থাকে কিরাতের সাতে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে পিরীতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি॥ ১১৬০॥

সুহই।

মরিব মরিব সই নিচয়ে মরিব।
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব॥
জনমে জনমে হউ সেই পিয়া আমার।
বিধি পায়ে মাগি মুঞি এই বর সার॥
হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুখ।
মরণ সময়ে পিয়ার না দেখিনু মুখ॥
গোবিন্দ দাসিয়া কয় চরণেতে ধরি।
এখনি আনিয়া দিব তোমারি প্রাণ হরি॥ ১১৬১॥

বিহাগরা।

দুই জন নিতি নিতি নব অনুরাগ।
দুহু রূপ নিতি নিত দুহু হিয়ে জাগ॥
দুহু পরিরম্ভনে দুহু ভেল ভোর॥
দুহু দুহে যৈছন দারিদ হেম।
নিতি নিতি আর নিতি নিতি নব প্রেম॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস। নিতি নিতি হেরই গোবিন্দদাস॥১১৬

কানাড়া।

শরদ চন্দ্র পবন মন্দ, বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ,
কুন্দ মল্লিকা মালতী যূথী মত্ত মধুকর ভোরনী॥
হেরত রাতি ঐছন ভাতি, শ্যামমোহন মদনে মাতি,
মুরলী গান পঞ্চম তান, কুলবতী-চিত্ত চোরণী॥
শুনত গোপী প্রেম রোপি, মনহিঁ মনহিঁ আপনা সোঁপি,
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত, মুরলীক কল রোলনী॥
বিছুরি গেহ নিজহুঁ দেহ, একু নয়নে কাজর রেহ
বাহে রঞ্জিত একু মঞ্জীর একু কুণ্ডল ডোলনী॥
শিথিল ছন্দ নীবিক বন্ধ, বেগেন্দ ধাওত যুবতীবৃন্দ,
খসত বসন রসন চোলি গলিত বেণী লোলনী॥
ততহিঁ বেলি সখিনী মেলি, কেহু কাহুক পথ না হেরি,
ঐছনে মিলল গোকুল চন্দ গোবিন্দদাস বোলনী॥ ১১৬৩

ধানশী।

সুন্দরী ধরবি বচন হামার।
কানুক প্রেম, রতন পুন গোপবি, বেকত করবি কুলাচার॥
ধৈরজ লাজ করব তুয়া সমুচিত, শুনবি গুরুজনভায়।
আপক মান, আপে পুন রাখবি, যৈছে উপহসি॥
তুয়া সম কো পুন, আছয়ে ত্রিভুবন, কুলশীল গুণবন্ত।
ঐছন দুহুঁ কুল, হেরইতে উজোর, ধন জন গৌরব অন্ত॥
ভাব অন্তরে যব, হোয়ত অঙ্কুর, আনতহিঁ দেয়বি চিত।
গোবিন্দদাস কহ, ঐছে প্রেম নহ, অনুরাগ গতি বিপরীত॥ ১১৬৪

চাঁদবদনী তুহুঁ রামা, কাঁহে ভেলি অতি বামা॥
হাম চকোর তুয়া আশে, পিবইতে করু অভিলাষে।
তুহুঁ ধনি ভেলি বিপরীতে, দূরে গেল বিহি বরনিতে॥
অনুগত কিঙ্করদোষে, তুহু নাহি সমুঝসি রোষে॥
যবহু উপেখবি মোহে, মন্মথ বধ লাগব তোহে॥
জগভরি অপযশ গাব, গোবিন্দদাস মরি যাব॥ ১১৬৫॥

ভূপালী।

নব অনুরাগিণী নব অনুরাগী।
মিলল দুহুঁ তনু গলে গল লাগি॥
তহিঁ এক রঙ্গিণী পরম রসাল।
দুহুঁ গলে দেওল এক ফুলমাল॥
টুটব ভয়ে দুহুঁ পড়ু এক বন্ধ।
দৈবে ঘটাওল প্রেম আনন্দ॥
সখী মুখ হেরইতে উলসিত ভেল।
দুহুঁ মেলি মালা সেই সখী গলে দেল॥
বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু।
দুহুঁ অধরামৃতে দুহুঁ মুখ ভরু॥
দূরে গেও ময়ূর শিখণ্ড পীতবাস।
দুহুঁ গুণ গাওত গোবিন্দদাস॥ ১৯৬৬॥

কামোদ।

নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়গণে ভুজযুগ মণ্ডিত পহিরণ নীল নিচোল॥
সুন্দরী হরি অভিসারক লাগি।
নব অনুরাগে গোরী ভেল শ্যামরী কুহু যামিনী ভয় ভাগি॥
নীল অলকাকুল অলিক হিলোলিত নীল তিমিরে চলু গোই।
নীল নলিনী জনু শ্যামসিন্ধুরসে লখই না পারই কোই॥
নীল ভ্রমরগণে পরিমলে ধাবই চৌদিকে করত ঝঙ্কার।
গোবিন্দদাস ভণয়ে অনুমানল রাই চললি অভিসার॥ ১৯৬৭॥

শ্রীরাগ।

দুহু রাধা দুহু করু কোরে। ভরম ভরম করু দূরে॥
আঁচরে বদন মোছাই। মালন দেওত যোগাই॥
ধাওত সখীগণ সঙ্গ। অতিশয় সো সুখ রঙ্গ॥
কি কহব ভুবন সুখ ওভর। জ্ঞানদাস তঁহি ভৈগেও ভোর॥ ১৯৬৮

ধানশী।

সুখের লাগিয়া, এঘর বাঁধিনু, আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে, সকলি গরল ভেল॥
সখি! কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া, চাঁদ সেবিনু, ভানুর কিরণ দেখি।
উচল বলিয়া, অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে, দারিদ্র বেঢ়ল, মানিক হারানু হেলে॥
নগর বসালেম, সাগর বাঁধিলাম মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল অভাগীর করম দোষে॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু, পাইনু বজর তাপে।
জ্ঞানদাস কহে, পিরীতি করিয়া, পাছে কর অনুতাপে॥ ১১৬৯॥

ধানশী।

শুনিয়া দেখিনু, দেখিয়া ভুলিনু, ভুলিয়া পিরীতি কৈনু।
পিরীতি বিচ্ছেদে, না রহে পরাণে, ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈনু॥
সই কে বলে পিরীতি ভাল।
শ্যাম বন্ধু সনে, পিরীতি করিয়া পাঁজর খসিয়া গেল॥
পিরীতি বিরিতি, তুলে তৌলাইয়া, পিরীতি গুরুয়া ভার।
পিরীতি বেয়াধি, যার উপজয়ে, সে নাকি জীয়য়ে আর॥
সবাই কহয়ে, পিরীতি কাহিনী, কে বলে পিরীতি ভাল।
কানুর পিরীতি, ভাবিতে ভাবিতে, পাঁজর খসিয়া গেল॥
জীবনে মরণে, পিরীতি বেয়াধি, হইল যাহার অঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে, কানুর পিরীতি, নিতি নৌতুন রঙ্গ॥ ১১৭০॥

সুহই।

সহজই কুলবতী বালা, সে কি সহই প্রেমজ্বালা।
তাহে গুরু গঞ্জন বোল, অহনিশি অন্তরে রোল॥
তাহে নিতি প্রেমতরঙ্গ, জোরি কবহু নহ ভঙ্গ।
দুরজন সব নেহারি, নীপ মন্দিরে আন্ধারি॥
সকল কহব কানুঠাম, ইথে কি কহয়ে পরিণাম।
জ্ঞানদাস কহে তায়, পরিণামে বড়ই সে দায়॥ ১১৭১॥

ধানশী।

এ সখি হাম সে কুলবতী রাধা।
অনেক যতন করি, প্রেম ছায়া পায়লু,
বেকত করল ওই শ্যামা॥
আছিনু মালতী, বিহি কৈল বিপরীত,
ভৈ গেল কেতকী ফুলে।
কণ্টক লাগি, ভ্রমর নাহি আওত,
দূরে রহি ছুহু মন ঝুরে॥
যব ছুহু দরশন, দৈবে মিলায়ল,
কোন না কহে কত বোল।
অন্তরে বৈদগধি, মাণিক ছাপায়ল,
ছুহু ভেল পন্থক চোর॥
দক্ষিণ নয়ন করি, রঞ্জন কিয়ে হরি,
বাম নয়ন করি আধা।
গোপত পিরীতি খানি, কোন টুটায়ল,
মঝু মনে লাগল ধাধা॥
কাঁদিব রে কত, কাঁদি গোঁয়ায়ব,
কাহাকে করিব বিশোয়াস।
জ্ঞানদাস কহে, ধিক রহু জীবনে,
যে করে পর প্রীতি আশ॥ ১৯৭২॥

কামোদ।

সুন্দরি কত সমুঝায়ব তোয়।
পায়লি রতন যতন করি তেজলি অব পুন সাধসি মোয়॥
কত কত গোপ সুনাগরী পরিহরি যব তুয়া বন্দে বর কান।
তুহুঁ মান পরম ধন পাওলি না হেরলি কমলবয়ান॥
বিনি অপরাধে উপেখলি মাধব না বুঝলি আপন কাজ।
না জানিয়ে কোন কলাবতী মন্দিরে অব রহু নাগররাজ॥
যাহে বিনু পল এক রহই না পারই তাহে কি হেন ব্যবহার।
গোবিন্দদাস কহ অব ধনি অনুমানি পুন হেন না করবি আর॥

শ্রীরাগ।

বন্ধুর লাগিয়া, সব তেয়াগিনু, লোকে অপযশ কয়।
এখন আমার, লয় অন্য জনা, ইহা কি পরাণে সয় ॥
সই কত না রাখিব হিয়া।
আমার বন্ধুয়া, আনবাড়ী যায়, আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥
যে দিন দেখিব, আপন নয়নে, আন জন সঞে কথা।
কেশ ছিঁড়ি ফেলি, বেশ দূরে করি, ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥
বন্ধুর হিয়া, এমন করিলে, না জানি সে জন কে।
আমার পরাণ, করিছে যেমন, এমন হউক সে ॥
জ্ঞানদাস কহে, শুন হে সুন্দরি, মনে না ভাবহ আন।
তুহু সে শ্যামের, সরবস ধন, শ্যাম সে তোহারি প্রাণ ॥ ১১৭৪

পঠমঞ্জরী।

একলি যাইতে যমুনার ঘাটে ॥
পদচিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে ॥
প্রতি পদচিহ্ন চুম্বয়ে কান।
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ ॥
লোক দেখিলে কি বলিবে মোরে।
নাসা পরশিয়া রহিনু দূরে ॥
হাসি হাসি পিয়া মিলল পাশ।
তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দদাস ॥ ১১৭৫

শ্রীরাগ।

হাসিয়া নেহার রাই হাসিয়া নেহার।
অনুগত জনেরে পরাণে কেন মার ॥
যে চাঁদের সুধাদানে জগত জুড়াও।
সে চাঁদ বদনে কেনে আমারে পোড়াও ॥
অবনীর ধূলি তুয়া চরণ পরশে।
সোনা শতগুণ হৈয়া কাহে নাহি তোষে ॥
সে চরণ ধূলি পরশিতে করি সাধ।
জ্ঞানদাস কহে যদি করে পরসাদ ॥ ১১৭৬

ভুড়ি।

প্রাণ নন্দিনী, রাধা বিনোদিনী, কোথায় গিয়াছিলে তুমি।
এ গোপ নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, খুঁজিয়া ব্যাকুল আমি।
বিহান হইতে, কাহার বাটীতে, কোথা গিয়াছিলে বল।
এ ক্ষীর মোদক, চিনিক দলক, কে তোর আঁচরে দেল॥
অগোর চন্দন, কস্তুরী কুঙ্কুম, কে রচিল তোর ভালে।
কে বান্ধিল হেন, বিনোদ লোটন, নব মল্লিকার মালে॥
অলকা তিলক, ললাটে ফলক, কে দিল চম্পক দাম।
জ্ঞানদাস কহে, সব বিবরণ, কহ জননীর ঠাম॥ ১৯১৭॥

শ্রীরাগ।

বেণু সঙ্গে আওত দুলাল।
গোধূলি ধূসর, শ্যাম কলেবর, আজানুলম্বিত বনমাল॥
ঘন ঘন শিঙ্গা, বেণু রব শুনাইতে, ব্রজবাসীগণ ধায়।
মঙ্গল থারি, দীপ করে বধুগণ মন্দির দ্বারে দাঁড়ায়॥
পীতাম্বর ধর, মুখ জিনি বিধুবর, নব মঞ্জরী অবতাংস।
চূড়া ময়ূর, শিখণ্ডক মণ্ডিত, বাইয়ি মোহন বংশ॥
ব্রজবাসীগণ, বাল বৃদ্ধ জন, অনমিখে মুখশশী হেরি।
ভুলিল চকোর, চাঁদ জনু পাওল, মন্দিরে নাচয়ে ফেরি॥
গোগণ নবগু, গোষ্ঠে পরবেশল, মন্দিরে চলু নন্দলাল।
আকুল পন্থে, যশোমতী আও, জ্ঞান ভণিত রসাল॥ ১৯১৮॥

তিরোতা—ধানশী।

সুন্দরি আমারে কহিছ কি।
তোমার পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে, বিভোর হইয়াছি॥
থির নহে মন, সদা উচাটন, সোয়াথ নাহিক পাই।
গগণে ভুবনে, দশ দিশ গণে, তোমারে দেখিতে পাই॥
তোমার লাগিয়া, বেড়াই ভ্রমিয়া, গিরি নদী বনে বনে।
খাইতে শুইতে, আন নাহি চিতে, সদাই জাগয়ে মনে॥
শুন বিনোদিনী, প্রেমের কাহিনী, পরাণ-রৈয়াছে বান্ধা।
একই পরাণ, দেহ ভিন ভিন, জ্ঞান কহে গেল ধান্ধা॥ ১৯১৯॥

কানাড়া।

মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ॥
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম?
কোন রন্ধ্রে রাধা বলে ডাকে আমার নাম?
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন রন্ধ্রে কেকা রবে নাচে ময়ূরিণী।
কোন রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত?
কোন রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ?
কোন রন্ধ্রে ষড়ঋতু হয় এককালে?
কোন রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুল ফলে?
কোন রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়?
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যামরায়॥
জ্ঞানদাস শুনি কহে হাসি হাসি।
রাধে রাধে মোর বোল বাজিবেক বাঁশী॥ ১৯৮০॥

শ্রীরাগ।

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান না চলে নাচে হিয়ার পুতলী॥
পীতবসন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে॥
রাই কত পরখসি আর।
তুয়া আরাধনে মোর বিদিত সংসার॥
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি॥
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন অঞ্জন তুয়া পরচিত চোর॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি।
বিহি নিরমিল তুয়া পিরীতি পুতলী॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম॥ ১৯৮১॥

ধানশী।

কানু সে জীবন ধন মোর।
তোমরা নকেক সখী, ঘরে যাই কুল রাখি,
শ্যাম রসে হইয়াছি বিভোর॥
গুরু গরবিত ঘরে, যে বলু সে বলু মোরে,
ছাড়ে ছাড়ুক গৃহপতি।
সকল ছাড়িয়া মুঞি, শরণ লইনু গো,
কি করিব ঘরের বসতি॥
যত ছিল অভিমান, সতী কুলবতী নাম,
সব হরি নিল শ্যামরায়।
কহত পরাণ সখি, অঙ্গেতে অঞ্জন মাখি,
আন রঙ্গ লাগে নাহি তায়॥
রূপ গুণ যৌবন, এ তিন অমূল্য ধন,
সাজাইয়া রতন পসার।
জ্ঞানদাস কহে, যে ধনী এমনি হয়ে,
ধনি ধনি সোহাগ তাহার॥ ১১৮২॥

শ্রীরাগ।

পাসরিতে নারি কালা কানুর পিরীতি।
সোঙরিতে প্রাণ কান্দে করিব কি রীতি॥
হিয়ায় হইতে পিয়া শেজে না শোয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়॥
তনু তনু পরশ লাগি আভরণ তেজে।
চরণে যাবক রচে দেখি পাই লাজে॥
নিশি অবসান জানি কাতর হইয়া।
দৃঢ় করি বান্ধে মোরে ভুজলতা দিয়া॥
অরুণ উদয় দেখি পড়ি প্রেম ফান্দে।
মুখে মুখ দিয়া পিয়া কত জানি কান্দে॥
ঘরে আসিবার কালে পরে প্রেম ফাঁস।
ভেজিঞা সে এমন দেখি কান্দে জ্ঞানদাস॥ ১১৮৩॥

সুহই।

সজনি ও কথা কখন নয়!
শ্যাম সুনাগর, গুণের সাগর, পড়িনু কোরে ঘুমায়।
কত পরকারে, চেতন করয়ে, চেতন না ভেল মোর।
অভিমান করি, পাশ মোড়ি রহি, দুঃখেতে চলল ভোর॥
উঠিনু জাগিয়া দেখি নাই পিয়া, হৃদয়ে জ্বলিয়ে গেল।
আহা মরি মরি, মদন বাণেতে, জর জর ভৈ গেল॥
সে-সব সোঙরি, চিত বেয়াকুল, কেমনে আছয়ে পিয়া।
জ্ঞানদাস কহে, এ কথা শুনিতে, বিদরয়ে মোর হিয়া॥ ১১৮৪

ভূপালী।

বরণক বেশ রঙ্গিনী চলি গেল।
অরুণ অতি সুরপথ দিগ ভেল॥
ঐছন সময়ে নিজ কেলিনিবাসে।
বেশ করলি পিয়া বহু প্রীতি আশে॥
আধা আধ ভাহে না পূরল আশ।
হেরিবি যিনি কত ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
নাহিক চিহ্ন ছি অতিশয় খেদ।
জ্ঞানদাস কহ রিহিক সম্ভেদ। ১১৮৫॥

ললিত।

রাধা মাধব অতি মনোহর।
উঠিয়া বসিলা পুষ্পশয্যার উপর॥
রতির অলস দুহে আঁখি মেলিতে নারে।
দুহুঁ ঢুলি ঢুলি পড়ে দোঁহার উপরে॥
কর্পূর তাম্বুল চুয়া সুগন্ধি চন্দন।
মঞ্জরী আরতি সখী করয়ে সেবন॥
শুনি চমকিত বন কোকিলের রায়।
জ্ঞানদাস দুহু রসালস গায়। ১১৮৬॥

সিন্ধুড়া।

কড়ি মাই ভাল বিকি কিনি শিখাইলি।
ভুলায়ে আনিলি মোরে, রঙ্গ দেখিবার তরে,
নেয়েরে আনিয়া দিলি ভালি ॥
মুঞি কুলবতী মেয়ে, যদি কিছু বলে নেয়ে,
ঝাপ দিব যমুনার জলে।
যমুনাতে দিয়ে ঝাপ, ঘুচাব মনের তাপ,
এড়াইব সকল জঞ্জালে ॥
আমি রাজনন্দিনী, ভাল মন্দ নাহি জানি,
নেয়ে কেনে মোরে পরশিল।
মনে ছিল অনুবাদ, পুরালে মনের সাধ
অকলঙ্ক কুলে কালি দিল।
আপনার মাথা খেয়ে, ঘরের বাহির হোয়ে,
আইলাম বড়ায়ের সাথে।
জ্ঞানদাসেতে বলে, তারে পাইলে কলে,
নাবিকে দেহ না কিছু খেতে ॥ ১১৮৭ ॥

ধানশী।

তুয়া অনুরাগে হাম নিগমন হইলাম।
তুয়া অনুরাগে হাম গোলক ছাড়িলাম।
তুয়া অনুরাগে হাম কাননে ধাই।
তুয়া অনুরাগে হাম ধবলী চরাই ॥
তুয়া অনুরাগে হাম পরি নীল শাড়ী।
তুয়া অনুরাগে হাম পীতাম্বরধারী।
তুয়া অনুরাগে হাম হইনু কলঙ্কিনী।
তুয়া অনুরাগে নন্দের বাঁধা বৈনু আমি ॥
তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি।
তুয়া অনুরাগে মোর বাঁকা হইল আঁখি ॥
তুয়া অনুরাগে হাম কিছু নাহি জান।
চন্দ্রাবলী ভজ জ্ঞানদাসের গান ॥ ১১৮৮ ॥

ধানশী—কন্দর্প তাল।

আঘণ মাস রাসরসসায়র নাগর মাথুর গেল।
পুররঙ্গিণীগণ পূরল মনোরথ বৃন্দাবন বন ভেল॥
আওল পৌষ তুষারসমীরণ হিমকরহিম অনিবার।
নাগরীকোরে ভোরি রহু নাগর করব কোন পরকার॥
মাঘে নিদাঘ কৌন পাতিয়ায়ব আতপ মন্দ বিকাশ।
দিনমণিতাপ নিশাপতি চোরল কানু বিনু সঘন হুতাশ॥
ফাগুণে গুণি গুণি গুণমণি গুণগণ ফাগুয়া খেলন রঙ্গ।
বিরহপয়োধি অবধি নাহি পাইয়ে দুতর মদনতরঙ্গ।
আওত চৈত চিত কত বারব ঋতুপতি নব পরবেশ।
দারুণ মনমথ ফুলশরে হানই কানু রহল দূর দেশ॥
মাধব মাস সাধ বিধি বাধল পিককুল পঞ্চম গান।
দারুণ দক্ষিণ পবন নাহি ভায়ত ঝুরি ঝুরি না রহ পরাণ॥
জ্যৈঠহি মিঠ কহত সব রঙ্গিণী চন্দন চান্দনী রাতি।
শীতল পঙ্ক মোহে নাহি ভায়ত দারুণ মনমথ সাথী॥
মাস আষাঢ় গাঢ় বিরহানল হেরি নব নীরদপাঁতি।
নীরদ মুরতি নয়নে যব লাগয়ে নির্ঝরে ঝরয়ে দিন রাতি॥
শাঙণ সঘন গগনে ঘন গরজন উনমতি দাদুরী বোল।
চমকিত দামিনী জাগয়ে কামিনী জীবন কাঁহি লোল॥
ভাদরে দর দর দারুণ দুরদিন ঝাঁপল দিনমণি চন্দ্র;
শীকর নিকরে থির নহ অন্তর দহই মনোভব মন্দ॥
আশিন মাসে বিকশিত পদুমিনী সারস হংস নিসান।
নিরমল অম্বর হেরি সুধাকর ঝুরি ঝুরি না রহ পরাণ।
কাতিক মাস নিরাশ করল বিধি লীলা রসময় রাস।
নিকরুণ মাধব কৌন পাতিয়ায়ব কহতহি গোবিন্দদাস॥ ১১৮৯॥

আশাবেরী—ঠিওট।

শ্যাম বিয়োগী যোগী হয়েছে ব্রজবালা।
করিয়ে রোদন, নয়ন অঞ্জন, পরিয়ে গলেতে গুঞ্জমালা॥
মাইতে বেণী, দোলে জটাশ্রেণী, কাণেতে কুণ্ডল কাণবালা।
পঙ্ক লেপন, হলো হুতাশন, বিরহ জ্বালা। ১১৯০॥

ধানশী।

শিশুকাল হৈতে, বন্ধুর সহিতে, পরাণে পরাণ লেহা।
না জানি কি লাগি, কো বিহি গঢ়ল, ভিন ভিন করি দেহা॥
সই কিবা সে পিরীতি তার।
আলস করিয়া, নারে পাসরিতে, কি দিয়া সুধিব ধার॥
আমার অঙ্গের, বরণ লাগিয়া, পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক, করের মুরলী, লইতে আমার নাম॥
আমার অঙ্গের, বরণ সৌরভ, যখন যে দিকে পায়।
বাহু পসারিয়া, বাউল হইয়া, তখন সে দিকে ধায়॥
লাখ কামিনী, ভাবে রাতিদিন যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কহে, আহীর নাগরী, পিরীতে বান্ধল তায়॥ ১১১১।

ধানশী।

একলি মন্দিরে, শুতলি সুন্দরী কোরহি শ্যামর চন্দ।
তবহুঁ তাহার, পরশ না ভেল, এ বড়ি মরমে ধন্দ॥
সজনি পাওলি পিরীতি ওর।
শ্যাম সুনাগর, শৈশবে কিবা কঠিন হৃদয় তোর॥
কস্তুরী চন্দন, অঙ্গে বিলেপন, দেখিয়ে অধিক উজোর।
বিবিধ কুসুমে, বান্ধল কবরী, শিথিল না ভেল তোর॥
অমল বদন কমল মাধুরী, না ভেল মধুপ সাত।
পুছইতে ধনী, ধরণী হেরসি, হাসি না কহসি বাত।
কিবা প্রতিপত্তি, বসতি বিষয়ে, দেখিয়া দেওলি ভঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে, এ দোষ কাহার, দৈবে না ভেল সঙ্গ॥ ১১১২

যোগীয়া।

বিচ্ছেদ যোগেতে আমি ত্যজিব পরাণ।
আর কোন মতে সখি নাহি দেখি ত্রাণ॥
শ্যামরূপ ধ্যান করি, শ্যাম নাম জপ করি,
একণে অজপাজপ হবে সমাধান॥ ১১১৩।

ভৈরবী—আড়া তেতালা।

ধরিল হরের বেশ তোমায় শ্রীমতী।
ভস্ম করিবারে পুনঃ শ্যাম হে রিপু রতিপতি।
বিগ ভাগ নাগ তায়, অলঙ্কারময় গায়,
আলু থালু বসনেতে নগনা যুবতী।
বেণী জটাজুট মত, প্রাণ বিষ কণ্ঠাগত,
বিষাদ বিভূতি মুখে মাখিয়াছে সতী। ১১১৩॥

জয় জয়ন্তী—একতালা।

কেঁদ না কেঁদ না আর।
তোমার এ দশা হেরে ব্যাকুল অন্তর॥
বৃথা কেন কৃষ্ণধন, অমঙ্গল কর কেন,
রাহুগ্রস্ত শশধর থাকে কিগো নিরন্তর॥ ১১১৪॥

বাহার—একতালা।

মানময়ি! দেখ তব পায়।
আহা মরি প্রাণ হরি ধরণী লুটায়॥
যাঁর মানে তব মান, তাঁর এত অপমান,
প্রাণসখি প্রাণ ধরে দেখা কি গো যায়॥
আর কাজ নাই মানে, সরে বস সাবধানে,
ঠেকিবে চরণে তব মোহন চূড়ায়॥ ১১১৬॥

সিন্ধু—ভৈরবী।

এই ত সখী বসিলাম বদন ঢাকিয়ে।
সাবধান কৃষ্ণ যেন না আসে কাঁদিয়ে।
বাঁশী কেড়ে নিও তার, আর যেন পুনর্ব্বার,
বাজাতে পারে না সখি মম নাম ধরিয়ে। ১১১৭।

খাম্বাজ—চৌতাল।

যাও হে আমার কুঞ্জ হতে মিছা আর জ্বালাইও না।
স্মরিলে মরিব মরিলে ভুলিব, পেয়েছি যে যম যাতনা॥
সয়েছি কত মরম বেদনা, অন্তরযামী তুমি জাননা,
মিনতি করি দুটি পায়ে ধরি ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা॥ ১৯৯৮॥

পূরবী—আড়া।

প্যারী কথা কয় না অভিমানে।
চেয়ে রইলেন শ্যামের পানে।
করেন মনে বিচক্ষণ, করিতে প্রেম মন্থন,
কালকূট উপার্জ্জন হল এই রূপগুণে॥ ১৯৯৯॥

ঝিঁঝিট—দাদরা।

মনোমোহিণী প্রাণ সজনী তুমিলো মোর প্রেমের মহাজন্।
আমার শিখায়েছে যা, শিখিয়াছি তা,
বসে ভাবলে কি হবে এখন।
গোকুলের গোপিনী শ্যামগুণমণি, বঞ্চনা করিয়ে সবে তুমি ধনি,
ভুলালে তারি মন।
তুমি উঠাও বসাও, কাঁদাও হাসাও কে আছে তোমার মতন॥ ২০০০॥

রামকেলী।

শ্যামের গুণ সই কেন কর গান।
মিশাইয়া প্রেম রাগের বিচ্ছেদীর তান।
বিহারীর ক্রিয়াকাল, বিস্ময় বিলাস তাল,
বারে বারে দিওনা হে হায় হায় মান?
বিগুণের অগুণ গীত, কর বিষাদে মিশ্রিত,
তবে আর হবে না সে, রাগ মূর্ত্তিমান॥ ২০০১॥

কৃষ্ণ কালী রূপ।

সুরট—জৎ।

অপরূপ কালরূপ কেশবে (কে শবে)।
সুরপুর ছাড়ি এল কে সে (একোকেশে) হের ঐ মাধবে (মা ধবে)।
না রয় আপদ তার পদে সদা শিব (সদাশিব) হায় পদে,
নিরখি পবিত্র পদে জীবের পাপ না রয়, •
যশোদয়ালঙ্কৃত (যশোঃদয়া-অলঙ্কৃত) বপু,
হেরি কি বা ধার (বামার) বপু,
রূপের ছটা রিপু দেখে স্থির ভবে ॥
যুগভুজে করে কিরণ (কি রণ), চরণ কিরণে, কে রন,
যে লয় শ্রীপদে শরণ তার কি আপদ হবে,
ঋজু পায় সরল ভাবে, কুজা (কু বুঝা) পায় বাঁকা ভাবে,
হেরি রমাপতি পরে (রমা পতি পরে), মোক্ষপদ পায় নরে,
কেন তারে ভাবনারে ভাবনা তোর যাবে॥
কিবা রূপ ধরাপরি, পীতাম্বর পরি হরি (পরিহরি)
করেন গো রক্ষা তারি, তার রক্ষা পাবে।
হেন দুর্লভ চরণে, জটিলে না পায় ধ্যানে,
কুটিলে পাবে কেমনে, তাও কি সম্ভবে ?
ভজিয়ে এ শ্রীচরণ, পূত হয় নিরাধার (নিরাধার) মন, কৈলাস দিলে না মন,
কেমনে তারে (তারে অথবা তারারে) পাবে ॥ ২০০২ ।

বাহার বাগেশ্রী—[illegible]নন্দ তেতালা

যাও বৃন্দে মাধবে আনিতে।
কৃষ্ণ বিনে শূন্য ঘরে না পারি রহিতে ॥
ছিলাম যে মান করে, সাধিয়ে গিয়েছে ফিরে,
মান গিয়া অবশেষে তোমা যে বুঝিতে ॥
দীননাথে মন দিয়ে, সাধিব ধরিয়ে পায়ে,
বিলম্ব হইলে পরে পাবে না দেখিতে ॥ ২০০৩ ॥

সোহিনী—চিমেতেতালা।

শ্যামকে সাধে সাধে, বিষাদে কেন বসিয়ে গো রাধে।
তারে মানাইতে মানে, সামান্য মানে কি রাধে॥
যার লাগি তব মান, সাধিতে তাহারে নাহি অপমান,
বিরাগী কৃষ্ণপ্রেম সুধা লাগি মগনা বিচ্ছেদ হ্রদে॥ ২০০৪॥

কালাংড়া—আড়া।

আসিবে হরি এই মনে করি
হইয়ে রয়েছে আমার দুটা নয়ন প্রহরী॥
আশায় আশ্রয় করি, নিশি শিশিরে, শিহরি,
শেষে হতেছে সর্ব্বরী হরি হরি হরি হরি॥ ২০০৫॥

সিন্ধু—আড় খেমটা।

সেই ত যমুনা কূলে কদম্বের তলে।
সেই ত আমরা সখি মিলেছি সকলে॥
সেইত চাঁদের আলো কোকিলের ধ্বনি।
কিন্তু সেই রসময় কোথা কর্ণধার॥ ২০০৬॥

ললিত—আড়া।

রাধা নাম লয়ে রাধা কেন কুঞ্জে এলে।
শ্যামের বেণু রবে ভুলে॥
গোকুলনগরে তার, প্রেয়সী কি নাহি আর,
শ্যাম কলঙ্কিনী তোমায় পিছে লোকে বলে।
গাঁথিবে কুসুমহার, রোদন হইল সার,
বল গলে দিবে কার ভাসলে সলিলে।
সহচরীগণের মানা, কখন তা শুনলা,
হইয়ে গোকুলপ্রাণ। প্রতিফল পেলে॥ ২০০৭॥

ললিত—আড়া।

ভেঙ্গেছে রজনী সজনী কারো আশা আশাতে।
প্রভাতে অরুণ হয়েছে অরুণ তব নয়ান প্রভাতে ॥
অলস অবশ অঙ্গ, হইতেছে অঙ্গ ভঙ্গ, মদন মদেতে।
বেশ ভুষা যেমনি সকলি আছে অমনি তিলক নাসাতে ॥ ২০০০ ॥

ললিত—আড়াঠেকা।

ওগো সজনী রজনী প্রভাত হলো।
কৃষ্ণ কুঞ্জে নাহি এলো ॥
অসত্য হইল শঠো, বেশ ভূষা কিবা কাজো,
কেমনে হবেগো ধৈর্য্যো শ্যামের মনে এই ছিল।
গণিতে গণিতে তারা, স্থির হলো আঁখি তারা,
প্রেয়সী হয়েছে তারা রাধা নামে মলো।
চন্দ্রাবলী আদি সখি, তাদের সুখে আছেন সুখী,
ঝুরিলে রাধার আঁখি বধু বুঝি থাকেন ভাল ॥ ২০০১ ॥

আড়া বাহার—জলদ তেতালা।

সখিরে কি উপায় বলনা প্রাণ যায়।
শ্যাম আশে রজনী যে পোহায় ॥
গুরুর গঞ্জনা মনে ভয় না করি,
মুরলী রবে আমি আপনা পাসরি,
এই আশু প্রতিকার তার করিল সেই নিদয় ॥ ২০০২ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

নিশি গেল পোহাইয়ে প্রাণনাথ এলো না।
আমার মনের কথা মনে রইলো শ্যামকে বলা হোল না ॥
বনে বনে বুলি বুলি, বনফুল আনিলাম তুলি,
তার বোঁটাগুলি দিলাম ফেলি, শ্যাম অঙ্গে বাজিবে ব'লে।
আমার সাধের মালা শুকাইল শ্যামকে দিতে পেলেম না ॥ ২০০৩ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

কুঞ্জে বসি সারাটি রজনী গেঁথেছি সজনী হার লো।
সে তো না আইল, নিশি পোহাইলো, পরাইব গলে কার লো॥
কভু নাহি আসে আসিব বলিল, আশা দিয়ে কেন সে ছলিল,
ওলো সে কি নাহি জানে, চাহি পথ পানে,
বসেছি আশায় তার লো॥ ২০১২ ॥

দেশ মল্লার—আড়া।

চল চল চল সখি, হেরিগে চিকণকালা।
বনফুলে সাজাইব সাজে তারে বনমালা।
মুরলীমোহন বশ্নে, ডাকিছে মোহন মন্ত্রে,
কি করে কুলের তন্ত্রে অন্তরে বাড়িল জ্বালা॥
কুল ভয় কে চাহিবে, কাল ভয় না রহিবে,
আকুল প্রাণ জুড়াইবে সাজ সব কুলবালা॥ ২০১৩॥

যুগলরূপ।

সখি হের দেখ আসিয়া।
ধরণী উপরে, এ চারু পঙ্কজ, নয়নে দেখ চাহিয়া॥
পঙ্কজ উপরে, বিংশ শশধর, চাঁদের উপরে গজ।
এ চারু গজের, উপরে শোভিত, যুগল কেশরী রাজ।
কেশরী উপরে, এই দুই সায়র, সায়র উপরে গিরি।
গিরির উপরে, এই দুই তমাল, চারি শাখা আছে ধরি।
তাতে আছে সখি, একটি তমাল, নবঘন সম দেখি।
একটী তমাল, সোণার বরণ, শুনলো মরম সখি॥
তাতে ফলিয়াছে, অরুণ বরণ, এ চারি উত্তম ফল।
ফলের ভিতর ফুল ফুটিয়াছে, নাহি তার শাখাদল।
তা পর এ দুই, কীরের বসতি, তা পর চকোর চারি।
তা পর এ দুই, চাঁদের বসতি, পিবইতো ইহবারি।
তা পর দেখহ, বিদ্যু সে অরুণ, তা পর ময়ূর অহি।
জ্ঞানদাস কহে, মরমকথাত, এ কথা জানে না কহি॥ ২০১৪।

ললিত—আড়াঠেকা।

সই কই সে কালশশী।
ঐ সেই অস্তাচলে চলিল গগনশশী।
সয়ে কত তিরস্কার, ক'রিলাম অভিসার,
গৃহে ফিরি যাই চল কার আশ্বাসে আছ বসি। ২০১৫॥

জঙ্গলা ঝিঁঝিট—ঢিমাতেতালা।

না চলে চরণ কেন চলিতে অঞ্চল বাধে।
কেন হরি অভিসারে সুখ সাধে বাদ সাধে॥
কুঞ্জে কুঞ্জে আগমন, কি জানি হয় কেমন,
ললিতে বলিতে পারে বাঁচাও শিব সংবাদে॥ ২০১৬॥

মল্লার—কাওয়ালী।

ছি ছি রাধে কেমনে।
তুমি ভাবনা লো লাজ মনে।
কিবা কর শ্রীমতী, পরিহরি নিজ পতি,
রতি পরপতির চরণে, ভাল খ্যাতি রাখিলি ভুবনে।
সদাই তোকে ভূতলে, কালা কলঙ্কিনী বলে,
লাজে মরি আমরা শ্রবণে, ক্ষমা দেহ প্রেমে লো এক্ষণে। ২০১৭।

খাম্বাজ—আড়খেম্‌টা।

আমাতে কি আমি আছি সই।
কালার প্রেমে জর জর আমি যেন আমি নই।
যে দিন দেখা কালার সনে, মন ভুলেছে বাঁশীর গানে,
আর কিছু লাগে না মনে মরমেতে মরে রই॥ ২০১৮।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

এই হলো হরি মরি হরি ভজনে।
কুযশ ঘোষণা করে ব্রজের কুজনে।
শ্রীকৃষ্ণে অর্পিয়া মতি, হয় কিনা এই গতি,
সতত লাঞ্ছনা অতি গুরুগঞ্জনে। ২০১৯।

বাহার বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

শ্রীঅঙ্গ ত্রিভঙ্গ কেন কেন বা কালোবরণ।
আরে সখি বল দেখি, ইহার কি বিবরণ॥
সরল বংশের অংশ, বংশী করে অবতংশ,
কুলধর্ম্ম করে ধ্বংশ সকল শ্যামাচরণ॥
অতনু সতনু করে, সতনুর তনু হরে,
শিখি পাখীর পাখা শিরে, সে করে মনহরণ॥ ২০২০॥

সুঘরাই—আড়াতেতালা।

মুরলিবদন মুরলী পূরিল,
গৃহ কায লোকলাজ সকলি ঘুরিল।
এ কেন বিনোদিনী রাই, চললো নিকুঞ্জে যাই,
রহিতে না পারি আর অধৈর্য্য করিল॥২০২১॥

যোগিয়া—রূপক।

মুরলী কেন বাজাও বঁধু নিশিতে।
অবলাকুল নাশিতে, লাজ ভরম ধরম হয় চিতে,
উচিত সেসব ভাবিতে।
কাল ননদ প্রমাদ করয়ে তিলেতে কেবল হয় হে কাঁদিতে॥২০২২॥

ভাটিয়ার—ললিত আড়া।

করিলে বনবাসী।
কি ক্ষণে শ্রবণে আসি পশিল সে বাঁশী।
বন সে ভবন হোলো, প্রতিবাসী প্রতিকূল,
অকূল করিল আমায় গোকুলনিবাসী॥২০২৩॥

[illegible] —[illegible] আড়া।

ব[illegible]

আর যেন [illegible] তা বাজেনা।
না বুঝিয়ে অনু[illegible] করে রাগ,
আর যেন প্রেমরাগ [illegible] জেনা॥২০২৪॥

জঙ্গলা ঝিঁঝিট—আড়া।

বাঁশী বটে রাধা রাধা সদা রটে।
সে কি শ্যামের বাঁশী বটে॥
সে মধুর রবে, স্থির কে রবে,
অবলা কি বলা যায় শিবের সমাধি ছুটে ।২০২৫।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কেন বাজরে শ্যামের বাঁশী শুন্‌তে ভালবাসি।
তোমার মধুর স্বরে হয়েছি উদাসীর দাসী।
সতত অন্তরে বাজ, আসিয়ে অন্তরে বাজ,
ত্যজে গৃহ কাজ সাজ পরেছি প্রেমের ফাঁসি ।২০২৬।

ধানী মুলতানী—কাওয়ালী।

শুনিয়ে মোহন মুরলী গান, করি অনুমান, গেল বুঝি কুলমান।
প্রাণ কেমন করে, সুমধুর স্বরে ধৈরয মন না ধরে,
সাধ হয় শ্যাম দরশনে, লাজ ভয় হল অবসান॥
নারি সহচরী রহিতে ভবনে, ত্রিভঙ্গ শ্যাম বিহনে,
চিত যে বঞ্চিত তুষিত মিলনে, না দেখি তাহার সুবিধান

বেহাগ—একতালা।

সখি ওই শুন শ্যামের বাঁশরী।
ছিঁড়িল কাঁচলি ডোর, খসিল কবরী॥
মধুর বাঁশরী গান, কেড়ে লয় মন প্রাণ,
লাগিল রে প্রেমবাণ উঃ মরি মরি ।২০২৮।

খাম্বাজ—একতালা।

বাজিছে মধুর স্বরে প্রবেশি অন্তরে।
অনল জ্বালা ধরে মন দাহন করে॥
যে ধনী এ ধ্বনি শুনে, সতত প্রমাদ গণে,
থাকে অস্থির মনে মনে গুমরে মরে ।২০২৯।

কীর্ত্তনাঙ্গ—চৌপদী।

যে চরণে কুচযুগ পরশ না হয়।
সে চরণে তীর্থভ্রমণ এ বড় সংশয়॥
যে কটিতে শোভে পীতধটী পীতাম্বর।
সে কটিতে কেমনে পরাব বাঘাম্বর॥
যে অঙ্গেতে অগুরু চন্দন সেবা করে।
সে অঙ্গেতে ভস্ম মাখাইব কেমন করে॥
যে করে শোভা করে মুরলী মধুর।
সে করে কি শোভা করে শিঙ্গা ও ডম্বুর।
যে শশী চরণে আসি লুকায়েছে লাজে।
সে শশী ফিরায়ে কিহে ভালে ভাল সাজে॥
যে পদে উদ্ভবা বারি নাম সুরধুনী।
সে ধনী ধরিলে শিরে কি হবে সুরধনী।
যে গলেতে দেন রাধা বৈজয়ন্তীমালা।
সে গলে কেমনে আমি দিব অস্থিমালা।
যে শিরে মোহন চূড়া কুন্তলের ছটা।
সে শিরে কেমনে আমি বিনাইব জটা।
আমি বৃন্দে পদারবিন্দে করি হে বিনয়।
হে গোবিন্দ গোবিন্দদাসে হোয়োনা নিদয়।২০৩০।

হরিনাম-সংগীত।



প্রলয়প'য়াধিজলে ধৃতবানসি বেদং ।
বিহিত বহিত্র চরিত্রমখেদং ।
কেশব.ধৃত মীন শরীর, জয় জগদীশ হরে ।২০৩১।

ক্ষিতিরতি বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে ।
ধরণি ধরণকিণচক্র গরিষ্ঠে ।
কেশব ধৃত কূর্ম্ম শরীর জয় জগদীশ হরে ।২০৩২।

বসতি দশন শিখরে ধরণী তব লগ্না ।
শশিনি কলঙ্ককনে চ নিমগ্না ।
কেশব ধৃত শূকররূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ ২০৩৩॥

তব করকমল বরে নখমদ্ভুত শৃঙ্গং ।
দলিত হিরণ্যকশিপু তনু ভৃঙ্গং ।
কেশব ধৃত নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ।২০৩৪।

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত বামনং ।
পদ নখর জনিত জন পাবন ।
কেশব ধৃত বামনরূপ জয় জগদীশ হরে ।২০৩৫।

ক্ষত্রিয় রুধির বার জগদপগত পাপং ।
স্নপয়সি পয়সি শমিতভব তাপং ।
কেশব ধৃত ভৃগুপতিরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ ২০৩৬।

বিতরসি দিক্ষুরণে দিক্‌পতি কমনীয় ।
দশমুখ মৌলবলিং রমণীয়ং ।
কেশব ধৃত রঘুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ।২০৩৭।

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং ।
হলহতি ভীতি মিলিত যমুনাভং ।
কেশব ধৃত হলধররূপ জয় জগদীশ হরে ।২০৩৮।

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতি জাতং।
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং।
কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর জয় জগদীশ হরে ॥২০৩৯॥

ম্লেচ্ছ নিবহ নিধনে কলয়সি করবালং।
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং।
কেশব ধৃত কল্কিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥২০৪০॥

শ্রীজয়দেব কবেরিদমুদিত মুদারং।
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারং।
কেশব ধৃত দশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে ॥২০৪১॥

পরজ—ঢিমা তেতালা।

দেখ ঝুলিছে কিশোর কিশোরী।
নিকুঞ্জবনে চারিদিকে ঘেরি সহচরী।
নবীন নীরদ শ্যাম, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ঠাম,
তাহে রূপ অনুপম তড়িত জিনিয়া প্যারী।
অধরে মুরলী গরজিছে গভীর বরষিছে সুধাবারি।
শ্রীমতি উল্লাস, শ্রীমুখে হাস্য প্রকাশ,
করে পূর্ণ অভিলাষ চতুর চতুরী। ২০৪২।

সিন্ধু—কাওয়ালী।

কুঞ্জ কাননে কালী, ত্যজে বাঁশী বনমালী, করে অসি ধরে শ্রীরাধাকান্ত
শ্যাম শ্যামা ভেদ কেন কররে জীব ভ্রান্ত।
পীতাম্বর পরিহরি, হরি হলেন দিগম্বরী,
মরি মরি হেরি কি রূপের অন্ত,—
কিবা করাল শশী, লোলজিহ্বা মুক্তকেশী,
ভালে শশী অট্টহাসি বিকট দন্ত।
যে গোবিন্দ পদদ্বয়ে, সুগন্ধি তুলসী দিয়ে,
সুর নরে সাধে সারা দিনান্ত,—
দিলে সে চরণে রাঙ্গা জবা, রুক্মিণী রাই করে সেবা,
কে পাবে শ্যাম চিন্তামণির ভাবের অন্ত। ২০৪৩।

বাহার মিশ্র—একতালা।

জয় জয় জয় যুগলঠাম জয় জয় গৌরাঙ্গ।,
চাঁদে চাঁদে কিরণ ঠিকরে চাঁদে চাঁদে রঙ্গ ॥
আমরা যুগল ভাঙ্গা দেখতে নারি।
কলুষনাশন দীনতারণ কনক বরণধারী।
চূড়া ঝলমল বেণী দল দল শোভিত কুসুম সারি।
গৌরচন্দ্র চরণবন্দ প্রেমানন্দ মেলা।।
চিত্ত বিভোর নেহার নেহার মাধবী মাধব সঙ্গ।
রাসরসে রসিক রসিকা মাধুরী তরঙ্গ।
আমরা যুগল ভাঙ্গা দেখতে নারি। ২০৪৪।

পুর মিশ্র - লোফা।

দারুহরি সিংহাসনে নরহরি ভূতলে।
শ্যামহরি আর গৌরহরি রূপ হেরি সই প্রাণ গলে ॥
প্রেমসাগরে উঠলো রে তুফান ॥
আপনি হরি হরি বলে, হরিনাম বিলায়,
হরি চায় হরির পানে নারীর মন মজায়,
রাজ রাজেশ্বর-শ্যাম, যোগী আমার গোরা গুণধাম,
হরির তত্ত্বে মত্ত হরি ডাকে রে হরি বোলে
রাধার প্রেমের পাগল বয়ান ভাসে নয়ানের জলে
প্রেম সাগরে উঠলো রে তুফান। ২০৪৫।

সুরট—ঝাঁপতাল।

শক্তি রাধিকার সনে শ্যাম শোভিত স্বর্ণাসনে।
সাদরে সাধক সব সাত্ত্বিক সন্দর্শনে।
সব সখী সদনে সঘনে সজল সচন্দনে,
সাথে সনক সনাতন, স্মরণীয় সনাতনে।
শ্যাম সুন্দর সহিত, শত বৎসর যতক্ষণ,
সবে সখীশরীর শরশয্যা করি শয়নে,—
সুখসাগরে শুক শারী, কিশোরী জাগে সহাসনে,
সাধন সব, শমন শূন্য দাশরথী ভণে। ২০৪৬।

বিভাস—তিওট।

বৃন্দাবনে একাসনে বিরাজিত দুই জনে।
প্রেমময়ী রাজনন্দিনী কমলিনী কৃষ্ণ সনে।
বনমালা বিলম্বিত, উভয় গলে শোভিত,
কোটীচন্দ্র পদাশ্রিত মন ভুলে দরশনে,—
রাই অঙ্গে নীলাম্বরী, পীতবসন পরে হরি,
রসিক কহিছে মরি কি শোভিছে পদ্মাসনে॥ ২০৪৭॥

হাম্বির কেদারা—কাওয়ালী।

সখি আমারি দুয়ারে কেন আসিল।
নিশি ভোরে যোগী ভিখারী কেন করুণস্বরে বীণা বাজিল॥
আমি আমি যাই যতবার, চখে পড়ে মুখ তার,
তারে ডাকিব কি ফিরাইব ঐ ভাবিলো॥
শ্রাবণে আঁধার দিশি, শরদে বিমল নিশি,
বসন্তে দক্ষিণ বায়ু বিকশিত উপবন,
কত ভাবে কত গীতি, গাহিতেছে নিতি নিতি,
মন নাহি লাগে কাযে আঁখি জলে ভাসিলো॥ ২০৪৮॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি শোভা কমলিনী শ্যাম ঘনে।
যেন সৌদামিনী জড়িত ঘনে॥
দেখে রজনী বাসরে, ভৃঙ্গ ডাকে ব্রজেশ্বরে,
পদ ঘনাইয়া গুন্ গুন স্বরে,—
হেরি যুগল রূপ কিশোরী কিশোরে,
কোকিল পঞ্চম স্বরে ডাকে সঘনে॥ ২০৪৯॥

খাম্বাজ—জৎ।

পদ্মআঁখি আজ্ঞা দিলেন পদ্মবনে আমি যাব।
আনিয়ে নীলপদ্ম সে নীলপদ্মের চরণপদ্মে দিব॥
হয় না হরির কার্য্যসিদ্ধি কিসে তোর এত বৃদ্ধি,
বলোরে বামুনে বুদ্ধি হরির দোহাই তুচ্ছ কর॥ ২০৫০॥

কামোদ মিশ্র—একতালা।

ডাকে হে পতিত তোমায়
পতিত পাবন পুরাও সাধ।
দীনের ঠাকুর কোথায় গৌরচাঁদ॥
নামের গুণে এস গুণধাম,
হৃদয় ভরি হেরি হরি ত্রিভঙ্গিম ঠাম,
নামে ভরসা করি আশা পূরবে মনস্কাম,
আমার মন বসেনা প্রেম জানেনা, বাঁধো পেতে প্রেমের ফাঁদ॥
রাঙ্গা চরণ ছুটি চাই মধুর গৌর নামটি যেন পাই,
রাই কিশোরীর দোহাই হরি তোমারি দোহাই।
আমার সংশয়ে প্রাণ সদাই দোলে, দাওহে প্রেম সুধার স্বাদ। ২০৫১॥

পরজ টিমা—তেতালা।

শ্রীরাধে চল নিকুঞ্জবনে সাজ গো ত্বরা করি,
শ্যামাঙ্গে বামাঙ্গে আজি ঝুলাব ঝুলনে।
মিলন হয়ে অনুপ, মদন মোহন ভূপ,
হেরিব যুগলরূপ যুগল নয়নে॥
ননী গভীর হোলো, বিলম্বে কি ফল বল, অবিলম্বে কৃষ্ণ দরশনে।
বিপক্ষ জাগিলে রাধা গমনে হইবে বাধা,
শুন গো কৃষ্ণপ্রমদা নিবেদি চরণে। ২০৫২।

সুরট—মল্লার।

কুঞ্জবনে আজু কি শোভারে সখি।
শ্যাম সুন্দর সঙ্গে ঝুলে চন্দ্রমুখী॥
উভয়েরি অঙ্গ অঙ্গে, মিলিত ললিত রঙ্গে,
মোহিত করে অনঙ্গে অপাঙ্গে নিরখি।
ত্যজি সব কুললাজ, সাজিল ঝুলন সাজ,
আইল কানন মাঝ গৃহ কাজ রাখি॥
দোঁহে হেরি ব্রজবালা, মেঘে যেন চাঁদমালা,
সকলে হলো বিভোলা আনন্দে সজল আঁখি। ২০৫৩॥

মোহিনী—আড়া।

যেমন মোহন শ্যাম তেমনি মোহিনী।
গলে গলে যুগলে কি ঘন পাশ সৌদামিনী॥
করে করে করধরা, রাস রসে নৃত্যপরা
শিব সংগোপিয়ে কায গায় তার মোহিনী॥ ২০৫৪॥

কীর্ত্তন ভাঙ্গা।

হরি নামে পাষাণ গলে, মাগো আমার কিসের ভয়?
যখন বস্‌বো গিয়ে পিতার কোলে, বল্‌বো হরি বাহু তুলে,
পিতাও আমার—ওমা,—হরিনামে যাবে ভুলে।
তুমিও আমার মা,—হরিও আমার মা,—
মায়ের কাছে বসবো হরি হরির কাছে বলবো মা॥ ২০৫৫।

টোরী ভৈরবী মিশ্র—যৎ।

আমি মত্ত থাকি মধুপানে মনের কথা বলি তাই।
আরতো ফিরে আস্‌বে না কানাই।
আমি বুঝালেম যত, রইল নীরব সে তত,
নিঠুর কে আর আছে তার মত,
কে কেমন আছে ব্রজে এলেম যদি দেখে যাই।
কি ভাবে আছে কানাই কব কেমনে, মনের কথা রাখে গোপনে,
কেবল দেখি রাধা নয়নে,
কানু রা—বলে আর ধুলায় পড়ে তেমন কানু আরত নাই॥ ২০৫৬।

মল্লারঝিঁঝিট—একতালা।

আয় রে আয় হরি বলে, বাহু তুলে নেচে আয়,
ডাকলে হরি রইতে নারে, রাখ্‌বে তোরে রাঙ্গা পায়।
কাজ কি আর ছার কামনা, হরি পদে প্রাণ সঁপনা,
হরি নাম কারু নয় মানা,—
হরি নামের গণে, হরি কেনে নামের গুণে তরে যায়॥ ২০৫৭॥

বাউলের সুর।

(মধুর) হরি নামের নাই তুলনা। (সদা হরি বল)
ও নামে মহাপাপী তরে গেল রে,
ও নামে অন্ধ অতুর তরে গেল রে,
ও নামে মরা মানুষ বেঁচে গেল রে ;
তবে অপার নামের মহিমা (সদা হরি বল)
ও নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল রে,
তারে যমদূতে ছুতে পেলে না। (সদা হরি বল)
যদি বিষয়েতে সুখ হত রে,
তবে লালাজি ফকিরি নিত না। (সদা হরি বল) ।২০৫৮।

দেশ মিশ্রিত—একতালা।

কেশব কুরু করুণা দীনে, কুঞ্জকাননচারী,
মাধব মনোমোহন, মোহন-মুরলী-ধারী।
ব্রজকিশোর, কালিয়হর, কাতর ভয়-ভঞ্জন,
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা,
রাধিকা-হৃদিরঞ্জন।
গোবর্দ্ধনধারণ, বন-কুসুম-ভূষণ,
দামোদর কংস দর্পহারী
শ্যাম রাস-রস-বিহারী ।২০০৯।

সিন্ধু—কাওয়ালী।

মন রে বিপদে ত্রাণ আর হলি নে।
বলিতে হরি তোর আর বলি নে।
তুই এ জনমে হরিপদ নলিনে স্থান নিলি নে।
যখন জঠরেতে ছিলি, দুঃখ পেয়ে বলেছিলি,
হরি ভুলে দুঃখ পেয়েছি আর ভুলি নে।
সব কার্য্য পরিহরি, এবার ভজিব হরি,
তবে এসে সে পথ তুই গেলি নে।
কুপথে ভ্রমণ সদাই কর মন,
সেই শমনদমন রাধারমণে মন দিলি নে। ২০৬০।

ঝিঁঝিট—আড়া।

মরণ সময়ে যেন পাই হে রাঙ্গা চরণ তরি,
প্রাণ সখা দিও দেখা হয়ে বাঁকা বংশীধারী,
দিনান্তে বদন ভরি, প্রাণান্তে বলি নাই হরি,
মদনমোহন ঠামে, আরাধ্য রাধিকা বামে,
এস হৃদয় বৃন্দাবনে, যুগল হেরে যেন মরি ॥ ২০৬১ ॥

মুলতান—একতালা।

তোমারি কারণে হরি সদা কাঁদে প্রাণ,
কোথায় হে দয়াল প্রভু দাও দরশন।
শুনেছি বেদ পুরাণে, কাঙ্গালেরি কান্না শুনে,
বাজের অধিক বাজে প্রাণে, ওহে ব্রহ্মসনাতন।
দুর্ব্বলেরি তুমি বল, যে ডাকে হে দাওহে কোল,
তবে কেন কর ছল করিতে করুণা দান ॥ ২০৬২ ॥

সিন্ধু—চৌতাল।

অনন্ত শয়ান, হের নারায়ণে
হের হের বিশ্ববাসিগণ।
পীতাম্বর হরি, মধুর মাধুরী
পদপাশে বিজলীবরণী ;
কিবা মোহনবেশে, কিবা মধুর হেসে,
হেরি হরি লীলার স্বপন ॥ ২০৬৩ ॥

জঙ্গলা—একতালা।

ওহে মাধব, শ্রীচরণে তব, এই মাত্র মম নিবেদন।
যেন শয়নে স্বপনে, ভোজনে ভ্রমণে, ও চরণে থাকে মন।
ওহে পীতবাস, ঘুচাও গর্ভবাস, দাসের পাপ কর বিমোচন।
ইন্দ্রিয়গণের পড়ে ইন্দ্রজালে, তোমারে ভুলনা হই যেন বিস্মরণ।
সুখ কি সম্ভোগ, চাইনা স্বর্গভোগ, নিষ্কর্ম্মে নাই আকিঞ্চন।
সদে দাস হয়ে থাকি, পদরজ মাখি, পদাম্বুজ করিব সেবন ॥ ২০৬৪ ॥

দেশমিশ্র—ঝাঁপতাল।

তোমার করুণা ভাবিয়ে হরি এসেছি তোমার দ্বারে হে,
তোমাতে সঁপিয়ে জীবন যৌবন, সংসার সাগরে ভাসি হে,
মূর্খে ধন দেও, নরকে ডুবাও, এ কেমন তব বিচার হে,
যারা অপরাধী, সদা সুরাপায়ী, এই কি ধনের গরিমা হে ।২০৬৫।

কীর্ত্তন।

তোর নাম রেখেছি হরিবোলা,
মনের সাধে ও আমার মন, খেলনা হরি নামের খেলা।
প্রেমে মেখে ভক্তি মাটী, গড় না হরির চরণ দুটি,
আর দুজনে সেই চরণে পড়িয়ে দি বনফুলের মালা। ২৯৬৬।

বাউল।

হরি বল, বলরে ভাই, আর বেলা নাই, এই বেলা চল নিস্তারের ঘাটে।
ছেড়ে সব খুট নাটি, দরগা আটী পড় গিয়ে চরণ নিকটে।
কেন মন কর দেরি, প্রাণের অরি, শমন এসে বাঁধবে কসে।
নিতাই দুই বাহু তুলে, আচণ্ডালে, ডাকছে রে সব পাপী জুটে।
পাপী তোর পাপের বোঝা দে আমারে, আমরা দু ভাই হলেম মুটে।
হলি মন কাণা খোঁড়া পথ চিন না, সোজা হবে যাওনা হেঁটে ।২০৬৭।

বাউলের সুর।

দেখ ভাই জলের বুদ্বুদ, কিবা অদ্ভুত দুনিয়ার সব আজব খেলা।
আজি কেউ পাদসা হয়ে, দোস্ত লয়ে, রং মহলে কর্‌চে খেলা।
কাল আবার সব হারায়ে, ফকির হয়ে সার করিছে গাছের তলা।
আজি কেউ ধন পরিবার, লোকের মাথার, মার্‌ছে জুতো এড়ি তোলা।
কাল আবার কোপীন পরে, টুক্‌নি ধরে কাঁধে ঝোলে ভিক্ষার ঝোলা।
আজ রে যেখানে সহর, কত নহর, রয়েছে সব বাজার মেলা।
কাল আবার তথায় নদী, নিরবধি, কর্‌ছে রে তরঙ্গ খেলা।
(কাঙ্গাল কয়) পাগ্‌সা ভজীর কাঙ্গাল ফকির;
সকলি ভাই ভোজের খেলা;
মন তুমি যা হও, ঠিক পথে রও, খোদাকে কর না হেলা। ২০৬৮।

কীর্ত্তন।

কানু পরশ মণি আমার। কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ,
নয়নের ভূষণ আমার সে রূপ দরশন,বদনের ভূষণ আমার সেরূপ গান,
হস্তের ভূষণ আমার। পদ সেবন, ভূষণ কি আর বাকি আছে, —
আমি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রহার পরিয়াছি গলে। ৮১৮।

কীর্ত্তন।

প্রাণ গৌরাঙ্গ হে, একবার এস গৌরাঙ্গ, প্রভু ওখানে দাঁড়ায়ে কেনহে
ও এস হে, আমার শচীর দুলাল, ও এস হে, আমার নদীয়ার চাঁদ,
তোমার ভক্তবৃন্দ সঙ্গেকরে হে, প্রিয় গদাধরকে সঙ্গে করে হে!
(আমি জ্বলে মলাম হে) (বিষয় জ্বালায়)
তোমার সীতানাথের সঙ্গে এস হে। ২০৬৯।

বাউলের সুর।

আমি অপরূপ রূপ সাগরের পারে,
ঐ ভুবনমোহন রূপে, পাগল করেছে আমারে।
আমার মন মানে না, আমার প্রাণ মানে না,
আমি আর যাব না আর যাব না আর যাব না ঘরে,
আমি কাঙ্গাল বেশে, ঘুরে দেশে দেশে,
আমি প্রেম-নগরে শেষ এসে পেয়েছি তাহারে।
কেঁদে পথিক বলে, ভেসে নয়ন জলে,
আমি প্রাণারামে রাখ্‌ব ভরে প্রাণের মাঝারে। ২০৭০।

পিলু—যৎ।

একদিন হায় এমন হবে, এ মুখে আর বলবে না,
এ হাতে আর ধরবে না এ চরণ আর চলবে না,
নাম কিয়ে ডাকবে সবে, শ্রবণে তা শুনবে না।
পুত্র মিত্রে জগত চিত্রে নেত্রে নিরখিবে না।
ভাল মন্দ কোন গন্ধ নাসিকাতে লবে না,
হবে সাঙ্গ, অবশাঙ্গ, সঙ্গে কিছুই যাবে না।
(তাই) এই বেলা ডাক, ডেকে নেরে, ডাক্‌তে সময় মিলবে না। ২০৭১।

সংকীর্ত্তন।

আমার গৌর নাচে,
নাচে সংকীর্ত্তনে, শ্রীবাস অঙ্গনে, ভক্তগণ সঙ্গে,
হরি বোল বলে বদনে গোরা, চায় গদাধর পানে।
গোরার অরুণ নয়নে (আমার গোরার)
বহিছে সঘনে প্রেম ধারা দেহ অঙ্গে,
(নাচে ভক্তগণ সঙ্গে) (আমার গৌর নাচে) ॥ ২০১২ ॥

নাচে রে শ্রীগৌরাঙ্গ আমার রাধা প্রেমে বলে হরি হরি,
উথলিল প্রেম সিন্ধু ব্রজলীলা মনে করি।
গোরা ক্ষণে বৃন্দাবন করিয়ে স্মরণ, ক্ষণে ক্ষণে বলে কোথায় প্রাণেশ্বরী ॥

রাধে গোবিন্দ বল, শ্রীরাধে গোবিন্দ বল।
রাধে রাধে রাধে বল, (নাম বল্‌তে বল্‌তে প্রাণ গেলেও ভাল।
থাকলেও ভাল)
রাধা নামে বাঁধ ভেলা, এড়াবি শমনের জ্বালা,
রাধা নামে সুধানিধি, পান কর নিরবধি,
রাধা রাধা বল মুখে, জনম যাইবে সুখে,
রাধা নাম বল সদা, যাবে তোর ভবের ক্ষুধা ॥ ২০১৩ ॥

সুরধনী তীরে হরি বলে কে রে, প্রেমদাতা নিতাই এসেছে ; (বুঝি)
আমার নিতাই এসেছে, আমার গৌর এসেছে,
(তা নৈলে প্রাণ জুড়াবে কিসে !)
নিতাই নৈলে প্রেম বিলাবে কে ?
(নিতাই নৈলে) (দয়াল নৈলে) ॥ ২০১৪ ॥

জেনে আয় মাধাই রে, নগরে কে যায় হরিবোল বলে।
খোঁড়া যাচ্ছে দৌড়ে দৌড়ে কানা যাচ্ছে পথ চিনে,
কত শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল হরিনামের গুণে,
কত অন্ধ আতুর তরে গেল এই হরিনামের গুণে,
এ নাম কে আনিল বনে ॥ ২০১৫ ॥

প্রেম ধন বিলায় গৌররায়, দয়াল নিতাই ডাকে, আয় আয় আয়,
শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।
আপনি পড়িয়ে নিতাই, বলে স'ম্লাল রে ভাই। (প্রেমের বন্যা এলরে)

আরে ও ব্রজের বালক, হরিনাম কোথায় ছিল, কে আনিল, (বল রে)
এ নাম তোদের মুখে শুন্তে ভাল। (বল রে)
নামের বর্ণে বর্ণে সুধাক্ষরে, (বল রে)
এ নাম গোলকে গোপনে ছিল, (বল রে)
হরিনাম কোথায় ছিল, কে আনিল, (বল রে)
এ নাম নিতাই ভিন্ন কেউ জানে না। (বল রে) । ২০৭৭।

হরি বল্‌ব আর মদন মোহন হের্‌বো, যাব ব্রজেন্দ্রপুর,
গোপীকার হব নূপুর, (গোপীকার শ্রীচরণে)
আমি শ্রীচরণে রুণু ঝুনু বাজ্‌বো।
তোমরা সব ব্রজবাসী পুরাও এই অভিলাষী,
আমি নিতুই নিতাইর শ্যামের বাঁশী শুন্‌বো। (শ্যামের বাঁশী)

গৌর প্রেম উথলিয়া যায় (রে) কে নিবি, প্রেম নিবি তোরা আয়।
উথলিয়া প্রেম-সিন্ধু, শান্তিপুর ডুবু ডুবু, (প্রেমে দশদিক ভাসায়)
প্রেমে নদে ভেসে যায় (রে)! ঢেউ এসে পাড় ভেঙ্গেছে,— ২০৭৯
ঢেউ লাগ্‌লো জীবের গায়।

শ্রীবাসের অঙ্গিনার মাঝে, আমার গৌর নাচে,
তোরা দেখ্‌বি যদি ত্বরায় আয়, দরশনের সময় বয়ে যায়।
নাচে হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলে (রে)
গৌর নিতাই নাচে, হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলে।
(আমার) গৌর নাচে রঙ্গে ভঙ্গে, নিতাই নাচে প্রেম-তরঙ্গে,
হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলে। (রে)
ও তার সঙ্গে নাচে ভক্তগণ, শ্রীরূপ স্বরূপ সনাতন,
নাচে হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলে। (রে) ২০৮০

বাউলের সুর।

সে এক রসিক পাগল, বাধালে গোল, নদের মাঝে দেখ্‌সে তোরা।
পাগলের সঙ্গে যাব, পাগল হব, হের্‌বো রসের নব গোরা।
নিতাই পাগল, গৌর পাগল, চৈতন্য পাগলের গোড়া॥
অদ্বৈত্য পাগল হয়ে, রসে ডুবে, প্রেম এনেছে জাহাজে পোরা।
ব্রহ্মা পাগল, বিষ্ণু পাগল, আর এক পাগল না দেয় ধরা;
কৈলাসের শিব পাগল, খেয়ে পাগল, সার করেছে ভাং ধুতুরা।
ওমীন পাগল, জোসেন পাগল, আর এক পাগল না দেয় ধরা,
তারা তিন পাগলে যুক্তি করে, মক্কায় একত্রে নমাজ পড়া।
যত সব বৈরাগী বৈষ্ণব, ভেক নিয়ে, নাম বাড়ালে বাউল নেড়া
গোঁসাই গোবিন্দের বচন, পাবি চরণ, জ্যান্তে মরা॥

আলাইয়া—যৎ।

(এবার) হরিপ্রেমানলে জ্বলে হব খাঁটি সোণা,
আপ্‌নার রূপে আপ্‌নি মজে, কর্‌ব প্রেম সাধনা।
ভক্তের পদযুগলে, নূপুর হয়ে নাচ্‌ব তালে,
বাজ্‌ব রুণু ঝুনু বোলে, মধুর বাজনা।
সোণার বরণ গৌর অঙ্গে, মিশে যাব প্রেমতরঙ্গে,
গৌরসঙ্গে হরিনাম করিব ঘোষণা॥

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে,
অপরূপ জ্যোতিঃ গৌরাঙ্গ মূরতি, দুনয়নে প্রেম বহে শতধারে।
গৌর মত্ত মাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়,
কভু লুটায়ে ধরায়, নয়নজলে ভাসে রে!
কাঁদে আর বলে হরি, স্বর্গ মর্ত্ত্য ভেদ করি, সিংহ রবে রে।
ইঁহার দন্তে তৃণ লয়ে, কৃতাঞ্জলি হয়ে, দাস্য-মুক্তি যাচেন দ্বারে দ্বারে।
কিবা মুড়ায়ে মাথার কেশ, ধরেছেন যোগীর বেশ,
দেখি ভক্তি ভাবাবেশ প্রাণ কেঁদে উঠে রে।
জীবের দুঃখে কাতর হয়ে, এলেন সন্ন্যাস ত্যজিয়ে, প্রেম বিলাতে রে
প্রেমদাসের বাঞ্ছা মনে শ্রীচৈতন্য চরণে,
দাস হয়ে সঙ্গে বেড়াই সুখে। ২০৮১॥

বাউল।

বাঁশের দোলাতে উঠে, কেহে বটে, শ্মশান ঘাটে যাচ্ছ চলে ?
সঙ্গে সব কাঠের ভরা (হায় কি দশা) সঙ্গে সব কাঠের ভরা,
লট বহরা, জাত বেহারার কাঁদে তুলে।
ঐ শুন ঘরে পরে, সবাই কাঁদে, ছেলেরা কাঁদে ব বা বলে
কোথা সে সব মমতা. (হায় রে দশা) কোথা সে সব মমতা,
কও না কথা, এখন কি তা ভুলে গেলে ?
ঘরে যে দিল্লি লাহোর, ঢাকা সহর, টাকা মোহর নিয়ে এলে :
খেতে না পয়সা সিকি, (হায় রে দশা) খেতে না পয়সা সিকি,
কও হে দেখি, তার কিছু কি সঙ্গে নিলে ?
রং বেরং সালের জোড়া, গাড়ি ঘোড়া, চেন ঘড়ি সব কোথায় খুলে,
হবে যে এমন দশা, (হায় কি দশা) হবে যে এমন দশা,
দশম দশা, জীবদ্দশায় ভুলে ছিলে।
শক্রতা প্রকাশিতে, যাদের সাতে, বলছে রে সেই সকলে ;
বলছে, ভাই ভালই হল, (ঐ দেখ সব) বলছে, ভাই ভালই হল,
আপদ গেল, হাড় জুড়োল এতকালে।
খেদে দীন বাউল কয়, এ সমুদয়, দেখে শুনেও লোক সকলে ;
একটী দিন এ ভাবনা, (হায় কি দশা) একটী দিন এ ভাবনা,
কেউ ভাবে না, বিষয়মদে থাকে ভুলে ॥ ২০৮২ ।

বাউল।

কোথা দীন দুঃখী তোরা, আয় রে ত্বরা, গৌরচাঁদের প্রেম বাজারে ;
হরিনাম মধুপুরী, (আয় রে তোরা) হরিনাম মধুপুরী, মিঠাইপুরী,
প্রেমের ঝুরী, খেয়ে যা রে।
যত সব যাচ্ছে দুখো, প্রেমের ভুখো, নিতাই আমার যতন করে,
যে যত পাচ্ছে খেতে, (দেখ সে তোরা) যে যত পাচ্ছে খেতে
ইচ্ছা মতে, ইচ্ছা পাতে বাঁকা ধরে।
দেখতে আনন্দ বাজার হাজার হাজার লোক ধেয়েছে নদেপুরে,
গেল সব মনের দ্বন্দ্ব, প্রেমের দ্বন্দ্ব, পূর্ণানন্দ ঘর বাহিরে।
আনন্দে মত্ত কিবা, (দেখ সে তোরা) আনন্দে মত্ত কিবা,
হায় রে শোভা দীন বাউলের হৃদমাঝারে ॥ ২০৮৩ ।

বাউলের সুর।

ঐ দেখ প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা,
হরি ভক্তসঙ্গে রসরঙ্গে, করিছেন কত খেলা।
কেহ লয়ে প্রেমের পসরা, বলে আয় রে ভাই, শুদ্ধ প্রেম,
প্রেম কে নিবি তোরা, কার অপরূপ সব ভাবের বিচিত্র রসলীলা।
কেহ হরি-ভক্তের সাজায়ে ডালি, দেখায় নানা ভাবকলি,
ভাবে হাসে কাঁদে, নাচে গায়, দেয় করতালি;
দুনয়নের জলে অঙ্গে ভাসে, প্রেমরসেতে মাতোয়ালা।
যোগী ঋষি তপোধন, তাঁরা ধ্যানেতে মগন,
পণ্ডিতেরা বেদমন্ত্র করে উচ্চারণ, আবার কর্ম্ম ভক্ত সেবায় রত,
ভাবনায় হয়ে ভোলা।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস,
তাতে দিয়ে নব রস রস কেহ বা বেলায় প্রেম কলসে কলস;
ডাকে কে নিবি আয়, প্রেমের ছবি ত্বরা করে এই বেলা।
...দাসের বড় সাধ মনরে হরি বলে ভিক্ষা করে ভক্তির দোকানে;
সাধু মহাজনের পাতের শেষ খেয়ে ঘুচাই জঠর জ্বালা। ২০৮৪॥

রামকেলী ভৈরবী— খাড়াঠেকা।

যে যার যে রূপ উদয় হয় মনে, সময়ে সে রূপের দেখা মিলে কই?
সদানন্দ রূপ, রূপেরি স্বরূপ, সে রূপ বিহনে সদানন্দ কই॥
আমার আঁখির বাসনা ঐ রূপ হেরি পলকে পলকে,
মনেরি বাসনা ঐ রূপ মনে মনে থাকে, রসনার বাসনা সদা
তারে ডাকে, শ্রবণের বাসনা শুনে শোনে কই।
অতি দূর কূল, আশা পারের পার, সে রূপ রহিল আশা পারাপার,
বিনে নাবিক তরী, কিসে পাব পার,
আশা পারাপারের নাবিক রৈল কৈ॥
অন্ধ মূক যেমন অগ্নি জলচয় কর্ম্মপাশে জীব সদা বদ্ধ রয়,
সে জন কেমন করয়ে দাহন, বুঝিবে কেমন কেবা আছে কই।
চিন্তামণি বলে কৃষ্ণকান্ত তোরে বলি এ বার ভবে এসে কেবল
কয়ে কয়ে গেলি, সকলি কাঁদালে, কাজে শূন্য হলি,
শ্রীরূপের চরণে স্মরণ নিলি কই॥ ২০৮৫॥

বাউল—একতালা।

আর কত দিন রবে, মা গো আঁধির ঘরে বসে আর।
না দেখিয়ে কেমন করে হিয়ে, ও মা আমায় দেখা দাও একবার
ও মা না চাহিতে দিচ্ছ তুমি আপনা হতে,
আমার প্রয়োজন যাতে, (মরি হায় রে)
লুকায়ে দাও দেখিনে চক্ষেতে, ও মা এই বড় দুখ আমার ॥
যেমন অন্ধ বালক মায়ের কোলে স্তনের দুগ্ধ খায়,
মাকে দেখিতে না পায়, (মরি হায় রে)
আমি সেইরূপ দেখিনে তোমায়, সদায় দেখিতে প্রাণ কাঁদে আমার।
ও মা অবোধ বালক কভু যদি আঁখি হাতে পায়,
ভুতে আপনায় ধরতে চায় (মরি হায় রে)
ধরতে আপনায় না পায় কেঁদে পড়ায়, মা সেই দশা হয়েছে আমার।
কাঙ্গাল বলে ভেঙ্গে মা আঁধির আড়াল,
একবার কোলে নে মাওয়াল (মরি হায় রে)
মায়ের স্বরূপ কেমন দেখুক কাঙ্গাল সে যে জনমে দেখে নাই মায় ॥

মনোহর সাই—লোফা।

দেখেছি রূপ সাগরে, মনের মানুষ কাঁচা সোনা,
তারে ধরি ধরি মনে করি, ধরতে গেলাম, আর পেলাম না।
বহু দিন ভাব তরঙ্গে, ভেসেছি কতই রঙ্গে,
সুজনের সঙ্গে হবে দেখা শুনা।
তারে আমার আমার মনে করি, আমার হয়ে আর হল না।
পথিক কয় ভেবনা রে, ডুবে যাও রূপ সাগরে,
বিরলে বসে কর যোগ সাধনা।
একবার ধরতে পেলে মনের মানুষ, ছেড়ে যেতে আর দিওনা ॥ ২০৮৬ ॥

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

যাচি হে হরি ও পদ-রাজীবে তব।
দেহি সুগতি সুমতি দেবী, সুখসম্পদ নব।
দেহ বিমল ভকতি, জ্ঞান মুকতি, বৈরাগ্য বিবেক ন্যায় সুকৃতি,
খণ্ডি পাপচয়, নাশ কালভয়, পার কর দীনে মোহময় ভব। ২০৮৭ ॥

রামকেলী ভৈরবী—আড়াঠেকা।

যারে মন, দিলে মন পাইতে পার তারে দিলে কৈ।
আমি হলেম আমার মত তার মনের মত হলেম কৈ॥
মনের আগুন মাপ জানে বল্‌ব কার কাছে,
এমন বুঝে, আগুন করে বারণ এমন বা কে আছে।
যে বুঝিবে মন তারি কৃপার ভাজন যোগ্য হলেম কৈ॥
দিলেম না মন রইলেম সদা বনিতা নিবাসে,
হল প্রায় কাল শেষ দেখ মন শেষ মন-শেষ মজেছে কি রসে,
যে দেশে গেলে আশা পোরে সে দেশে যাওয়া হলো কৈ॥
সাধু যে জন দিয়াছে মন হরি-চরণ পাশে
ও সে রসের পাথার, নিয়ে সাঁতার প্রেম-তরঙ্গে ভাসে;
এমন হয়েছে যে জন তার তুলনা আছে কৈ॥
দেখি ভেবে দিবে কবে, দেহ যায় দিন কি আছে,
চিন্তামণি বলে কাতরে দেখ কৃতান্ত তোর পাছে;
ঐ তোর আপন দোষে সব হারালি, আমার দেশে এলি কৈ॥ ২০৮৮॥

ললিত—আড়া খেমটা।

জানি হে জানি হে হরি, তুমি বিপদ-কাণ্ডারী।
তুমি যদি বধ প্রাণে, কি আছে উপায় তারি॥
যত আছে চরাচর সকলি তোমার কর।
ইন্দ্র চন্দ্র আদি হয়, ঐ চরণে আজ্ঞাকারী॥
আমি অতি মূঢ়মতি, কি জানি মিনতি স্তুতি;
তোমার চরণে গতি, এই ভিক্ষা মাগি হরি॥ ২৪৬৪॥

রামকেলী ভৈরবী—আড়াঠেকা।

অন্তিমের সে দিনের উপায় কি হবে।
দেহ ছেড়ে আত্মা-পাখী যবে উড়ে যাবে॥
ধমনী হইবে স্তব্ধ, কণ্ঠে ঘর ঘর শব্দ,
চক্ষু হবে দৃষ্টিহীন, চসমা পড়ে রবে;—
গৃহে রোদনের রোল, স্বজনের হরিবোল,
সবে বাক্য কবে, তুমি শুন্‌তে নাহি পাবে॥ ২০৮১॥

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

ভবের বাঁশবাজি করে, ও মন সাবধানেতে, যাও রে তরে।
পরমায়ু-দড়ির উপর পা ফেল রে ধীরে ধীরে,
কর অঙ্গ চালন, লোক ব্যবহার, বিচার-বাঁশটা করে ধরে।
কর্ত্তব্য কর্ম্মেতে নাচ, উৎসাহেতে বারে বার,
যেন মাথার কলসী ও রে মন—
যেন ধর্ম্ম-কলস যায় না পড়ে, পাপ-পিছলে পাটা সরে॥
আত্মারামের দোহাই দিয়ে, বাজিকর ঘুরে ফিরে,
ও মন এড়াবি মরণ-ভয়ে, ভেল্কি লাগবে শমনেরে॥ ২০৯০॥

ময়ূরপঙ্খীর সুর—খেমটা।

যায় মারা বাসনা জলে মন-তরি আমার, ভবকাণ্ডারী হে কর পার
হে লোভ-মেঘে, কুমতি ঝড়, হইয়ে সঞ্চার,
প্রবল ইন্দ্রিয়-ঢেউ করিছে বিস্তার, তাহে তরি টলে বারে বার।
হে স্বার্থরূপ-পাষাণ চড়াতে, ঝাড়য়ে আছাড়,
বারে বার ছেড়ে গেলে নৌকারি মাঝার, জল উঠে ছিদ্র দিয়ে তার
হে ভাঙ্গিল বিচার-হাল, ছিঁড়ে ধৈর্য্য-পাল,
পাপরূপ পাকনা জল ঘুরায় অনিবার, তাহে ভগ্ন তরি বাঁচা ভার॥
হে লোভ-কুম্ভীর ক্ষোভ-হাঙ্গর-আকার,
ধরি তরি অঙ্গ তারা করিছে আহার, হই সারা তাহে একবার॥
হে করুণা বাতাসে নাথ করে হে উদ্ধার,
ক্ষমা-কূল দেও প্রভু চরণে তোমার, ভবকাণ্ডারী হে কর পার॥২০৯১

ভৈরবী মিশ্র—একতালা।

প্রাণ ভরে আয় হরি বলি, নাচি আয় জগাই মাধাই,
মেরেছ বেশ করেছ হরি বলে নাচ ভাই।
বলরে হরিবোল, প্রেমিক হরি প্রেমে দিবে কোল,
তোলরে তোল, হরিনামের রোল।
পাওনি প্রেমের স্বাদ, ওরে হরিবোলে কাঁদ, হেরবি হৃদয়-চাঁদ,
ওরে প্রেমে তোদের নাম বিলাব, প্রেমে নিতাই ডাকে তাই॥ ২০৯

রামকেলী ভৈরবী—আড়াঠেকা।

জানি কার রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়ে ও গৌর হয়েছে।
তারে ধর্‌বে বলে, ঝাঁপ দিলে থাই পেলে না নদে উঠেছে॥
কারে জানি বাস্‌তো ভাল,'সে মনের মত ছিল,
সদা ওর মন'ছিল, সেই রূপের কাছে;
ও তার পেলে না বল, তাইতে বিকল, অন্তরে ওর দাগ লেগেছে॥
সদা ওর মন পুড়ে যায়, নয় স্থির ভ্রমে বেড়ায়;
তা'পেত প্রাণ শীতল হয় স্থান কোথায় আছে;
তার প্রেমানলে দগ্ধ হৃদয়, নয়নে নিশানা আছে।
নাইকো ওর দুখের অন্ত, হয়েছে পথশ্রান্ত,
সদা তার ভ্রান্ত নয়ন ঝরতে আছে;
কৃষ্ণকান্ত বলে শান্তি নাই তার, যাবজ্জীবন তাবৎ আছে॥ ২০১৩॥

কালাংড়া—খেমটা।

যদি চাস মন জগতের ভালবাসা পেতে।
খুলে দে রে প্রেমদ্বার জগত-মাঝেতে॥
বিতরি প্রেম-রতন, শাক্য যীশু চৈতন্য,
দেবতা বলিয়ে গণ্য, হলো ভূতলেতে॥
পরশিলে পরশমণি, লোহা সোণা হয় অমনি,
প্রবাদ-বচন শুনি, লোকেরি মুখেতে—
প্রেমমণি হৃদে যার, পরশেছে একবার,
রূপের কি হয় তার, তুলনা চাঁদেতে? ২০১৪।

বাউলের—সুর।

ওরে যার হবার হয়, তার প্রেম উথলে দুর্ব্বাঘাসে।
প্রহ্লাদ হ বলে নয়ন জলে ভাসে, হরিনামের হ বলে নয়ন জলে ভাসে
প্রেমে নদেবাসী গৌর ভুলাইল চোর, মাতাইল গৌর সেই বয়সে।
পরে বেলা গেল, বাসনার আগুন দ, তাই শুনে লালা আমার,
ওরে লালা আমার রল না দেশে।
কত কথা শুনি এখন, চেতে নাকো মন, (সদাই অচেতন মোহবশে)
আমার হয়েছে প্রাণ, আপনি পাষাণ ভেজে না সহস্র উপদেশে ॥২০১৫

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

বিপাকে পড়িয়ে হরি ভাব কার দ্বার।
অসহায় অন্ধকারে কে করে নিস্তার॥
তুমি পিতা তুমি মাতা, তুমি গুরু জ্ঞানদাতা,
তোমারই আশ্রিত আমি, তুমি হে ভরসা আমার।
মোহময় পাপ নাশি বিরাজ হৃদয়ে আসি,
আঁধার জগতে দীপ তুমি হে সবার॥
অন্তর বাহিরে যার, ভ্রমে রিপু দুর্নিবার,
কোথায় নিষ্কৃতি শান্তি সুখ তার অনিবার;
যাচি নাথ পদাশ্রয়, ত্রাহি ত্রাহি দয়াময়,
সংসারসঙ্কটে বিভু তোমারই চরণ সার। ২০১৬॥

ইমন—কাওয়ালী।

সুধামাখা নাম তোমার।
ঐ নাম যখন মনে পড়ে সুধাময় হয় হৃদয় আমার।
নাম ধরে যখন ডাকি, প্রেমানন্দে ঝরে আঁখি,
সুধাময় ব্রহ্মাণ্ড দেখি দেখি তোমার সুধার আধার।
প্রেম করে যে যা বলে, প্রেম সিন্ধু সেই তোমার নাম,
শ্যাম বলুক শ্যামা বলুক অথবা বলুক শিবরাম;—
যে জাত বলুক যে ভাষায়, বঞ্চিত হবে না সে আশায়,
সকল ভাষার গুরু তুমি, তোমার কাছে নাই জাত বিচার।
তোমার কি আর পিতা আছে নাম রেখেছে শিশুকালে,
সকলের পিতা তুমি সবাই পালিত তোমার কোলে,—
তোমার ভক্ত যে সেই তোমার পিতা, সেই তোমারি জন্মদাতা,
নাম রাখে সে মনের ভাবে, সেই ভাবে হও নবকুমার। ২০১৭॥

ভৈরবী মিশ্র—একতালা।

আমি প্রেমের ভিখারী, কে প্রেম বিলায় এ নদীয়ায়,
কে প্রেমের মাতাল, কে প্রেম ঢেলে দেয়, যে যত চায় তত পায়।
প্রাণে প্রাণে শুনে কথা, তাইতো আমি এলেম হেথা,
আমি দেশে দেশে বেড়াই ভেসে, ঠেকে গেছি প্রেমের দায়। ২০১৮

বদনের তুক্ক—ঠুংরী।

জয় নারায়ণ বিঘ্নবিনাশন, জয় মুরারি কেশব বিশ্বম্ভর বামন।
জয় কালীয়দমন, বিরাট ভীষণ, দেবকীনন্দন, দনুজদলন ;
জয় বিষ্ণু জগন্নাথ, রাম বিশ্বনাথ কংসদৈত্য নিপাত, মধুসূদন।
জয় গোবিন্দ রমেশ, কৃষ্ণ হৃষীকেশ, নটেন্দ্র সুরে , স্মরমোহন ;
জয় যজ্ঞেশ গোপাল মুকুন্দ নৃপাল ব্রহ্ম সুরপাল পীতবসন ॥
জয় গিরিচক্রধারী, বিপিনবিহারী, শার্ঙ্গ পাণি হরি খগবাহন ;
জয় শ্রীনন্দসুত যশোদাসুত, পরম পূত হাস্যবদন।
জয় বসুদেবজায়, ত্রিভঙ্গকায়, অদ্ভুতমায়, জগরচন ;
জয় কল্কি হলধর, নবরসসাগর, বুদ্ধ অবতার, লক্ষ্মীরমণ।
জয় কৌস্তুভভূষণ, শঙ্খধারণ, পূতনাঘাতন, কেশীমর্দ্দন ;
জয় শ্রীনাথ শ্রীবাস, জাহ্নবী প্রকাশ, পূর অভিলাষ, যাচি শরণ,
জয় স্থির পদ্মাসন, গরুড় কেতন, বিশ্ববিমোহন, গদাধারণ,
রোগ শোক ঘোর, নাশ কর মোর করি করযোড়, মাগি স্মরণ।২০৯৯।

খাম্বাজ—খেমটা।

জীব কেন রে অচৈতন্য।
দ্বৈত জ্ঞান ত্যজ, শ্রীঅদ্বৈত ভজ, নিতানন্দে মজো পাবে চৈতন্য
শ্রীবাস গদাধরের অতুল মাহাত্ম্য, প্রভু তুল্য কিন্তু নাহি প্রভুত্ব,
প্রভুতে দাসত্ব এই পঞ্চতত্ত্ব,
যে করেছে তত্ত্ব সেই তত্ত্বজ্ঞানী স্ব স্ব তত্ত্বে ধন্য।
প্রভুর প্রিয়োত্তম, জয় গোঁসাই গুণবন্ত,
দ্বাদশ গোপাল চৌষট্টি মহন্ত, সান্ত মহাদান্ত ;
ভক্তের আদি অন্ত, কে করবে অন্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জীব সামান্য
প্রভু শ্রীনিবাস, পূরাও অভিলাষ, ঘুচাও অভিলাষ,
হৃদয়ে কর বাস দেহ শ্রীপদে বাস ;
দাসের এই আশ্বাস, তব দাসের দাস, কর গোবিন্দ দাসের বাসনা পূর্ণ।

কোন ফুলের সৌরভ রে নিতাই, এনে জগত মাতালি রে।
গাছের নাম তার চম্পকলতা রে পাতার নাম তার হস;
ওরে, এক ডালে তার রসের কলি, আর এক ডালে প্রেম রে। ২১০১।

কীর্ত্তন।

শ্রীরাধার মন্দিরে রূপ কি হইল রে, কি হইল কি হইল কি হইল রে।
আট কোটরি নবম দশা, আঠার মোকামে,
ঐ যে দেহের মধ্যে আছে রূপ পাব কি সন্ধানে রে রূপ কি হইল রে
ডাইনে গঙ্গা বাঁয়ে যমুনা-মধ্যে ত্রিবেণী লহরী,
যেখানে বসিয়া দেখ অনঙ্গমঞ্জরী রে, রূপ কি হইল রে।
ভুবন ভরি গৌর বুলি মেলামিলি করে,
বিজুলি চটকে রূপ দেখ দুনয়নে রে, রূপ কি হইল রে।
নরোত্তম বাউলে বল, ফাঁড়িখানায় সুরে,
আমার দয়াল চাঁদের কৃপা হইলে অমূল্য ধন মিলে;—
রূপ কি হইল রে। ২১০২ ॥

বাউলের সুর।

আজ আমার প্রেমসাগরে, জীবন তরি ডুবে গেছে।
এ তরি ভাসবে না আর, ভাসবে না আর, মাঝ কোটাতে জল উঠেছে।
ডুবেছে জীবন-তরি উঠেছে তুফান ভারি,
তরঙ্গ দেখে অঙ্গ কাঁপিতেছে,
ভয় পেয়ে জ্ঞান কাণ্ডারী, দশজন দাঁড়ী, অবাক হয়ে বসে আছে।
যা কিছু বোঝাই ছিল, সকলি ভেসে গেল,
আমার সঙ্গে ছিল ছয়টা চাকর, সাঁতা দিয়ে পালাইয়াছে।
পথিক কয়, ভাল হল, মনরে তোর ভাগ্য ভাল,
আর কেন হাবার মত ভাবিস্ মিছে।
এখন ঝাঁপ দিয়ে পড় গুরু বলে, যা হবার তা হয়ে গেছে। ২১০৩।

কীর্ত্তন।

তোরা দেখ এসে রে নদেপুরে,
যাদের হরির নামে নয়ন ঝরে রে।
(তারা) দুভাই বহু ছুটেল, প্রেমে-গলে, নৃত্য করে রে।
(চেয়ে দেখরে নদের সাঁই)
তাদের আর কিছু নাই এ সংসারে, সে ধন বিনে রে। ২১০৪।

বাউল।

হরি নাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে, বল মাধাই মধুর স্বরে
নারদ ঋষি দিবানিশি বীণাস্বরে গান করে,
মন প্রাণ ঐক্য করে ডাক যশোদা-কুমারে।
(মাধাই তাও কি তুমি জান না রে)
হরি নামের গুণে, গহন বনে, মৃত তরু মুঞ্জরে,
হরি নামামৃত পান করিলে, ভাস্‌বে সুখের সাগরে।
(মাধাই তাও কি তুমি জাননা রে)
আমরা দু ভাই অশেষ পাপী বিখ্যাত এই সংসারে,
হরি নামের তরি ঘাটে বাঁধা, ডাক্‌লে নিতাই পার করে,
(মাধাই তাও কি তুমি জাননা রে) ২১০৫

কীর্ত্তন।

আমি ব্রজে যাব কোন পথে?
গুণের ভাই রে নিতাই, ব্রজের পথ চিনায়ে দে।
কবে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড, দরশ্‌বো দুনয়নেতে,
কবে মাধুপুরি মেগে খাব, ব্রজবাসীর ঘরেতে,
কবে তাপিত অঙ্গ শীতল হবে বংশী টের ছায়াতে।
আমি ব্রজে গিয়ে এই করিব,—ধূলা মাখিব অঙ্গেতে;
কবে রাধারাণীর দয়া হবে, যাব ব্রজপুরেতে ২১০৬।

হরি বল্‌ব আর চল্‌ব ব্রজের পথে রে, তোমরা বল, ও ভাই বল রে।
আজ সুধামাখা হরিনামে, আজ সুধামাখা (নামে কতই সুধা রে)
ব্রহ্মাণ্ড যাবে মেতে; আজ হরিনামের ধ্বজা লয়ে,
আজ হরিনামের (বিজয় নিশান ধরে রে) যাব দ্বারেতে দ্বারেতে।
সেই ব্রহ্মার দুর্লভ নাম, সেই ব্রহ্মার, (নামের কি মহিমা রে)
দুর্লভ নাম এল পাপী তরাতে। ২১০৭

ব্রজে যাই রে গুণের ভাই, নিতাই চল্ চল্ চল্ ব্রজে যাই।
(আমরা দুভাই ব্রজে যাই) ব্রজে গিয়ে মাধুকরি মেগে খাই।
(চল্ চল চল্ ব্রজে যাই)
ওরে, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, কবে হেরবো দুনয়নে।
(চল্ চল্ চল্ ব্রজে যাই।) ।২১০৮

গৌর চল্লো ব্রজনগরে, জয় রাধে শ্রীরাধার নাম লয়ে।
গোরার মুড়ো মাথা, ছেঁড়া কাঁথা, করঙ্গ নিয়ে করে,
(হেদে গো নদেবাসী) জয় রাধে শ্রীরাধার নাম লয়ে;
(গৌর চল্লো ব্রজনগরে)
গোরা যারে দেখে, গোরা তারে পুছে, মথুরা বৃন্দাবন কত দূরে।
(হেদে গো নদেবাসী)
তাপিত অঙ্গ শীতল হবে বংশীবটের ছায়াতে,
(জয় রাধে শ্রীরাধের নাম লয়ে।)
ওরে চিনি না, চিনায় দেরে, ব্রজে যাব কোন পথে!
(জয় রাধে শ্রীরাধার নাম লয়ে) ॥ ২১০৯

মনের আনন্দে হরিগুণ গাও, গাওরে আনন্দে হরিগুণ গাও;
একবার গাও রে আনন্দময় নাম, এ নাম বদন ভরে গাও,
হরিনাম বদন ভরে গাও।
এ নাম দিনান্তে নিশান্তে গাও রে, সদা সর্ব্বক্ষণে গাও
হরিনাম সর্ব্বক্ষণে গাও।
এ নাম শয়নে স্বপনে গাও রে, হরিনাম যথা তথা গাও,
হরিনাম যথা তথা গাও, এ নাম নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে,
গেয়ে জগৎ মাতাও, নামে জগৎ মাতাও।
এ নাম গাইতে গাইতে পারে (সংসারের দুর্গম পথেরে)
আনন্দে চলে যাও। ২১১০

তোরা কে নিবি লুটে লুটে নে, নিতাই চাঁদের প্রেমের বাজারে।
প্রেমের কর্ত্তা শ্রীচৈতন্য, পাত্র হইল নিত্যানন্দ,
মুন্সিগিরি দিল অদ্বৈতারে।
ওরে হরিদাস পাঞ্জাবী হয়ে প্রেম বিলাচ্চে নগরে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যারে ভাবে নিরন্তর, ধ্যান করিয়ে না পাইল যাহারে
ওরে নারদমুনি মগ্ন হয়ে বীণা যন্ত্রে গান করে।
(নিতাই চাঁদের প্রেমের বাজারে) রূপ সনাতন দুভাই আসি,
প্রেম বাজারে বসি, আনন্দেতে বেচা কেনা করে;
ওরে রাং দস্তা ফেলে, সোণা নিতেছে ওজন করে। ২১১১

কি প্রেমধন গৌর এনেছে এ নদিয়ায় রে,
ওরে, কলসে কলসে লুটে, তবু না ফুরায় রে।
নদীয়ার নাগরী যত জল আনতে যায় রে;
(ওরে) কাঁকের কলসী থুয়ে, গৌর পানে চায় রে!
গৌর নিতাই দুটী ভাই, নাচে আর গায় রে,
কুল ডুবায়ে উঠলো ঢেউ, লাগলো জীবের গায় রে।
গৌর বলে, নিত্যানন্দ তুমি গুণের ভাই রে,
ওরে, তুমি থাক মায়ের কোলে, আমি ব্রজে যাই রে। ২১১২

হরি নাম সুধা সিন্ধুনীরে, ভাসিয়ে দে দেহ তরি হরি বলে রে।
ও তার যাবার সময়, কত রত্ন কুড়াইবি রে,
ও তার কূলে পড়ে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ রে॥
ও ভাই সে অর্ণব, নিরবধি সুখময় রে,
ও তায় ব্রহ্ম আদি দেবগণে সুখে বিহরে।
নবচন্দ্রোড় বলে ভাই চল সত্বরে,
ও তোর ভক্তিকুম্ভ লয়ে চল, সুধা আনি রে। ২১১৩

বাউল সুর।

মনের মানুষ খুজিয়া বেড়াই, পাই না তার অন্বেষণ
মনের মানুষ বিনে রাত্রি দিনে, (গো) আমার ঝরে দুনয়ন॥
মনের মানুষ যদি পাব, হৃদকমলে বসাইব,
নয়ন জলে ধোয়াব চরণ।
(ওগো) প্রেম-সুধা নিধি দিয়া (গো) তারে করাব ভোজন
মনের মানুষ পাবার লাগি শিব হয়েছে সর্ব্বত্যাগী,
করে সে শ্মশানেগমন (গো (ওগো) সে অধর ধরা যায় না ধরা,
তারে ধর্চ্চে গোপীগণ॥
নের মানুষ কোথায় পাব, পেলে মনের কথা কব, জুড়াব তাপিত জীবন
আমার দেহ আত্মা মন, প্রাণ গো তারে করবো সমর্পণ।
মনের মানুষ শচীর শচীর গোড়া, নদেতে পড়েছে ধরা,
করে তার করঙ্গ ধারণ,
(গো) দ্বিজ গঙ্গাধর কয়, গুরুর পদে (গো) যেন থাকে আমার মন॥২১১৪

কেদারা—আড়াঠেকা।

বাকি কি রেখেছ দিতে, ওহে করুণার আধার,
খুলিয়ে দিয়েছ নাথ, সুধার ভাণ্ডার।
দিলে দেহ, দিলে মন, দিলে আত্মা, জ্ঞান ধন,
দিলে হে প্রেম-ভূষণ সকল রতন সার।
চির সুখ সাধিবারে, দিলে আপনারে,
কে আছে হে এ সংসারে, তোমা সম দাতা আর। ২১১৫

কে আমার ডাকে বিদেশী সাধু, মধুর ভাষে যেতে স্বদেশে!
আমার ধন মান পরিজন কাজ নাই গৃহ বাস!
আমি অভাগা দীন পরাধীন, আছি রোগে শোকে,
পাপে তাপে, পিতা মাতা হীন।
কবে যাবে জ্বালা, প্রাণ জুড়াবে, হৃদে পেয়ে প্রাণেশে?—
আর কত দিন এই আঁধারে পড়ে, থাক্‌ব বিদেশেতে একাকী,
সেই মায়ের কোল ছেড়ে।
আর ফিরাব না পাষাণ মনে, জননীরে নিরাশে।
এবার পাইলে সে হারাণ রতন, রাখব মন্দের সাথে, হৃদে গেঁথে,
করিয়ে যতন, যাবে জন্মদুঃখীর সকল দুঃখ, প্রেমবারি পরশে।২১১৬

হরি বলে আমার গৌর নাচে,
নাচে রে অদ্বৈত আমার হেমগিরির মাঝে।
(ভাবে ভোর হয়ে আমার গৌর নাচে রে)
হরিবোল বলে আমার গৌর নাচে রে)
অরুণ নয়নে ধারা প্রেমে ঢুলু ঢুলু আঁখি ভোর,
গোরার রাঙ্গা পায়ে সোণার নূপুর রুণু ঝুনু বাজে।
(আমার গৌর নাচে)
থেকো রে বাপ নরহরি, গৌরচাঁদের কাছে,
গোরার রাধারসের গড়া তনু, ধূলায় পড়ে আছে।
(নদের কঠিন মাটি রে) ।২১১৭

বাউলের সুর।

এ জীবনের নাইরে আশা, কর শ্রীগুরু চরণ ভরসা।
দেহের গৌরব কর মিছে, নিশ্বাসের কি বিশ্বাস আছে,
কাল শমনে জাল পেতেছে, ভাঙ্গবে রে তোর সুখের বাসা।
ভাই বন্ধু দারাসুত, কেবল পথের পরিচিত,
যখন প্রাণ হবে গত, কে তোরে করবে জিজ্ঞাসা।
আপন আপন বল যারে, কেউ তো সঙ্গে যাবে নারে,
চারি জনাতে কাঁধে করে, নদীর কূলে দিবে বাসা।
গোঁসাই সদানন্দে বলে, গুরুর কৃপা না হইলে,
গুরু ভজন হইল নারে কেবল ভবে যাওয়া আসা। ২১১৮

বাউলের সুর।

গুরুদয়াল হইবে হবে কি, আমি যে ভক্তিহীন।
গুরু দয়াল বটে সত্য, আমি হইলেম কুপদার্থ, হয়েছি পদার্থ বিহীন।
আমার গুরু দয়াল বটে সত্য, আমি নিজে যে কঠিন;
ওগো আমি মম-কূলে নয়ন জলে চরণ ভজলাম না একদিন,
যদি ভজতেম গুরুপদে, তবে থাকতেম নিরাপদে, বিপদে হইত শুভদিন,
(ওগো) জন্মাবধি গেল না আমার মনের মলিন।
কোনদিনও রইলাম না শান্তে, শ্রীগুরুর চরণ চিন্তে, চিন্তায় গেল রাত্রদিন
ওগো আমি বিষম-জ্বালায় জ্বলে মলেম, সোণার তনু হইল ক্ষীণ। ২১১৯

ইমন কল্যাণ—চৌতাল।

তুহি ভজ ভজরে মন কৃষ্ণবাসুদেব;
পরম নাম পরম পুরুষ পরমেশ্বর নারায়ণ।
যুগে যুগে জপতপ করে ব্রহ্মা, দেবনারদ মুনি বশিষ্ঠ সনকাদি,
সুখশুক সুর গাওত ধাওত অষ্ট জাম, পর হেরাও ত পরায়ণ;
ধর মুরারে বামন পদ্মনাভ চক্রপানি মধুসূদন পরমানন্দ বনোয়ারি,
বংশীধারি গদাধর গরুড়বাহন,
কেশব ভক্তবৎ ভগবান, প্রভু দীন তানসেনকা নারায়ন। ২১২০।

আলেয়া বিভাস—একতালা।

স্বপনে, মন যে কেমন মানুষ রতন দেখিয়াছে।
সে যে, অধর মানুষ দেয় না ধরা, ধরিতে মন হার মেনেছে॥
হাওয়ায় আসে, হাওয়ায় বসে, হাওয়ায় মজে আপন রসে,
হাওয়ার মাঝে লুকায়ে সে বিরাজিছে।
তারে ধরে ধ'র ধরতে নারে, মন অ মার পাগল হয়েছে॥
দূর হতে মোহন বেশে, কখন বা কাছে এসে, অপরূপ হেসে ডাকিতেছে
যে তার ডাক শুনেছে, সেই মজেছে, আপনার সে হারায়েছে॥
সে মানুষ ধর্‌বে বলে, গেল সব বনে চলে,
তেতালায় পবন রুধে বসে বসে আছে।
তবু না পেয়ে তত্ত্ব, তাদের চিত্ত, ভেবে ভেবে মারা গেছে॥
মন তুমি ভাব বৃথা, সে তো নয় কথা,
কলে বলে কে কোথায় তাঁরে পাইয়াছে—
পরিব্রাজক বলে প্রেম বিনা সে কার কাছে ধরা দিয়াছে॥ ২১২১

বাউলের—সুর।

চাল দিয়ে মুড়ি খাওয়া নয়, মানুষ উড়তে গেলে মরতে হয়।
যেমন তিলে তৈল দুগ্ধে ঘৃত, বপু তেমনি আলোময়॥
(আর) ইক্ষুদণ্ড, বিতে দণ্ডে রস পেয়েছে কে কোথায়।
যে বুঝেছে সে মজেছে, সে তো কভু যেন্ত নয়,
আর আমার কর্ম্ম মন্ত্রায় বুঝে জীবে কি তার খবর পায়॥২১২২

বাউলের সুর কীর্ত্তন।

তরী লেগেছে ঘাটে; তথাতে জীব ভব-সঙ্কটে।
অটল তরণী তায় কাণ্ডারী হরি,
যত পাতকী পার কর্‌তে এবার এনেছে তরী;
কর কাঙ্গালে পার, দলে রে একবার,
অমনি দীনবন্ধু, করেন ভবসিন্ধু করেন তারে পার;
একবার হরি বলে (বাহু তুলে) চলের কূলে,
কে যাবি পার আয়রে ছুটে॥ ২১২৩

কীর্ত্তন।

গৌরাঙ্গ রূপে প্রাণ নিলোগো নিলো, নয়ন ভুলিয়ে রইলো।
সইগো চল যাই যমুনার ঘাটে যে ঘাটে গৌরাঙ্গ গো মিলে,
(সইগো) রূপের দিগে চাইতে চাইতে নয়ন নিলো।
সইগো দালান কোঠা যত ছিল সকলি গৌরাঙ্গ গো নিলো,
ওগো সকল ধন থুয়ে আমার পরাণ নিলো।
(প্রাণ নিলো গো নিলো) সইগো কুলমান যত ছিল,
সকলি গৌরাঙ্গ গো নিলো (ওগো সকল ধন থুয়ে আমার পরাণ নিলো।
সই গো কুলের মুখে দিয়ে ছাই চলগো চলো;
ওগো লোকের মাঝে কলঙ্কিনী আমারে
কর্‌লো প্রাণ নিলগো নিলো। ২১২৪॥

কীর্ত্তন।

ওহে সংসার বাসনা আমার মনে নাই,
আমার ডোর কৌপীন দেও ভারতী গোসাই।
ওরে জগাই মাধাই পাপী ছিলরে, তারা হরির নামে তরে যায়।
(আমায় ডোর, কৌপীন দেও ভারতী গোসাই)
দুয়াল গুরু কেশ মুড়ায়ে, করঙ্গ হাতে রে ব্রজের পথে চলে যাই।
শচী কেঁদে বলে কোথায় আমার প্রাণের নিমাই দেখা দেওরে আমায়
তাপিত প্রাণ জুড়াই, গোসাই দেও আমারে এই উপদেশ,
বসন ছেড়ে কৌপীন পরে, লব কাঙ্গাল বেশ। ২১২৫॥

কীর্ত্তন।

ডোব দেরে মন গৌর প্রেমনীরে।
কত স্বর্ণ পাবি সেই অম্বুপুরে।
যেয়ে সেই নদীর তীরে, এক বৃক্ষ উপরে
আরে স্বর্ণে জড়িতে লতা পাতার আর ফুলে;
গাছে ধরিবে এক রত্ন ও তার রসেতে ভরা,
তারে ধরি ধরি মনে করি ও পেলেম না ধরা।
ও সে অধরটারকে ধর্ত্তে গেলে, প্রাণ থাকিতে মিত্তে মরা॥ ২১২৬॥

কীর্ত্তন।

আয় নাগরী দেখে যা তোরা এসেছে এক সোণার মানুষ
গৌরবরণ মনোহরা, অঙ্গে দিয়ে নামাবলী,
মাথে নিয়ে প্রেমের ডালি, কক্ষে আছে ভিক্ষার ঝুলি ডোর কোপীন পর
মুখে হরি হরি বলি, নাচে দুই বাহু তুলি, আবার বার বার বলি,
দুনয়নে বহে ধারা। ডোর কৌপীন অভিলাষী কেহ কয় নবীন সন্ন্যাসী
চরণতলে কোটী শশী উদয় হয় আসি, বদনেতে মৃদু হাসি,
লাজে লুকায় গগন-শশী, ঘেরে আছে অনেক তারা।
কিবা শোভা কালশশী ত্রিভঙ্গললিত অঙ্গে সদারসে প্রেমতরঙ্গে,
জপের মালা হাতে আছে ধূলায় ধূসরা। কুলরঙ্গিণী পেয়ে রঙ্গ,
করে কত রঙ্গ ভঙ্গ করেতে নিয়ে করঙ্গ, কেঁদে কেঁদে হয় বিভোরা।
কিবা নাসা কিবা তিলক, কিবা নয়ন কিবা পলক,
কিবা রূপে দিচ্ছে ঝলক, না যায় পাসরা,
কিবা বদন কিবা শ্রবণ, বচনে ভুলায় ত্রিভুবন, বলে গোসাই চাঁদ,
হেরতে পারি নাগরী গো, হেরে পাবি কূল কিনারা ॥২১২৭॥

কীর্ত্তন।

তোরা দেখে যাগো রসে মাখা গৌরবরণ।
ও তোরা দেখে যাগো দেখে যাগো, মরি রূপের বালাই লয়ে,
দেখলে পাগল হবি তোরা।
রাধার ভাব অঙ্গে করি, অবতীর্ণ নদেপুরী,
সবে বলে হরি হরি করঙ্গ করেছে ধারণ।
গৌর আমার শুধু গৌর নয় গো একা, অন্তরে ত্রিভঙ্গ বাঁকা
রাই রূপে আছে ঝাপা, চিহ্ন অঙ্গে ওগো ধনি নয়ন বাঁকা নয়ন ॥২১২৮

কীর্ত্তন।

নাম জানিনা গৌরবরণ নবীন সন্ন্যাসী (ও ব্রজবাসী)
রাধা রাধা রাধা বলে রাধাকুণ্ডের তীরে বসি;
বাঁকা নয়ন চিহ্ন আছে, কেবল নাই তার চূড়া বাঁশী,
মোদের কালাচাঁদের মতন তেমনি গো চাঁদমুখের হাসি। ২১২৯॥

কীর্ত্তন।

শচীর উক্তি।

আমার নিমাই কেন রাধাবলেই কেঁদে উঠে।

নিমাই ত্যজিয়ে রাজবরণ, করেছে কৌপীন ধারণ (তোরা দেখগো)

আরও কি জানি আছে আমার ললাটে।

যেমন দশরথ প্রাণে মৈল সেই দশা আমার হইল, (তোমরা দেখগো)

রাণী কৌশল্যার দশা বুঝি আমার ঘটে,

ওরে নিমাই তোর কি দয়া নাইরে, মা বলে ডেকে একবার আয়রে

একবার কোলে করি। যেমন শ্রীরাম যায় বনান্তরে, দশরথ প্রাণে মরে

তোমরা দেখ গো আরও কি জানি লেখেছে বিধি আমার ললাটে। ২১৩০

কীর্ত্তন।

ওরে মন আর মানে না ধনি। অহা মরি! গৌরহরি বলে হরি।

(নাগরীগো) বলে হরি হরিধ্বনি মনোহর বেশ ভূষণ,

হেরিলে জুড়ায় নয়ন, অঙ্গে পরা অরুণ বসন সুচন্দ্র জিনি।

তাহে গৌর সোণারবরণ, শোভে তাহে রূপের কিরণ,

মেঘে আচ্ছাদিত গগণ খেলে যেমন, (নাগরীগো) সৌদামিনী।

ভানু যখন অস্তে চলে, আমি ত যাইগো জলে,

গৌরাঙ্গ দাড়ায়েছিল সে নদীর কূলে চেয়েছিলাম ঘোমটা তুলে,

অমনি নয়ন গেল ভুলে, গৃহে যেতে মন না চলে।

পাইলাম ভাল নাগরী গো প্রাণসজনি। ২১৩১।

কীর্ত্তন।

গৌর গৌর বলে ঝরে দুটি আঁখি। দুটি আঁখি গো নাগরী।

কি ক্ষেণে জল ভরিতে গেলাম সুরধুনীর তীরে,

সইলো যেন দেখি গৌর আমার ভাসে ফিরে ঘাটে লো।

সুরধুনীর কূলে যাইতে উচ উচ মাটা গো সই

ভাঙ্গিল কাঁকের কলসী, গৌরময় দেখিগো (নাগরী)

শোন শোন প্রাণ সই গো কইগো মনের কথা,

সইগো গৌরচাঁদকে কোলে নিলে ঘুচিবে মনের ব্যথা গো। ২১৩২।

কীর্ত্তন।

কনক কুমুদ দেহের মাধুরী সকলি রসের কূপ।
হিয়ার মাঝারে জাগিয়া রহিল গৌরাঙ্গচাঁদের রূপ।
চন্দনে চর্চ্চিত শ্রীঅঙ্গ ভূষিত, গলায় মালতির মালা,
আমরা যতেক রমণী চলি সুরধুনী করিয়ে জলের ছলা।
ইন্দ্রনিলমণি জিনিয়ে দামিনী, এমনি হেরিলাম তায়,
হেলিয়া দুলিয়া রঙ্গিয়া ভঙ্গিয়া পর প লইয়া যায়।
গৌরাঙ্গ হেরিয়া দুকুল মজিল এখন করিব কি,
কহে নরহরি এরূপ মাধুরী হৃদয়ে ভরিয়েছি। ২১৩৩।

কীর্ত্তন।

এত কি কপালে আছে গো আমার হেরিব গৌরাঙ্গ নিধিরে।
(ওগো) আমি অভাগিনী, চির পরাধিনী,
গৌর চিন্তামণি যেন ঠেলো না আমারে।
য দুঃখেতে আমি পরেরি ঘর করি,
দীঘল নিশ্বাস ভয়ে ছাড়িতে না পারি,
যদি মুখ তুলি চাই, কলঙ্কে ডুবাই,
তবু যদি পাই মনের দুখ যায় দূরে।
যে দিন শুনিলাম ষড়ভুজ দে াইল, যে দিন শুনিলাম
পশু গাধা উদ্ধারিল, যে দিন হতে মম প্রাণ বিকায়েছি তারে।
দীন নরোত্তম বলে এবার আশা রইল মনে,
প্রবর্ত্ত ত ন া জন্মিল কেনে; দেখতে সবে গেলি দুপায়েতে ঠেলি
কেন নাহি নিলি মেরে স জের নগরে। ২১৩৪।

কীর্ত্তন।

আমার গৌর নিতাই জগৎ ডুবাইল যে কোন কলে।
ওরে জগৎ ডুবাইল রে আমার প্রাণ হরে নিল রে।
ঐ আশমানে গাছের শিকড়, পাতালে তার মূল,
ওরে হাত নাই বেটা পাড়ে রে, মুখ নাই বেটা খায়,
ঐ গাছের নাম চম্পকলতা, লতার এই রীত,
ওরে ডাল ছাড়া কলিরে ধরে কলিছাড়া ফুল রে। ২১৩৫।

কীর্ত্তন।

কৃষ্ণকান্ত পাঠকের—সুর।

গৌর প্রেম সিন্ধু নীরে বাঞ্ছা ক'রে যে ডুবেছে।
ও সে অকূলের কূল পাবে বলে কুলেতে কালী দিয়াছে।
ঘুরে বেড়ায় দেশ বিদেশে, সদা সে মগ্ন আছে প্রেমরসে,
ও তার নাইকো দেশ, বলে রাধা সুধাপানে মত্ত আছে।
নাহি তার ভাল মন্দ নাহি সুখের সম্বন্ধ
মুখেতে বলে জয় রাধে গোবিন্দ, ও তার আশ্রয়রূপ সহজ স্বরূপ,
সেইরূপ নেহার কর্ত্তে আছে (দেখ নাগরী)॥ ২১০৬॥

কীর্ত্তন।

কাঁচা সোণার বরণ গৌর হরি অনেক সন্ন্যাসীর সাথে
তোমরা কি কেউ দেখছ যেতে।
হরি বোল হরি বোল হরি বো'লে হরি বলতে বলতে
তোরা কি কেউ দেখেছ যেতে।
ভাবে নাচে ভাবে গায়, ভাবে গড়াগড়ি যায় সে তো বাউলের প্রায়।
নামের মালা দুলছে গলে নামাবলী শ্রীঅঙ্গেতে।
শয়ন মন্দিরে ছিল নিশাভাগে কোথা গেল হায় কি হইল,
নগরবাসী দেখগো তোরা গৌরচাঁদ কোন পথে গেছে।
চাঁচর কেশ ভরে নবীন বয়েস, হরি নামে বড় আবেশ বৈষ্ণবেতে,
ঘরে বিষ্ণুপ্রিয়া ধূলায় পড়ি কাঁদিতেছে॥ ২১০৭॥

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

হায় আজি কেন হেন হেরিলাম কুস্বপন,
যোগী সেজে তাতে যায় মেন যাদুধন।
সে যেন সঙ্কেত করে কি বলিবে বংশী স্বরে,
লয়ে গেল বিশ্বম্ভরে, আমাকে করে বঞ্চন।
কি দেখিনু অমঙ্গল, করে দণ্ড কমণ্ডলু,
আঁখি ছুটা ছল ছল বিভূতি ভস্মভূষণ।
নির্দ্দয় হইয়ে মোরে, যেন গেল দেশান্তরে,
আর না ফিরিবে ঘরে, বলিল বাক্য দারুণ॥২১০৮॥

ভাটিয়াল—সুর।

ভবের বাজার ভেঙ্গে গেলরে মন আমার।
ও তুই ভবের হাটে কি করিলি বেপার॥
খোদা যখন সুধাইবে, তুই তখন কি জবাব দিবে,
শাস্তি হলে কি ভস্তে পাবে দেলকী দুনিয়ার॥
লেরকা লেরকি কবিলা খসম্ কেউত মনরে নয়রে আপন,
একা আলি একা যাবি ভোজের বাজি এ সংসার॥
যদি করতে চাইস্ ক্তে, তবে চল ধরমপথে,
খোদাতাল্লার কুদরনে খএর হবে তোর এবার॥ ২১৩৯॥

লগ্নি—ছপকা।

আমার গৌর যে সব যন্ত্রণা মনে জানে প্রাণে জানে,
অন্যে সে দুঃখ জানে গো না। (আমার গৌর বিনে)
গৌর পাবার মনে বাসনা, আমি গৃহ ছেড়ে গৌর পেলেম না,
আমার একূল সেকূল দুকূল গেল, (হেদে গো নবনাগরী গো)
আমি কোথায় যাব বল গো না।
গৌররূপে নয়ন দিওনা নয়ন দিলে পরে ফিরে পাবে না।
একবার গৌর রূপে নয়ন দিলে (হেদে গো নবনাগরী গো)
কুলমান কিছু রবে গো না॥ ২১৪০॥

কামদ—চৌতাল।

মধুসূদন মদনমোহন, মাধব বহুরূপী, তুহি অব্যয়রূপ পতিতপাবন
দীনবন্ধু জগন্নাথ দামোদর দর্পহারী দেবেশ,
দেবপাল, দারিদ্র্য-দুঃখ-ভঞ্জন।
মহাভাগ বেগবান অমিতাশন বাবস্থান,
সাধুগতি সর্ব্বদর্শী বিমুক্তাত্মা সর্ব্বজ্ঞান।
বৎসর বৎসল বৎসী রত্নগর্ভ ধনেশ্বর,
গাওয়ত মূঢ়পামর তুহি হো কৃপানিধান॥ ২১৪১॥

কীর্ত্তন।

গৌর প্রেম সিন্ধুনীরে ডুবলে এবার দেখবি তারে।
সহযোগেতে পূর্ণ ভগবান আছে গো বিরজার পারে।
প্রেমময় সে জগৎ জোড়া, সহজ মানুষ রসে ভরা,
অধরচাঁদ রসিকের মন চোরা,
ও তার চলাচল ভিতর বাহিরে ত্রিবেণীতে উজান ধরে।
কল্লোল তরঙ্গ তাহে সপ্তনদী বেড়া, বহে ধরা সুধামৃত সুর সারা,
কত মণিমুক্তা অমূল্য ধন, পড়ে আছে থরে থরে॥
সে মানুষ আছে আড়ে, দ্বিদলে বিহার করে,
সদা তার বারামখানা মূলাধারে।
মানুষ ধরবি যদি নিরবধি, সদা থাক জ্যোতি নেহারে।
গোসাঁই গুরু প্রসাদ বলে, ভুলনা মন মায়া জালে,
অসাধনে দিন গেলে সেধন পাবি কেমন করে। ২১৪২।

সিন্ধু খাম্বাজ—একতালা।

আজ প্রাণে সপ্তসুধা ঢেলে দিল।
হরি নাম মোহন মন্ত্র নিতাই আমার কাণে দিল।
এ সংসার গেলামরে ভু'লে
মদের নেশা স'য়ে ছিলাম, নাম আমায় পাগল কৈল।
যার নামে হৃদয় শিহরে, যার নামে নয়ন ঝরে,
সেই কাঁচা সোণার বরণ প্রেমের মানুষ কাছে এল।
যেচে আমায় কোল দিল॥ ২১৪৩।

বাহার—কাশ্মিরী খেমটা।

হরি হরি হরি বল বদন ভ'রে।
বল, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ—কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
প্রেমের মূরতি হরি, রাখরে হৃদয়ে ভরি,
ডাক, হরে রাম হরে রাম—রাম রাম হরে হরে।
হরে মুরারে, মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ—মুকুন্দ সৌরে। ২১৪৪।

রামকেলী ভৈরবী—আড়াঠেকা।

প্রেমের দাগ মাখা রাগ অন্তরে যা'র তার তুলনা কৈ।
নয়ন মন তার কাছে সে বিনে প্রাণ বাঁচে কৈ ॥
আছে কিনা আছে যেন এ দেহে জীবন,
ও তার মনে মনে রূপের সনে হয়েছে মিলন।
মন করে আকর্ষণ সেইরূপ ছায়া তার নয়ন কৈ ॥
ঘুচেছে তার লৌকিক আচার বিচার লোকের মাঝে,
ও তার হৃদয় মাঝে প্রেমের প্রচার সদয় আছে কাযে,
ঐ হাহাকার এ ভবে তার সে বিনে কে আছে কৈ ॥
লেগেছে দাগ দাগের মত তব অনুরাগে,
ও তার রাগের কারণ মনের কাছে দিন যামিনী জাগে,
সেরূপ রাখে অন্তরে ভাইরে লোকের কাছে বলে কৈ ॥
গোঁসাই চিন্তামণি কয় তোর ছিল না কপালে,
কান্তরে তুই মানব জনম কাটালি বিফলে :
হারালি দিন এখনো রাগের অনুগত হলি কৈ ॥ ২১৪৫ ॥

আড়া—খেমটা।

চ'লে চ'লে গোরা হরিগুণ গায়।
আসিয়া বৃন্দাবনে নাচে গোরা রায় ॥
বৃন্দাবনের তরুলতা, প্রেমে কয় হরি কথা,
নিকুঞ্জের পাখীগুলি হরিনাম শুনায়।
গোরা বলে হরি হরি, শুক (ও) বলে হরি হরি,
মুখে মুখে শুকশারী হরিনাম গায়।
হরি নামে মত্ত হয়ে হরিণ আসিয়াছে ধেয়ে,
ময়ূর ময়ূরী প্রেমে, নাচিয়া খেলায়।
প্রাণে হরি, ধ্যানে হরি, হরি বলে বদন ভরি,
হরির নাম গেয়ে গেয়ে রসে গলে যায়।
আসিয়া যমুনার কূলে, নাচে হরি হরি বলে,
যমুনা উথলে এসে চরণ ধোয়ায় ॥ ২১৪৬ ॥

কীর্ত্তন।

তোরা দেখে যা এক রসের মানুষ এলো নদীয়ায়।
তার রসে তনু ডগমগ, তার পরশেতে অঙ্গ জুড়ায়। (এলো নদীয়ায়)
অঙ্গতে ত্রিভঙ্গ বাঁকা, গৌররূপে অঙ্গ ঢাকা, দেখা যায় দুনয়ন বাঁকা
ও সে রাধা রাধা রাধা বলে, দুই নয়ন জলে ভেসে যায়।
(এলো নদীয়ায়) ভাবের মূর্ত্তি রসের ভরা, ও সে প্রেমময় সে
জগৎজোড়া; হেরিলে সেরূপ না যায় ধরা;
এলো প্রেমের মানুষ নাই কোন দুখ দুই বাহু তুলে নেচে বেড়ায়।
(এলো নদীয়ায়) বিরজা ব্রহ্মাণ্ডপরে, রত্নবেদীর উপরে,
যে মানুষ বিহার করে, ও সে মানুষ এলো নদেপুরে
যারে ব্রহ্মা আদি ধ্যানে না পায়, নয়ন গেল রূপ সাগরে,
ও তার কুলমানে কি করে, রহিতে না পারি ঘরে,
আমার সকল আশে দূরে গেল আমি স্মরণ নিলাম ঐ রাঙা পায়। ২১৪৭

মালকোষ—আড়া।

কূলেতে দাঁড়ায়ে রৈলাম পার কর, হেদে হে ও সুন্দর নেয়ে
পার করহে, প্রচণ্ডতাপে তাপিততনু ওহে করুণা নয়নে চেয়ে।
পার করহে আমরা দাঁড়ায়ে রৈলাম কূলে।
ত্বরায় আসিয়া রহিলাম বসিয়া, একি, পার হব বিকি গেলে।
কি চাও কি চাও কি চাও বলিয়া, না শুন অবলা বোলে।
সেকারণে বলি, ত্বরায় আইলে, বেতন ভাল মিলে। ২১৪৮।

খাম্বাজ—একতালা।

হরি হে আমার এই বাসনা।
নয়ন ভরি সদা হেরিব শ্রীরাধা কেলেসোণা।
মনচোরা রাখালবেশে, প্রাণের কাছে দাঁড়াও এসে,
এ হৃদয় হউক কদমতলা অশ্রুধারা হউক যমুনা।
বাজায়ে কুলনাশা বাঁশী, ব্রজের খেলা খেলাও আসি,
এ দেহ হউক ব্রজের মাটী, এ প্রাণ হউক ব্রজাঙ্গনা।
শ্যাম-কলঙ্ক অলঙ্কারে, চাহি আমি সাজিবারে,
ধরম করম ছেড়ে চাহি, করিবারে প্রেম সাধনা। ২১৪৯।

(তেওট—মহড়া)

কেন সদয়ে নিদয় হলে রাধারঞ্জন! কোথা যাও হরি,
শূন্য করি শ্রীবৃন্দাবন ? তুমি ব্রজের ধন, গতি মতি ঐ শ্রীচরণ!
কেন প্রতিকূল গোকুলে, কি দোষে নিদয় হলে দয়াময়,
দিয়ে অকূলে গোপকুল বিসর্জ্জন!

(ঐ খাদ)

ব্রজনাথহে! কারে সঁপে যাবে তোমার গোপীগণ।

(ধামাল—ফুকা।)

রথ রাখ রাখ দীনবন্ধু হরি!
আমরা যত গোপীগণ, জুড়াব নয়ন, বারেক শ্রীমুখ চন্দ্র হেরি!

(তেওট—ঐ)

ব্রজের বিভব কি দোষ মাধব, ত্যজিবে এখন বলনা হে?
স্বপনে জানিনে, কভু মনে, এ সুখেতে বঞ্চিত হব?

(একতালা—ঐ)

তবে কি সাধ জীবনে, কৃষ্ণ তোমা বিনে এ যাতনা, সহিব কেমনে?

(তেওট—মেলতা)

রাধার খেদে বিদরে ধরা। নয়নে বহে ধারা! মলিনা স্বর্ণলতা মনোদুখে।
পড়ে ভূতলে আছে দেখ অচেতন। ২১৫০ ॥

কীর্ত্তন।

সই নবদ্বীপের মাঝে গো সোণার এক মানুষ এসেছে।
সোণার মানুষ নদে এনে প্রেমধন বিলাইছে গো। (নবনাগরী গো,
যখন আমি ঘোমটা টেনে আড় নয়নে দেখলাম গো।
বলে বলুক কলঙ্কিনী যার মনে যা লয় গো,
সই গো আমার মনে লাগ ছে ভাল শচীর দুলাল গোরা গো।
নিতাই নাচে গোরা নাচে, শ্রীবাস গো। (ও নবনাগরী গো।
এ যে শান্তিপুরের বুড় গোঁসাই হেলে দুলে নাচে গো।
নাচিতে নাচিতে গোরা নগরদিয়ে যায় গো,
(ওগো) তখন আমি ঘোমটা টেনে দেখে এলাম তায় গো। ২১৫১।

বিষ্ণুপ্রিয়ার উক্তি।

আমি যাবন' সজনি ঘরে যাবনা, ওগো তোরা সবে যা ॥
আমি কি ক্ষেণে জল, ও জল ভরতে এলাম,
গৌর রূপ দেখিয়ে ভুলে রইলেম, (যাবনা সজনি ঘরে যাবনা)
আমার একে গউর, গউর কাঁচা সোণা, তাহে কে মিশালে গোরচনা
তোরা বলিস্ বলিস্ গুরুজনার কাছে (সজনিগো)
সেবার দাসী তার সঙ্গে গেছে।
আমার একে গউর, গ র রাসবিহারী, সে যে কখন পুরুষ কখন নারী।
আমি এ ছার কুলে কুলে কালি দিয়ে, আমি গৌর কুলে কুল মিশাব।
(যাবনা সজনি ঘরে যাবনা)
আমার মন লে ঐরূপ দেখে আসি আমার প্রাণ বলে হইগে দাসী,
যেমন মিনের অরি অবি কুম্ভিরিণী, তেমন আমার অরি ননদিনী।
আমি যখন নয়ন, নয়ন মুদে থাকি, আমি অন্তরে গৌর রূপ দেখি,
(যাবনা সজনি ঘরে যাবনা) ॥ ২১৫২ ॥

তোমরা কেহে খঞ্জন-নয়নী।
যাবে কোথা কোন কাজে, এহেন বিনোদ সাজে, বল বল বলনা ভাই শুনি
কেহই সে হই মোরা, ত ণী অ নহে ত্বরা, কাজে কাজে চিনিবে এখনি,
না বুঝে করি পার, এ নয় আমার ভার, হইবা পার আপনারে জানি,
তোমরা ডাকিছ সুখে, আমার তরণী পড়েছে পাকে,
আপনা সামালি আগে আনি ॥ ২১৫৩ ॥

লুম খাম্বাজ — কাশ্মিরী খেমটা।

লুট নিবি কে আয়, গৌর নিতাই অমিয়া বিলায়।
গৌরচাঁদ সুধার আধার নিতাইচাঁদ নাশে অন্ধকার,
অঙ্গে অঙ্গে মিশি দুটি চাঁদ এসে উদয় হয়েছে ধরায়।
জগাই মাধাই অমিয়া পেল, মদমাতালে প্রেম মাতাল হৈল,
আরো কত পাপী তাপীরে—সুধা পেলে চাঁদের করুণায় ॥ ২১৫৪ ॥

ভীম পলাশী—একতালা।

(কেও) দেখেছে কি গোরাকে আমার।
এই পথে যেতে হরি ব'লে বার বার।
সদা হরি হরি বলে, ভেসে যায় নয়ন জলে,
ধূলায় পড়ে ঢ'লে ঢ'লে, ধ'রে রাখা ভার।
স কীর্ত্তন শুনিলে পরে, এক তিল না রহে ঘরে,
ছুটে ছুটে যায় দৌড়ে, নারি রাখিবার।
বসেনা মায়ের কাছে, ফিরে নিতাইর কাছে কাছে,
না হেরে তার চাঁদ মুখ, কাঁদি অনিবার।
দুখিনীর নয়ন তারা ননীর পুতুলি গোরা,
এক পল না দেখিলে জগত আঁধার ॥ ২১৫৫ ॥

বাউলের সুর।

গৌর আমায় কর ভবে পার,
আমি দুরাচার ভজন জানিনা তোমার।
গৌর তোমার নামের বলে, সলিলে ভাসে শিলে,
সেই বলে দিয়েছি সাঁতার।
আমি অকূলে ডুবিয়ে ম'লে, হবে কলঙ্ক তোমার॥
ভবকূলে অকূলতরী, তাহে আমার জীর্ণতরী,
কি হবে ভাবি অনিবার;
আমি যে দিক প্রসারি আঁখি, দেখি সে দিক অন্ধকার।
পুরাণে শুনেছি বাণী, পতিতের বন্ধু তুমি, অজামিল করেছ উদ্ধার
গঙ্গাধরের এই বাসনা ভবে যেন আর আসিনা, যন্ত্রণা সয় না বারে বার
আমি মরি যেন হরি বলে (গো), জনম হয়না যেন আর॥ ২১৫৬।

কীর্ত্তন।

কুলের গৌরব কল্লে পরে মিলবে না গো গৌরমণি
ও পাড়ে চৈতন্যের খেয়ানি।
গুরুর নাম মহামন্ত্র জীবের তরণী।
ও সে তো ধনী মানী পার করে না পার করে কাঙ্গালিনী॥ ২১৫৭॥

কীর্ত্তন।

আমি আর মেলবনা গো আঁখি।
নয়নে হেরিয়ে গৌর হৃদয়ে এনেছি। (সখি)
সজনি ক যতনে, পেয়েছি গৌর রতনে,
এতদিনে বিচ্ছেদকে দিয়েছি ফাঁকী।
গোরা নব শশধরে, পেয়েছি বহুদিন পরে,
মন প্রাণ চকোরি গো সখি।
গৌর রূপ লাবণ্য রাশি, হেরেছে গো যে রূপসী;
হিয়ার মাঝে জাগে দিবানিশি।
নয়নে আনিয়ে যারে, রেখেছি হৃদয় মন্দিরে,
মেলে নয়ন পুনঃ সে ধন হারাব কি
গৌর আমার কুলমান গৌর জীবন যৌবন,
গৌর আমার প্রাণ ধন সখি।
দীনভানু চন্দ্রে বলে, গৌরচন্দ্র সই যারে মিলে,
কুলমান ভাসায়ে জলে, হই বিবেকী। ২১৫৮ ॥

কীর্ত্তন।

মন না জানিয়ে যে জন সই সর্পের লেজ ধর্ত্তে চায়।
ও সে যে গৌর কাঁটা বিষম লেঠা বসলে শমন দায় ॥
প্রেমসর্প উঠেবে যখন ছোপ মেরেছে আমারি মাথায়,
ও আমার বিষে অঙ্গ জড় জড়, ঝেড়ে কি করিবে ওঝায়।
প্রেম প্রেম সবে বলে, প্রেমের জন্ম হলো রে কোথায়,
কোন প্রেমেতে মরণ জিয়ন, কোন প্রেমে বৈকুণ্ঠে যায় ॥ ২১৫৯ ॥

কীর্ত্তন।

একদিন এসে নদেপুরে ভাসাইলো প্রেমরসে আর কি গৌর
আসবে গো দেশে। কোথাকার ভারতী এসে কিবা মন্ত্র দিল গো;
মন্ত্র পেয়ে নিমাই চাঁদ সন্ন্যাসী হইল গো। (আমার প্রাণ নিল গো)
ব্রজে ছিল কানাই বলাই, তারা আইলো আইলো গো,
ব্রজগোপীর প্রেমধার ঠেকে রইলো গো। (আমার প্রাণ নিলগো) ॥ ২১৬০ ॥

কীর্ত্তন।

ও সজনি আমার এই হলো চাঁদ গৌর হেরে, আগে তার মন না জেনে
আগে তার প্রেম না জেনে, কেনে নয়ন দিলাম তারে,
নয়ন গেল রূপের ঘরে, আর নয়ন এলোনা ফিরে, ও সজনি আমার
সকলি কপালে করে নৈলে কি গৌরাঙ্গ এসে দাঁড়াবে জাহ্নবীর তীরে।
ও সজনি আমার সংসারেতে সুখ নাইরে, জ্বালার উপর এত জ্বালা,
কে কত সহিতে পারে, ও সজনি আমার মনের দুঃখ প্রাণে জানে,
গৌর বিনে মনের দুঃখ অন্যে সে দুখ জানবে কেনে।
(ও সজনি) আমার মনের দুঃখ বিপিন বলে,
এবার আমি মরি বাঁচি ঝাঁপে দিব গৌরাঙ্গ বলে। ২১৬১।

কীর্ত্তন।

ভাবের আর অন্ত পাইলাম না, ও চাঁদ গৌর কি গৌর হে।
গৌর যারে দয়া করে, আঁধার ঘরে মাণিক জ্বলেরে
ও তোর দেহের মধ্যে ছয়জন রিপু কার কথা কেও শোনে না,
গোসাই সনাতনে বলে, চরণ ভজ সত্ত্ব করেছে।
আমি যার চরণ ভজিতে গো এলাম তার ঠিকানা পাইলাম না।
গৌরময় সকল দেখি, ওরে গৌররূপ দেখিতে যেদিকে ফিরাই আঁখি,
(ওরে কৃষ্ণরূপ দেখিতে) দণ্ডে দণ্ডে তিলেক তিলেক
গৌরচাঁদকে না দেখি (ও নাগরী)
(ওরে) গৌরচাঁদকে না দেখিলে, জিয়ন্তে মরে থাকি।
গৌরচাঁদ জগতের চাঁদ সে চাঁদের তুলনা কি (ও নাগরী)
আরে গৌরচাঁদকে না দেখিলে জুড়ায় না মোর দুই আঁখি ॥২১৬২॥

কীর্ত্তন

ধূলায় পদচিহ্ন রয়েছে; ঐ পথে গৌরাঙ্গ গিয়েছে।
দেখ শচী মাতা, বিষ্ণুপ্রিয়াগো, (ও) দুটি নয়ন জলে ভাসতেছে।
গৌর যারে দেখে আপন কাছে, ওগো তারে হরির নাম যাচে,
গৌর বামাবেশে নদে এসেগো, দুটি বাহু তুলে নাচতেছে। ২১৬৩ ॥

কীর্ত্তন।

গুরু যে ধন দিয়াছে তোরে—সুর।

ও প্রাণসখি কিরূপ দেখে এলেম জাহ্নবীর তীরে।
হেরিয়ে গৌরাঙ্গরূপ আমার নয়ন না এলো ফিরে।
প্রেমভাণ্ড নিয়ে করে, গৌর ভেসে যায় নয়ন নীরে,
(হরি বলে) উচ্চরবে শুনে নাম ধ্বনি;
আমার মন চলেনা গৃহে যেতে।
আমি রব ঐ চরণ ধরে, রূপেতে নয়ন পিয়াসে,
নারি সইতে নারী আমি, এখন কি ধন নিয়ে রব ঘরে। ২১৬৪॥

কীর্ত্তন।

তুমি এসো গৌর পতিত পাবন: দয়া করে দেওহে শ্রীচরণ।
(ও) তোমার নিতাই অদ্বৈত সঙ্গে লয়ে এস কর নাম সংকীর্ত্তন।
(ও) তোমার ছয় গোস্বামী সঙ্গে লয়ে—এসে কর নাম সংকীর্ত্তন।
তোমার ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লয়ে—এসে কর নাম সংকীর্ত্তন।
তোমার ছয় মঞ্জরী সঙ্গে লয়ে—এসে কর নাম সংকীর্ত্তন।
তোমার অষ্ট সখি সঙ্গে লয়ে—এসে কর নাম সংকীর্ত্তন।
তোমার শ্রীরাধিকা সঙ্গে লয়ে—এসে কর নাম সংকীর্ত্তন।
আমার শ্রীরাধার দোহাই লাগে—এসে কর নাম সংকীর্ত্তন॥ ২১৬৫॥

কীর্ত্তন।

কৃষ্ণকান্ত পাঠকের সুর।

আজ মোরা জল ভরিতে দেখে আসলাম নবীন গোরা।
সে তো হাসে কাঁদে নাচে গায়, থাকে সদা বাউল পারা।
কিবা তার অঙ্গ ভঙ্গী, কিবা তার সঙ্গ সঙ্গী, কিবা তার রঙ্গ
শ্রীভাব নেহারা: সে তো গোপী ভাবে সদা মগ্ন দশম দশায় মাতোয়ারা
তিলেক নাহি বিচ্ছেদ, কখন কখন হয় সন্ধি বিচ্ছেদ,
কখন কখন ছাড়ে বিধি বেদ সৃষ্টি ছাড়া।
জ্ঞানানন্দ বলে ধর্ত্তে গেলে হতে হবে জিয়ন্তে মরা॥ ২১৬৬॥

কীর্ত্তন।

আমার প্রাণ কান্দে গৌরাঙ্গ বলে ধৈরয না মানে,
ধৈরয না মানে প্রাণে, নিষেধ না মানে।
আমি নারী হয়ে কতই সইলেম (ও নাগরি) গলে যেতো ভলে পাষাণে
আমি কি জন্য জল ভর্ত্তে গেলাম (ওগো ও নাগরি) ভুলে রলেম ভঙ্গীপানে
আমি আর বাবনা মনে করি (ওহে ও নাগরি)
তবু কি জানি সন্ধানে টানে (ধৈরয না মানে) ॥ ২১৬৭ ॥

কীর্ত্তন।

চৈতন্য দুটী ভাই আমার আগরে এসো নিতাই।
(এসো ওহে দয়াল নিতাই)
আমি ভয় পেয়ে তোমাকে ডাকি নিতাই।
তোমার শ্রীরাধিকার দোহাই লাগে নিতাই এস হে এস দয়াল নিতাই
তুমি আসিলে আনন্দ হবে নিতাই (এস ওহে দয়াল নিতাই)
তোমার ভক্তবৃন্দ সঙ্গে করে নিতাই।
আমি অধম বালক, ডাকি নিতাই। ২১৬৮।

কীর্ত্তন।

ও পালা পালারে শমন এই দেশে চাঁদ গৌর এলো।
গৌর এলো, নিতাই এলো, সঙ্গে রামানন্দ এলো।
হরিদাস চৌকীদার তোরে গ্রেপ্তার কর্ত্তে এলো।
ও তোর যে দেশেতে হরির নাম নাই সেই দেশে তোর যাওয়া ভাল।
(ওরে) শান্তিপুরের ষ্যাড়া বাউল তারাই গৌর এনেছিল ॥ ২১৬৯ ॥

কীর্ত্তন।

ও তোরা দেখ্‌বি যদি আয় গো আর আমার সঙ্গে আয়।
রমণীর মনচোরা গৌর উদয় নদীয়ায়, আমি দেখেছিলাম রূপমাধুরী।
কটাক্ষতে মনচুরি করিল আমার, ও কুলের গৌরব রবেনা গো,
(সজনীগো) গৃহে থাকা হলো ভার।
আমি গিয়াছিলাম সুরধুনী, কর্ণে শুনি হরিধ্বনি, ও ধ্বনি শুনা যায়।
চরণে নূপুরধ্বনি, রুনু ঝুনু বাজিছে গোরার রাঙ্গা পায় ॥ ২১৭০ ॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

অই দেখ রেল-রোডের কল। ভব-পথে করছে চলাচল।
কোথা জেমস্ ওয়েটের বুদ্ধি, এর অদ্ভুত এম্নি কৌশল।
উদর বয়লারেতে জম্‌ছে বাষ্প, দিয়ে অন্ন আগুন জল॥
আহারাদি কয়লার গাদি, পড়ছে তাহা অবিরল।
ভাঙ্গা ফুটো সারা, অয়েল করা ডাক্তারের কাজ কেবল॥
সম্মুখেতে লণ্ঠন তার চক্ষু দুটী সমুজ্জ্বল।
ঐ যে শ্বাস পানে, হচ্ছে কলের, সংঘর্ষ তানি অবিরল॥
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা যত, প্রহরী রয় প্রতিপল।
ধর্ম্ম জ্ঞান গার্ড, কাম ক্রোধ, এ গাড়ীর আরোহীদল॥
লকমটিভ্ ডিপার্টমেণ্ট এর, জননীর গর্ভস্থল।
আফিস, বাড়ী, বাগান হয় ষ্টেশন করিতে এ কল শীতল॥
জন্ম মৃত্যু টার্মিনাস্ দুই, ড্রাইভার তায় মন প্রবল।
যাহার সদ্‌গুণে, দীন জানে, দ্বন্দ্ব কলিশন কবল॥ ২১৭১॥

বাউলের সুর—একতালা।

এ ঘোর ভব-সাগরের জলে। বসে আছে জেলে জাল ফেলে।
এ যে জগৎ-বেড়ে, ধর্‌লো বেড়ে জগতের জীব এককালে॥
এ জালে নাহি কারু পরিত্রাণ;
যত, বোয়াল কাতলা, ছোট চিতল যুচবে সবার প্রাণ।
ও তোর পুঁটী জীবন, আর কতক্ষণ বাঁচবি ডুবী টান দিলে॥
যে ছয় বেটা সেই জেলের অধীন॥
তারা খুঁজে খুঁজে, জালের মাঝে আনছে যত মীন।
জেলে, সকল জানে যা যেখানে, রয় না চাপা লুকালে।
যাদের কিছু সাধন-বল আছে,
তারা ছিঁড়ে ফুটে, এ জাল কেটে পালিয়ে গেছে।
ও তোর কোথায় সে বল, আরো কেবল,
বাঁধিয়ে নিলি ফাঁস গলে॥ বিপদ-কালে ঘটে রে জঞ্জাল,
এ দীন বাউল বলে কলেবলে কাটল না রে জাল।
ও সেই কাল-নিবারণ হরির চরণ, কর স্মরণ এই কালে॥ ২১৭২॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

ফকিরী করবি পারবি রে মন;
ছেড়ে সব খুঁটিনাটি ময়লা মাটি, খাঁটি হবি রূপচাঁদি যেমন।
ফকিরী নয় সামান্য, হতে হয় দীনদৈন্য, আদর্শ শ্রীচৈতন্য কররে দর্শন।
পার যদি তেমনি করে, ডুবিতে প্রেমসাগরে,
পাবে অমূল্য নিধি, পরমতত্ত্ব মুক্তিধন॥ ২১১৩॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন মাঝি তোর ভাঙ্গা তরী কিনারে ভিড়াইয়া ধর।
নায়ের মাঝি যেজন, তারা কেহ নয় আপন,
ছয় জনাতে ঠেকা মারে, গুণ টানে দশজন॥
আলেক মাঝি ডাক দিয়ে বলে, হাল কাঁটা ফিরাইয়া ধর।
নায়ের বান ছুটিল, নায়ের আকন মরিল,
পাপপুণ্যে ভরা তরি ভারি হইল।
অনেক মাঝি ডাক দিয়া বলে, গুরুর নামটি স্মরণ কর॥ ২১১৪॥

বাউলের সুর—একতালা।

চল ভাই আর দেরি নাই ঐ টিকিটের ঘণ্টা হল।
ত্বরায় যাই ষ্টেশনে দেখে শুনে তলপী তোল॥
প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে যত বলছে টাইম হল।
হুড় হুড় হুড় আসছে গাড়ী, হুড়োহুড়ি লাগল ভাল॥
ঝোলা ব্যাগে যাচ্ছে বেগে, যারা আগে টিকিট পেল;
কেউ বা যেতে টিকিট বিনে, পোলিসম্যানে চালান দিল॥
কত জন কচ্ছে রোদন হে গোবিন্দ একি হল;
কি দিয়ে কর্বো টিকিট হায় কে পকেট কেটে নিল॥
দীন দুঃখী দেখে টিকিট মাষ্টার যারে সদয় ছিল;
বিনে মূলে অনায়াসে, পাস পেয়ে সে পালিয়ে গেল॥
দীন বাউল ঐ সাথিলে, দলে মিলে টিকিট পেল;
হরি হরি কও সকলে, চারি দিকে অলরাইট হল॥ ২১১৫॥

বাউলের সুর—একতালা।

আর কি এবার ভাবনা রে আছে। নথী ফুল বেঞ্চে পেশ হয়েছে।
ওরে লোয়ার কোটের হুকুম কেটে রে, আছে যে সহায় আমার পাছে॥
যারে মাল মহলের কলেক্টর ম্যানেজার,
করে, জবরদখল, সোণার মহল, করে ছারেখার।
দিল মিথ্যে সাক্ষ্য ছয় বিপক্ষ রে, তাইতে অন্যায় ডিক্রী পেয়েছে॥
এবার সদর আপীল করেছি দাখিল;
আপনি গ্রাউণ্ড লিখে, দিলেন দেখে, শ্রীশ্রীনাথ উকীল।
করেন মিত্র জজে, বিচার মিছে রে,
কিসের ব্যারিষ্টার আর তার কাছে॥
হাকিম, দীনদরিদ্র, জানেন আমারে;
দয়াল নাম যে প্রকার, নালিশ এবার চোলবে পাপরে।
ও সে যে আদালৎ বুঝবে হালৎ রে, আমার স্বয়ংসাক্ষী রয়েছে॥
আছে সব প্রিপেয়ার নৈরে আর বাস্তু;
তুকে আনবো মহল, করে দখল, সত্ত্ব সাব্যস্ত।
প্রীবি, কৌন্সিলের সে নজীর এনে রে, আমার তমাদি দোষ কেটেছে।
বলে দীন বাউলে ভাবছো কি রে মন,
এবার গবর্ণমেণ্ট আপীলাণ্ট, নাই তোমার মোচন।
বমাল খরচার দাবী, পয়মাল হবি রে,
আবার দয়েমাল চাজ্জ রয়েছে॥ ২১৭৬॥

দেশমিশ্রিত—একতালা।

কার ভাবে গৌরবেশে জুড়ালে হে প্রাণ।
প্রেমসাগরে উঠলো তুফান, থাকবে না আর কুলমান।
(মন মজালে গৌর হে)
ব্রজমাঝে রাখাল সাজে চরালে গোধন,
ধবৃলে করে মোহন বাঁশী মজলো গোপীর মন,
ধরে গোবর্দ্ধন, রাখলে বৃন্দাবন,
(আবার) মানের দায়ে ধরে গোপীর পায়ে ভেসে গেল চাঁদ বয়ান।
মন মজালে গৌর হে॥ ১৭৭॥

বাউলের সুর—একতালা।

কেন দাবা খেল্‌তে এলি বল। ক্রমে, ক্রমে যে তোর এলো বল
কিছু না জেনে চাল, হলি বেচাল রে, ও তোর বিপক্ষ হল প্রবল
যে তুই বড়ের লোভে চালি দুই ঘোড়া,
ও তোর কপাল পুড়ে চাপায় পুড়ে গেল রে মারা।
পড়ে উটসা কিস্তী, মলো কিস্তী রে এ দেখে হাসছে তোর বিপক্ষদল
যে তোর দুয় চক্করে মন্ত্রী পড়েছে,
এসে বল দেখে পার যেতে, আর কি পথ আছে।
শেষে না পেয়ে পথ একি বিপদ রে, দাবা গিলের সঙ্গে হয় বদল
হায় হায় গজ জুট তোর বিপক্ষের ঘরে,
সত্যি কেউ হটে না, জোর পেলে না, এল না ফিরে।
কেবল কিস্তী কিস্তী নাই সোয়াস্তি রে, ও তোর রাজা যে হল পাগল
আর বাঁচবি কিসে পঞ্চ বড়ের হাতে;
যখন পঞ্চ এসে ধরবে ঠেসে, করবে কিস্তিমাত।
লাল বাউল বলে, কল কৌশলে রে,
ও তুই এই বেলা চাল বাঁচিয়ে চল॥ ১৫৮॥

পাগলা কানাইয়ের সুর।

পাগলা কানাই বলে গড়া রথ নূতন করে।
চালাতাম সাবেক বলে, এই শেষ কালে চলে না॥
আমি ঠেলে ঠুলে চালাবার চাই, যার চলবার সে চলে না
ঠেলতে ঠেলতে দিন গেছে আর ঠেলা যায় না, ভটিরথ চলে না
চড়নদার ছিল যারা, সব সরে পড়লো তারা,
হয়েছি দিশেহারা নজরধারা সরে যেতে পারলাম না॥
(যার কাছে যাই সেই রাগ করে) ভটিরথে থাকবো না,
ইন্দ্ররিপু ছজন তারা প্রবোধ মানে না ভটিরথ চলে না।
রথ নূতন যখন গড়া, তখন টনক ছিল দড়া, খুব জোরে চলত ঘোড়া
রথ দেখতে পরিপাটা (সারথি হয়েছে ভাটি)
দড়াতে আর নাইক জোর পাগলা কানাইর হলো মিছে
টানাটানি সার, ও রথ চল্‌বে না আর॥ ২১৭১॥

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

ওমা! হরি হরি বল না, প্রাণের ভয় ভেব না,
হরিপদ ভাবনা।
হরিনামে বিপদ ঘুচে, মরণ ছুঁলেও জীবন বাঁচে,
ঐ না হরি দাঁড়ায়ে আছে, নয়ন মুদে দেখনা॥
হরি হরি হরি বলে পিতার কাছে চলনা॥ ২১৮০॥

খাম্বাজ—পোস্তা।

কোথা আছ হে কৃষ্ণ এত কষ্ট সইতে নারি॥
পার কর দুঃখিনীরে, দুঃখ-নীরে দিয়ে অভয় চরণ-তরী।
রক্ষ ভুবনের স্বামী, ভবের ধন ভাণ্ডার হারী॥
শুনেছি নাম দীনবন্ধু, কৃপাময় কৃপাসিন্ধু,
দাও হে চরণারবিন্দ, পতিতপাবন হরি॥ ২১৮১॥

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

ওরে৷ সাধের স্বপন ভেঙ্গে দিলে—
স্বপন মূরতি অতীব সুন্দর, কাল বরণ তনু মনোহর,
ওরে! এমন কোথা পেলে মিলে? মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ বলে,
এই যে আমার কোলে নিলে তুলে, তুমি বাছে তার পায়,
আমায় ছেড়ে শূন্যে চলে গেলে।
বল ওরে! তারে কোথায় দিলে,
কেন আমার সাধের স্বপন ভেঙ্গে দিলে॥ ২১৮২॥

বাউলের সুর—খেমটা।

ভবের ব্যাপারী ভাই, আমি তোমায় শুধাই।
ওরে কি কিনিলে, কি বেচিলে, হিসাব তার কি আছে রে নাই॥
ওরে কি লালসে আছরে বসে, করিয়াছ কি কামাই।
ওরে চিটার দরে চিনি বেচে, কি লাভ হইল জানতে যে চাই॥
ও তোর আসল গেল, দেনা হইল, ঠেকলে রে কি বিষম দায়;
তুই কিবা জবাব মহাজনকে দিবি, তার কি ভাবনা রে নাই॥ ২১৮৩॥

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

কোথায় আছ হে পদ্মপলাশ-লোচন,—
(হরি হে! আমার প্রাণের হরি!)
মরি তাতে ক্ষতি নাই কিন্তু সাধ পূরিল না হে,—
আমার হরি বলা সাধ পূরিল না হে, সুখের হরিবলা আধা রয়ে গেল,
মুকুল জীবন আজ অকূল পাথারে, ভেসে গেল—ভেসে গেল হে—
ও কাঙ্গালের নাথ!
সাধ যাক্ তায় ক্ষতি নাই, কেবল এই চাই, হরি এই চাই—
যেন তোমারি চরণে শান্তি পাই॥ ২১৮৪॥

বাউলের—সুর।

দেখনা মন ঝকমারি এ দুনিয়াদারি।
পরিয়ে কোপনী ধ্বজা কি মজা উড়ালে ফকিরী॥
বড় দরদের ভাই বন্ধুজনা পরে সাথের সাথী কেউ হবে না, মন তোমারি
আবার একা পথে খালি হাতে, বিদায় করে দেবে তোরি সেই দিনে
তুমি যা কর তা কর রে মন কিন্তু শেষের কথা রেখ স্মরণ বরাবরি।
ও তোর পিছে পিছে ফিরছে শমন ওরে যখন
হাতে দেবে দড়ি। (মন তোমারে)
বড় আশায় বাসা এ ঘর, কোথায় পড়ে রবে তোমার ঠিক নাই তারি,
সিরাজ সাঁই কয় লালন ভেড়া,
তুই করিস রে কার এস্তাজারি ভেড়ো তুই॥ ২১৮৫॥

কীর্ত্তন।

হরিবোল হরিবোল বলে কে যায় নদের বাজার দিয়ে।
ওরে সোনার নূপুর রাঙ্গা পায়।
ওরে নগর দিয়ে হেঁটে যায়, (দেখরে) ঢলে পড়ে নিতাইয়ের গায়॥
ও দেখরে নূপুর পঞ্চম গায়॥
ওরে মাল্লি মধ্যে নিতাইয়ের গায়, দেখরে রক্তে অঙ্গ ভেসে যায়,
ওরে জগাই বলে মাধাই ভাই, এমন রূপ আর দেখি নাই,
এমন নাম আর শুনি নাই॥ ২১৮৬॥

ভৈরবী—একতালা।

ভজ গোবিন্দ চরণারবিন্দ মন। এ ভব যন্ত্রণা যাবে এড়াবে শমন।
আশী লক্ষ যোনি ভ্রমে, এসেছ মন ক্রমে ক্রমে,
মানব জনম বহু শ্রমে, পেয়েছ এখন।
যদি বল সময় আছে, সে কথা সকলি মিছে,
কাল বেড়ায় পাছে পাছে, সদা সর্ব্বক্ষণ॥
সকল কর্ম্মের ঠিক পাবে, দেখ তুমি ভেবে,
কখন কালাকাল হবে, নাহি নিরূপণ॥
বশ আছে এ রসনা, এই সময় বিবেচনা,
নিদানে বলা হবে না, হবে অচেতন।
স্ত্রী পুত্র সকলে আছে, শুনাইবে কাণের কাছে,
শ্রবণ আগে বচন পাছে পলাবে তখন।
গলিত যখন হবে দেহ, ঘৃণাতে ছোঁবে না কেহ,
সেই সময়ে স্নেহ, করিবেন নারায়ণ॥
কুসঙ্গে সদা মজে, রহিলে মন কি বুঝে,
কালাচাঁদ দাসে ভজে, শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥ ২১৮৭॥

কীর্ত্তন।

তোমরা দু-ভাই পরম দয়াল হে প্রভু, গৌর নিতাই।
তোমরা জীবের দশা, দশা মলিন দেখে,
না কি নাম এনেছ গোলক থেকে।
তোমরা যারে তারে নাকি দাও কোল, কোল দিয়ে বল হরিবোল॥
আমরা গিয়েছিলাম অনেক ঠাঁই, কিন্তু এমন দয়াল দেখি নাই।
গৌর আমি ত ভজনে শঠ, তুমি ত দয়াল বট॥ ২১৮৮॥

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

হরে! কি শিখালে গো আজি আমারে।
যে নামের ভিখারী আমি আমি যে তার এই অক্ষরে॥
যারে বড় ভালবাসি, যার তরে অভিলাষী,
সে নামের আবির্ভাব আজ পশিল অন্তরে॥ ২১৮৯॥

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

প্রহ্লাদ আমার গুরুর গুরু, এমন গুরু আর পাবনা ॥
এই গুরুর কৃপায় জগৎগুরুর—নাম জেনেছি আর ভুলি না।
হরি বল মন! ভক্তি ভরে, বিপদ সাগরে যাবি তরে,
ভবের শ্মশান থাকবে দূরে পাপে-মরা আর রবনা ;—
ইহলোকেই স্বর্গ পাব, ঘুচে যাবে যম-যন্ত্রনা ॥ ২১১০ ॥

বিভাস ঢিমে—তেতালা।

পিতা একবার হরি হরি বল, মনের সুখে হরিবল।
প্রাণের সুখে হরি বল।
পিতা যে মুখে দাও গালাগালি, আমার হরিকে
সেই মুখে একবার হরি বল, হরি হরি হরি বল ॥ ২১১১ ।

খেমটা।

দোকান পেতেছে ভাবি, ও নাগরি গৌরহরি নদেপুরে।
নিতাই চাঁদ বেচ্‌চে বসে, হেসে হেসে, প্রেমের নাড়ি কাণ্ডরে ধরে।
মতিচুর মণ্ডা গজা, খাসা খাজা, রেখেছে ভাল ভিয়ান করে।
কিনতে যায় তাড়াতাড়ি, পুরুষ নারী নবদ্বীপের ঘরে ঘরে।
চৌষট্টি রসে ভরা মনোহরা, সাজায়েছে থরে থরে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্ত হয় সে খেলে পরে।
নূতন পিরীতের গোল্লা, উঠছে জেল্লা, জীব রতিতে ছুঁতেও নারে,—
পেয়েছিল রে সে ধন রূপসনাতন কৃষ্ণ অনুরাগের জোরে।
হরিনাম বুকনি ঝাড়া, টাট্‌কা পেড়া, পান করলে যায় ক্ষুধা দূরে—
গোসাই গোবিন্দের বচন, গোপালে শোন পাবি চরণ, আস্ত মরে ॥ ২১১২

দেশমল্লার—ঝাঁপতাল।

হরি তোমা বিনা কেমনে জীবন ধরি।
সংসার জলধি মাঝে তুমি হে তরি।
তোমারে যখন পাই, আঁধারে আলোক পাই,
নিমিষে হৃদয়তাপ সব পাসরি ॥ ২১১৩ ॥

পাগল কানাইয়ের সুর।

কি মজার ফুল ফুটিছে ও রঙ্গের মাঝার।
দেখতে ভয়ঙ্কর ভাসছে ফুল নিরাকার॥
মূল রয়েছে তদন্তরে তদন্তরে নাহি দৃষ্টি কার;
লগ্নযোগে লিখা বৃষ্টি দৃষ্টি রাখে সৃষ্টিধর
কি চমৎকার সেই অমূল্য ফুল তোলে সাধ্য কার॥
যোগেন্দ্র ইন্দ্র আদি ফুলের চতুষ্পাদ,
তরঙ্গের মাঝারে দিচ্ছেন তার বাদ,
ফুলে নৃত্য করে ভ্রমর অলি, ফুলে বসে আছে শশধর,
ফুলের পর লিখছেন বিধি, দেবতা আদি, বোঝা তার সাধ্য হয় কার।
সেই পাগলা কানাই হয়ে বিচার, মিছে কাটি কাচারী সার॥
গরল ফুলের চতুর্দলে, তাই খেয়ে যে জীর্ণ কায়,
এমন সাধু কোথা আছে, শুন না গো ভয়;
যে স্থলে যার পুষ্প ফুটে বারমাস, দেখা যায়;
অসময়ে থেকে জুয়া, কতক ফল পড়ে ভুয়া,
লগ্নযোগে যদি এক ফুল রয়, ফুল যেন সেই চাঁদের
তুল্য অমূল্য ফুল ধরতে যায়।
সে ফুল কে পায় না হক ব্রহ্মার দয়া করে দিয়াছেন যারে যেমন।২১২৪

আড়খেমটা।

গৌর হে! কি হল আজ তোমায় হেরে।
ঘরে ফিরে যেতে নারি, প্রাণ কেমন করে (ওহে গৌর)
মন প্রাণ হরে নিলে নাম রসে মাতাইলে,
প্রেমের আগুন জেলে দিলে, হৃদয় মাঝারে। (ওহে গৌর)
হরি মন্ত্র দিয়ে কানে তরাইলে কত জনে,
দেখে শুনে থাকব ভুলে কেমন করে, (ওহে গৌর)
ফেলিলে ঘোর বিপাকে, এখন বল যাই কোন দিকে,
দুকূল হারাইয়ে ভাসি অকূল পাথারে। (ওহে গৌর)
কেঁদে উঠে প্রাণ উদাস হইল মন।
না হয় দুঃখ সম্বরণ নয়ন ঝরে। (ওহে গৌর)।২১২৫।

পাগলা কানাইয়ের সুর।

শোন ভাই আমি রথের কথা বলে যাই,
এক কামিলকর উত্তম ব্যক্তি দীনবন্ধু সাঁই।
দিয়ে তিনশ ষাট ঘোড়া, রথ করে খাড়া, দুই চাকার পর
এমন রথ কভু দেখি নাই,
আছে কুড়ি চন্দ্র আর দশ ইন্দ্র, রথে বিরাজ করেন চৌষটি গোঁসাই॥
দয়াময় রথে কি কাজ করেছে, দ্বিদল চতুর্দ্দল অষ্টদল শতদল গঠেছে,
কত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র আদি ধ্যানে ধনে রথে বিরাজ করিতেছে,
এমন উত্তম উত্তম ব্যক্তি থাকতে, বিন্দু ছোঁড়া প্রধান হয়েছে॥
আর রথখানি ভাল কমি বেশি নাই,
হয় সাড়ে তিন হাত, এব চূড়ার পরে লেখা
আছে হউং মউং নিজের কত দৌলত;
রথের পর ইহার মধ্যে শতদল, মন হিল্লোলে,
ঘুরছে চাকা বাহবা মজার কল ইহার শতদলে সারথী বসে চূড়োর পরে
আলো করছে দুই মশাল, ও তা বিনে তৈলে জ্বলে,
পাগলা কানাই বলে, বাহবা দীনবন্ধুর কল॥
আর রথ ফেলে যে দিন সারথী যাবে, তখন কি ছুতর দরশন দেবে,
রথের ভরসা নাই, পাগলা কানাই বলে ভেবে দেখে,
ভাই সকল এখন ছুতর কোথায় পাই॥ ২১১৬॥

বাউলের—সুর।

কার ভাবে নদে এসে, কাঙ্গাল বেশে হরি হয়ে বলছ হরি।
কার ভাবে ধরচো ভাব, এমন স্বভাব, তাও কিছু বুঝিতে নারি।
কোথা তোর সেই ধেনুর পাল, দ্ব দশ রাখাল!—
কোথায় তোর নবীন বাছুরি;
এখন তোর মা যশোদা রহিল কোথা; শূন্য করে ব্রজপুরী।
কোথায় তোর সখি সখা, সেই বিশাখা, কোথায় রে তোর রাইকিশোরী,
এখন কোথায়রে তোর কুঞ্জমালা, শিকেয় তোলা কোথায়রে কদমমঞ্জরী,
কার ভাবে মুড়িয়ে মাথা, ছেঁড়া কাঁথা, নদের হলি দণ্ডধারী।
কাঙ্গাল অটল বলে, রামচন্দ্রের, যুগলচরণ সাধন করি॥ ২১১৭॥

পাগলা কানাইয়ের সুর।

দেখ ভাই রথ গড়েছে দীননাথ ছুতর।
কত বৃক্ষ আদি তরুলতা সেই রথের উপর।
আবার সারথী এর মধ্যে বসে যখন বলে চাকা ঘোরাগ,
(ও রে চাকা ঘোর) ছুতরের কথায় চলে, বিনে দড়াতে চলে
চাকার এছা ঘোর॥
আর রথখানি গড়েছে ভাল, ভাবতে দিন বয়ে গেল,
(কি জানি হয়) শেষকালে ভাঙ্গলে দেশী ছুতর তালি দিতে পারবে না
তাই ব'ল পাগলা কানাই রথখানি বাঁকা,
রথ পুরণ হলে জাট নড়িলে হবে না এ থাকা,
রথ ভাঙ্গলে পূরণ হবে তখন
কি খাটবে তালি সারথী উড়ে গেলে পড়ে রবে রথ॥ ২১৯৮॥

বাহার ঠুংরী।

দেখ ওই দেখ ধেনু দাঁড়ায়ে বৎস সনে,
বৃষভ গজবাজী কুমার আরোহণে রণে, (জিনবে সমর)
সুন্দরী রজত সোণা, দ্বিজ নৃপ বারাঙ্গনা
ঘৃত মধু কুলরী মালা পতাকা ঐ গগনে (জিনবে সমর)
দেখ ঐ আপনা হলে, শিখা তার ডাইনে হেলে
পূর্ণ ঘড়া দধি ছড়া ধানের গোছা শ্বেতবরণে (জিনবে সমর) ॥২১৯৯॥

বাউলের সুর।

আমি একদিন না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ীর কাছে আর্শিনগর এক পরশি বসত করে।
ওরে গ্রাম বেড়ে অগাধ পানি, তার নাই কিনারা নাই তরণী পারে।
মনে করি, দেখব তারি আমি কেমন সেথা যাই রে।
আমি বলব কি পরশির কথা, ও তার হস্ত পদ স্কন্ধ মাথা নাই রে,
সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপরে, আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে॥
পরশি যদি আমায় ছুঁত, তবে যম যাতনা সকল যেত দূরে;
আবার সে আর লালন একস্থানে রয় আবার লক্ষ যোজন ফাঁক রে॥

বাউলের—সুর।

আমার আপন খবর আপন আর হয় না।
আপনারে চিনলে পরে, যায় অচেনারে চেনা॥
সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়, যেমন
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায় দেখ না,
আমি ঢাকা দিল্লী হাতড়ে ফিরি, আমার কোলের ঘোর ত যায় না॥
আত্মারূপে কৰ্ত্তা হরি, মনে নিষ্ঠা হলি মিলবে তারি ঠিকানা,
আবার বেদ বেদান্ত পড়বে যত, ওরে বেড়বে তত লটনা॥
আপন আপন কে বলে মন, ওরে যে জানে তার চরণ শরণ নে না,
আমার, লালন মজো মনের গোলে, যেমন চোক থাকিতে কানা॥

বাউলের—সুর।

যার জন্যে পাগল হয়ে বেড়াস্ বনে, সে যে তোর ঘরের কোণে;
তারে আদর করে আপন ঘরে ডেকে লবে সযতনে।
এনে দেহ ঘরে, হিয়া পরে বসায়ে রাখ প্রেমরতনে;
সে যে রত্নবণি হীরা মাণিক, বিলায় কত লক্ষ জনে।
(ওরে) যে ধন লাগি সর্ব্বত্যাগী গৌর নিতাই ভক্তগণে
মহা মোহ বশে কর্ম্মদোষে, হারাস্ নে তাঁয় অযতনে।
তারে দিবানিশি কাছে বসি, দেখে দেখিস্ প্রেমনয়নে;
একবার চোখে চোখে দেখা হলে, মিশে যাবে প্রাণে প্রাণে।
এমন হারানিধি পেয় যদি, ভুলে থাকিস্ সে রতনে;
তবে আঁধার ঘরে লয়ে কারে সাধ মিটাবি প্রেমসাধনে।
প্রেমদাস বলে কোন কালে শান্তি নাই তার এ জীবনে।
(ও সে) রতন ফেলে, করমফলে, জ্বলে পুড়ে মরছে মনে॥ ২২০২॥

ভৈরবী ঠেকা।

ধরে ফাঁক দিতে, জাগাব জীব চতে,
জাগাব রচিতে কত তা গান।
তাই জীবে প্রাণে, সকল জীবে প্রাণে,
উথলি উঠিবে হরিনাম॥ ২২০৩॥

বাউলের সুর—একতালা।

বৃথা ভবে খেলাতে এলি তাস, ও তোর মন্ত্রী কচ্ছে সর্ব্বনাশ।
এমন কাগজ পেয়ে, অলপ পেয়ে রে কেন ডাকলিনে ইস্তক-পঞ্চাশ॥
হাতে রং থাকতে তুই খেল্লি এ কিরূপ,
এসে তোর সংক্ষাতে বিপক্ষেতে মার্চ্চেছে তুরুপ,
কিসে বল রে এবার পিঠ পাবি আর রে,
হাতের সকল ফেরাই দিলি পাশ॥
হেসে বন্ত্রী কাবার কচ্ছে বিপক্ষে,
কিসে রাখবি কাগজ দেখিনে পাঁচ কিছুই তোর পক্ষে,
হায় হায় এমন খেলায় হারালি হল'র রে,
করিস ছাতের পাঁচের কি আশ্বাস॥
ও যে টেক্কাতে পিঠ নেয় তুরুপ করে,
ও তুই এমন বেহুঁস, দশ দিলি ঘুস গোলাম না মেরে।
এখন হাত থাকিতে বশ নে হাতে রে শেষে পাবি নে আর অবকাশ।
যখন তিনকুড়ি সাত দেখাতে কবে
তখন কি দেখাবি পাবি খাবি চক্ষুঃস্থির হবে।
ঐ দীন বাউল বলে, হরি বলে রে, শেষে যে তোর বুকে বাঁশ।২২০৪

বাউলের—সুর।

এমন আজব বিষয় ভাবতে যে মন অবাক করে।
(ওরে) আকার বিকার নাই কিছু তার সে কেমনে চিন্ত হরে?
কি গুণে সে নির্গুণ, মজায় ত্রিভুবন (বুঝি)
চিরন্তন রূপেতে আছে চরাচরে;
যার আদি অন্ত খুঁজে না পাই জানব কি তায় চিন্তা করে;
যে বস্তুর নাই আধার সে নাকি মূলাধার,
(আবার) অরূপেতে কেমনেই বা জ্যোতি ধরে?
যার নাইকো আকার, করছে বহার ভাবলে জ্ঞান বুদ্ধি হরে।
ভাবুকে ভাব যোগেতে, চাহিলে পায় দেখিতে,
(ওরে) যে সে কি তায় দেখতে পারে ইচ্ছা করে,
সেই চিন্তামণি, প্রেমের খনি, (আছে) ভক্ত জনের হৃদ-কুটীরে।২২০৫

ভৈরবী—একতালা।

আর ঘুমাওনা মন। মায়াঘোরে কতদিন রবে অচেতন॥
কে তুমি কি হেতু এলে, আপনারে ভুলে গেলে,
চাহরে নয়ন মিলে ত্যজ কুস্বপন॥
রয়েছ অনিত্য ধ্যানে, নিত্যানন্দে হের প্রাণে,
তম পরিহরি হের তরুণ তপন॥ ২২০৬॥

বাউলের সুর।

(শোন) মন রে, আমার কপাল মন্দ. পরকে মন্দ বলো না।
অযোধ্যাতে রাম রাজা হইবে, ঐ নামে সে বনে যাইবে,
জানকীরে সঙ্গে করিয়ে,
কপালে বিধি লিখিলে তারে খণ্ডাইতে কেউ পারবে না॥
ধর্ম্ম কার্য্য করে নল রাজা, কপাল গুণে পেলো সাজা বনে বনে ভ্রমণ করে
মন রে, বলি তোমারে, তুমি কুভাবনা ভেব না। ২২০৭॥

মুলতান—আড়া।

তার দীনে নিজগুণে শ্রীমধুসূদন, শুনেছি ত্রিভঙ্গ তুমি পতিতপাবন॥
আমি অতি দুর্ম্মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
গতি হীনে দেহ গতি দুর্গতিহরণ॥
তুমি ত্রিলোক তারণ, ভবভয় নিবারণ,
দারিদ্র দুঃখভঞ্জন শমন দমন। ২২০৮॥

তুক—ঠুংরি।

তামসী রজনী পথ নাহি চিনি আসিয়ে পড়েছি বনে।
পঙ্কজ লোচন, শ্রীমধুসূদন ত্রুবেরে রাখ চরণে॥
গিয়ে পিতৃপাশে, বিমাতার কাছে যে দুঃখ পাইনু মনে।
সে কথা কহিতে তোমারে দেখিতে বাসনা হয়েছে মনে॥
অন্তরেরি কথা জানহে তুমি তা কহে ইহা সর্ব্বজনে।
এসেছি বনেতে তোমারে দেখিতে জননীর মুখে শুনে॥
তুমি নারায়ণ কমললোচন নাশ মম মনাগুণে। ২২০৯।

বাউলের সুর।

কৃষ্ণপ্রেম খাসা চেলে ভক্তি ডেলে বানিয়ে নিলে প্রেম খিচুড়ী।
যাবে তোর পাপ অরুচি, হবে রুচি, তিন দিনেতে বাড়্‌বে ভুঁড়ি॥
তুইরে মন সাবধানে, যোগ আগুনে, চড়িয়ে দেনা দেহ হাঁড়ি।
বিবেক ঝাল দিয়ে তাতে বিধিমতে ঘন ঘন দাওরে নাড়ি॥
প্রবৃত্তি পটোল ভাজা, হলে মজা, হয়রে কিছু বাড়াবাড়ি।
শ্রদ্ধা সিদ্ধিতে চেলে, যেন ভুলে বাসনারে তুই ও আনাড়ী॥২২১০

মঙ্গল বিভাস—একতালা।

নদিয়া মাঝ গৌর রাজ, হেরি রঙ্গ পায় রঙ্গিহে আজ
সঙ্গকিত ভকত জকিসাজ, বিরাজিত রসরঙ্গিয়া।
বাজত মৃদঙ্গ ডম্ফরসাল, নিতাই অদ্বৈত নাচত ভাল,
হেরি রঙ্গে হরি ধরত তাল, নরহরি গৌরের সঙ্গিয়া॥
লিয়ে পিচকারী শ্রীমুরারী, জগদানন্দ অবীর থারি,
সদাই অঙ্গ গৌর ভারি রঙ্গে পুলক অঙ্গিয়া।
রঙ্গ তরঙ্গিয়া নদিয়া নগর, রঙ্গতর সরবাট ডগর,
নন্দবনে হারা মোহেরি সুগর ভলনটগন্ধ তরঙ্গিয়া॥২২১১॥

লুম খাম্বাজ—ঠুংরি।

ভক্তিভরে গান কর শুদ্ধ কর মন।
হরি যদি পেতে চাও এই সে সাধন॥
নম্র হও, থাক সদা সাধু পদ ছায়ায়
কাণ পাতিওনা কভু পর চর্চায়॥২২১২।

গৌড় সারঙ্গ—আড়াঠেকা।

কেন প্রভু দীনজনে হইলে নিদয়।
না দিলে ভকতি হরি কি দিয়ে তুষি তোমায়॥
জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক বলে, তনুতরী সাজাইলে,
পাপ পুণ্য দুটা দিয়ে গড়িল সাগর,—
মোহ-পাল আশাপবনে, দুটা দাঁড়ির মিলনে,
ডুবালে পাপসলিলে পূর্ণচন্দ্রের হৃদয়॥২২১৩।

রামকেলি—কাওয়ালী।

জয় নারায়ণ ব্রহ্ম পরায়ণ শ্রীপতি কমলাকান্তং।
নাম অনন্ত কাঁহ লাগ বর্ণ শেষ না পায়ো অন্তং॥
শিব সনকাদি আদি ব্রহ্মাদি নারদ ধ্যান ধরন্তং।
রামরূপ রাবণ মারে কুম্ভকর্ণ বলবন্তং॥
বাসুদেব গৃহে জনম লিয়ো হ্যায় নাম ধর যদুনাথং।
কৃষ্ণরূপ ধরে অসুর সংহারে কংসকো কেশ গহন্তং॥
জগন্নাথ জগমগ চিন্তামণি বৈঠরহ মেরি চিন্তং।
দশমস্কন্ধং ভাগবত গাওয়ে সুরদাস ভগবন্তং॥ ২২১৪॥

বিভাস—ঝাঁপতাল।

হরিবলে ডাকরে মন ডাকরে সন একমনে।
দয়ার ঠাকুর হরি দেখা দিবেন নিজগুণে॥
হরিময় এই বৃন্দাবন, হরিময় কুঞ্জকানন,
হরি হৃদয় রতন ডাকরে মন সযতনে॥
হরি বলে হরিদাস, করিলে প্রেমে উদাস,
স্বর্ণপুরী দেখাইলা এই বৃন্দাবনে॥
হরিহে আমারে তবে, দেখাও দেখাও সেই ভাবে,
স্বর্ণময় এই বিশ্ব রঞ্জিত প্রেম-কাঞ্চনে॥ ২২১৫॥

সুরট মল্লার—একতালা।

বৃথা দিন গেলরে বীণে ডাকরে বীণে মধুর রবে।
শ্রীহরি রব বিনে বীণে রবিনে আর অন্য রবে॥
কররে বীণে উপাসনা, কর্ব্বিনে আর দুর্ব্বাসনা,
করিলে যে নাম ঘোষণা রবিতনয় দূরে যাবে॥
না বলিলি হরিগুণ, তোর গুণে কি হবে গুণ,
ওরে বীণে তব গুণ, লোকে গাবে কোন গৌরবে॥
ডাকরে বীণে গুণে গুণে, নিজগুণে সে নির্গুণে,
দীন হীন গোবিন্দের যেন যেতে হয়না ঘোর রৌরবে। ২২১৬।

বাউলের সুর—একতালা।

এবে বিষম নদী দেখে করে ভয়।
বাচ্ খেলাতে এলাম এবার বাচ খেলান হল দায় রে।
পাঁচ কাঠের জীর্ণ তরণী ও তার নবছিদ্রে ওঠে বারি দিবা রজনী;
ও সে জলের ভারে তরি গড়ায় রে, বুঝি গড়াতে গড়াতে ডুবে যায় রে
দশখানি দাঁড় পতো আছে রে,
ও তার ছয় দাঁড়ীতে জোরে টেনে লয় ভাটিয়ে রে,
আবার মাঝি বেটা এমন বোকা রে, হাল ধরিতে দিশে নাহি পায় রে॥
আঠার ডওরাতে বসে রে, ঐ যে আঠার জন আছে।
তারা কেবল ঘুমায় রে, তারা জাগে না যে কোন মতে রে,
আবার বলে না দেয় সমুপায় রে।
আকাশে মেঘ দেখা যে দিল, ওরে অমনি দারুণ ঝড় বাতাসে তুফান উঠিল,
পাঁচ গুণারি টানে পাঁচ দিকে রে, পাকে পড়ে তরি মারা যায় রে॥
ফিকিরচাঁদ কয় মন রে বিনয়ে, কেন এত ভাবছিস্ বসে বিপদ-সময়ে,
এখন কূলে যেতে চাস্ যদি রে,
তবে বাদাম টেনে দে হয়ায় রে॥ ২২১৭॥

বাউলের সুর—একতালা।

দোকানি ভাই দোকান সার না; কত কর্ব্বি বেচা কেনা॥
ও তোর লাভের আশায় দিন কেটে গেল,
দোকানের সব মাল মশলা চোর ছজন নিল।
(দোকানি) ও তোর ঘরের মাঝে
(ও রে ও ও দোকানি) সিঁধ কেটেছে, তাও কি একবার দেখ না॥
পরেরে ঠকাতে গে নিজে ঠকিলি;
যা ছিল তোর আসল টাকা সকল খোয়ালি,
(দোকানি) ও তোর মহাজনের, (ও রে ও ও দোকানি)
কি করিবি; তাগাদার দিন বল না॥
ফিকিরচাঁদ কয় ফিকিরের কথা,
(এখন) মহাজনের শরণ লয়ে জানাও গে ব্যথা,
(দোকানি) তিনি বড় দয়াল (তাঁর বড় আর দয়াল নাই রে)
গেলে আত্মহারা, তোরে নিদয় হবেন না॥ ২২১৮॥

বাউলের সুর—একতালা।

কার হিসাব লিখছিস বসে মনের খোসে, আপনার কাজ মুলতুবি রেখে॥
ওরে তোর চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে, পরের চখে দেখছিস চোখে॥
শুধু তুই পরের বেঠিক, করছিস রে ঠিক, আপনার বেঠিক ঠিক না দেখে।
লিখছিস পরের বাকীজায়, আপনার দিন যায়,
তোর ঠিকানা নাই সে দিকে।
থাকলেও আপনার ভাল বুঝে ভাল, আপনার ভাল না বোঝে কে।
শুনেছি লোকে শিখে লোকের দেখে, হাবা লোকে ঠেকে শিখে।
নিকেশে ঠেকবি যে দিন, বুঝবি সে দিন, সরবে না তোর বাক্য মুখে
ফিকিরচাঁদ বলে খেদে, দিন থাকিতে, আপনার হিসাব নে রে দেখে।
যদি রে থাকে বেঠিক, কর তা ঠিক, তবেই নিকেশ দিবি সুখে।২২১।

বাউলের সুর।

বাড়ীর গিন্নি আজ, চল্লে কোথায় উদাসিনী হয়ে।
এই যে, জাতবেহারার কাঁধে চড়ে খাটুলীতে শুয়ে॥
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, গৃহস্থালী পাতাইলে,
আহা, হাঁড়ী কলসী পাকাইলে, তেলে আর ঘিয়ে।
সোণা রূপার গয়না গাঁটি, বাসন কোসন ঘটী বাটী,
এই যে খাট বিছানা, শীতল পাটী, রেখেছ সাজায়ে॥
রেখে হাঁড়ি, কলসি জালা, ঘরেতে দিয়েছ তালা,
এই যে কুলো ডালা, খেঁচালা রেখেছ টাঙ্গায়ে।
গৃহস্থালীর যত আসবাব, কিছুরতো রাখ নাই অভাব,
আহা ক্রমে ক্রমে করেছ সব, কত কষ্ট সয়ে,
ঘরকন্নার জিনিস যত, রাখতে ধরে সখের মত,
তুমি কাউকে ছুঁতে দিতে নাতো, অপচয়ের ভয়ে।
কেউ যদি কিছু চাহিত, প্রাণ ধরে দিতে না তো,
তুমি থাকতে বলতে সব "বাড়ন্ত" চক্ষুলজ্জা খেয়ে॥
সদাই বলতে আমার আমার, আজ কিছুই তো হলো না তোমার,
আহা, কেবল সঙ্গে পথ দুই চার চাবির বোঝা রয়ে।
পাগল বলে হরি হরি, এ সব কেন যাচ্ছ ছাড়ি,
তোমার এত সাধের পাকা বাড়ি, যাওনা সঙ্গে নিয়ে।২২২॥

বাউলের সুর।

নবদ্বীপে এসেছে কে নিতাই কিশোর।
সঙ্গে নিমাই তার প্রাণের সোসর॥
বিলাইয়ে নাম, ফেরে অবিশ্রাম, প্রতি ঘরে ঘরে না হয় কাতর,
তারা হরি হরি বলে, নাচে দুই বাহু তুলে,
প্রেম অশ্রু গলে আনন্দেতে ভোর॥
ভক্ত শ্রীনিবাস, অদ্বৈত শ্রীবাস, করিতেছে তনু ধূলায় ধূসর।
হরি সংকীর্তনের ধ্বনি, শুনে সুরধুনী উথলিয়ে এসে প্রবেশে নগর॥২২১

বাউলের সুর।

যদি ভাই খেয়ে মদ, করবে আমোদ, কাজ কি যেয়ে শুঁড়ির বাড়ী।
বিলাতি ব্রাণ্ডি বিয়ার, কাজ কি তোমার নষ্ট করে পয়সা কড়ি॥
সহস্রার খোলা ভাঁটী, পরিপাটী, গুরু খুলেছেন কৃপা করি;
সোম-রস, সুমধুর-রস, সুরা সরস, হংসযন্ত্রে হয় তৈয়ারী॥
সঙ্গে লও শম দমাদি, যথাবিধি, বসরে মন চক্র করি;
এই তো ভাই যেমন শক্তি, দিলাম যুক্তি শক্তি কর ভক্তি নারী॥
গুরুকে করিয়ে ধ্যান, কররে পান, প্রেমের চষক হাতে ধরি;
নেশা, ভাই, চড়বে যবে, মনে হবে হাত বাড়ায়ে স্বর্গ ধরি।
করেছে ভাই উজান ভাটী, মৎস্য দুটি, ধর তারে যত্ন করি;
ভাজিয়ে ধরে না ঘিয়ে, খিচুরী দিয়ে, চাট কর মাংস সম্বরি॥
ও রে ভাই পিঙ্গা পিত্বা, পুনঃ পিত্বা, ধরায় দিবে গড়াগড়ি;
নেশা, ভাই, ছুট্‌বে যখন, আবার তখন পান করে ভাঙ্‌বে খোয়ারী
দেখিবে চতুর্দ্দলে, কুতূহলে, ব্রহ্মা, সাবিত্রী সুন্দরী;
ডাকিনী শক্তি তথা, বিরাজিতা, রূপে ভুবন আলো করি।
দেখিবে মুদিত চখে, জীবাত্মাকে, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করি,
রেখেছে ত্রিকোণ ঘরে, অধীন করে কন্দর্প-বায়ুতে ঘেরি।
তার পর সুষুম্না মুখে, দেখবে সুখে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ উপরি;
নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী ভুজঙ্গিনী, ব্রহ্মদ্বার রুদ্ধ করি।
পাগল কয় নেশার চোঁকে, জাগাও মাকে, সুষুম্নাতে বায়ু ভরি;
যদি হন জাগরিতা, জগন্মাতা, তবেই জনম সফল করি॥২২২॥

বাউলের সুর।

পাখী মোর সেই কথাটি বলনা।
মনে বড় আশা, তাই জিজ্ঞাসা, করব করতে পারি না।
অতি প্রভাত কালেতে, বসে গাছের ডালেতে,
তুই উর্দ্ধমুখে ডাকিস কারে মনানন্দেতে।
তাঁরে না ডাকিলে, প্রভাত কালে, সুধা পেলেও গিলিস না।
শক্তি নাই বলে তোরে, খেতে দেয় অকাতরে,
তোর এমন দরদি জন কোথা বল না আমারে;
যে জন এমন দাতা বল সে কোথা, শুনব তা আজ ছাড়ব না।
তোর গর্ভ সঞ্চারে, গাছের ডালের উপরে,
তুই এমন করে কর রে বাসা কে বলে তোরে;
আবার ডিম্ব হলে, তায় তা দিলে, কে বলে হবে ছানা।
ফিকিরচাঁদ কয় কাঁদিয়ে, অশেষ পাপী বলিয়ে,
বল্লে না সে কথা পাখী গেল উড়িয়ে।
তবে কোথায় যাব, কায় ডাকিব, কেউ যে কথা বলে না।২২২৩।

বাউলের সুর।

আজব দুনিয়ার একি দেখি আজব কারখানা।
ওরে ফল খেয়ে যাবি যে গাঁছ দেখে না।
হচ্ছে কত গাছের পাতা পড়ছে আবার খসিয়ে,
ওরে আগুনেতে পুড়ছে খসি গোবর উঠ্‌ছে হাসিয়ে,
মর্‌ছে লোকে সর্ব্বদাই, শ্মশানেতে হচ্ছে ছাই,
তবু লোকে কর্‌ছে মনে আমার মরণ হবে না হবে না।
ইচ্ছা অনুসারে যখন কার্য্য হয় না সবাকার,
তখন ইচ্ছা পরে ইচ্ছা আছে সন্দেহ আর নাহি তার,
লোকে এমন অবোধ ভাই, হাতের কল বলে নাই,
অহঙ্কার করি তাই বলে ঈশ্বর মানি না মানি না।
কেঁদে বলে অতি দীন, বিদ্যাহীন কাঙ্গালে,
ঈশ্বরে কি জানা যায় বিদ্যা বুদ্ধি কৌশলে,
আমি আছি কি রে নাই, আগে ঠিক কর ভাই,
পরে দেখবে আছেন তিনি, ভাবতে কিছু হবে না হবে না।২২২৪।

বাউলের সুর—একতালা।

ভাই রে কে তুমি এই শ্মশান-শয্যায়।
সন্ন্যাসীর বেশে হায় কে তোমায় দিলে বিদায়।
ভাই রে, যদি হও মুকুলের বাদশা, তবে কে করিল এ হেন দশা,
তোমার সৈন্যবল, কল কৌশল, সে সকল এখন কোথায়।
ভাই রে, তোমার সেই অতুল ধন রাশি,
এখন কারে দিয়ে সাজিলে সন্ন্যাসী,
তোমার কৈ বাড়ী সে গাড়ী জুড়ি এখন কে হাঁকায়।
ভাই রে, যদি হও তুমি মান্যমান, কুল-মর্য্যাদায় সব কুলীন প্রধান,
তোমার সে মান্য, কৌলিন্য, প্রাধান্য, এখন কোথায়॥
ভাই রে, যদি হও দীনহীন কাঙ্গাল, তবে ধনীর দ্বারে যত খেয়ে গাল
ভিক্ষা করেছ, কেঁদেছ, এখন সে জ্বালা নিবায়।
কাঙ্গাল বলিছে, কাঙ্গাল ধনবান, শুনে শ্মশানে হয় সকলে সমান,
জাতি কুল বিচার, অহঙ্কার, কোন বিচার, নাই তথায়। ২২২৫।

কীর্ত্তনের সুর—চিমেতেতালা।

মুখ দেখে বুক ফাটেরে, নিমাই কে হেন শিখালে।
এবেশ সাজালে, ও বাপ নিমাই কটিতলে,
ডোর কৌপীন কে পরালে তোরে।
নিলে গৌর অঙ্গের যত আভরণ মণিময় রতন ছলে হ'রে।
তোমায় কে দিলে দণ্ড কমণ্ডলু করে।
ওরে এমন বয়সে কি সন্ন্যাসী হয়, এত দুঃখ মায়ের প্রাণেতে কি সয়,
বুঝিবা কেশব ভারতী মন্ত্রণা দিয়ে, জ্বালা ঘটালে নদেপুরে।
নিমাই লয়ে যায় বধে শচী মায়েরে।
ওরে কি হবে বিষ্ণুপ্রিয়ার দশা এখন,
তোমার বিরহে তার কি বাঁচে জীবন,
নদে অন্ধকার করি কোথা যাবে গৌরহরি, বধে অভাগিনী রমণীরে।
তুমি যে অঙ্গে চন্দন করিতে লেপন,
সে বেশ নাই এখন, এমন করে মস্তকমুণ্ডন,
মায়ে কি দেখিতে পারে। ২২২৬।

বাউলের সুর।

চলতেছে আজব ঘড়ি দিবা রাতি নাই কামাই।
ও যার ঘড়ী এমন, কারিকর তার কেমন ভাই।
এক স্প্রিংয়ের জোরে ঘড়ী ঘুরছে যে রে সকল কল,
সেই স্প্রিংয়ের জোর না থাকিলে যত কল সবই বিকল,
বুকের দুপাশে দোলানা টক্ টটক্ টক্ হয় বাজনা,
যেদম ভাবে চলছে কিন্তু দম্ দিবার তার চাবি নাই, ও রে ভাই।
সুতর মত ছোট খাট চাকার আলার কত চিজ,
ও তার উপর উপর দেখ্‌লে তাতে পায় না কেউ কোন উদ্দেশে;
দুই কাঁটা চলে বাইরে, এক কাঁটা যায় ধীরে ধীরে,
একটা বাধায় পাকেতে গোল ভাল মন্দ দুই এরাই, ও রেভাই।
ফিকির তোরে ফিকির বলি যদি মোর কথা রাখিস,
তবে প্রেমভরে দিনান্তরে দয়াময় নাম টাইম দিস,
যে কারিকর বানাইছে, নষ্টের কি কথা আছে,
নিজের দোষে ভাঙ্গবে যখন তখন রাখবার উপায় নাই, ও রে ভাই॥

বাউলের সুর—একতালা।

সবে হচ্ছে পার যাচ্ছে এক খেওয়ায়।
এ কি চমৎকার, কহ কার ছোঁয়া পানি নাহি খায়॥
এক খেওয়ারি তুলিয়ে নৌকায়, ও রে সকল জেতের পারে লয়ে যায়,
ও রে এক আকার, সবাকার, তবু জাতি-বিচার দেখায়।
এক নদীতে হিন্দু মুসলমান, ও রে খৃষ্টান আদি করিছে জলপান,
সেই জল তুলে, কেউ ছুলে, অমনি ঢেলে ফেলে দেয়।
এক বাতাসে সবে কচ্ছে বাস, সেই বাতাস আবার নিশ্বাস প্রশ্বাস,
তবু বিশ্বাস নাই, এক সবাই, অবিশ্বাস কথায় কথায়।
ও রে এক সূর্য্যের আলোক পায় সবায়, আবার আঁধার নষ্ট
এক চাঁদের জোৎস্নায়, তবু অসম্ভব, ভিন্ন ভাব নাই দুনিয়ায়।
কাঙ্গাল বলিছে সকলেই সমান, ও তা মুখে বলেন, কাজে না দেখান,
বিনে তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, ভেদ-জ্ঞান, কভু না যায়। ২২২৮।

মুলতান—খেমটা।

দেহ মন কলের গাড়ি ব্যাপার কিবা পরিপাটি;
মূল হতে লাইন খুলে সাত ইষ্টেসন ঘাটি ঘাটি।
সাঙ্কেতিক দণ্ডমূলে, কুণ্ডলিনী মুখ তুলে,
কয় ঠিকানায় প্রভু ছলে, চন্দ্র আদি আছেন যুটি।
পথের কথা শোনরে পাছে, সুষুম্নাতে রেল বসেছে,
তার দুপাশে তীর চলেছে ইড়া পিঙ্গলা এই দুটী।
কৃপা বাষ্প দিয়া ছাড়ি, শ্রীগুরু চালান গাড়ি,
হংস হংস রব ছাড়ি চলে গাড়ি ছুটো ছুটি।
শান্তি নিকেতনে যেতে, জীবাত্মা ছাড়েন তাতে,
চলে যান আনন্দেতে তেজে ভবের খাটাখাটি।
যথায় পঞ্চ কুণ্ডবারি কলের মধ্যে লয় ভরি,
তার পাশেতে লক্ষ্য করি, দেখ রে এক ডাকাত ঘটী।
ধর্ম্ম কর্ম্ম জপ ব্রত, পথের সঙ্গী কত শত,
জীবাত্মা পাইয়া যত, চলে যান রে আপন বাটী।
দীক্ষার সম্বল সাথে, নিবৃত্ত টিকিট হাতে,
তবেই যাবে মুক্তি পথে, গোপাল কহিছে খাঁটি॥ ২২৭৯॥

বাউলের সুর—একতালা।

সংসার জ্বালায় জ্বলে সবাই মরতে চায়।
মলে এমন রতন কি পায়, তাই মানুষে মরণ চায় রে॥
বল শুনি মন সেই কথা আমায়,
ও রে মানুষ মলে শান্তি পায় রে এমন স্থান কোথায়,
ধলে দুড়ে মানুষ তথায় গেলে রে, সকল জ্বালা অমনি নিবে যায় রে।
তাই বন্ধু সংসারের মাঝে, এ সব বন্ধু হতে বন্ধু আপন এমন কে আছে,
সে কি এত ভালবাসে সবায় রে, মরে তার কাছে যেতে চায় রে।
এত ভালবাসে রে যে জন, কেন তারে প্রাণের সহিত
ভালবাসিস্ নে রে মন, তারে ভাল না বাসিলে মন রে,
মানুষ মলেও শান্তি নাহি পায় রে, কাঙ্গাল কাঁদে চক্ষে পড়ে জল,
ও মন মরতে চাও যে মরণের কাজ কি করিলি বল,
যে ক'দিন বেঁচে থাকিস্ মন্ রে, ডাক দীননাথে সর্ব্বদায় রে॥ ২২৮০॥

বসন্ত—তেওরা।

ও রে মন তোর কোম্পানীর কাগজে কেন মন।
ভেবে দেখ সব অকারণ॥
তুই এখনি করবি কুপোকাত শমন পাঠালে শমন॥
সদা ফের আয়ের তরে, চাবি দিয়ে ব্যয়ের ঘরে,
রেভিমণি ক্যাশে কেবল আকিঞ্চন, শুদ্ধ সুদের হিসাবে আছ অনুক্ষণ।
হলো আয়ু আয়ের ঘরে শূন্যি কল্লে নাকো দরশন॥
অর্দ্ধ পেটা খেয়ে পেটে, পোঁদে পরে তসর কেটে,
অহোরাত্র খেটে অর্থ উপার্জ্জন, কার জন্য কর মর কি কারণ;
তোর সম সংসারে আছে আর কে এমন কৃপণ॥
শোনরে মন ইষ্টুপিট, আর করোনা ডিপজিট;
আর কিননা কলের ইট, আস্তাবলের কারণ;
দীন হীন দরিদ্রে কর বিতরণ,
যে ধনে হলোনা পুণ্য, সে ধনে কি প্রয়োজন,
কোথা রবে বৈঠকখানা, তোষাখানা বালাখানা,
ধরবে নানা খানা যখন করবে রোগে আকর্ষণ;
তখন অন্তরে উঠিবে উদ্বেগ হুতাশন।
হেরে ব্যাকুল হবি বিপুল বিভব কারে করি সমর্পণ॥ ২২৩১॥

বাউলের সুর—একতালা।

কার চোকে দিচ্ছ ধুলি চতুরালী, কর রে মন তাই বলনা;
সে যে হয় জগৎকর্ত্তা, বিচার কর্ত্তা অন্তর্যামী তাও জান না॥
সে যে তোর হৃদে জাগে, মনের আগে, দেখ্‌ছে রে সব ঘটনা;
সে যে হয় মনেরই মন, যার যেমন মন, সকলি তার আছে জানা॥
ও রে যার মন নয় সোজা, আঁখি বোজা, কেবল রে তার বিড়ম্বনা॥
তুমি এই ভবে এসে, লোভের বশে, যখন কর রে ছলনা॥
সে তোর এ সব দেখে, তার কাছে রে ছাপালে ছাপা থাকে না।
[আলোক আর আঁধারে স্থান দেখে সমান, সে ত নয় রে টারাকানা॥
তার চখে ধুলা দিয়ে ছাপাইয়ে, যাবে সেরে তা হবে না॥
কাঙ্গাল কয় যা ভেবেছি যা করেছি, সব জেনেছে সেই এক জনা॥
ভেবে আর নাহি রে উপায় সব অনুপায়, দয়াময়ের দয়া বিনা॥ ২২৩২॥

বাউলের সুর—একতালা।

ভেবে ত দেখে না কেউ, কত যে ঢেউ, উঠছে সদা দেল-দরিয়ায়।
কখন হয়ে রাজা মারে মজা, মনেতে মন মনকলা খায়।
কখন বাদসা উজীর, কোটাল নাজীর, আবার ফকির হয়ে বেড়ায়॥
কখন ধনের জাঙ্গাল, কখন কাঙ্গাল, অট্টালিকা বৃক্ষতলায়।
ওরে তোর মনের মাঝে হাসি কান্না ঘর-কন্না এই সমুদায়।
ওরে ভাই মনের কথা, যেথা সেথা, বল্লে আবার লোকে ক্ষেপায়।
এ পাগল কে নয় রে ভাই, মনের কথা বল্লে সবাই তা জানা যায়॥
কাঙ্গাল কয় যে জন মোরে, পাগল করে, মনের কপাট ভেঙ্গে ফেলায়।
যদি সেই পাগল করা, পড়ে ধরা, তবে সকল পাগল হওয়ায়।২২৩৩।

বাউলের সুর—একতালা।

যার ফুল নকল করে গহনা গড়ে, দিচ্ছ রে মন কত বাহার।
তিনি যে জগৎ গুরু, কল্পতরু, তাঁরে ভুল একি ব্যাভার।
কখন হয়ে অন্ধ, বল গুরু মারা বিদ্যা তোমার;
ওরে যার আকাশে রং, দেখে যে রংকরতে শিখে জগৎ-সংসার।
আবার তাঁর সং বলিয়ে, ঢং করিয়ে, নাচাও তুমি কি অহঙ্কার॥
কাঙ্গাল কয় যাঁকে দেখে, লোকে শিখে, না করে যে নামটী তাঁহার।
ওঁর তার পদে প্রণাম, নেমক-হারাম, তার মত কে আছে রে আর।

বাউলের সুর—একতালা।

করিছ পরের কারণ, সদাই রোদন, আপন কাঁদন ত কাঁদ না।
টোকাহীন হলে নাড়ী, যুক্তি করি, খুঁজবে খাড়ি পাট বিছানা;
থাক্‌লে তোর ঘড়ঘড়ী বোল, বল্‌বে সকল, শীঘ্র ধরে বাইরে নেনা॥
মন রে তোর আত্মজনে, বাইরে এনে, দেখবে কিছু আছে কি না।
অনুমান মাত্র টোকা পেয়ে খোকা, বল্‌বে আছে নাম ডাক না॥
কিছুক্ষণ কান্না কেঁদে, গামছা কাঁধে, খুঁজবে কোথা জ্ঞাতি জনা।
আছে সব জাত বেগারা এসে তারা, ছুঁলেও তোমায় খোবে না।
ফিকিরচাঁদ ফকীর বলে, এ দিন পেলে, ছোটে তার ফক-ভাবনা,
অন্তিমে কলসী কাচা, বাঁশের মাচা, কি এর বা তাও মেলে না।২২৩৫।

বাউলের-সুর।

মনে না বিবেক হলে, ভেক লইলে, কেবল রে তার বিড়ম্বনা।
মনে তোর টাকা কড়ি, কোটাবাড়ী, কিসে হবে সে ভাবনা॥
বাহিরের তিলক ঝোলা, জপের মালা, দেখে ত ভাই সে ভুলবে না
বাহিরে মুড়ো মাথা, ছেঁড়া কাঁথা, মনের মধ্যে কুবাসনা।
তাইতে মাগীর তরে, ভিক্ষা করে, বেড়াও আসল ঠিক থাকে না।
কাঙ্গাল কয় কুবাসনা, মনের মধ্যে থাকলে না হয় উপাসনা:
যদি বৈরাগী হতে ইচ্ছা তবে, ছাই কর ভাই কুবাসনা॥ ২২০৬।

বাউলের সুর।

ও রে ভাই সকল ফাঁকি, শেষ দশা কি, মনে একবার ভেবে দেখ রে।
মানুষে করে যখন ধন উপার্জ্জন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে॥
তখন রে ধনের তরে মধুর স্বরে, সবাই ডাকে কর্ত্তা বলে:
যদি রে ধন উপার্জ্জন না হয় কখন, নিন্দা করে কথার ছলে।
গৃহিণীর মুখ তলো ছেলে গুলো, নাহি ডাকে বাবা বলে।
দিয়ে রে ছাই উদরে, সিন্দুক পুরে, ধন দৌলত রেখেও মলে।
শ্মশানে লবে যখন, বাঁধবে তখন, একখান ছেঁড়া চাটাই ফেলে।
তুমি যে গিন্নীর ঠাটে, খেটে খেটে, সোণার শরীর মাটি কর্‌লে,
শ্মশানে লবে যখন, হয় ত তখন, তিনি দেখেন গোবর গুলে।
কাঙ্গাল যে ভবের মুটে, খেটে খেটে, জব্দ এখন এই শেষকালে,
বুনো বলদের মত, কষ্ট কত, স্থান না পায় আর কোন স্থলে।২২০৭।

ভাটীয়াল—সুর।

মন পাগলারে হরদমে গুরুজির নাম লইও।
ওরে দিবানিশি লইও নাম কামাই নাহি দিও॥
(দেখ যেন ভুলনারে)
ভাই বল বন্ধু বলরে সব সম্পদের সাথি।
অসময়ে বিপদকালে গুরুর নাম সারথি॥
টাকা বল কড়ি বলরে সব পুরাণ হয়ে যায়।
আমার এ গুরুজির নাম নিত্য নূতন ময়রে। ২২০৮।

বাউলের সুর।

তোর মত মন বোকা চাষী আরত দেখি না।
(তোর) দেহ জমি রৈল পড়ে আবাদ করলি না॥
শমনের পেয়াদা এসে, (যখন) করবে তশীল ধরবে কেশে,
মালগুজারী করিবি কিসে কিছু তা বলি না॥
থাকতে ঘরে ছটা এড়ে (তুই) করলি না চাস ওরে কুড়ে,
সাল্লে তোর পাঁচজনায় পড়ে, তাওত বুঝলি না॥
কি দশা হবে তোর শেষে (এই) সর্ব্বস্ব খোয়ালি চাষে,
কাল কাটালি বসে বসে কথা শুনলি না। ২২৩৯॥

বাউলের সুর।

এই হরিনাম খাসা অম্বুরি; (ও মন) টান দেখি ধীরি ধীরি।
নেশাতে গা উঠবে মেতে পাবিরে মজা ভারী॥
বসায়ে প্রবৃত্তি গুড়গুড়ী, গড়গড়ায়ে টানরে তামাক ভক্তি নল যুড়ি,
প্রেমের কলকে লাগিয়ে তাতে, দাওরে দম যতন করি॥
বিচার করে দেখ মনে মনে, এমন খেরা মিঠে কড়া আরত পাবিনে,
এ তামাক তুই খেলে পরে, একেবারে যাবি তরি॥ ২২৪০॥

বাউলের সুর—একতালা।

দুনিয়ার আজব গাছে সদা বসে আছে দুই পাখী।
কেহ বাসা ছেড়ে নাহি নড়ে দুজনে মাখামাখি॥
ভালবাসায় এক পাখী কত ফল বিলায়,
সে ত খায় না সে ফল, আর এক পাখী বসে বসে খায়,
ও যে ফল বিলাচ্ছে সে না খাচ্ছে অন্যে হচ্ছে ফলভোগী॥
ইচ্ছামত পাখী নয় কাহারও অধীন, ও যে ফল খায়
সে ফল চিনিতে হয়েছে স্বাধীন, সে ফল দেখে শুনে নাহি চেনে,
ফল খেয়ে হারায় আঁখী, নিজ দোষে, মনোদুঃখে কাঙ্গাল কাঁদিছে,
আমি স্বাধীন হয়ে না পারিলাম ফল নিতে বেছে,
আমি খেলাম যে ফল, এখন সে ফল,
কেবল গরলময় দেখি, হায় হল কি। ২২৪১॥

বাউলের সুর—একতালা।

(বল) তুই কেমন করে যাবি রে ওরে।
ও তোর জীর্ণতরি তুফান ভারি, ও রে বুঝি ডুবে যায় রে॥
তরির নয় স্থানেতে ছিদ্র ন'টা, ঐ দেখ উঠ্‌ছে তাতে বারি সদা ভাই রে
তরি হয়েছে যে ডুবু ডুবু ও তা দেখে প্রাণ কাঁপে রে॥
যে দশ জন আছি দাঁড়ি, তারা মনের সুখে গাচ্ছে সারি বসে,
ওরে মহাজনের মাল বলে রে, তাদের তিলেক ভাবনা নাই রে।
ওরে বড় বোকা মাঝিটে রে, সে ত জলের গতি বোঝে না রে ভাই রে
আবার হেলে পানি মানে না রে, এবার বুঝি প্রাণ যায় রে॥
পাগল বলে নাই আর উপায়, বিনে রে সেই দীনদয়াময় ভাই রে।
ভবের নাবিক তিনি চিন্তামণি, ও তুই ডাক রে ত্বরায় তাঁরে॥২২৪২॥

বাউলের সুর।

জীবনপ্রদীপ জলছে রে ঘরে; কোন দিন নিয়ে যাবে হস করে॥
(তখন) অন্ধকারে মহাঘোরে বেড়াতে হবে ঘুরে॥
নটা দ্বার ঐ রয়েছে খোলা, সামাল সামাল জীবন প্রদীপ
সামাল এই বেলা, আসবে যখন কালের ঝটকা,
আটকাবি কি প্রকারে॥
দুদিন বাদে দেখবিরে নিশ্চয়, জীবন প্রদীপ নিবলে আঁধার হবে সমুদয়,
থাকতে জালা নে এই বেলা, নিজের আসল কাজ সেরে॥২২৪৩॥

বাউলের সুর—খেমটা।

ওগো সখি তোরা কি তাই পারবি,
ও যে বড় কঠিন পীরিতি; শেষে রাস্তায় বসে কাঁদবি।
সে যে তুফানের উপর তুফান রে, শেষে জালায় জ্বলে মরবি॥
সে যে আগে দুঃখ মাঝে সুখ রে,
শেষে অমূল্য ধন পাবি, শেষে আঁচল টেনে মরবি॥
সে যে এক মরণে দুজন মরে রে, দেখ চণ্ডীদাসের আর রজকিনী,
কেশব সাই সে প্রেম জানে না, বল তার কে চাতুরী॥২২৪৪॥

বাউলের সুর।

মন যদি তুই বাঁচাবি মাথা; তবে শোন আমার কাজের কথা।
(হরি) নামের ছাতা মাথায় দিয়ে যথা খুসি যাও তথা,
এ ছাতা তুই দিলে মস্তকে,
কিছু মাত্র পাপের রৌদ্র লাগ্‌বে না তোকে,
বেড়াবি তুই মনের সুখে, পাবি না কোন বাধা।
(কেন) থাক্‌তে ঘরে এমন ছাতা, ভিজে মরি সর্ব্বদা ।। ২২০৫ ।।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

দেখ না মন নেহার করে।
আছে এক বস্তু চাপা রসে ঢাকা, রসিক জনার অন্তরে।
রসিকের পাগল দশা, দেখে জীবের নেক নজরে না ধরে,—
তাতে রতি মাসা তফাৎ হলে ঠেলে দেয় দূরে ।।
ওরে বেদ বিধি পড়ে রত্ন সেদিন দেখিলাম সব তত্ত্ব করে,—
আবার গ্রন্থকর্ত্তা রাখলে কলম সহজ সহজ লিখতে না পেরে ।। ২২০৬ ।।

বাউলের সুর—একতালা।

সংসারেরি যত সুখ, সকলি পড়িয়া রবে,
জীবন জলবিম্ব প্রায়, জলে জল মিশাইবে।
তালার উপরে তালা, তেতালায় আর কেবা শোবে ।।
যখন শমন ধরিবে চুলে, ধরণী লুটিয়া রবে।
সুদের সুদ গণিতেছ ভাল, আট বছরে দ্বিগুণ হল,
কেবা মাতা কেবা পিতা, কেবা মলে তোর সঙ্গে যাবে ।। ২২০৭ ।।

বাউলের সুর।

কৃষ্ণপ্রেমের মশারী, যতন করি খাটাও রে মন দেহ ঘরে।
শমন মশকের বাসা, সব দুরাশা, ভেঙ্গে যাবে একেবারে।
পেতে তুই ধর্ম্ম গদি, নিরবধি, থাক্‌রে শুয়ে মজা ক'রে;—
পুণ্য বালিশে মাথা, দিলে ব্যথা, থাক্‌বে না তোর ত্রিসংসারে।
দেখ্‌বি তুই বসে বসে মশা এসে বেড়াবে চারিদিকে ঘুরে;—
সাধ্য কি প্রবেশিতে মশারীতে আপশোষে পালাবে ফিরে ।২২০৮।

বাউলের সুর—খেমটা।

দেল দরিয়ার খবর কররে মন।
তোর কোথা বৃন্দাবন, কোথা নিধুবন,
কোথায় রে তোর গুরুর আসন।
যদি পদ্মা পাড়ি দিবি, তবে ঢাকা দেখতে পাবি,
মুরসুদাবাদ করবে অন্বেষণ।
আছে কলিতে কলিকাতা, তিন সহরে আঁটা,
সাঁতার দে যায় রসিক যে জন ॥ ২২৪৯ ॥

বাউলের সুর—খেমটা।

হায় হায় কি মজার দোকান পেতেছে নিতাই।
তোরা কেউ দেখতে যাবি ভাই ॥
প্রেমরসে ভেজেছে ঝুরি, যে খেলে সে ঝুরছে তাই ॥
কাণে কাণে দোকান ভরা, হরিনাম-মনোহরা,
তাপিত প্রাণ শীতল করা, সুধা পাবা যত খাই;
যাতায়াত সহজ সোজা, বইতে নার ভার বোঝা,
হয়ে শমনের সাজা, খাজা গজার মুখে ছাই।
ভাব-রসের কারবারী, না জানে দোকানদারি,
যে খায় একবার তারি, প্রেমের বলিহারি যাই।
সম্মুখে সাজান মাল, ধরতে ছুঁতে নাই বমাল,
দোকানী এমনি সামাল, খুঁজলে হাতে পাতে নাই ॥ ২২৫০ ॥

বাউলের সুর—খেমটা।

আগুন আছে ছেরের ভিতরে। আগুন বার কর ছাই মেড়ে ॥
যদি দৈবযোগে জন্মালে আগুন কেউ কেউ বলেরে ভাই
পোড়া শোকার গুণ, আগুন ইস্পাতে মজুত ছিলরে ভাই,
আগুন মজুত আছে পাথরে।
রমনা আগুন পাকা বাকাকে, মাটির ঝিঁক তার নড়ে আগুনে
ভবে আজকের গুরু বটে রে ভাই, আগুন নামে মহ হলে ॥ ২২৫১

বাউলের সুর—খেমটা।

যা যা যা তেল দিগে যা আপন চরকাতে।
ভোলা মন ভুলিস না তুই কথাতে॥
চরকার আটটা পাখী, দুই ধারে দুই প্রধান খুঁটী,
মাঝখানে চাকি, কতকাল ঘুরচে রে মন,
চরকা ঘোরে কেবল মালের জোরেতে। ২২৫২।

এসেছে এক নূতন মাতাল এই নদীয়ায়, তোরা সব দেখসে রে আয়।
ও সে ভাই হরিনামের সুধাপানে হরি বলে জগৎ মাতায়।
ও ভাই খায়নাকো সে শুঁড়ির মদ, আপন মদ আপনি বানায়
ও সে মন ভাটিতে প্রেমগুরেতে নয়নজলে সে মদ চুয়ায়।
নিতাইচাঁদ অদ্বৈত, ইয়ারবাশী এরা সবায়,
তারা খায় আর নাচে, আবার যাচে, যাদিকে সম্মুখে পায়।
সে মদ খেয়ে খেয়ে অসার হয়ে, যখন পড়ে ভূমে লুটায়,
তখন রাধারি নাম-সুধা চাট, মুখে দিয়ে আবার লাফায়।
সে মদ খেলে পরে, এককালে ইয়ার সবে জাত ভুলে যায়,
তখন কিবা ব্রাহ্মণ, কি হাড়ি ডোম চণ্ডালাদি সবাই এক ঠাঁই।
সে মদ খেয়ে তারা, চোখের তারা কপালেতে তুলেছে ভাই,
হরিমোহন বলে, মোর কপালে, এক ফোটা না মিল্লরে হায়॥২২৫৩॥

বাউলের সুর—একতালা।

সাধের খাঁচা পড়ে রবে তোর। ক্ষেপা ভালো নাকো ঘুমের ঘোর।
মিছে দেহের গুমোর করোনা,
কোন্ দিন পাখি পালিয়ে যাবে তাওতো জান না।
(ক্ষেপা) ও রে তখন খাঁচা পড়ে রবে, থাকবে না তার ঠিকানা তোর
যখন খাঁচার গঠন করেছে, পালাবার পথ রেখে ঘরে বসত করেছে।
(রে ক্ষেপা, ও রে সিঁধ কাটিতে দুয়ার কাটে,
ঘরের ভিতর ঢুকলো চোর।
তাই বন্ধু মাতা পিতাতে, বৈদ্য এনে বসাইবে চারি ভিতেতে (রে ক্ষেপা)
ও তোর ঘড় ঘড় ঘড় করবে গলা, তখন হবে বাজী ভোর। ২২৫৪।

বাউলের সুর—খেমটা।

পরমেশের দয়ার দেশে, পেয়েছি পত্র পুষ্প ফলাদি তাঁর আদেশে
বালিকে গিরির মত, ক্ষুদ্রকে হস্তগত,
বিশ্বময় দৃশ্য যত, তাঁর কৃত প্রকাশে॥
আছি সদা মত্ত তাঁর উদ্দেশে, গগন ভেদ করে যাই উর্দ্ধদেশে,
পেলে সেই ঈশের দিশে, প্রেমাশ্রুতে দেহ ভাসে।
কভু অনিলের সঙ্গে, হেলি দুলি সেই রঙ্গে,
সুখোদয় কত অঙ্গে, ব্যক্ত করি কিসে।
সদা ত্যজিয়ে সুখ-বাসনা, আমি করি ঈশের উপাসনা,
সেই জন্যে যোগী জনা আমার তলা ভালবাসে॥
সদা রই ঈশের আশে, নিযুক্ত নিজাবাসে,
চিন্তা রাত্রি দিবসে, ঈশে পাব কিসে॥
চন্দ্র কয় শুনরে তরু, কোন সিদ্ধি নহে বিনে গুরু,
ভজ শ্রীনাথ গুরু, কুল পাবিরে অনায়াসে॥ ২২৫৫॥

বাউলের সুর।

বল কি সন্ধানে যাই যেখানে মনের মানুষ যেখানে।
আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি দিবারাত্রি নাই সেখানে॥
যেতে পথে কাম নদীমত, পাড়ি দিতে ত্রিবেণী
(ভোলা মন মন রে আমার)
কত সাধুর ভরা, যাচ্ছে মারা, পড়ে নদীর ঘোর তুফানে।
যত রসিক যারা, পার হয় তারা, কামিনীর ঐ ধারটি দিয়ে,
দেখ উজান নদী যাচ্ছে বেয়ে যারা স্বরূপ সাধন জানে॥ ২২৫৬।

কালাংড়া—আড়খেমটা।

এসো প্রেমরসের কাঁসারি, আর সই ভাঙ্গা ফুটা বদল করি।
একটি নয় সই ছিন্ন বাটা, রসবিহনে অন্তর কাটা,
জল থাকে না একটী কোঁটা আঠার যত সারি॥
সকলে তরে গাগরি, দেখে খেদে ফেটে মরি,
জ্বালার ঘরে হয় চুরি, সহিতে কি সই পারি॥ ২২৫৭॥

মিশ্র—খেমটা।

সে পুর ঢুক্‌তে ভুর অমনি ভেঙ্গে যায়।
তার নীচের তালায় আছে তালা, খোলা বড় বিষম দায়॥
জারি জুরি কর কি মন, বুজরুকি খাটে না তায়,—
যোগী ধ্যানী জ্ঞানী সিদ্ধিকামী, নামী ধামির কর্ম্ম নয়॥ ২২৫৮॥

বারোয়া—একতালা।

দীন বন্ধু হে—
সেই দিন দেখবো তোমায় কেমন পরম বন্ধু তুমি।
যে দিন শমন রাজা মোরে, শমন জারি কোরে,
কোন ক্ষেয়ে ঘরে দ্বারে বন্ধ হই আমি॥
যদি তুমি অকপট, আমি হে কপট, কপট প্রেমে তুমি নহে প্রেমী।
যদি অকপট প্রেমে, ডাকিতাম তোমায় ভ্রমে,
তবে এমন কপট প্রেমে ভ্রমে কি ভ্রমী॥
হরি তুমি সৎ, আমি হে অসৎ, অসৎসঙ্গে বসত অসৎগামী।
এখন যেরূপ নিরন্তর, হতেছে অন্তর, জান সর্ব্বান্তর অন্তরযামী॥
তুমি অগতির গতি, তোমা বিনে গতি, নাহি অন্যগতি ভারতভূমি।
কর যা ইচ্ছা তোমার, রাখ কিম্বা মার,
দাস গোবিন্দ তোমার তুমি হে স্বামী॥ ২২৫৯॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

সে দিন কেমন ভাবলি না মন যে দিন জীবন যাবে রে।
কর যত ধন উপার্জ্জন সে ধন কে তোর খাবে রে॥
তৃণশয্যা ভগ্নবাসে, পড়ে থাকবি পরের বশে,
রঙ্গরসে পালংপোষে, কে আর হেসে শোবে রে;
জ্ঞানশূন্য বাক্য ছাড়া, পড়ে থাক্‌বি বোল্‌বে মরা,
ওরে জপেতে হও আত্মহারা, যদি যমের হাত এড়াবি রে।
নীলাম্বর আর বল্‌বে কত, যে মুখে খাও পঞ্চামৃত,
সেই মুখেতে তব সুত আগুন জেলে দেবে রে॥ ২২৬০॥

বাউলের সুর—খেমটা।

গৌরতেতে জগৎ মেতেছে।
ও ভাই বলরে স্বরূপ, কি অপরূপ, কোনখানে ফুল ফুটেছে।
আমার গোঁসাই বৃন্দাবনে লীলা করেছে,
ও সে রাখালবেশে গোষ্ঠে গিয়ে রাজা হয়েছে,
ও সেই ফুলের লাগি মহাযোগী সর্ব্বত্যাগী হয়েছে।
ও সে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়, ফাল্গুনে পূর্ণিমাতিথি জন্মগ্রহণ লয়,
সেই নদে এসে কাল ঘুচে, নিতাই গৌর হয়েছে॥ ২২৬১।

বাউলের সুর।

মন তুমি আর কর উপার্জ্জন; তোমার সঙ্গেত যাবে না ধন।
তোমার আহার কারণ; মিছা ভাবা অকারণ;
আহার দিতেছেন তিনি দিয়াছেন জীবন॥
আহার বিনে কেহ প্রাণে; মরেছে কি প্রাণিগণ;
তুমি ত্যজ অভিমান; তোমার বাড়িবে সম্মান;
সকল স্থানে মিলবে আহার; পাবে তত্ত্ব জ্ঞান;
তোমার সকল কষ্ট হবে নষ্ট যদি স্তুতি নিন্দা হয় সমান॥ ২২৬২।

একতালা।

হরিনাম ব্রহ্ম জপ রে তরবি যদি এ সংসারে।
মন হে হরি হরি বল বারে বার; যদি ভবে হবে পার,
হরিনাম নিয়ে ভবে দাও সাঁতার মন রে আমার;
মন রে হরির নামে মোক্ষধামে;পাষণ্ড পলায় দূরে॥
যখন শমন এসে বাধবে দশদ্বার; তখন দেখবি চমৎকার,
বুকে বসে কসে মারবে; পাপ মন রে আমার॥
তখন সঙ্কটেতে কালের হাতে, মরবে আগুনে পুড়ে;
মন রে ভাই বন্ধু যত পরিবার; কেহ সঙ্গী নয় তোমার;
"আমার আমার" কেবল অহঙ্কার মন রে আমার;
মন রে তুমি বা কার? কেবা তোমার?
আমার শঙ্কা দূর করে। ২২৬৩॥

বাউলের সুর—খেমটা।

শুধু ঘটে পটে নটে ধর্ম্ম হয় না ভাই।
তীর্থাশ্রম মনের ভ্রম তাতে কিছু নাই॥
কেউ বা করে কালী কালী; কেউ বা বলে বনমালী,
কেউ খাড়া; কেউ ধরে ঝুলি; তায় না মেলে ভাই;—
ফলিতার্থ না জানিলে ফল হবে না ফলে ফুলে,
প্রবৃত্তির নিবৃত্তি নহিলে, ছাই মাখিলে হবে ছাই।
কামনায় কামনা বুঝি ত্যাগ বিনে নাই তত্ত্বসিদ্ধি;
কার কার ভেবে বুঝি দেখিবারে পাই;—
ঘটে কিছু না থাকিলে; ফোটে না চড় চাপড় কিলে;
কথায় লোকে বলে; দুধে সুধা ঢালেও সুধা চাই॥ ২২৬৪॥

বাউলের সুর।

দেখ অজরা নগর ভুলে; ভগবান কি করে রে!
কেমন আজব মণি আজব কলী; আজব গড়ন গড়ে রে॥
(ও মন) জল থাকে রে নিচু ভূমে, কাঠ লোহা পাহাড়ে;
(দেখ) সেই দুজনে (ও মন) নৌকা গড়ে সদাগরি করে রে।
(দেখ) ভাবের জলও বাটে মাঠে, ক্ষুধায় অন্ন পেটে,
(দেখ) সেই দুজনে পরিত জ্ঞান কত খেলায় খেটে রে॥
(ও মন) সূর্য্য দেয় রে দিন করিয়ে; জোনাক দেয় রে চাঁদ,
বাতাস বয়, মেঘ বরষে, তাই ভাসায় রে॥
(ও রে মন) শূন্যেতে বেড়ায় রে জল, মেঘ বিনা কে জানে রে,
ওরে এই অজরা ভুলে কবি কোন জগৎ মান রে॥ ২২৬৫॥

কীর্ত্তন।

নিতাই চৈতন্য নামে, এই নামে শমন ভয় আর রবে না রে।
(হয় না হয় লয়ে দেখ)
গৌর যারে দেখে আপন কাছে, তারে হরিনাম যাচে;
নাম শুনে প্রেম নাচে, এমন দয়াল কে আর আছে,
গৌর জগৎ ডুবিয়ে গেল, আমার হিয়া ডুবলো নামে॥ ২২৬৬॥

বাউলের—কীর্ত্তন।

আমার মন যদি পায় হরি, তবে হরিনামের নৌকা ধর।
হরিনামের নৌকা ধর রে, শ্রীগুরু কাণ্ডারী কর ॥
অন্য চিন্তা ত্যজ্য করে, চিন্তামণিকে চিন্তা কর;
জগাই মাধাই পাপী ছিল রে, হরির নামে তরে গেল ॥ ২২৬৭।

বাউলের সুর।

সংসারের উজান স্রোতে যাও বেয়ে;
ওরে ও ভাই, ওরে ও ভাই; ও ভাই প্রেমরসিক নেয়ে।
চল কিনারা ঘেসে; হাল ধরো রে কেসে;
দেখ যেন উলটো স্রোতে যায় নাকো ভেসে:
চালাও দিবানিশি জীবন-তরী; আর থেক না অলস হয়ে।
তুলে প্রেমের বাদাম বদনে বল হরিনাম;
আনন্দে ক্ষেপণী ফেলে চল অবিশ্রাম,
যখন ভক্তি-জোয়ার আসবে বেগে; তখন সহজে যাবে লয়ে;
শুন শুন ও রে মন; কু-সঙ্গে করো ভ্রমণ;
ভরাডুবি করে তারা; করবে পলায়ন;
থেকো সাধু মহাজনের সঙ্গে; সদা অকপট হৃদয়ে ॥ ২২৬৮।

সিনকাফি—ঠুংরী।

গৌর পাব কি সাধনে।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ ছয় রিপু ছয় দিকে টানে।
কেহ বলে কৃষ্ণ রাধা; কেহ বলে আল্লা খোদা;
ইহাতে নাইকো বাধা; যার যেই মনে।
কেউ বলে মানি না মক্কা; পিঁড়ায় বসে পীরের দেখা;
ইহাতে বড়ই ধাঁকা কতই কুমন্ত্রণা জানে।
কেউ বলে গয়া যাব; শ্রাদ্ধ করে পিণ্ড দিব,
পিতৃলোক উদ্ধারিব; এই বাসনা মনে।
শ্রীপদে নাইকো মতি; কথা শুনে না তো এ দুর্ম্মতি,
না হইল নিষ্ঠা রতি; বেড়ায় তীর্থপর্য্যটনে। ২২৬৯ ॥

বাউলের সুর।

মন-ব্যাপারী তোমার মত দেখি নাই এমন বেদিশা ;
তোমায় হঠাৎ লোক দেখলে ভাববে খেয়েছ কতই নেশা।
এই ভবের বাজারে কত রত্নাদি ধন, বিক্রী আছে মহাজনের ঘরে ;
তুমি রত্ন ছেড়ে যত্ন করে নিতেছ দস্তা সীসা।
তুমি হয়ে জহুরী, কাঁটা দাঁড়ির ফের বোঝনা ; কেমন ব্যাপারী ;
[তুমি চোখে দেখে আপন খোষে নিতেছ অচল পয়সা।
সবিল হচ্ছে তোমার নাও ;
চেয়ে দেখ মণ ব্যাপারী মুলে ঘেটে যাও ;
যখন হিসাব দিবে বুঝবে তখন খাবে কত নাক ঘষা ॥ ২২১০ ॥

মনোহর সাই—লোফা।

ও রে মন পাখী চাতুরী করবে বল কত আর।
বিধাতার প্রেমের জালে পড়বে না কি একবার ॥
সাবধানে ঘুরে ফিরে ; থাক বাহিরে বাহিরে,
জাল কেটে পালাও উড়ে ; ফাঁকি দিয়ে বার বার।
তোমার একদিন ফাঁদে পড়তে হবে ; সব চালাকি ঘুচে যাবে ;
অন্ন জল বিনে যখন করবে দুঃখে হাহাকার ॥]
যে দিন বাধের বাণে ; কাল সাপের দংশনে ;
জ্বলিয়ে মরিবে প্রাণে ; দেখবে চক্ষে অন্ধকার।
তখন আপনা হইতে পোষ মানিবে ; তাড়াইলেও নাহি যাবে ;
পিঞ্জরে বসে হরির গুণ গাইবে নিরন্তর ॥ ২২১১ ॥

খট্ ভৈরবী—একতালা।

নিমাই কোন প্রাণে আমায় ছেড়ে হবি সর্ব্বত্যাগী,
উদাসীন বৈরাগী—নিদারুণ কথা শুনে প্রাণ বিদরে ;
একে বিশ্বরূপের বিরহ অনলে, চিরদিন আমার
শোকে অঙ্গ জ্বলে, তোর মুখ চেয়ে আছি ভূমণ্ডলে,
তুই গেলে সন্ন্যাসে, বাঁচব কেমন করে।
বিধু বিষ্ণুপ্রিয়া বল কোথা রবে, সোণার সংসার মোর ছারখার হবে।

[illegible]

যার গুরুপদে ঠিক [illegible] ? ভাবনা কি।
সে যে সদানন্দে মন [illegible] জানে কি।
করে না অন্য যোগ, হয় না তার অন্য রোগ,
সে যে ঐ রোগেতে রোগী হয়ে, [illegible] রোগ দেয় বাঁকি।
করে সে অনুরাগ কুড়িয়ে [illegible]নের শাক,
এলবণে পাক করে [illegible], তাই খায় ভাল তার মুখে।
দেখ রাগ কার শাক [illegible] ফকির [illegible]নন্দ হল কি।
যার আছে মনে ঠিক, [illegible] ঠিক,
তার মনকষা ঠিক দিয়ে [illegible] চোদের ধিক।
নারাণে মিলকা [illegible] ঠিক মিলে না,
তার ঠিক কর ঘরে [illegible] ভাতে ঢালে ঘি।
তার গুরুপদ ঠিক হল না [illegible] কাদের হবে কি।। ২২৭৩।।

বা[illegible]

হরি দয়াময়। [illegible] কি বিপদ ডর।
ভক্তাধীন নাম ধার [illegible] নারে,
ভক্তিভাবে চাঁড়াল [illegible] বাঁধা মাথায় বয়;
বিশ্বনাথের এই বাণী, [illegible] জুড়াবে প্রাণী;—
হরি হরি হরি বলে যেন [illegible] প্রাণ যায়। ২২৭৪।

আলাইয়া ঝিঁঝিট—[illegible]

দীনে দয়া কর ভগবান; কর [illegible]; দিয়ে পদতরী,
হে ভবকাণ্ডারি, কর দাসে পরিত্রাণ।
নিজ কৃত পাপে আছি ম্রিয়মাণ, ধরায় [illegible] কাঁদে হে পরাণ
আর এ যাতনা সহে না [illegible] অবসান।
যে আশা দিয়েছ গৌরাঙ্গের প্রাণে, [illegible] মানব-সন্তানে,
তোমার প্রেম-রাজ্যে তোমার [illegible] যেন দাসের প্রাণ।
গৃহে শচীমাতা অনাথ দুঃখিনী, সতী বিষ্ণুপ্রিয়া মণিহারা ফণী;
ও হে প্রেমসিন্ধু দিয়ে কৃপাবিন্দু কর [illegible] শান্তিদান। ২২৭৫।

বাউলের সুর—খেমটা।

মন রে দিনান্তরে গৌর বলে ডাকলে না রে।
চেয়ে দেখ রে মন শমন এসে ঘেরলো তোরে॥
গৌর তন্ত্রের নয়, মন্ত্রের নয়, বেদের নয়, বিধির নয়;
যে জন তাঁর জন্য মাতাল হয়, নয়নে ধারা বয়,
দয়াল তারে দয়া করে।
গৌর ধনীর নয়, মানীর নয়, জ্ঞানীর নয়, গুণীর নয়;
যেমন মদ খেয়ে মাতাল হয়,
তেমনি প্রায় হলে গৌর তারে দয়া করে। ২২১৬।

বাউলের সুর।

এতদিন কার বেগারে ছিলাম, এখন কি ধন নিয়ে যাই।
বসে রাত্র দিনে (মনে মনে) ভাবিছি তাই॥
এ দেহ পতন হবে, দেহের মালিক চলে যাবে, উপায় কি হবে।
একে একে চলে যাবে দেহের পঞ্চ ভাই।
ভেবে ভেবে হলেম সারা, ভজনহীনের কপাল পোড়া, ডুবলে রে ভরা।
এ দেহ পতন হলে পুড়ে করবে ছাই (যত বন্ধুগণে)।
পড়েছিলাম ভবের হাটে;
গেলাম ভূতের বেগার খেটে, ছিলাম কার মুটে;
ভবনদী পার হইতে কিছু সম্বল নাই। ২২১৭॥

বাউলের সুর।

চিন্তা করে ধনের চিন্তা গেল না।
চিন্তা বাড়ে বই, আর কমে না॥
করে ধনেরি চিন্তে, আমি পারলেম না চিন্তে,
ভবে এসে হলো, নাকো হরির চিন্তে;
ঈশ্বর চিন্তে করে আমি চিন্তামণি পেলেম না।
এসে চিন্তা পাপরাশি শিয়রে বসেছে আসি;
হেন শক্তি নাইকো আমার উঠিয়ে বসি;
কারে কব চিন্তে, যায়ণো দিনটে, হরির চিন্তে হবে না। ২২১৮

ভৈরবী—একতালা।

ও তুই ঘরে যাইরে দেখলে নারে (ও মন) কত রত্ন আছে ঘরে ঘরে।
মাল ভরা তোল সিন্দুকেতে, চিন্‌লে না মন পরোক্ষেতে,
চাবি তোর পরেরই হাতে।
একবার খুঁজলে পরে মিল্‌বে চাবি, যদি ডুবতে পার রূপ সাগরে।
সহজ মানুষ আছে ঢাকা, সাধন হইলে পাবে দেখা,
সে মানুষ ত্রিভঙ্গ বাঁকা;
সে মানুষ উলট কলে সদাই চলে, সে যে ত্রিবেণীতে উজান ধরে।২২৭৯

বাউলের সুর—খেমটা।

ঘরের মাঝে অনেক আছে।
কোন্ ঘরামী ঘর বেঁধেছে; এক পাড়ে দুই থাম দিয়েছে ॥
সেই ঘরের ছাউনি আছে, চালের এক বেড়া আছে,
আর একটী বাতি আছে, নিবায় বাতি ফু বাতাসে।
ঘরের মাঝে খুপ্‌রি আছে, তার খোপে খোপে মানুষ আছে;
তাঁর কেহ না যায় কারো কাছে, যার যার ভাবে সে সে আছে ॥ ২২৮০।

বাউলের সুর।

ও যার হবার হয় তার প্রেম উপজে দুর্ব্বাবাসে!
প্রহ্লাদ হ বলে নয়ন জলে ভাসে, হরিনামের হ বলে নয়ন-জলে ভাসে
প্রেমে নদেবাসী গৌর, ভুলাইল গৌর, মাতাইল গৌর, সেই বয়সে;—
ও রে বেলা গেল বাসনায় আগুণ দে, তাই শুনে,
লালা আমার আর রইল না দেশে।
কথা কত শুনি এমন, চেতে নাকো মন, সদাই অচেতন, মোহ বশে;—
আমার হয়েছে রে প্রাণ, যেমন পাষাণ ভেজে না সহস্র উপদেশে।২২৮১

কাফি—যৎ।

গোরা সন্ন্যাসী নবীন অবনীতে উপনীত,
ভক্তের অধীন, গুণের সাগর-তুল্য রূপেতে প্রবীণ।
হা রে বিধি হেন নিধি কে পরালে ডোর কোপীন,
কিবা সখা নিত্যানন্দ ভাবিয়ে সচ্চিদানন্দ, কালী অতি দীন ॥ ২২৮২ ॥

কাফি—আড়া।

নবীন সন্ন্যাসী আসি নদীয়া নগরে।
কিবা রূপ তেজঃপুঞ্জ, হয়ে পাপ তাপপুঞ্জ, যে নয়নে হেরে।
অবনীতে অবতরি, ভবেতে ভরিতে তরী,
হরিনামে পরিণামে জীবেতে উদ্ধারে।
কহিতেছে কালিদাস, করুণা কর প্রকাশ,
মম সম নরাধম কে আছে সংসারে। ২২৮৩।

গৌরী ভৈরবী—চৌতালা।

কি ভাবে কিসের অভাবে গৌর আমার কোথায় গেল।
নবদ্বীপচন্দ্র বিনে, নবদ্বীপ, অন্ধকার হলো।
আমি অতি দুঃখিনী রে! আমায় ভাসাইয়ে দুঃখ নীরে,
সে হেন গুণমণিরে কেন বিধি হরে নিলে।
গৌরাঙ্গ চাঁদের উদ্দেশে, যাব আমি কোন দেশে,
কৌশল্যার দশা কি শেষে, আমার কপালে ঘটিল।। ২২৮৪।।

বাউলের সুর।

হরি বল বল্‌বি আর কোন্ কালে!
বাল্য আর যৌবনকালে, রসরঙ্গে কাটালে।।
বিষয় বাড়ী করে কেবল, গোঁপ দাড়ি সব পাকালে।
পরের জমি লয়ে তুমি, সকল লোককে ঠকালে।।
নানা রকম ভেক ধরিয়ে, অনিত্য কাজ সাধিলে।
শিকড় মাকড় তুলিয়ে সব, টাকার পুঁটুলি বাঁধিলে।।
যত্ন করে অর্থ দিয়ে, পাপের ভরা কিনিলে।
নালা কাটিয়ে বেন জল সব ঘরের ভিতর ভরিলে।
না জেনে তত্ত্ব, খুঁড়ে গর্ত্ত, কালভুজঙ্গ ধরিলে।
তুমি কলে বলে আপনার জালে আপনি বদ্ধ হইলে।।
যমের বাড়ী, পিটন বাজী, খাবার কড়ি পাঠালে।
সব বিপরীত, ভাবিয়ে হিত, বড়ই মুস্কিল ঘোটালে। ২২৮৫।

বাউ [illegible]।

বানিয়েছে [illegible] বাংলা খাম।
খাড়া রয় [illegible] বিমাণ ॥
বেধেছে ঘর, কা[illegible]ক করে গণন,
ঘরের সহস্র বন্ধন [illegible] রে হায়)
আবার দুই খুটিতে ঘর তুলেছে কর[illegible] ভোলা মন) গুণ বাখান
এক ছাওনে কাজ [illegible] এমনি কারিকর,
ও সেই নয় [illegible] হায় রে হায়)
দুটী বর রে ইতর, ঘরের ভিতর [illegible] পুরুষ (ভোলা মন) বিরাজমান
এমন সাধের ঘরের কিবা শোভা [illegible] ঘরের কারচুবি বিস্তর;
এ ঘর বাধে যারা [illegible] তারা,
(এ ঘরের) মানুষ যখন [illegible] যান ॥ ২২৮৬ ॥

বাউলের [illegible]

রংমহলে লুট করে ভাই ছয় জন [illegible] ও [illegible] থেকো তুমি সাবধানে ॥
ভক্তি কপাট এটে [illegible] বাধ গোপনে।
ঘর চোরেতে যুক্তি [illegible] রে [illegible] নের সন্ধানে ॥
অবকাশে রাখিবে ধন [illegible] না জানে।
কেহ নহে মিত্র সবাই শত্রু [illegible] পেলে পতনে ॥
রবিসুত বশীভূত [illegible] জনে।
গাঁট কাটা ঐ ছটা, তোমায় [illegible] দেবে শমনে ॥
সামাল সামাল সকল [illegible] যে অতি যতনে।
শুন মন [illegible] চরণে ॥ ২২৮৭ ॥

বাউলের [illegible]

মানে না আসমনাজা, আম[illegible] করে তাড়িয়ে যেছে।
মহলের ছজন প্রজা [illegible] কেউ নয়কো সোজা,
মানে না বলে রাজা, বেড়ায় কেবল কথা বেচে,—
যে সব জমি ছিল তাজা [illegible] সব বলে হাজা,
বাজিয়ে যেয় মো বাজা, [illegible] জোরে বেড়ায় যেচে ॥ ২২৮৮

বাউলের সুর।

অন্ধ হবে শেষ কালে।
কলে বলে নানা ছলে; বিষয় নিলে কৌশলে॥
মোকদ্দমা করে টাকা খাওয়ালে সব উকীলে।
পরের নিয়ে সুখী হয়ে, আছ এখন হালফিলে।
ধরে গলায় নলি; মাথায় খুলি; ভাঙ্গবে যম তোর এক কীলে!
টাকার জোরে; অহঙ্কারে; গেছে তোমার গা ফুলে॥
ঠকালে ঠক্‌তে হয় মন; দেখ না তা নেত্র তুলে!
বিষয় বাড়ী টাঁকা কড়ি; যেতে হবে সব ফেলে॥
তুমি বা কার; কেবা তোমার, ভেবে দেখ কার ছেলে।
যাদের জন্য পরের বিষয়; কেড়ে বিকড়ে সব নিলে।
তারাই তোমার করিবে কি; দেখলে না তা চোক মেলে।
তুমি মলে; চিতায় ফেলে, দেবে তোমার মুখ জ্বেলে।
তোমায় দগ্ধ করে আসবে ফিরে; মুখে হরিবোল বলে॥ ২২৮৯॥

সিন্ধু—ঝাঁপতাল।

শ্রবণ মঙ্গলং। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং॥
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
তন্ত্রে কিবা মন্ত্রে জীবনান্তে হরিনাম বিনে সকল বিফলং;
কাল কলুষনাশন তারণ কারণ, জগত কুশলং।
দূর কর গর্ব্ব হর সর্ব্ব কুভাব,—উপসর্গ স্বভাব, ধর স্বর্গ স্বভাব,—
কর যজ্ঞ যাগ, যজ্ঞ নাহি যোগ্য যজ্ঞেশ্বরের নাম কেবলং;
ভক্তিভরে যেই জন, লয় নাম পায় ত্রাণ,
স্মরণে যন্নাম, গ্রহণে যন্নাম চিত্ত নির্ম্মলং॥ ২২৯১॥

কীর্ত্তন।

হরি বল হরি বল রে ও মন. দিন গেল বিফলে।
মন রে এখনে না বল্লে হরি (ও মন) হরি বল্‌বে কি আর দেহ গেলে।
মনরে এ দেহ জলের বিম্ব (ও মন); বিম্ব ত জলে মিশে যাবে জলে॥
মনরে ভাই বন্ধু দারাসুত (ও মন);
তারা কেউ যাবে না নিদান কালে॥ ২২৯১॥

বাউলের সুর।

ও মন-ময়রা তুই বল না, কেন ভিয়ান কল্লি না;
সখের খুলি রাখলি ফেলে; তাতে হাত দিলি না।
রাখলি তুই থলের ভিতর সকল চিনি;
কার কথাতে ভুলে (বল) তুই ভিয়ান কল্লি না॥
ভিয়ান কল্লে মাল পেতিস কত;
(ভাইরে) কেন চেষ্টা করে দেখলি না॥
থাকতে তোর আয়োজন সকল;
কেন আসলে হারালি বল আসল সম্বল;
খাচ্ছে ছয় জনেতে লুটে পুটে,
(ভাইরে) তারা তারাতো কেউ মানে না।
এখন জোরেতে জ্বলতেছে আগুন;
এই সময়ে কল্লে ভিয়ান হতো বিলক্ষণ:
আগুন গেলে নিবে; কাজ হারাবে,
(ভাইরে) রস গরম কর্ত্তে পারবি না॥
ওরে করিস কি দিন অবসান হলো,
হরি হরি বলনা মুখে রজনী এলো;
কেন অন্ধকারে; বৃথা ঘুরে; (ভাইরে মরবি মালত পাবি না॥ ২২৯২।

বাউলের সুর—খেমটা।

ভবের তাস খেলায় বসে হার হল মন খুব কসে।
আশী লক্ষ দফা খেলায় কেবল মলাম তাস পিসে॥
ও কি ঘটিল কাল এম্নি কপাল, সুপীট পেলাম না এসে॥
ভক্তি রঙ্গের নাই কিছু জোর, কেবল কাটাবার দোষে॥
ওরে, ধর্ম্ম বুদ্ধি নাই রে ফেরাই, পড়তা ফেরাই আর কিসে॥
পড়িয়ে কুবুদ্ধি টেকা, পাপের ছকা হয় শেষে।
হাতের পাঁচ না এলো, পঞ্জা হলো পঞ্চ পাতকে মিশে॥
আর কেমনে টেকি, ঘরের ঢেকি, ছয় জনারি আভাসে,
কোরে সামাল সামাল, হলো বেহাল,
শ্রীরামগোপাল বলে আপশোষে॥ ২২৯৩॥

বাউলের সুর।

দেহ গোপীযন্ত্র বাজাও জোর করে।
বাজারে খুব, গুবগুবাগুব, গৌরাঙ্গ প্রেমের ভরে॥
মানস তারে মিহি সুরে, সর্ব্বদা ডাকবে তারে ;—
এ ভব ঘোর অকূল পাথার, অনায়াসে যে নিস্তারে॥
রাধাকৃষ্ণ বাজাও স্পষ্ট, সকল কষ্ট যাক দূরে ;—
(ওরে) চামের ছাওয়া গোপীযন্ত্র, ভাঙ্গবেরে দুদিন পরে,
এই বেলা তুই জ্ঞান কাটিতে, বাজারে নে যতন করে,
অবহেলে তরবি যদি, এ জলধি দুস্তরে॥ ২২১৪॥

বাউলের সুর।

ভুগছো মিছে পাপের বিকারে ; কোন দিন অক্কা পাবি ফস্ করে॥
ভাল দেখে চিকিৎসককে এই বেলা ডাক চট করে,
(ওরে) ডেকে গুরু-নেটিভ ডাক্তারে,
ঘণ্টায় ঘণ্টায় রোগের ওষুধ খাও যতন করে,
মন্ত্র-কিবার মিক্শ্চারে রোগ তিন দিনে যাবে সেরে।
মিছে কেন মরবি বেঘোরে,
হরিনামের কুইনাইন তোর থাকতে রে ঘরে।
এমন ওষুধ আর পাবি না ভেবে দেখ না অন্তরে॥
দিবানিশি হচ্ছে মনে ভয়, হাতুড়েদের হাতে পাছে মারা যেতে হয়,
(তারা) শুনবে না ধর্ম্মের কাহিনী, পট করে দেবে মেরে॥ ২২১৫॥

সঙ্কীর্ত্তন।

যাদের হরি বল্‌তে নয়ন ঝরে; (মাধা) তারা দু'ভাই এসেছে রে।
যারা আচণ্ডালে প্রেম বিলায় তারা এসেছে রে॥
আগে মাধা; মাধা মেরেছিল; পাছে তারা কেঁদেছে রে ;
জগা বলে (ওরে) মাধা ভাই, এমন রূপ আর দেখি নাই রে;
মাধা বলে জগাই ভাই; আজ হতে ডাকাতির আর কার্য্য নাই;
ইচ্ছা হয় তার সঙ্গে যাই রে॥ ২২১৬॥

বাউলের সুর।

দেরে ঘরে কৃষ্ণপ্রেম ছবি; যদি কৃতান্তে ফাঁকি দিবি।
কোন চিন্তা থাকবে না তোর, নিশ্চিন্তে কাল কাটাবি।
ছজন ডাকাত ফিরছে রে ছলে,
ফাঁক পেলে তোর ফাঁকি দিয়ে, ফেলবে যে গেলে,
এই বেলা সামাল নৈলে হাতে হাতে ফল পাবি।
ঘরে হলো পঞ্চভূতের বাস,
(এরা) ফিকিরে তোয়ে করবে ফকির করে সর্ব্বনাশ,
(তুই) এ চাবি না দিলে ঘরে আসল কর্ম্ম কাঁচাবি। ২২১৭।

সাওন মিশ্র—একতালা।

হরি বল হরি বল হরি বল মন।
ছাড় মোহ মায়া ভ্রম ছায়া সংসার স্বপন॥
(একবার হরি বলরে)
আয় ভক্তি ভরে উচ্চৈঃস্বরে করি হরি সংকীর্ত্তন॥
ওরে নেচে নেচে রে)
আমরা প্রেমভিখারী প্রেমের হরি করে প্রেম বিতরণ॥ ২২১৮॥

সঙ্কীর্ত্তন।

কে রে হরিবোল বলে যায়; তোরা যা রে মাধাই জেনে আয়।
আমি কি বলিব এই হরি-ধ্বনি, এ ধন ছিল কোন ধনীর,
শুনে চক্ষে কেন বহে নীর পুলক শরীর।
আমি কখনও শুনি নাই এ নাম কে আনিল নদীয়ায়;
আমি কি বলিব এই যে হরিবোল, যেমন অমিয়ার উথল,
আমার শুনে অঙ্গ হয় শীতল বল মাধাই তুই বল।
আমি কখনও শুনি নাই এ নাম, কে আনিল নদীয়ায়।
এ নাম গোলকে গোপনে ছিল, কে আনিল নদীয়ায়;
এ নাম শিব গেয়েছে পঞ্চমুখে, কে আনিল নদীয়ায়;
এ নাম ব্রহ্মা গায় চতুর্ম্মুখে, কে আনিল নদীয়ায়। ২২১৯।

বাউলের সুর—খেমটা।

ভবের খেলা ফক্কিকার।
এ ভবের চটক ভারি দেখতে ফোপরা নাইক সার ॥
তোমার বাড়ী গাড়ী ঘড়ি ছড়ি সখের বস্তু কতই আর;
সে সব থাকবে পড়ে, রাখবে কেবা দেখবে কে আর বাহার তার ॥
তুমি যাদের জন্যে খেটে খেটে অস্থি চর্ম্ম কর সার;
বৃদ্ধ হলে মরবে জ্বলে দেখলে তাদের ব্যবহার ॥
এ ভবে কত এলো, কত গেলো কেবা করে সংখ্যা তার ॥
জীবের জন্মে ধিক, এ অলীক সংসারে সংসারা সার ॥
আসবে কত যাবে কত, এই এক খেলা চমৎকার ॥ ২৩০০ ॥

বাউলের সুর।

গাঁট কাটা, ছড়া গুলো বড় বমবেটে;
ওদের লজ্জা নাইক মর্য্যাদ খেটে ॥
মিষ্ট কথায় আগে ভুলায়, পরেতে ভাই সব লোটে
ওদের কথায় ভুলিস নে মন, ভক্তি কপাট দে এটে ॥
আপন বলে; কথার ছলে পাশেতে নেয় গাঁট কেটে;
চোকে ধূলা দিয়ে; পলাইয়ে নিমেষেতে যায় ছুটে ॥
জারি জুরি চুরি; সদাই ওরা খায় পেটে।
যতই জমায় ততই চায়; কিছুতে কি খেদ মেটে ॥ ২৩০১ ॥

বাউলের সুর—খেমটা।

ঘরের মধ্যে ঘর বেঁধেছে মনমতি মনোহরা।
যায়গা হয়না ঘরের মধ্যে থাকে না ঘর ছাড়া ॥
মূল্লুক জোড়া ঘর বেঁধেছে গো, ঘরামী এক ছোড়া।
মুল্লুক জোড়া ঘর বেধেছে, শুধুই চর্ম্মের বেড়া ॥
বাহান্ন গলি তিপ্পান্ন বাজার গো ঘরের মধ্যে রত্ন পোরা,
মট্‌কাতে মহাজন আছে, নামটি তার অধরা।
ঘরে কেবা ঘুমায়, কেবা জাগে গো, ঘরে কে দিচ্ছে পাহাড়া।
তিন জনে জিন তারে খেলে, পবন আছে খাড়া।
কেশবচাঁদ দরবেশে বলে, ঘরে বাস করা হ'ল সারা ॥ ২৩০২

খাম্বাজ—একতালা।

ধন্য হে গৌর তোমারে, প্রেমিক ভকতের শিরোমণি;
আহা! কি দেখালে কি নাম শুনালে, দেখে শুনে দুনয়নের বারি ঝরে,
আপনি মাতিয়ে মাতালে সকলে, হরিনামরসে উন্মত্ত করিলে,
হইলে বৈরাগী, (গৌর হে তুমি) যোগী, সর্ব্বত্যাগী,
বিলাইলে ভক্তি বঙ্গবাসীর ঘরে॥
মরুভূমি হল প্রেমসরোবর, কঠোর হৃদয় ভক্তির আধার,
শিখালে বিনয়, (গৌর হে তুমি) ত্যজে অহঙ্কার,
প্রচারিয়ে প্রেম দেশদেশান্তরে॥ ২৩০৩।

কীর্ত্তন।

জীবের থাকতে চেতন হরি বল মন, দিন গেল দিন গেল।
দিন গেল দিন গেল রে মন; দিন গেল দিন গেল॥
ওরে জগাই মাধাই পাপী ছিল; তারা হরির নামে তরে গেল॥
ওরে রূপসনাতন দু'ভাই ছিল; তারা বিষয় ছেড়ে
(তারা বিষয় ছেড়ে) ফকির হল।
(ওরে) রত্নাকর দস্যু ছিল, সে যে হরির নামে
(সে যে হরির নামে) তরে গেল।
ওরে অহল্যা পাষাণ ছিল; সেই চরণ পরশনে
ওরে মনরে তোর পায়ে ধরি; এবার আমায় নিয়ে
এবার আমায় নিয়ে ব্রজে চল॥ ২৩০৪।

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

বুঝিব আর কেমনে হায় কেমনে,
কারে কি কর হে বিধি অনন্ত লীলা-গুণে।
আজি রাখি সিংহাসনে, কালিকে পাঠাও বনে,
সহসা মধুর হাসি পরিণত রোদনে॥
এক মাত্র পুত্র, যার, তাকেও হরিলে তার,
রূপবতি যুবতী জায়া জীবনমৃত জীবনে।
নবদ্বীপ-সুধানিধি, অকালে হরিলা বিধি,
স্মরিতে বিদরে হৃদি ধারা বহে নয়নে॥ ২৩০৫।

টোড়ী-ভৈরবী—একতালা।

জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র, জয় জয় ভব-তারণ।
অনাথ ত্রাণ জীব প্রাণ ভীত ভয়-বারণ॥
যুগে যুগে রঙ্গ, নব লীলা নব অঙ্গ, নব তরঙ্গ নব প্রসঙ্গ, ধরা ভার-ধারণ,
তাপহারী প্রেমবারি বিতর রাস-রস-বিহারী,
দীন আশ কলুষ নাশ, দুষ্ট ত্রাণ কারণ। ২৩০৬॥

—— •

কীর্ত্তন।

হরি বল বল জগাই মাধাই, তোরা নেচে দুটী ভাই।
এ নাম মধুর বড়, ছোট বড়, কারো বলতে বাধা নাই॥
তোরা বল প্রাণ খুলে, সুখে দুই বাহু তুলে,
মুখে বল হরি বল বল, রবে না গোল তরবি অকূলে;
হরি সদানন্দ, নিরানন্দ অন্তরে পাবে না ঠাঁই।
শোনরে হরিনামের গুণ, ঐ নাম সগুণে নির্গুণ,
(নামে) পালায় শমন, রিপুদমন, নিভে পাপাগুণ,,
হরিনামামৃত পান করিলে, ভবক্ষুধা দূরে যায়।
এই হরি নামে হয় ব্রহ্মার ব্রহ্মভাব উদয়,
শিব ত্যজে কাশী শ্মশানবাসী, হলেন মৃত্যুঞ্জয়,
নামে মুনিগণে নিবিড় বনে; মহাসুখে কাল কাটায়।
প্রহ্লাদ হরি বল ব'লে; পর্ব্বত অনলে জলে;
করীর পদ চাপনে বাঁচল প্রাণে; খেয়ে গরল ভাই। ২৩০৭॥

——

কীর্ত্তন।

ওরে বলরে আমার মন (একবার) হরিবল।
এ নাম বলবি মুখে যাবি সুখে বল হরিবল॥
এ নাম সকল দুঃখ দূরে যায় বল হরিবল।
এমন মধুর নামে পাবি কোথা বল, হরিবল
আজ কাল বলে দিন গেল বল, হরিবল॥
দিনান্তে নিশান্তে একবার বল, হরিবল;
বৃথা জন্ম চলে গেল বল, হরিবল॥ ২৩০৮॥

কাফি বাঁরোয়া—একতালা।

অপার হরিনামের মহিমা।
প্রাণ কর শীতল, বোল হরি বোল ঘুচবে মনের কালিমা॥
হরিনামের রসে পরাণ গলে, আর ডাকি আর হরি বলে,
হরি বলে ভবে চাই চলে,—
হরি হৃদয় মাঝে উদয় হলে, হরি প্রেমের নাই সীমা॥২৩০৯॥

বাউলের সুর—খেমটা।

হরি-প্রেমে মত্ত গৌর নিতাই মাতঙ্গেরি প্রায়।
পদভরে ক্ষিতি টলে; চক্ষের জলে পাপীকে গলায়॥
(তাদের) দিগ্বিদিগ্ নাহি জ্ঞান, হরি বলতে হয় অজ্ঞান,
ঐ ভাবে পাগল টলে টলে দুই জনেতে চলে যায়॥
কাছে দেখে যে জনেরে, ঐ তাদের গলে ধরে;
অমূল্য রতন নাম ধন; যেচে তাদের বিলায়;
অমর সুধা করে চিরমৃত পাপীর দ্বারে;
কাঁদিয়ে ডেকে তাদেরে; অঞ্চল পূরে দাঁন দেয়;
যে অঞ্চলতে বসুমতী, হয়েছিল পুণ্যবতী;
সে ধনের অভাবে এবে; দেশ ভারত শূন্য প্রায়॥২৩১০॥

নিতাই গৌরের মত পাঠাবে কি ধরাতল। (পিতা গো,
(যারা) ছড়াইত ভবধামে বীজ হরি বলে;
কি নামের সুবোল বলে; টলে টলে যেত চলে;
ঘোর পাপীকে দেখলে পরে, কাঁদত তাদের ধরে গলে;
কি মধুর বোল বলতো তারা; (শুনে) পাপী কেঁদে হত সারা,
প্রাণের বেগে ছুটে পড়ত তাদের চরণতলে॥
(আর কিছু নয় আর কিছু নয় সে প্রেমময়েরে দেখবে বলে)॥২৩১১॥

কীর্ত্তন।

আমায় ছেড়ে দেও ছেড়ে দেও প্রাণের নিতাই আমায় ছেড়ে দেও।
ধৈরয ধরিতে মন স্থির নাহি বাঁধে (আমায় ছেড়ে দেও)
কি উপায়ে বাঁচাতে আমায় কি করিবে বিধি,
বিরহ-বিকারে আমার কি দিবে ঔষধি। (এ রোগ নিদানে নাই,
কোন বিধানে নাই) (রোগের ঔষধি নাই নিধন বিনা)
দংশিয়াছে কাল-সাপে, কি করিবে ওঝা,
এ জীবন হইল আমার বেগারেরি বোঝা।
(এ ভার বইতে যে পারি না, বৃথা জীবন ভার আর)
তুষের অনলে আমার সদা হৃদি জ্বলে, পতঙ্গ হইয়ে পড়ি,
হরি প্রেমানলে, (যদি জীবন দিলে আমার সে ধন মিলে)
আমার জীবনে আর কি সুখ আছে,
(হরি-ভক্তি বিনা কি সুখ আছে) ॥ ২৩১২ ॥

বাউলের সুর—খেমটা।

হরি বলে ডাকরে রসনা, ও তোর যাবে ভব-যন্ত্রণা।
হরি বলে ডাকরে আমার মন,
অন্তিমকালে জানবি হরি নামের কত গুণ,
আবার হরি বলে যাবে চলে, যমে ছুঁতে পারবে না।
হরি ভব কাণ্ডারী, নিজগুণে পার করিতে রেখেছেন তরি,
যত দুঃখী তাপী পারে যাবে, তাদের মাশুল লাগবে না ॥ [illegible]

বাউলের সুর—খেমটা।

তুমি কেহে বট উপুড় হয়ে ভাসছ গঙ্গাজলে।
তোমার মা দুঃখিনী কাঁদচে বসে ধুলাতে লুটায়ে।
তোমার প্রাণ-প্রেয়সী কাঁদছে বসে হাতের শঙ্খ ভেঙ্গে
তুমি বলে ছিলে সঙ্গে লব একলা যাচ্ছ চলে ॥
তুমি ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছ কোথা দুঃখিনীয়ে ফেলে।
তোমায় চোরের মত পুড়িয়ে মারবে ঝিলের উপর তুলে।
তোমার মুখে দিবে অগ্নি জ্বেলে সুরধুনির কূলে ॥ ২৩১[illegible]

বাউলের সুর।

হরি যে ভাবে তোমায় যে ভাবে তারে কৃপা কর সেই ভাবে হে।
তোমায় ভক্তিভাবে, ভক্তে ভাবে,
ওহে গোপীকান্ত, অভাব হওহে অভাবে।
হে ব্রহ্মসনাতন, সনক সনাতন, শান্তভাবে পেলে তব চরণ
শিশুপাল রাবণ অরি ভাবে, পেলে হে
পতিতপাবন, মম দশার কি হবে,
হরি হে বলিরে ছলিলে, বামনরূপ ধারণ করে হে।
হরি কে জানিবে তব অন্ত, যার অনন্ত না পায় অন্ত,
হরি ত্রিপাদ ভূমি দান নিতে, পদ বাহির কৈলে নাভি হতে॥
ও পদপঙ্কজে, ভৃঙ্গ হয়ে রঙ্গে থাকরে, পান কর সুখে,
পরম সুখে চরণপদ্মের মধু (আমি তাই বলি মন)
বিষয়-কেতকী কণ্টকের বনে, সে বন মধু-বিহীন,
ইথে বিফল ভ্রমণ ভ্রম কেন মন,
অসার সংসারে, কে আপন আছে, ও মন ভেবে দেখ,
শ্রীহরি বিনা সকলি মিছে।
অর্দ্ধ নারায়ণ ক্ষেত্রে, অর্দ্ধ গঙ্গানীরে মগ্ন রহে যেন;
দৃষ্টি করি রবিসুতে, না আসিবে আমায় নিতে,
হয়ে অতি ভয়ে ভীত, দূরে থাকি দিবে ভঙ্গ।
আমার চরমকালে, হৃদয় কমলে, নীলকমল দাঁড়াবে॥ ২৩১৫॥

ভৈরবী—একতালা।

দীনবন্ধু হে আমি সেই দিনে হে, দেখব কেমন বন্ধু তুমি।
কে পার করিবে হে আমারে, শমন রাজার দ্বারে,
যে দিন গিয়ে বন্ধনে পড়িব হে আমি;
যদি তুমি হে মাধব, হও দীনবান্ধব, হতে হবে সে দিন অগ্রগামী;
একবার সেই দিনে হে যদি না দাঁড়াও ওহে শমন দমন!
শমন যা করবে তা জান হে অন্তর্যামী, হরি তুমি বন্ধু বট,
আমি কিন্তু শঠ, শঠের প্রেমে পাছে না হবে প্রেমী।
কিন্তু ও দীননাথ? তোমায় শঠ ও সরল সমান, সংসার-স্বামী॥২৩১৬॥

বারোয়া—ঝাঁপতাল।
হরিনাম সুধা-রসে কেন রসনা রসনা।
বিরস বিষয়-রসে কেন সতত বাসনা॥
দারাসুত আদি সবে, সকলেই পড়িয়ে রবে,
নাম মাত্র সঙ্গে যাবে, সেই নামের সাধনা।
বার বার গতায়াতে, নানা ক্লেশ পাও পথে,
(এবার) মোহমদে অন্ধ হয়ে, হওনা যেন বঞ্চিত।
অতএব বাক্য ধর, হরিনাম মালা পর,
হরিনাম করে কর ঘুচিবে ভব-যন্ত্রণা।
সদা সাধুগণ সঙ্গে, মজ ঐ নাম রঙ্গে,
অনুলেপ সদা অঙ্গে, নামের সুধা পঙ্ক॥ ২৩১৭॥

কীর্ত্তন—একতালা।
হরি বল বল ভাই দিন যায় বয়ে।
ওরে দিন যায় বয়ে; তোর সময় যায় বয়ে॥
ওরে এ ভব-সমুদ্র মাঝে নিতাই চাঁদ নেয়ে,
ওরে কি কার্য্য করিলিরে ভাই মানব জনম পেয়ে॥ ২৩১৮॥

সঙ্কীর্ত্তন।
আমার মন যেন আজ করে রে কেমন আমায় ধর নিতাই।
নিতাই জীবকে হরিনাম বিলাইতে; আমার ব্রজের কথা পড়লো মনে।
দুঃখের কথা কব কারে; কথা রায় রামানন্দ জানে।
আমায় অষ্ট সখি ছিল সাথে;
নিতাই খত দিয়াছি আপন হাতে; সে ধার শুধব কিসে নিতাই রে।২৩১৯

সাওন মিশ্র—একতালা।
দিয়ে করতালি, এস হরি বলি, হরিনাম করি গান।
আর হরি আর হরি বলে শীতল করি তাপিত প্রাণ॥
অলসে দিন বয়ে যায়, প্রেমের হরিনাম বলি আয়,
রাঙ্গা পায় সঁপি মন কায়,—
সুধার ভাসি দিবানিশি সুখে সুধা করি পান॥ ২৩২০॥

মুলতান—খেমটা।

বিষয় ফুলে ভ্রমণ করে মজনা মজনা মন ;
দেহ-সরোবরের মাঝারে ভ্রম গিয়ে পদ্মবন।
মুলাধারে চল চল বাদি সান্ত চারি দল,
হরিদ্বর্ণ সে কমল তাহে কর বিচরণ।
স্বাধিষ্ঠান বাদি সান্ত, চারু ষড় দলবন্ত,
শোভার নাহিক অন্ত যেন রে তপ্ত-কাঞ্চন।
কুণ্ডলিনী সহ মিলে, নাভিতে বদন মেলে,
ডাকি কান্ত দশ দলে নীলাঞ্জনেরি বরণ।
সেই মণিপুরে জ্ঞান জলময় ব্রহ্মস্থান ;
ছিদ্রাভ হৃদমাঝার, আদি অন্ত দ্বাদশার,
বালার্ক-বরণ তার বিষ্ণুকেশেরি সদন।
বিশুদ্ধাখ্য কণ্ঠপুরে শোভিত ষোড়শ স্বরে,
শম্ভুস্থান ধূম্রাকারে, চন্দ্রবিন্দুবিভূষণ ;
আজ্ঞাচক্র গুরু ছলে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে,
হাদি ক্ষান্ত দুইদলে, শুক্লবর্ণ সুচিকণ।
ছয় পদ্ম বিচরিয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রে দেখ গিয়ে,
সহস্রার কি দেখিয়ে, যেত রে নিয়ে বদন ;
তার মাঝে কর তত্ত্ব, নিত্য জ্ঞানময় সত্ত্ব,
জিনিয়ে সহস্রাদিত্য, পরম পুরুষ-রতন।
তাহাতে যে সুধা পাবে, পান করি ভোর হবে,
সর্ব্বরূপ ক্ষুধা যাবে, গোপাল বলিছে শোন ॥ ২৩২১।

বাউলের সুর—খেমটা।

হরি বল মন রসনা, মানব জনম আর হবে না
(হরি বল মন রসনা, হরি বল মন রসনা)
জননী জঠরে যখন, উর্দ্ধ পদে ছিলে তখন ;
বলে এলে করবে সাধন, সেই কথা মনে পড়ে না।
যখন শমন বাঁধবে হাতে, কি করিবে মাতা পিতে,
হরি ভজ একচিতে, শমন তোমায় পাবে না ॥ ২৩২২।

কীর্ত্তন।

তারে মারিলি কেন ওরে মাধাই, হরিনাম বল্‌তেছিল রে।
হরির নাম বলতেছিল, কইতেছিল, লইতেছিল রে॥
যে নাম পাপীর সম্বল দরিদ্রের ধন—বল্‌তেছিল রে।
(সে নাম বল্‌তেছিল রে)
যে নাম শুন্‌লে পাপীর পরাণ জুড়ায়—বল্‌তেছিল রে।
যে নামে রোগ শোক দূরে যায়—বল্‌তেছিল রে।
যে নামে মহাপাপী তরে যায়—বল্‌তেছিল রে॥
যে নামে পাষাণ হৃদয় গলে যায়—বল্‌তেছিল রে।
যে নাম শুনলে প্রাণ শীতল হয়—বল্‌তেছিল রে।
যে নাম পাপীর ভাগ্যে এসেছিল—বল্‌তেছিল রে।
যে নামে শমন ভয় দূরে যায়—বল্‌তেছিল রে॥
যে নামে পাপ তাপ দূরে যায়—বল্‌তেছিল রে।
যে নামে সংসার জ্বালা দূরে যায়—বল্‌তেছিল রে।
যে নামে শুষ্ক হৃদয় সরস হয়—বল্‌তেছিল রে।
যে নামে জাত বিচার চলে যায়—বল্‌তেছিল রে।
যে নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে—বল্‌তেছিল রে।
(সে নাম বল্‌তেছিল রে)। ২৩২৩॥

কীর্ত্তন।

তাই তোমারে ডাকি, তোমায় ডাক্‌লে গৌর বড় সুখে থাকি
যুগে যুগে করলে লীলা, জলেতে ভাসালে শীলা
জগাই মাধাই উদ্ধারিলে, গৌর আমায় দিলে ফাঁকি॥ ২৩২৪।

কীর্ত্তন।

নাচে শ্রীবাসের অঙ্গিনায় গৌর রায়,
আজ আর আনন্দের সীমা নাই। আনন্দে কে কার গায়ে পড়ে॥
আনন্দে সবে ঢুলু ঢুলু আনন্দে বহে প্রেমধারা,
অন্ধ পঙ্গু চয়ে নৃত্য করে প্রেমানন্দে। ২৩২৫।

আলাইয়া—একতালা।

গৌর নিতাই এস হে হরিনাম সুধা প্রকাশে।
গাহিব অবিরাম, হরিনাম, মুক্ত যাহে ভবপাশে ॥
ললিত মধুর বিশদ-ছাঁদ, গাও হে আসিয়া গৌরাচাঁদ,
পাবে আনন্দ, ভকতবৃন্দ, নাচিবে প্রেম-উল্লাসে ॥
তানপুরে তান মিলায়ে রঙ্গে, বাজায়ে মৃদঙ্গ তাল-তরঙ্গে,
ভাসিবে অম্বরে হরি যশো-গাথা জলে কমলিনী যেন বিকাশে ॥
ভাবে ভাবে সবে হইবে ভোর, ভাঙ্গিবে ভবের ঘুমের ঘোর,
হৃদিমাঝে হরি নবনী চোর হাসিবে সুখ-বিলাসে ॥
রবে না কলির পাতক ভার, হরিনামে সবে পাবে নিস্তার ;
হরি হরি নাম পাতকী-উদ্ধার, জনম মরণ নাশে ॥২৩২৬॥

বাউলের সুর—কাওয়ালী।

ও ভাই এসো প্রেমের গাঁজা খাবে কে।
ধরবে নেশা ঘুচবে বাসা লহ কলিকে। আশ্রয় ধর্ম্ম লহ কলিকে।
রাগের খরশান দিয়ে, মধুর রসে, জল মিশায়ে,
গোলাপ তক্তি নিচে থুয়ে কাট রিপুকে, প্রেম কাটারিতে।
কিন্তু কলকেয় দিও ঠিকরে, নহিলে পরে যাবে ঠিকরে,
ঠিক ছাড়া হইও না রে ভাই, বলি তোমাকে, কাজে ঠিক রেখ।
সাপি খানি করে লয়ে, কলিকের তলাতে দিয়ে,
প্রেমের গাঁজা খাও পিয়ে, নিষ্ঠা দম রেখে গুরু-পদে।
দীন পঞ্চানন এই কয়, প্রেমের গাঁজা যে জনা খায়,
তার কি আবার নেশা হয়, অন্ন আমাকে প্রেমের গাঁজা ভিন্ন ॥২৩২৭॥

কীর্ত্তন।

প্রেম কি পায় সকলে, জগাইরে প্রেম কি পায় সকলে।
সে যে সাধনেরি ধন, সাধন বিনে সে ধন, কি অমনি মিলে ॥
যত যুবতী শিশু লয়ে কোলে, ডাকে বাহুতুলে আয় চাঁদ বলে,
চাঁদ তাই ভুলে গগন ছেড়ে কি উদয় হয় ভূতলে ॥ ২৩২৮ ॥

মঙ্গল বিভাস—কাওয়ালী।

বীণে একবার হরি বল, হরি ভবের কাণ্ডারী, হরি বোলে পারে চল।
বীণায় বল হরিধ্বনি, শমন পালাবে আপনি,
কালনিবারণ চিন্তামণি, প্রহ্লাদ হরি বলে ছিলো।
শুনেছি পুরাণে বলে, হরিনামের গুণে মোক্ষ ফলে,
অজামিল তরিল হেলে, নারায়ণে বলে ছিল।
সুদন বলে কি করিলাম, মিছে মায়ায় বন্দি হলাম,
(এখন) গুরুপদ না ভজিলাম, আসা যাওয়া সার হল॥২৩২৯॥

কীর্ত্তন।

নবদ্বীপ যেতে হলো; রাই রূপে অঙ্গ ব্যাপিল॥
সঙ্গোপাঙ্গ লয়ে, হরি-সংকীর্ত্তন করিতে হলো;
আমি ঘরে ঘরে হরিনাম বিলাইব এই ভাবনা হৃদয়ে হলো॥
সুবল গৌরীদাস হয়ে অম্বিকাতে চল চল।
অভিরাম বসলো এসে কৃষ্ণনগর খানাকুল।
সুরধুনীর শান্তিপুরে, অদ্বৈত হুঙ্কার ছাড়িল;
দাদা বলাই হবে নিতাই, ঘোর কলিকালে কলি কাল এলো।
তিন বাঞ্ছা অভিলাষী, মনের কথা মনে রইল;
গোসাই রামলাল বলে রামচন্দ্ররে ব্রজলীলা সাঙ্গ হলো॥২৩৩০॥

বাউলের সুর—খেমটা।

পায় ধরে বলি তোমায়। হরি-চিন্তা কর মন রে, দিন ত বৃথা যায়॥
যখন যমে বাঁধ্‌বে রে কসে, তখন কর্‌বি কি উপায়।
(বাদী মম রে আমার) হায় হুতাশে। প্রাণ রে যাবে,
তখন বলবি হায় রে হায় রে হায়।
কু-চিন্তা কু-ভাবনা রে ভেবে, বসে রইলি কার আশায়।
(পাষাণ মন রে আমার,) একবার আঁখি মুদিয়া রে দেখ,
তাতে কেমন দেখা যায়, ঊর্দ্ধ পদে হেট মুণ্ডে ছিলে গর্ভ যাতনায়।
(অজ্ঞান মন রে আমার) ও রে সেখানে কি বলে রে আইলে,
এখন তা তোর মনে নাই॥২৩৩১॥

বাউলের সুর—খেমটা।

চুল হলো তোর শোণলুটি।
কবে আর বলবি রে ভাই, অধম-তারণ নাম দুটি॥
এ দিকে হলো তলপ, গোঁফে কলপ, পান খেয়ে লালঠোঁটি দুটি;
আবার মুচকে হেসে, কচকে বেশে, বেড়াও নবীন ছোকরাটি॥
গিয়েছে দাঁত শুকিয়ে আঁত, ধরেছ ভাত এক মুটি;
চিত্রগুপ্ত আবার, দণ্ডে দুবার দিচ্ছে উকিলের চিঠি॥
গাল খেয়েছে টোল, ভুঁড়িটি লোল, খেতেছে দোল ভন্টুটি;
এখনো গেলো না সক ভুগবে নরক, বলব যে হক কথাটি॥
নাম কর রে সার, খেয়ো না আর উইলসনের পাঁউরুটি;
চিত্রগুপ্ত এসে, বাঁধবে কসে, হস্ত পদ আর গলাটি॥
এবে দিন ঘুমিয়ে এলে, অঙ্গ ঢেলে, মুদবে রে নয়ন দুটি;
তখন বন্ধুজনে চন্দ্রাননে, দেবে জেলে পাঁচকাটি॥
সনজ বলে, হরি বলে, ছাড় রে সব ভিরকুটি;
এখন জিব এড়িয়ে যাবে, খাবি খাবে, এসেছে সে সময়টি॥২৩৩১॥

কীর্ত্তন।

নাচে আর হরি বলে গৌর নিতাই, গৌর নিতাই, নাচে অদ্বৈত গোঁসাই
হরি বলে বল রে। (প্রেমে ঢলে ঢলে রে) দুনয়নে বহে ধারা।
ওরে গৌর নিতাই নাচে অদ্বৈত গোঁসাই।
ওরে এমন দয়াল প্রভু আর দেখি নাই।
যেচে প্রেম বিলায়, জেতের বিচার করে না॥ ২৩৩২॥

কীর্ত্তন।

বামে করে ধরিয়ে গিরি, ভাসালে গোকুলপুরী;
এখন কার ভাবেতে (হায় রে) ব্রজ ছেড়ে ভাব লুকালে নদে পুরী
প্রেম-ঋণের দায় ঠেকে গোরা, হরি হয়ে বলছে হরি।
(এমন) কি ধনী কর্জ্জ করেছিলে, হাল হে বেহাল কর-আধারী।
(কানাইরে) বাঁকা আঁখি জোড়া ভুরু সেই ভাবে চিনিতে পারি।
সে কালরূপ কি অপরূপ, কটিতে কৌপীনধারী। ২৩৩৪।

বিভাস—একতালা।

জয় যজ্ঞেশ্বর জগদীশ্বর, জগজ্জন জগৎপালন।
হৃষীকেশ হরি রাসবিহারী রমানাথ রাধামোহন॥
হরি বিশ্বম্ভর, বংশীধর, শ্রীধর গিরি-ধারণ;
তুমি অনাথের নাথ, শ্রীপতি শ্রীনাথ, দীননাথ দীন-তারণ॥
ত্রিলোক পালক বালক-বেশেতে, কর বসুদেব দুঃখনাশন;
তুমি নরকান্তকারী, নর-কান্তিধারী, নরকুলে জন্মগ্রহণ;
হরি ভক্তবৎসল, ভবতারণ, ভানুজ-ভয়-ভঞ্জন;
তুমি গোলোকের পতি, অগতির গতি গোকুলচন্দ্র, গোপীমোহন,
ব্রজেন্দ্র নন্দন, ব্রহ্ম-সনাতন, বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ঐ চরণ,
ও যে যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র, ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র; চরণেতে লয় শরণ;
হরি দামোদর দ্বারকানাথ, দৈত্যকুল-নাশন,
তুমি হর হরহৃদি, নিধি নিরবধি, বিধি করে পদ সেবন;
মুনিগণ-শিরোমণি, তুমি চিন্তামণি নারদাদি মুনির ধ্যানের ধন,—
করুণা কটাক্ষে, অকিঞ্চন পক্ষে, কর রক্ষে ভববন্ধন॥২৩৩৫॥

কীর্ত্তন।

আজ তোদের হরিনাম দিব রে জগাই মাধাই।
নেচে আয় জাহ্নবীর তীরে দুটী ভাই।
মাধাই কানা ফেলে মারি নিতায়ের গায়,
মাধাই মারি মারি কলি ভাল রে (পরে ও জগাই মাধাই)
একবার হরি বলে কোলে আয়।
মাধাই তোরা দুভাই, আমরা দুভাই রে, (হরিনামের গুণে)
তোরা পালাগে হরি ভবের দায়॥ ২৩৩৬॥

কীর্ত্তন।

গৌর প্রেমের ভরে মাতিল নিতাই, মাতিল নিতাই।
নিতাই গৌরব করিয়ে বলে আমার গৌর ছোট ভাই॥
নিতাই যারে দেখে আপন কাছে, ধর প্রেম বলি যাচে;
তাই কাঙ্গাল বড় ভালবাসে, নিতাইর কাঙ্গাল প্রতি বড় দয়া॥২৩৩৭॥

বিভাস—আড়া।

ভুলেছ কি আরে মন যে দিন যাইতে হবে,—
ভবের বাজার এই সকলি আঁধার হবে!
ধন জন ঘর বাড়ি, সকলি যাবেরে ছাড়ি,
প্রিয় সুত সুতা নারী; কে কোথায় পড়ে রবে!
ভুলেছ কি আরে মন! যে দিন যাইতে হবে।
এই দেহ এই প্রাণ, প্রিয় বলি যাহা জান,
সবই অনিত্য অনিত্য মন! শেষে কৃমী কীটে খাবে॥
শিকলী কাটা তোতাপাখী; সে তোমায় দিবেরে ফাঁকি
দেহ-পিঞ্জরেতে থাকি; আচম্বিতে উড়ে যাবে॥
ভুলে আছ মায়া-মোহে; আত্মহারা পাপদ্রোহে;
ধ্যান কররে আপন গৃহে দিন থাকিতে; সে ধন-লোভে।
ভুলেছ কি আরে মন! যে দিন যাইতে হবে।২৩৩৮।

বাউলের সুর—খেমটা।

ও কে ডাঙ্গায় তরি যায় বেয়ে, কোন রসিক নেয়ে;
আছে দাঁড়ী মাঝি দশ জনা, ছয় জনা তার গুণটানা,
সে কে তা জেনেও জানিলে না।
আনন্দেতে যাচ্ছে বেয়ে, যত অনুরাগী সারি গেয়ে,
এ কোন রসিক নেয়ে, আছে ডিঙ্গা ভরা বস্তু ধন,
বসগে প্রেমের মহাজন, তার চৌকি পঞ্চজন॥২৩৩৯।

কীর্ত্তন—সুর।

না জানি হরি কেমন, নামটি এমন মিঠা এত।
দয়ালের নাম শুনে হয় মন উচাটন, দেখলে জানি কেমন হতো
যে হতে নাম শুনেছি সে হতে পাগল আছি,
বাঁচি কিম্বা মরি ও সুখ বলব কত;
তারে ধরি ধরি করে ছিরে, ধরলে জীবন সফল হতো।
শুনেছি লোকমুখেতে, এমন রূপ নাই জগতে,
যে দেখেছে সে হয়েছে অনুগত;
তারে দেখলে অঙ্গ সজলাগে, নয়ন ঝরে অবিরত॥২৩৪০॥

বাউলের সুর—খেমটা।

(আছে) এক রঙ্গভূমি ও সংসার। ইহাতে দেখ্‌চি যত চমৎকার।
আজ রাজা জমীদার কাল ভিক্ষাপাত্র সার,
এখন আনন্দ উৎসব রঙ্গ, পরে হাহাকার।
আবার এই কান্না এই হাসি, লোকের তবু এত অহঙ্কার।
এই যে সব দৃশ্য মনোহর, থাক্‌বে না দণ্ড দুই পর,
যত গীত বাদ্য রং তামাসা, সুখের আড়ম্বর।
(যখন) সময় হবে, সব ফুরাবে, তখন দেখবে কেবল অন্ধকার।
পথিক কয় শোন রে আমার মন, পেয়েছিস ভাল আয়োজন,
এখন সাবধানে খেল খেলা করিয়ে যতন।
(যবে) পটক্ষেপণ হইলে পরে, পাবে অনুযোগ আর তিরস্কার ॥২৩৪১॥

বাউলের সুর—খেমটা।

বুঝ্‌বে কে পাগলের খেলা।
পাগলে কর্‌চে পাগল, পাগলে পাগলে মেলা॥
এক পাগল গৌরাঙ্গ, আর পাগল তার সঙ্গ,
নাচে গায় সংকীর্ত্তনে বাজায় মৃদঙ্গ;
নিতাই পাগল, অদ্বৈত পাগল রে, পাগল রে তার সঙ্গের চেলা॥
পাগলের কারখানা, পাগল বৈ কেউ বলে না,
এক পাগল রূপসনাতন আদি ছয় জনা॥
(তারা) স্বর্ণ-শয্যা ত্যজ্য করে রে, ভূমি শয়ন গাছের তলা।
পাগলে হাট বাজার, পাগল সকল দোকানদার,
কেউ করে ছুনে ব্যাপার, কেউ হারায় মূলে।
(আছে) স্বরূপচাঁদে বলে রে, হেলায় হেলায় গেল বেলা॥২৩৪২॥

কাওলী।

(ও) বল হরি বল ভাই, হরি নাম বিনা জীবের অন্য গতি নাই।
হরি নামে উদ্ধারিল জগাই আর মাধাই,
হরি নামের নৌকা করে ভবপারে যাই।
(তাই) মহামন্ত্র এই কর সার, হরিনাম বিনা জীবের অন্য গতি নাই

মূলতান—যৎ।

সে পথের কি করলি তা বল।
যে পথে তোর যেতে হবে সে পথের সম্বল।
ছাড়ব নাকো কোন মতে কল্লে কোন ছল।
বাছবে নাকো কাদা কাঁটা জল কি জঙ্গল;
ধনী বলে ডরাবে না দেখে ধনবল।
বলী-সম বলী হলে খাটবে নাকো বল;
সুজন সরল-পক্ষে সে পথ সরল কুটিল কপট পক্ষে সে পথ গরল;
সে পথ লক্ষ-যোজন তবাই বলে; মনে যাদের মল;
পলকে পৌঁছিতে পারে মন যাদের নির্ম্মল;
পথের মাঝে বৈতরণী সে নদীর জল অনল;
তায় নাই তরণী মাঝী যাবি একাকী কেবল;
যাবে সঙ্গে যমদূত ভয়ানক অদ্ভুত সকল;
তারা ধমকে বলবে গরম জলে সাঁতার দিয়ে চল।
নির্ব্বাণ-প্রদীপে তৈল প্রদানে কি ফল;
কি হেতু তুই বাধবি সেতু বহে গেলে জল।
প্যারী বলে শোন সে পথের আছে একটা কল
এ বেলা কেবল খালি হরি হরি বল ॥২৩১॥

বাউলের সুর।

মিছে পরের ভাবনা ভেবে আমার পরাণ গেল,
কিছু হল না রে ভবে, আসা যাওয়া কেবল সার হল।
ঘৃতকুম্ভ লয়ে শিরে, যায় কত আশা করে,
কুরুণী বেচে বকরী কিনব রে, বকরীর বাচ্ছা বেচে কিনব গোরু,
দুধ বেচে তার করব জরু লেড়কা ডাকবে থানা খেতে;
নেহি খাঙ্গা বাতে মাথা নাড়তে কলসি ভেঙ্গে গেল ॥
পিতা পুত্র উভয়ে মরে; পিতা ব্যস্ত পুত্রের তরে
ঔষধ আনতে গেলেতে মরে ও যদি রোগ হইলে দেখায় বৈদ্য;
নিবারিতে দেয় ঔষধ (ও দেও কবিরাজ);
আপনি চিন্তার জ্বলে মরে; চিকিৎসা না করে,
ভেবে ভেবে তনু-জরা হল ॥২৩২॥

খাম্বাজ—একতালা।

হেলাতে রতন হারাওনা মন হরি হরি বল বদনে,
হরি বল, হরি বল, বল শয়নে স্বপনে জাগরণে।
ঐহিকের সুখ হল না বলিয়ে, তা বলে কি নাম রহিবি ভুলিয়ে,
নামে, তার প্রেমে, হলেন শুকদেব সুখদেব সুখী, নারদ বৈরাগী.
মহাদেব যোগী,—বেড়ায় শ্মশানে মশানে যোগ ধ্যানে॥
মনে কর সেই দিন ভয়ঙ্কর, অবশ অঙ্গ, যে দিন হইবে তোমার,
সেই দিনে বদনে, যদি বলতে পার নাম, হরি পূরাবে মনস্কাম,
তবে যাবি মোক্ষধাম তোকে লবে না ছোঁবে না শমনে;
হবে যেদিন ত্যজিয়ে সংসার, কোথায় রবে তোমার পুত্র পরিবার
সংসার অসার আঁখি মুদিলে অন্ধকার,
ঐ পদ কর সার, যদি হবি ভব পার, রাখ রতি মতি হরির চরণে॥
চরণ বলে গতি নাই হরি বিনে, হরি নাম সুধা পিওয়াবে বদনে,
কলিতে তরাতে, হরিনাম ব্রহ্মময়, যে (জন) জানেরে নিশ্চয়,
তার কি ভবে ভয়, ভবে তরিতে পারবে তুফানে॥ ৩০৬॥

কীর্ত্তন।

এমন সুন্দর হরির নাম নিতাই কোথায় পেলে;
নিতাই কোথায় পেলি অবধৌত কোথায় পেলি;
নিতাই আনিয়ে গোলকের ধন জগৎ মাতালি,
আমারে ভাড়ায়ে ধন জগতে বিলালি॥
(আমি তোর কি কেউ নইরে নিতাই) ॥ ৩০৭॥

ভৈরবী—একতালা।

মনোযোগে মনোযোগ কর হে সাধন; এ নয় অসাধ্য সাধন।
কি প্রয়োজন আসন; কি প্রয়োজন বসন;
রেচক পূরকে নাহি কিছু প্রয়োজন॥
অনুতাপ অগ্নি জ্বালি; চিত্ত মধ্যে দেহ ঢালি;
যা আছে সমল; কর তারে নির্ম্মল, পাইবে হে বিমল জ্ঞান রতন॥

কীর্ত্তন—সুর।

হরি হরি বল ও রে মন, হরি বিনে কে আর আছে শমন-দমন।
ভাবিলি না সে কালধরণ, কিসে হবে কালনিবারণ,
সদা যেমন মত্ত বারণ, করেছ ভ্রমণ;
মত্ত হয়ে রাজ্যসম্পদে, না ভজিলি হরি পদে,
প্রতিফল তোর পদে পদে, দিবে যে শমন;
যে পদ লক্ষীর সম্পদ, ভাবিলি না হরি পদ,
ঘটালি আপদ আপন এ আর কেমন;
কারে বল আপন আপদ হররে মন।
কি আলাপন সে নহে কখন আপন, যেমন স্বপন;
আপন যে চিনলি না তাঁরে, যে ভব দুস্তরে তারে,
গোবিন্দ কয় ভাবলে তাঁরে, পলাবে শমন ॥২৩৪৯॥

শুনলে পাষাণ মন আমার, হরিনাম ভুল না ভুল না।
এই না ভবে মানব জনম হয়ে গেল, আর ত হবে না।
হরিনামের যে মহিমা, বেদে নারে সীমা,
অনন্ত অন্ত পেলোনা গো (নামের অন্ত পেলে না)।
ঐ নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল ঐ নাম করে সাধনা।
ঐ নামে জগাই মাধাই তরে গেল, ঐ নাম করে সাধনা।
ভবে এলেম কি করিতে, কি কর মন কি করিতে,
ভুলিয়ে মায়ায় ঠেকো না—ঠেকো না।
ঐ নামে পাষাণ গলিত হইল, আমার মন তো গলে না।
কুকথা কও বদন ভরে, নাম নিতে মুখ চেপে ধরে,
হরির নাম মুখে আসে না।
ওরে আমার আসা যাওয়া সার হইল, গুরু ভজন হইল না ॥২৩৫০॥

কীর্ত্তন।

দেখরে বাহিরে গোরা হরিনাম বিলায়ে যায়।
সঙ্গে আছে অশেষ পাপী জগাই আর মাধাই,
চল সবে যাই, ধরিগে মাধাই, দয়া করে বলরে জগাই,
এও তোমাদের ভক্ত গোসাঞি ॥ ২৩৫১ ॥

বাউলের সুর—খেমটা।

খেপা তোর গেল খেলা (হায়)

তোর সোণার ঘরে কল্লি রে তুই ভূতের খেলা।
ঘরে বসে দেখলি না রে মন, ও তোর অন্তঃপুরী,
কল্লে চুরি অমূল্য রতন, ওরে অমূল্য রতন।
কখন আসবে শমন; করবে বন্ধন, দেখ্‌লি না তুই কোরে হেলা।
ওরে একটি মাণিক সাগর ছেঁচা ধন,
সেই মাণিক তোর ঘর হতে যায় রে অকারণ, খ্যাপা যায় রে অকারণ,
তোর ঘরে ঢুকে লাভে মূলে লুটবে রে তোর ভেঙ্গে তালা।
দেহের মালিক যখন যাবে মন, ঘেন্না করে কেউ ছোঁবে না,
বলি তোরে শোন, খ্যাপা বলি তোরে শোন;
যখন ধরবে শমন করবে বন্ধন, ঘটবে রে তোর বিষম জ্বালা।
ওরে দাসে বলে শোন রে মন ভোলা,
দয়াল হরির চরণতলে বাঁধগে ভেলা, খ্যাপা বাঁধগে ভেলা;
আবার সার করে তাঁর শ্রীচরণ নাম কর রে জপমালা ॥২৩৫২॥

বাউলের সুর—খেমটা।

কও হে কি কাজ করেছ আফিসে; আফিস কেল কোন দিবসে।
ভেঙ্গে রোকড় তবিল করেছ বিল, ঠেকতে হবে নিকাশে।
এতো সামান্য পাঁচ কোম্পানির আফিস,
বিবাদ বাদলে পরে, দুদিন পরে, হবে এবলিস।
সাহেব, বিলাত যাবে, হায় কি হবে, তুমি রবে কোন দেশে।
যখন জানবে তুমি প্রধান আফীসার,
অমনি সর্ব্বনেশে, সার্জ্জন এসে, করবে গেরেপ্তার,
কে আর করবে তল্লাস, আর কি খালাস, পাবে সে কালের পাশে।
হায় হায়, বিচার যখন করবে মাজিষ্টের;
এ যে বাবুগিরি কি যকমারি তখন পাবে টের,
ধোরে দাগাবাজি সে বাবাজি অমনি ধরবে ঘাড় ঠেসে;
এ দীন বাউল বলে ও কাজে কাজ নাই;
এসো দয়াল হরি আফিস ভারি সেই আফিসে যাই,
কোন নিকেশের দায়, নাইরে সদায় (তথায়) থাকবে সুখে স্বচ্ছন্দে।

বাউলের সুর—খেমটা।

ও চাঁদ গৌর হতে বাকি আছে অনেক দিন।
আমি কেমনে লুকাব কাল অঙ্গ, লুকায়ে শ্যাম অঙ্গ,
কেমনে হব গৌরাঙ্গ, আমি কেমনে ধরি করঙ্গ,
কেমনে পরি কৌপীন॥
শিব যাবে অদ্বৈত হবে, করে যোগ ভঙ্গ,
বলাই দাদা নিতাই হবে করে খেলা সাঙ্গ,
সুবল গৌরদাস বলে যে দিন হইবে ঐ সঙ্গ,
ত্রিভঙ্গ ছাড়িয়ে হয় শ্রীগৌরাঙ্গ উদাসীন।
চৌষট্টি মহান্ত হবেন চৌষট্টি সহচরি,
ছয় গোস্বামী হবে রাধা ছয় জনার ছয় মঞ্জরি,
গদাধর হবেন তিনি প্রেমের গুরু কিশোরী,
হবে দিন ফুরায়ে আমরা হব হে দীনের অধীন।২৩৫৪॥

বাউলের সুর—খেমটা।

দিয়ে কিছু সেলামী, দেহ জমির লইব মৌরুসী পাট্টা।
করিয়ে উঠবন্দি, বিষম ফন্দি, পদে পদে ঘটে লেঠা॥
শুক আদি যত বৈষ্ণব, তাঁহারা সব মৌরুসীতে নিল পাট্টা;
নাই তাদের নূতন চিঠা কোন লেঠা, এক 'কালেতে জমা আঁটা।
বাজলে পর পুণ্যের বাজনা, দিয়ে খাজনা, নিচ্চে তারা সন সন সাঁটা।
আমাদের পাইকস্তার জমিন, এসে আমিন,
নিয়ে করেছে নূতন চিঠা;
মাপিয়ে করছে জমী বেশী কমী, চড়াচ্চে তার কস্বর বাঁটা॥
যম দিতে যাচ্ছে সকল যত ফসল, হচ্চে কেবল মিছে কাটা।
পঞ্চাননের নাহি সম্বল, হয় না ফসল, ধরুক মহাজনের পাটা॥
দয়াল ত বটেন গুরু, কল্পতরু, পুরাবেন মনোবাটা।২৩৫৫॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

নলিনী-দলগত চঞ্চলজীবনম্; মা কুরু ধনজন যৌবনাভিমানম্॥
বিষম-বিষয়-বিষপানে বিমোহিতং চিত্তম্ আত্মমোহিতম্;
হরিপদ সরোজে বিহর মন মধুকর; সফলং কুরু মানবজনমম্॥২৩৫৬॥

বেহাগ—একতালা।

জীবন ও যৌবন জলের প্রায় কাল-রবি করে সদা শুকায়।
প্রবাহ রূপেতে নিয়ত ধায়, নাহি জানে কোথা চলিয়া যায়॥
অবিরাম গতি বিরাম নাই, দেখি যবে আঁখি ফিরায়ে চাই।
তথাপি মানস বিমূঢ় অতি, না দেখে জীবন যৌবন গতি॥
চেতন কেন হে চেতন-হীন, হক সচেতন যেতেছে দিন,
সময়ে বিভুর আশ্রয় লও, কেন ভব ভ্রমে ভুলিয়ে রও॥২৩১৭॥

বাউলের—আড়খেমটা।

আছিস চুপ করে তুই কি বলে।
এই বেলা নে হরি বলে, ভাসনা প্রেমসলিলে॥
ও তোর অন্তরেতে ঘুণ ধরেছে, পাক ধরেছে সব চুলে।
আবার অস্ত দন্ত সার হয়েছে, মাংস সব গেছে ঝুলে॥
ও তোর শিয়রে কাল, বিষম জঞ্জাল, নে যাবে তোয় এককালে।
তখন সাধের এ সব, ভবের বিভব, থাকবে তোর কে আগুলে॥
ও তুমি ভয়ে সারা, দৃষ্টি হারা ভাসবে নয়ন-সলিলে;
তখন হেঁচকি তুলে, যেতে হবে সব ফেলে;
ওরে যারা এখন কর্চ্ছে যতন, আপন আপন বলে,
তারা পড়িয়ে কাচা সাজিয়ে মাচা অনায়াসে দিবে তুলে॥
দিয়ে নূতন বসন ওড়ন পাড়ন দগ্ধ করবে অনলে;
আবার সাঙ্গ হলে হরি বলে, জল ঢেলে যাবে চলে॥২৩১৮

বাউলের সুর—আড়াখেমটা।

চল দেখি মন ব্রজ-জনে মন পস্তাবি শেষে॥
সনাতনের এমি ধারা, খুঁজে খুঁজে হবি সারা,
পথআস্তে হলে-আরা, হরিনাম শেষে।
যদি এ পথ ধরতে পারো, তবে ভয় করিনে কারো,
শমন বেটা ভ্রমন কালে, আবরি রে বশে॥
দ্বিজ কেদার এই ভবে, মিছে মায়ার বশে কেনে,
হরিনামের ঝুলি নে রে, বেড়াই প্রবাসে॥২৩৫৯॥

বাউলের সুর—খেমটা।

ডাকার মতন ডাক দেখি মন হৃদয় খুলে, দয়াময় দীনবন্ধু বলে।
ডাকিলে পাবি দরশন অভয় চরণ, জীবন-মুক্ত হবি অবহেলে।
যে জন কপটতা ছেড়ে সরল অন্তরে,
ডেকেছে তাঁহারে ভাসায়ে নয়ন-জলে;
সেই দয়াল অবতার, শুনি কান্না তার, অধিষ্ঠান হয়েছেন হৃদকমলে
যে জন তৃণ হতে হীন, অহঙ্কার বিহীন, দিনে হরে এই ধরাতলে।
যে জন ভক্তিতে ডেকেছে, কত কেঁদেছে,
সেই স্থান পেয়েছে তাঁর চরণতলে:
আর শুনি পুরাণেতে, অল্প বয়সেতে, ধ্রুব প্রহ্লাদ নামে দুইটী ছেলে।
ডাকার মতন ডেকে পেয়েছে,
তিনি কি থাকতে পারেন ডাকলে ছেলে ॥২৩৬০॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

হরি বিরাজ মম অন্তরে, চাহি নিরন্তর হেরিবারে।
শয়নে স্বপনে রব, সদা তব ধ্যান করে॥
আমি কাটাব দিবা যামিনী, আনন্দে স্মরি তোমারে॥
তুমি মম হর্ত্তা কর্ত্তা, তাই জানাই তব গোচরে,
দেখ অন্তিমে যেমন প্রভু, থেকো মম হৃদি পরে॥২৩৬১॥

বাউলের সুর—একতালা।

এবার ভাঙ্গলো ভবের বাসা—
বাসা ভেঙ্গে যার চিরদিনের (এ জনমের মত)
আছে যে সব মালামাল, এই বেলা তুই সামাল সামাল,
নৈলে হবে সবার পয়মাল, (ও ভাই) কোন দিনে হবিরে করসা।
এক দিকেতে দেল কেটেছে, গোর সকল কেটে গেছে,
ঘুরের ছয় জন নয়কো সুজন, (ও ভাই) তারাই তোমার কর্ম্মনাশা।
কোন সাহসে আছ বসে, ধরেছ ঘুণ মটকা বাঁশে,
যারা সাহস দিচ্চে এখনও তাই, তারাই দেখবে রং তামাসা।
গুড়িয়ে নে তোর কাঁথা ঝুলি, ছাড় বুঝে বিষয় বুলি,
মুখে হরি হরি বলি কর যাবার পথ খোলসা। (ও ভাই) ॥২৩৬

বাউলের সুর—খেমটা।

বাউলের সঙ্গে পড়ে, ঘুরে ঘুরে ভবের মাঝে ভেবে মরি।
দেখে এদের রঙ্গভঙ্গ, জলে অঙ্গ, কিছুই ব্যাপার বুঝতে নারি ॥
একতারা আছে ধরে, হস্ত নাড়ে, এই বুঝি ওর হাতে খড়ি ;
জানে না এ সব তত্ত্ব, মদে মত্ত, করে বেড়ায় ছল চাতুরী ॥
বাঁয়া বাজাচ্ছে যেটা, ঐ বেটা, ভুলেও ভাবে না হরি ;
তালেতো দেয় না রে তাল, বড় বেতাল, তাল বেতালে বাজায় জুড়ি ॥
গুপিযন্ত্র যে ধরে, ঝিমিয়ে পড়ে, মৌতাত লেগেছে ভারি ;
খঞ্জনি বাজায় যে জন; বুঝি সে জন; দম দিয়েছে আহা মরি ॥
দেখি তোর এম্নি বেহাল; যেন ইন্দ্রজাল; ফাঁকিফোঁটার কারিকুরি ;
গলাতে কণ্ঠি পরে; মাথা নেড়ে; গাচ্ছে সবে আহা মরি ॥
আনন্দলহরী করে; আনন্দভরে; নৃত্য করে বলে হরি ;
নয়নে চিনে নেনা; ফেলে সোণা; সে ধন হরিনামের তরি ॥
দেখি সব ছল চাতুরী; কি ঝকমারি; খাটবে না আর ভারিভুরি
মধু বলে; ভবনদী যাবি যদি; নিরবধি বল হরি ।২৩৬৩॥

বাউলের সুর—খেমটা।

আমার ঐ নিতাই চাঁদের দরবারে, এক মন হলে সেই যেতে পারে।
দুমন হলে পড়বি ফেরে পারবিনে যেতে ॥
ওরে চার দশে হয় চল্লিশ সেরে মন,
ওরে রতি মাসা কমি হলে নয়না মহাজন ॥
(আবার) সহর হুকুম আছে ব্রজে রাধারাণি পার করে ॥
কাঠুরেতে মাণিক চেনে না, ময়রার বলদ চিনি বয় স্বাদ জানে না,
(আবার) সোনার বেনে সোনা চেনে, পরখ করে হয় তাকে.
যে মন চাকি গুড়ের ভিয়েন জানে না,
(আবার) কাঁচারসে ভিয়ান করে ওলা বাঁধবে কি করে।
ওরে সহর আমির শ্রীরূপ গোঁসাই সনাতন,
ও মন আনন্দ-বাজারে তারা প্রেমের মহাজন,
(৩) প্রেম দাঁড়ি ধরে ওজন করে; কসে যোজে নয় তারে ।২৩৬৪॥

বাউলের সুর—আড় খেমটা।

ওমন ভাঙ্গলো রে তোর শিরখুটি।
তোর নাইকো কাল ; তুবড়েছে গাল গিয়েছে দাঁত দুপাটী ॥
ও তোর ধরেছে ঘুণ মটকায় আগুণ চুল হয়েছে শোনলুটী ;
তুমি তিনটি মাথায় বসে আছ তালব্য শর মতনটি।
উঠ যষ্টি ধরে কুঞ্জি করে ঠিক যেন রামধনুকটি ;
গেছে চক্ষু দুটো, কর্ণে খাটি বাকি কেবল হেঁচকিটি ॥
তবু ঘুচল না ভ্রম ; নিকটে যম ; খাটিবে না তোর ভিরকুটি ;
গোঁসাই বলে মায়াজালে ; ঘেরেছে তোর দেহটি :
হরি বলবি কখন ; বিষয় রক্ষণ ঢেকেছে সেই ভাবনাটি ॥২৩৬৫॥

সংকীর্ত্তন।

একবার হরি হরি বল রে মন, ঘুচবে যাতনা ;
যাঁরে ভাবলে পাপ দূরে যাবে রে শমন ভয় আর রবে না।
ও মন বৃথা কাজে কাটালে জীবন ;
কি জবাব দেবে শমন এসে ধরবে রে যখন,
তখন হরির নাম ভরসা বিনা আর কিছু সম্বল রবে না।
দারাসুত-মায়াজালে পড় না রে মন,
পড়িলে এই বিষম পাশে মুক্তি নাই কখন,
(ও মন) মায়া বন্ধন ছিন্ন করে সার কর হরি-ভজনা ॥২৩৬৬॥

সংকীর্ত্তন।

প্রেমানন্দে বল হরি দুঃখ দূরে যাবে রে,
দুঃখ দূরে যাবে রে মন, পাপ দূরে যাবে রে।
(দিন বৃথায় গেল রে) না ভাবিলে নারায়ণে, আনন্দ-জনম নিয়ে রে,
(জনম বৃথা গেল রে) ভবার্ণবে পার হইতে কিছুইত কর নি রে,
(পাপ দূরে যাবে রে) ভবে ত্রাণ চাও যদি
একবার হরি বলরে।
(তোর কি গতি হবে রে) নামামৃত পান করিলে পুণ্যধামে চল রে
(শমন-ভয় রবে না রে) ॥২৩৬৭॥

বাউলের সুর—খেমটা।

ফুল ফুটেছে গোলাপ বাগানে।
হায় গো দিনের গোঁসাই বই আর কে জানে॥
দেহের মধ্যে বাগান বসেরে মল্লিকা মালতী যাতি পুষ্প ফুটেছে,
ফুলে সুধা ক্ষরে গো, স্বরূপ বই আর কে জানে।
জলের ভিতর ফুলবাগিচা হয়; মধু খেয়ে মাতল ভ্রমর কথা মিথ্যা নয়,
আবার মধু খেয়ে উড়ে গেল, সেই বা খর্দ্দের কি জানে॥
কি কব ভাই ফুলেরই কথা, লাল নীল শ্বেত জরদ চার রঙ্গে গাঁথা,
যে জন অনুরাগী জানতে পারে, অরসিকে কি জানে॥২৩৬৮॥

ইমন্ ভূপালী—আড়াঠেকা।

দয়াময় নারায়ণ ভাব ওরে ভ্রান্ত মন!
মুকুন্দ মধুসূদন পাপ-তাপ-বিনাশন।
সংসার মায়ায় ভুলে, রহিয়াছ কুতূহলে,
ভাবিলে না অন্তকালে কি হবে রে মূঢ় মন?
পরিহরি মায়াধার, কর হরি নাম সার,
ভাব রে মন অনিবার সেই পতিত-পাবন;
ত্যজ দেহ গর্ব্বমনে, দমি ষড় রিপুগণে,
ভাব সেই নিরঞ্জনে, জীবের মুক্তি বিধান;
রমাকান্তের অন্তকালে, যবে ধরিবে রে কালে
কে তরাবে সেই কালে বিনা শ্রীমধুসূদন।২৩৬৯॥

কীর্ত্তন—একতালা।

যেন দিন দীনবন্ধু বলে ডাক রে রসনা,
যদি পেয়েছ মানব-জনম হেলাতে হারাও না।
মিছে কাল কর না গত, সন্নিকটে কাল গত, হওরে জাগ্রত;
ওরে নামামৃত অবিরত পান বিনা প্রাণ পাবি না।
ভাই বন্ধু সুতদারা, সকল সুখের সুখী তারা, না দেখ লে সারা,
যে দিন হবিরে ভাই ভবছাড়া, সঙ্গেতে কেউ যাবে না॥২৩৭০॥

ললিত-বিভাস—খেমটা।

মন তাঁতি কি বুনতে এলি তাঁত, এসে প্রথমেই হারালি হাত।
ও তোর পাকানো সুতো মানায় না তোর রে,—
পোড়া পোড়েনে হলো না কাজ, করে আনা গোনা তানা কাড়ালি।
হায় হায়, তুমি কি সেই সুচলো না সেই কোঁচকা পড়ালি।
বত আশা পোনা বাঁর না পোনা জেহল, সকলি তোর ভস্ম সাৎ।
খেয়ে এমন তাঁবা জানবি না ভাসন;
কিসে, তাই ভাবিয়ে, ভাবিয়ে নিবাবি রে মনের হুতাশন।
এ যে কটনী টানা, আর খাটে না রে, যে তোর পাছে লেগেছে ছয় বজ্জাত
যত আশা করে তুলতে গেলে ঝাঁপ,
দিলি এককালে চিরকালে পাপসলিলে ঝাঁপ;
ভেবেছিস কি এবার, উঠবি আবার রে, ক্রমে ক্রমেই হল অধঃপাত।
হাতে গালে সুতো যত জড়ালি কেবল,
এলে রবিসুত, এ সব সুতো, কোথায় রবে বল ;
তব নন্দসুত কই আর তোরে, যদি যাবি দীন বাউলের সাত। ২৩১।

মূলতান—একতালা।

আমায় ছজনায় মিলে, পথ দেখায় বলে পদে পদে পথ ভুলি হে।
নানাকথার ছলে, নানান মুনি বলে, সংশয়ে তাই দুলি হে।
তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ, তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ,
কানের কাছে সবাই করিছে বিবাদ, শত লোকের শতবুলি হে ;
কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি,
আড়াল করে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,
ধরণীর ধূলো তাই নিয়ে আছি, পাইনে চরণ-ধূলি হে।
শত ভাগ মোর শতদিকে ধায়, আপনা আপনি বিবাদ বাধায়,
কারে সামালিব এ কি হল দায়, একা যে অনেক গুলি হে।।
আমায় এক কর তোমার প্রেমে বেঁধে,
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে,
ধাঁধার মাঝে পড়ে কেঁদে মরি কেঁদে, চরণে লও তুলি হে। ২৩২।

কীর্ত্তন—আড়াঠেকা।

চরণ দাও শ্রীহরি ব্রজ-বিহারী, নির্ধনের ধন তুমি ভব-নদীর কাণ্ডারী ;
আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
দয়া কর আমায়, এই বাসনা করি ॥
বামন রূপেতে তুমি বলি উদ্ধারিলে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে দুই পদ দিলে,
আর এক পদ নাভি হতে বহির্ভূত করি,
বৃন্দাবলি উদ্ধারিলে তার মাথে ধরি ॥
রামকৃষ্ণের পদতলে পড়িল অক্রূর,
পুষ্পাঞ্জলী করি স্তব করেন সুমধুর,
যে চরণে জন্ম নিলেন গঙ্গা গোদাবরী,
সিন্ধু সরস্বতী আর যমুনা কাবেরী ॥
নরসিংহ রূপ তোমার অসুর নাশিতে,
বলিরে করিলে কৃপা বামন রূপেতে,
বেদ উদ্ধারিলে তুমি মৎস্য রূপ ধরি,
কচ্ছপরূপে ধরা পৃষ্ঠে ধরিয়া মুরারি ॥ ২৩৭৩ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

বিফলে দিন যায় রে বীণে, শ্রীহরির সাধনা বিনে;
অসার বন্ধুর সংসারে, সারাৎসার নাম শুনা বীণে ॥
বৃথা গুণ গুণ রবে, কি গুণ গাও সগৌরবে,
নিগুণে আর কে ডাকিবে, গুণাতীত গুনা বীণে ॥
তুমি বীণে অনুরাগী, জান কত রাগিণী রাগ,
ভক্তিরাগে যুক্ত কর, সে রাগে যেন ঘটে বিরাগ ॥
মূল কথা শুন মন দিয়ে, মূলমন্ত্র শিখাইয়ে,
মূলতানে আলাপ করিয়ে মজ বিশ্ব-মূল তানে ॥
দীপক বাসনা অবে, যেব জ্বলে প্রেমানলে,
নির্ব্বাণ পাইবে মুক্তি, বয়াম আমই জলে ॥
ত্যজিয়ে জীবের ভ্রান্তি, শিখাইয়ে জয়জয়ন্তী,
যবন-ভয় জনম-কাড়ি, জয় হবে যম বিদায়ে ॥ ২৩৭৪ ॥

বিভাস—একতালা।

মানব জনম পেয়ে, কৃষ্ণ না ভজিয়ে, অনিত্য বিষয়ে ভুলে রৈল মন॥
ও তোর হলো না শ্রীকৃষ্ণভজন॥
যত দুঃখ হয়, শত বিঘ্নময়, যবে লয়, সুখে হবে জয়,
যে জন ভাগবত হয়, ও তার দেহ নিত্য রয়,
(ও সেই) নিত্য দেহে করে, শ্রীকৃষ্ণ সেবন॥
অসার সংসার জ্ঞান করি সার, যাও বারেবার না ঘুচে সংসার,
শেষে হলো মাত্র সার, কৃতান্তবন্ধন।
ভক্তিভাবে ভজ শ্রীনন্দনন্দন, ঘুচে যাবে তোর মায়ার বন্ধন,
সাধিলে সে ধন, না থাকে বন্ধন,
(মন রে) যজ্ঞ ব্রত দানে না ঘুচে বন্ধন।
আশী লক্ষ পরে মানব জনম, বৃথা গেল বিনে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন,
চিনলি নে সে ধন, (ও তুই) কল্লিনে সাধন,
(কৃষ্ণ না ভজিয়ে হলো) জনম মরণ কৃতান্ত-বন্ধন॥
চন্দ্রকান্ত কয়, ওরে অবোধ মন, দারা সুত ধন, কেহ নয় আপন,
(ও তুই) সেই পরম ধনে কর রে সাধন। ২৩৭৫॥

বাউলের সুর—খেমটা।

মাঝি বুঝে নৌকায় চড়,
শুকনো গাঙ তুফান ভারি আছড়ে তরি করবে গুঁড়।
দেখচ কত লম্বা দাড়ি, ওরা বাঙ্গাল মাঝি সব আনাড়ি,
দেবে না ওরা পারি ভয়ে হবে জড় সড়।
দাঁড়ির ভরসা কর বৃথা, কার মাথা দেয় রে মাথা,
মাথার উপরে মাতা, নাইকো সেথাবাবা খুড়ো। ২৩৭৬॥

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

এল প্রেমরসের কাঁসারি, আয় সই ভাঙ্গা ঝুটা বদল করি॥
একটি নয় সই ছিদ্র বাটী, রস-ছিদ্রে অন্তর কাটা,
জল থাকে না একটী ফোঁটা আমার যত ঝারি।
সকলে তার গাঘাটি দেখে দেখে কেটে মরি,
কাগজ ধরে হয় চুরি, সহিতে কি সই পারি। ২৩৭৭॥

বাউলের সুর—খেমটা।

স্নান করো না আঘাটায়, ওরে পা পিছলে গেলে উঠা দায়॥
মরবি খেয়ে হাবুডুবু তখন করবি কি উপায়;
যদি নেচে উঠিস বেঁচে, পড়বি কেঁচে পুনরায়॥
ভবনদীর কোথায় কেমন সহজে কি জানা যায়
কোথায় পড়ে হাঁটু পানি, কোথায় হাতি তলিয়ে যায়॥
নাবলে পরে বাঁধাঘাটে আছে কত মজা তায়,
কত সাধু শ্রান্ত হয়ে ভ্রান্ত, বে-টকোরে মারা যায়॥
সে জনা বলে, ঘোলা জলে, ঘাট কি আঘাট চেনা দায়,
জেনে শুনে নাবলে পরে নাইকো ক্ষতি তায়॥ ২৩১৮॥

বাউলের সুর—খেমটা।

তোরা চাঁদ নিবিত আয়
চাঁদ দেও বলে কত ঘোট করেছিল,
আজ বাপে কত চাঁদ এনেছে, চাঁদের ছড়াছড়ি কাটোয়ায়॥
কলঙ্কী বই অকলঙ্কী চাঁদ দেখেছিল কোথায়,
কোটী অকলঙ্ক চাঁদের উদয় হেথায়, (কত চাঁদ রয়েছে)
(গুরুতে কত চাঁদ ধরেছে)
আছে যার যত সাধ নে তত চাঁদ, আঁধার যদি ঘুচাবি ত্বরায়,
(মনের আঁধার যদি ঘুচাবি ত্বরায়)।
শচী-গর্ভ-ক্ষীর-সিন্ধু তা হতে উঠেছে ইন্দু,
ক্ষয় নাই তার বিন্দু, সমান জ্যোতি ধরায়
(চাঁদ কি বলিহারি) (পদ্ম-কোটরে চাঁদ কি বলিহারি)
আজ রবির দর্প দূরে গেছে, সপরিবারেতে পালায়,
সন্ন্যাস অস্তাচলে, এখনি চাঁদ যাবে চলে,
পুনঃ এ অঞ্চলে আর হবে না উদয়, (চাঁদ চলে পড়েছে)
(সন্ন্যাসি গুরুচাঁদের দিকে চাঁদ চলে পড়েছে)
আর ক্ষণেক পরে আঁধার করে চাঁদ চলে যাবে রে হায়,
(সুধা কোথায় পাবি) চাঁদ তো রবে না হায়॥ ২৩১৯॥

বাউলের সুর—একতালা।

চিত্তে গিয়ে অহঙ্কার।
যত ভণ্ডে বলে অহং সোঽহং, কোঽহং তত্ত্ব নাই কো কার।
যত সব তক্ক-বিটেল বিষয় খেটেল, কেবল বলে সার বিচার।
পড়ে গোলক ধাঁধার মায়ার বাঁধায় বেরিয়ে পড়ে অহঙ্কার॥
(আমায়) যত বঙ্গে পাগল বলে, এর চেয়ে কি অবিচার;—
তারা জানে না যে পাগল ভাবে আমি কেটা তুমি সার।
দেখ বারি হতে উঠে বিম্ব বিম্ব আমি ভ্রম সবার:—
(ক্রমে) বারিতে মিশাবে বিম্ব, বারিই তুমি মূলাধার।২৩৮০॥

তেওট।

আজ আমাদের প্রেম-খাঁধা নিতাই এসেছে।
নিতাই নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে।
বারে মাধাই জেনে আর, আমাদের নিতাই যায় কি গৌর যায় রে।
নিতাই নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে, সুরধুনির তীরে হরি বলে কে।
শান্তিপুরে সীতানাথ সেই কি এসেছে,
প্রেমের হিল্লোলে গোরা জগৎ ভাসাইছে।
নাম শুনে প্রভুর শ্রীচৈতন্য দুটি বাহু তুলে নাচিছে॥২৩৮১॥

কীর্ত্তন—খয়রা।

তোমার দীনহীন সন্তানে ডাকে নাথ, (পাপে কাতর হয়ে)
(ওহে দয়াল পিতা) এসে তাপিত হৃদয় শীতল কর।
(ওহে শান্তিদাতা এ দ্বারে দেখে জীবন সফল করি।
(অপরূপ রূপ) এসে পাপীরে পবিত্র কর।
আমার বড় সাধ আছে মনে, তোমায় হেরিব প্রেম নয়নে।
একবার হৃদয়মাঝে উদয় হও, হয়ে দীনহীনের পূজা লও।
তোমায় পাবার আশে আমরা ডাকি সবে,
দাসের বাসনা পূরাতে হবে (বাহাবল্লভ)।২৩৮২।

মল্লার—তেতালা।

ও মন কেরাণী উচিত উপদেশ বলি শোন।
কার তরে ধন করচো উপার্জ্জন, থলে পরে উলোর জ্বরে হবি রে নিধন।
ছুটোছুটি হুটোহুটি করে কেন যাচ্ছ কুটী,
কুটি নয় সে পাপের কুটী, কাল কুভক্ষণ।
মজিলি বিষয় বিষে, ভাবলি না কি হবে শেষে,
শিয়রে কালসর্প বসে করিছে গর্জ্জন।
ডেভেল সব ডাক্তার এসে, খাইয়ে আরক শিশে শিশে,
বিলেস্তার বসিয়ে শেষে, কর্‌বে পলায়ন।
পালঙ্গপোষের আশে পাশে, বাড়ীর লোক থাক্‌বে বসে,
তুই হবি কর্পূরের শিশে, উড়ে যায় যেমন।
মানবে না কুইনাইনের গুড়ো, নিয়ে যাবে দিয়ে হুড়ো,
বসে দেখবে বাবা খুড়ো, কে করে বারণ।
গোপাল বোসের গরম নাশে, যে নাশেতে বিকার নাশে,
সে তুফানে যাবে ভেসে, হবে অকারণ।
ভোজের বাজী জেনো সব: দারা সুত সবান্ধব,
শব নিয়ে শ্মশানে গিয়ে করাবে শয়ন।
চিৎ করে চিতাতে ফেলে, মুখে দিবে আগুণ জেলে,
একলা রেখে আস্‌বে চলে ফিরায়ে নয়ন।
সম্বন্ধী বাবুরা এসে, আনন্দে অন্দরে বসে,
ক্ষীর গোল্লা গোলাপী করিবে ভক্ষণ।
শ্রাদ্ধের হইবে শ্রাদ্ধ, তিলকাঞ্চন প্রায় বরাদ্দ,
গুরু পুরোহিত হেরে করিবে ক্রন্দন।
কবিরত্নের যুক্তি ধর, বসে দুর্গা পূজা কর,
দণ্ডপাণির দণ্ডভোগ হইবে খণ্ডন। এনে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতে,
নিযুক্ত কর চণ্ডীতে, চণ্ডীর চরণে বিষয় দাও রে বিসর্জ্জন॥২০৮০॥

কর্ত্তাভজা-সঙ্গীত।

কালাংড়া—একতালা।

তোমারি যতন, আমি কি জানি হে মানুষ তোমার যতন।
যতনের ধন তুমি, অমূল্য রতন, কেমনে কর্ব্ব যতন,
সে মন নয় মনের মতন, কাজে কাজে অযতন হচ্চে প্রতিক্ষণ।
যতন যে কর্ম্ম ভবে, তুমি যদি তারি হবে,
নিরুপায় উপায় তবে, কি হবে এখন ॥২৩৮৪॥

বাহার—খেমটা।

প্রেমের নাম মানুষ ধরা ফাঁদ।
যে ফাঁদেতে বদ্ধ হয় গো দয়াল মানুষ চাঁদ।
প্রেমের ফাঁদ পাতে যারা, মানুষ ধর্ত্তে পারে তারা,
নৈলে অধর যায় না ধরা, হয় গো কেবল সাধে বিষাদ।
প্রেমের ফাঁদ পাতলে পরে, দেয় সে ধরা ইচ্ছা করে,
এ ফাঁদ পাত্তে নাহি পেরে, মিত্র মনে গণে প্রমাদ ॥২৩৮৫॥

বাউলের সুর—খেমটা।

প্রেম কারে কয় আমি না জানি।
প্রেমের কথা কানে কেবল শুন্তে পাই গো লোক জবানি।
প্রেমের প্রেমী হয় গো যারা, প্রেমের কথা কয় গো তারা,
সজল তাদের নয়ন তারা, করে কানাকনি—
তারা কথা কয় গো ঠারে ঠোরে, আমি বুঝ্‌ব বল কেমন কোরে,
প্রসব বেদনা বুঝতে পারে, বন্ধ্যা হয়ে কোন কামিনী।
যার অন্তরে ধরাতলে, প্রেমের ঢেউ কেবল খেলে,
মহাভাগ্যবান বোলে, তারে সদাই গণি,—
যে জন হয় গো কৃপারভাজন, তারি ভাগ্যে ঘটে এমন,
নৈলে তা নয় কদাচন, দীন মিত্রের এই বাণী ॥২৩৮৬॥

ভৈরবী—আড়খেমটা।

আমায় ধিক, আমায় ধিক ধিক ধিক আমায় ধিক।
মানুষে না বিশ্বাস হলো মনের ভ্রম এত অধিক।
ধিক জনমে ধিক জীবনে, ধিক আমার এ জ্ঞানে মনে,
প্রেম হলোনা তার সনে, যে আমার প্রাণাধিক।
মুনি ঋষি যোগীগণ পায়নি যার অন্বেষণ,
পেয়ে আমি সে রতন পাল্লেম না চিন্তে—
ভাগ্য যোগে ঘটলো এমন, আশ্রয় দিলে প্রেমমহাজন,
তবু আমার এ ভ্রান্ত মন, এখন হলো না ঠিক।
জীবে যা সম্ভব নয়, কৃপাযোগে তাই হয়,
জীবের এমন ভাগ্যোদয় কবে হয়েছে,—
এমন সুযোগ পেয়ে রে ভাই, তবু ভ্রমে ঘুরে বেড়াই,
মিত্র বলে আর কেহ নাই, আমার মতন বেল্লিক্ ॥২৩৮৭॥

মূলতান—তিওট।

দেখো দেখো দুলাল রেখো আমারে।
অকূল পাথার হেরে ডাকি তোমারে।
(যেন ভাসিয়ে না যাই অকূল পাথারে)।
আমি হে অভাজন, দীন হীন অকিঞ্চন, অধম দুর্জ্জন,
এমন দয়াল কে আছে আমায় নিস্তারে।
অধম তরাতে, এসেছ ধরাতে, স্বইচ্ছাতে—
কেমন অধম তরাও, জানাব এই বারে।
কাণ্ডারী আপনি, এনেছ তরণী, গুণমণি—তরী চড়তে যে পারে,
লয়ে যাও পারে।
পরীক্ষায় আপন মন, জানলেম হে বিলক্ষণ,
আমি এখন—চড়তে পাচ্চি না তরি, কোন প্রকারে।
চড়তে যে নারে তায়, চড়াও হে যদি তায়,
স্বকরুণায়—তবে এ দীনের উপায় হতে যে পারে।
কাতরে মিত্র কয়, হবে হে কি উপায়, দীন দয়াময়—
তুমিদয়াল তাই বলি, বলব আর কারে ॥২৩৮৮॥

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

মনের মতন দুলাল রতন, যতনের ধন রে।
তবু মন কি কারণ, করিস অযতন রে।
কার মন্ত্রণায় করিস এমন কার কুহকে হোস অচেতন,
কার বশেতে করিস ভ্রমণ, ভ্রমে সর্ব্বক্ষণ রে।
যে জন তোর প্রিয়জন, যাকে তোর প্রয়োজন,
তার প্রেমে হতে মগন, পাল্লি না এখন রে।
মিত্র ভাষে, ধরায় এসে, দুলালে না ভালবেসে,
ঘোর বিপাকে দেখনা শেষে, হলো তোর পতন রে ॥২৩৮৯॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

তোর যতন কি আমি জানি, ওরে মানুষ গুণমণি।
কি কোরে কোর্ব্বরে যতন, রতন যে রে নাহি চিনি।
তুই যে অমূল্য রতন, তা যদি জানিত রে মন,
তাতেও সমুচিত যতন করা যে হতো না জানি।
যে যেমন হয় রে ধন, তেমন তার চাই যতন,
তা না হলে কেউ কখন, সে ধনে কি হয় রে ধনী।
মিত্র বলে যতন এবার, করা যদি হলো না আর,
বলে দে তবে কি প্রকার, পাব তোর চরণ দুখানি ॥২৩৯০॥

আলেয়া—একতালা।

দেখ দুলাল দয়াত কেমন আনিল মর্ত্ত্যে সহজ রতন,
আপনি গুণশালী করিয়ে ঘটকালী, ঘটালে ঘটনা অদ্ভুত অঘটন।
জঠর যন্ত্রণা কোরে নিবারণ, জীবের চিরদুখ করিতে মোচন,
নির্গুণ সহজে মিলালে সহজে হয় নি যা কখন, কল্লে তা এখন।
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র আদি দেবগণ, কোন কালে যার পায়নি অন্বেষণ,
জীবে পেলে তারে, থাকিয়ে সংসারে, সত্যযুগ কলিতে হল সংস্থাপন।
আপনি আপনার ভজন সাধন, কৌশলে জগতে কল্লে প্রকটন,
মানুষ সাজিয়া মানুষে মিশিয়া, আপনি করিল আপনার ভজন।
সত্যনাম প্রকাশি দেখায়ে সুপথ, কৃপাতে পূরালে জীবের মনোরথ,
বেদ বিধি অতীত, তার প্রকাশিত মিত্র বলে ধন্য, ভাবুক যে জন ॥২৩৯১॥

গারা ভৈরবী—তিওট।

হায় কি করিলিরে ও মন আসিয়ে এই ধরামণ্ডলে।
মায়াতে মগন, হয়ে রে এখন; ভুললি রে তাঁর অভয় চরণ,
ও তুই ভাবলি নে কি হবে তোর শেষকালে॥
মন্ত্র কর ও মন পেয়ে রে রতন, কল্লি না তার উচিত যাজন;
তবে কোন গুণে ত্রাণ পাবি, এই ভব জলে॥২৪০২॥

দেষ—আড়খেম্‌টা।

পতিতপাবন চরণ দুখানি, দুলাল তোমার আছে জানি॥
পতিতপাবন চরণে তোমার, চিরদিন হোয়ে থাকে পতিত উদ্ধার,
পতিততারণ কারণ চরণ ধারণ কোরেছে তা যে মানি॥
চরণ কমলে সৌরভ ছুটেছে, পতিত যারা চরণের গুণে জানতে পেরেছে.
তাইতে তারা তোমার চরণ লয়ে, কচ্ছেছে টানাটানি॥
লও বলে পতিতের তারণ ভার, ঐ চরণে পতিত জনের আছে অধিকার
মিত্র বলে চরণ দিতে হবে, দিলে তোমার কি হানি॥২৪০৩॥

মালকোষ—আড়খেম্‌টা।

হৃদে দুলাল চরণ ধারণ করি,
আমরা সবাই, বসি এস ভাই, দুলাল গুণ গাই, দুলাল গান ধরি।
অন্য চিন্তা যত সকল পরিহরি, দুলাল চিন্তায় কেবল মন মগ্ন করি,
দুলাল প্রেমের আশায় দুলাল আশ্রয় ধরি, আনন্দে এখন সময় হরি।
দুলালের গুণ করিলে কীর্ত্তন, ক্রমে ক্রমে হবে স্বভাব সংশোধন,
দুলাল কৃপা তবে করিতে গ্রহণ; সাধ্য পেয়ে যাব ভবার্ণব তরি।
দেখিতে দেখিতে দিন বয়ে গেল, যাবার দিন ক্রমে নিকট যে হল,
এই বেলা করি পথের সম্বল, সত্যসার করি দিবা শর্ব্বরী।
আমরা অধম অতি অভাজন, মনে মনে সবাই জানি বিলক্ষণ,
শুনি দুলাল নাম অধমতারণ, সেই ভরসাতে হই আশাধারী॥
দুলাল ভাবোদয় হলে পরে মনে, বসবে এসে দুলাল হৃদি পদ্মাসনে,
তব তবে যাবে সেরূপ কিরণে, হেরব রূপ মাধুরী জ্ঞান নয়ন ভরি।
ভেসে নেত্র জলে কেঁদে বিপ্র বলে, স্থান দে দুলাল তোর চরণ কমলে,
নিজ গুণে তুই আপন কোরে নিলে তবে আমরা তোর হতে যে পারি।

পূরবী—আড়াঠেকা।

এসো দুলাল মহাশয় আমাদের এ আসরে।
তুমি এসে বসলে পরে, সাহস পাই অন্তরে।
আমরা জেনেছি নিশ্চয়, যথায় তোমার গুণ গান হয়,
তথায় তুমি হও উদয়, উৎসাহ দিবার তরে।
হলে তোমার আগমন, বুঝা যায় হে ততক্ষণ,
আনন্দিত হয় সবার মন, তোমারি যে ভাব ভরে;
কাঙ্গাল ভাবে মিত্র বলে, গাইতে অক্ষম হলে,
সক্ষম কর কৃপা বলে, তোমার এই কিঙ্কর নিকরে ॥২৪০৫॥

ভৈরবী—পোস্তা।

বড় রসিক সুজন প্রেম মহাজন দুলাল মহাশয়, সদানন্দ সদাশয়,
সাধু সুধাময়, অগতি জনের গতি, ভকত বৃন্দের পতি,
অদ্বিতীয় মহামতি, দীন দয়াময়, অনায়াসে প্রেমধন;
হয় নি রে ভাই যা কখন, কল্লে এ সময়; কি দুর্জ্জন কি সুজন;
অধম কি উত্তম জন; সবাই তার কৃপাভাজন; শুনে ভরসা হয়।
দুলাল চেনা দিব্য আঁখি; যে পেয়েছে ভবে থাকি;
[illegible]ল প্রেমে মজতে বাকি; সে কি আরো রয়; দুলাল চাঁদের কৃপা নিলে
[illegible]ল চেনা চক্ষুঃ মেলে, মিত্র বলে তা নহিলে; মাথা খুঁড়লে নয় ॥

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

আমাদের দুলাল, আমরা সবাই বলছি প্রাণ দুলাল।
মানুষ প্রেমের হাট বসাতে রে, দুলাল হয়েছে রে দীন দয়াল।
এই যে তিনি ইনি আর উনি, সকলের মুখে শুনি,
দুলাল সবগুণের গুণী, দুলাল চিরকাল বিশ্বপাল বোলেরে
ধরায় ধরেছে উপাধি পাল; দুলাল আমাদের দুলাল বলাচ্ছে;
তাই সকলে বলতে পাচ্ছে, তাই দুলালকে চাচ্ছে,
[illegible]াল দুলাল বোলে ডাকলেরে, দুলাল ঘুচিয়ে দেয় রে ভ্রমের জাল।
[illegible]াল আমাদের আদর মণি, অসীম দয়ার খনি, রসিকের শিরোমণি,
মিত্র বলে দুলাল দুলাল বলেরে, আমরা এড়িয়েছিরে করালকাল ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

এই যে মানুষ রতন, অমূল্য ধন, জেনেছে যে জন।
সে কি কভু মানুষেরে করে অযতন।
কায়োমনোবাক্যজ্ঞানে, সদাই থাকে সেই ধ্যানে,
বারণ নাহি সে মানে, করিলে বারণ।
বসায়ে হৃদিমাঝারে, দিবা নিশি হেরে তারে,
মন ফুলে নয়ন নীরে, পূজে তার চরণ।
মিত্র কয় এই মানুষেরে চিনে আমি নাহি পেরে,
পড়িয়ে বিষম ফেরে, ভাবিতেছি এখন ॥২৪০৮॥

খাম্বাজ—খেমটা।

ওরে, হায়রে কি আজব কারখানা।
এবার এদেশে এসে, কল্লে বল কোন জনা।
ও কে জগৎ মাতালে, ওকে এক বোল বলালে,
প্রেমরসেতে একবারে দেশ ভাসালে,
কল্লে একসা হিন্দু মুসলমান, ভাব দেখে তা যায় জানা।
কুলের কুলবতী কুল, ত্যজে লাজ ভয় কুল,
কার ভাবেতে এভাব ঘটে, কে ইহার মূল,
দীন মিত্র বলে ঠাওরাতে হই বাঁশ বনেতে ডোমকানা ॥২৪০৯॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

এলেম এ ভু নিত্যধাম আমরা সবাই গো।
দুলালচাঁদে একবার দেখলে পূর্ণ হবে মনস্কাম।
কে আছিস দ্বার খুলে দেগো, দ্বার রুদ্ধ আর রাখিসনে গো;
ত্বরায় প্রবেশ করিয়ে নেগো, কেউ যেন আর হসনে বাম ॥
দুলাল দেখতে কোরে আশা, অনেক ঘুরে হয় গো আসা;
জন্মেছে দেখবার পিপাসা, শুনে দুলাল দীপগ্রাম।
বসেছে দীন দয়াল বেশে, কাছে যাচ্ছে যে সে এসে,
শুনে এলাম দেশে দেশে, কৃপাকল্পতরু নাম।
সব সময় দ্বার খুলতে বারণ, থাকে যদি আদেশ এমন,
মিত্র কয় তা হবে খণ্ডন, জানালে সবার প্রণাম। ২৪১০ ॥

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

বঁধু তোমায় পেয়েছি এবার ; আমি তোমায় ছাড়ব না আর।
তোমার দয়ায় তোমায় পেয়েছি,
তোমার দয়ায় আমি তোমায় আশ্রয় করেছি,
তোমার জোরে তোমায় ধোরে রাখব এই ভেবেছি সার।
এতদিন অদর্শন থাকি, বারে বারে আমায়, তুমি দিয়েছ ফাকি,
এবার তোমায় পেয়েছি দেখা, কেবল গুণে তোমার।
পালিয়ে যেতে আরো না দিব, চরণ ধোরে চরণ তলে পোড়ে রহিব,
দেখব তুমি কেমন কোরে ছাড়াইবে হাত আমার॥
তাতেও যদি চাও পালাতে, নাম ধোরে কাঁদব কেবল তোমার সাক্ষাতে,
মিত্র কয় আর কি যেতে পার্ব্বে, হয়ে তুমি কৃপাধার॥২৪১১॥

মূলতান—তিওট।

ওগো মা সতী করি মিনতি। আমরা সভয়ে করি তোমায় প্রণতি,
তোমায় সহিত সম্মিলন, বন্দি গুরুর শ্রীচরণ, দুলাল পায় সঁপিয়ে মতি।
পরে বন্দি সঙ্গের সঙ্গিগণ, যত সব ভগবজ্জন,
দীন হীন মিত্র বলে, তুমি গো গতি॥২৪১২॥

বেহাগ—পোস্তা।

নাম জপ সাবধানে, বিহিত বিধানে।
চপল স্বভাব পরিহর, বৃথায় না কাল হর, রসনারে মত্ত কর নাম রসপানে,
করিতেছ যার সন্ধান, নামে সে যে বর্ত্তমান,
নামে মানস পূর্ণ জানো, শুনেছ কাণে।
যে করে নাম জপমালা, থাকে না তার কোন জ্বালা,
নাম মহিমা যায় না বলা, সামান্ত জ্ঞানে।
বিশ্বাস কোরে ভক্তি ভরে, নাম ধোরে ডাকলে পরে,
আনন্দময় বিরাজ করে, হৃদপদ্মাসনে।
দীন হীন মিত্র কয়, মনোভ্রান্তি নাহি রয়,
স্বভাব নির্ম্মল হয়, নাম উচ্চারণে॥২৪১৩॥

বেহাগ—পোস্তা।

ওহে তোমার নাম বিনে। ভরসা আর দেখিনে।
কিবা সুমধুর নাম, আনন্দ রসের ধাম, নামে পূর্ণ মনস্কাম,
জীবে যম জিনে।
নাম দুর্ব্বলের বল, নিঃসম্বলের হয় সম্বল,
নামে তরে যায় কেবল; অধম দীন হীনে।
নাম রসের রসিক যাঁরা; নাম রস পানে মত্ত তারা;
হয়ে বাহ্য জ্ঞানহারা; রয় নিশি দিনে।
মিত্র কয় যা অসম্ভব; নামে তা সম্ভব সব;
নাম মহিমা কিবা কব; কইতে জানিনে ॥২৪১৪॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়খেমটা।

কাঁদলে মা বোলে, মা যে অমনি এসে লয় কোলে।
দয়াময়ী মা পেয়েছি রে, ও ভাই এবার আমরা সকলে।
ভাই রে আমাদের তো জ্ঞান নাই, চলিতে না জেনে তাই,
আমরা যখন ওঁছোট খাই,তখন দুঃখ হরা মা আমাদের রে,
আপনি আসিয়ে খোরে তোলে।
এই যে যখন যে ঘটে দায়, কেবলি মায়ের কৃপায়, আমরা ত্রাণ পা[ই]
তায়, দেখ মায়ের দয়া না থাকিলে রে, বাঁচা ভার হতো ধরাতলে[।]
দীন মিত্র বলে ওরে ভাই,মায়ের গুণে তরে যাই, নৈলে গতি ছিল না[ই]
এই যে কোন জ্বালা থাকে না রে ভাই,
একবার মার কাছে খাড়া হোলে ॥ ২৪১৫ ॥

বাহার—আড়খেমটা।

কর মন যতন প্রাণপণে, এই দুলাল ধনে, দুলালে করে যতন,
মিলবে রতন তত্তক্ষণে। দুলালচাঁদ গুণের নিধি; পার করে ভব জল[ধি]
তার দয়ার নাই অবধি, নিরবধি শুনি কানে।
দুলাল চরণ সরোজে, মধুপ হয়ে থাক মোজে,
যে মধু তার উপজে মত্ত হও সেই মধু পানে
কেবল দুলাল চরণ সার, আর যত সকল অসার,
মিত্র কয় গতি নাই আর; দুলাল বই জীবন মরণে ॥২৪১৬॥

আলেয়া—একতালা।

ভাস তার প্রেম তরঙ্গে। কেবল থাক তার প্রসঙ্গে।
জীবের তারণ, করিতে যে জন, কাণ্ডারী হইয়ে এসেছে বঙ্গে।
তাহার মতন পরম বন্ধু, অধমতারণ করুণা সিন্ধু,
মিত্র বলে ভাই, আর কেহ নাই, বিপদে সম্পদে ফিরিছে সঙ্গে ॥২৪১৭॥

ললিত—আড়খেমটা।

আমরা দুলাল কাঙ্গালিনী গো। তোরা সে ধনে ধনিনী গো।
তোরা অপার যতন কোরে প্রেমের ডোরে বেঁধে তারে রেখেছিস ধরে,
শুন্তে পেয়ে তোদের কাছে এলেম হয়ে ভিখারিণী গো।
দুলাল ভিক্ষা দিতে একবারে, প্রাণ ধরে যদি না পারিস কোন প্রকারে,
তবে দুলাল ধনে একবার দেখতে, দিতে কি পার্ব্বি নি গো।
দেখতে দিলে তোদের ক্ষতি নাই, আমরা চরিতার্থ হয়ে মনের সাধ মিটাই,
দেখিয়ে নয়ন সফল কোরে দে গো, হয়ে হিতকারিণী গো।
দুলাল কথা যেমন শুনেছি, অমনি পাগলিনী দেখ গো হয়ে পড়েছি,
দেখলে পরে আবার কি হবে তা, মিত্র কয় জানি নি গো ॥২৪১৮॥

বিভাস—খেমটা।

দুলাল ঐ যে ভেরী বাজাচ্ছে দুলাল চাঁদ বাজিয়ে ভেরী,
যারে তারে মাতাচ্ছে। (ওরে ভাই)। দোলের উপলক্ষ করি,
বাজায়ে বিজয় ভেরী, কি পুরুষ কিবা নারী, সকলকে যে ডাকছে,
ঐ ভেরী রব মনের কাণে, শুন্তে পেয়ে স্থানে স্থানে সবাই সানন্দ মনে
দুলাল কাছে যেতে চাচ্ছে।
এমনি মন টেনেছে, অন্য চিন্তা দূরে গেছে, কেমনে যাবে ভাবছে,
থাকতে আর না পাচ্চে, দুলালচাঁদ বাধিয়েছে যে গোল,
উঠেছে ভেরীর রোল, সকলের মুখে এক বোল দুলাল কেবল বলাচ্ছে
ইঙ্গিত কোরে বোলছে বাণী, পরস্পর জানা জানি, সকলকে কাণাকাণি,
যথা করাচ্ছে ভেরী রব ধন্য যে মানি, কি অপরূপ টানাটানি,
মিত্র কয় নাহি জানি, কি আনন্দে ভাসাচ্ছে ॥২৪১৯॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

আর যদি কেউ থাকৃত আমার তোর কাছে কি কাঁদতেম তবে
কেবল তোর ভরসা কোরে, প্রাণ ধোরে রয়েছি ভবে।
পড়িয়ে অকুল পাথারে, ডাকছি তোরে বারে বার,
কুল যদি না দিস আমারে, নামে তোর কলঙ্ক হবে।
অসাধ্য তোর কিছুই নাই, যা করিস হয় তাই,
অকুলে কূল যদি না পাই, কে তোরে দয়াল কবে।
অনুপায় দেখিস যে জনে, তার সহায় হোস তৎক্ষণে।
মিত্র তবে কি কারণে, অনুপায় হয়ে রবে।২৪২০॥

সুরট—মল্লার।

ওগো আমার অকলঙ্ক দুলাল শশী, এই যে ভূতলে পড়েছে খসি
(নিত্যধাম গগণ হতে) (জীবে নাগাল পাবে বলে) (আপনা আপনি
ইচ্ছাকোরে) এ শশির নাই বৃদ্ধি হ্রাস, সমভাব বারোমাস,
অপরূপ রূপেতে প্রকাশ এ শশীর নিকটে যে যায় গো,
অমনি ঘোচে তার যে মনের মসি, (শশীর কিরণেতে,
শুধুই সুধাময় নয়, প্রেমমাখা প্রেমময়, সহজ রসের রসিক যে হয়;
সহজ রস বিলাবার তরে গো, সহজ রসেতে এসেছে রসি রসি
(আমার দুলাল শশী) ভাবসঙ্গীত চন্দ্রিকায়, ভ্রম তম লয় পায়,
হৃদি কুমদিনী ফুটে তায় ফুটে হৃদি কুমদিনী গো, অলি আপনি
আসি রয় গো বসি, (সহজ মানুষ অলি তাতে)।
জীবের মধ্যে চকোর যে হয়, এ শশীকে চিনে সে লয়,
সুধাপানে রত সদাই রয় সুধাপানে মত্ত হয়ে গো, সে যে থাকে
শশীর প্রেমে পশি, (চির দিনের মত) সুধাপানে পায় সে বল,
বাধ্য রাখে রিপু সকল, কোন অরি হয় না তো প্রবল।
শমনকে ভাগায়ে দেয় সে গো, এই যে লয়ে সহজ জ্ঞান অসি
(শশির কৃপা ধরি) মিত্র বলে চেষ্টা কোরে, শশীর করুণা ধোরে
সুধাময় নামের জোরে শশীর কাছে যেতে পারে গো,
শশীর চরণ ধূলো মাথায় ঘসি। (আর কিছু না কত্তে পারি)।২৪২১।

মুলতান—আড়াঠেকা।

বলব কি তোরে ওরে দুলাল বলতে না জানি ॥
যা বলি তা বলি কেবল অন্যের কল্পনাতে অনুমানি ।
জানি নে হয়ে ভ্রমান্ধ, কোন্‌টা তোর যে হয় পছন্দ,
কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, কোন্‌টায় লাভ, কোনটায় হানি ॥
মিথ্যাকে যে সত্য বলছি, আশার দাসত্ব কচ্ছি,
তাইতে আমি খাড়া হচ্ছি; ভুলছি হয়ে অভিমানী ॥
মর্জ্জি তোর মা যাইকো জানা তবু মন শুনে না মানা,
কত্তেছে কল্পনা নানা হয়ে যেন কত জ্ঞানী ॥
বলা অভ্যাস আইত বলি, যেমন অভ্যাস তেমনি চলি,
তাতে অপরাধ কেবলি, হতেছে যে মনে মানি ।
যেমন হওয়া হয় প্রয়োজন, তোর ইচ্ছায় তুই চাস রে যেমন,
নিজে কোরে নে রে তেমন, দেরে তোর চরণ দুখানি ॥২৪২২॥

খাম্বাজ—ঠুংরী।

আহা! কি তোর মহিমা মাগো বুঝিতে নারি ।
বুঝতে মানে হারী, আপনি ত্রিপুরারি ।
মহিমা অনন্ত, জানে না অনন্ত,
ওমা ইন্দ্র চন্দ্র আদি সবাই তোর আজ্ঞাকারী ।
যত অসম্ভব, কলি মা সম্ভব, ওমা দেখালি অপার দয়া,
গুণে আপনারি ।
অন্ধ পায় নয়ন, বোবায় কয় বচন,
ওমা কালার হয় শ্রবণ, পুত্রবতী বন্ধ্যা নারী ।
মা তোর কৃপাবলে, খঞ্জ বেগে চলে ওমা যত ব্যাধিগ্রস্ত,
নব কলেবর ধারী ।
চিত্তে চিন্তানল, হলে মা প্রবল,
ওমা অমনি নির্ব্বাণ করিস দিয়ে শান্তিবারি ।
মিত্র বলে মাগো, একবার ফিরে চাগো,
ওমা তোর কৃপা বিনে গতী নাই গতি আমারি ॥২৪২৩॥

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

যাবি কে পারে। পার হয়ে ভবসাগরে।
বেলা যায় রে ত্বরায় আয় রে আয়—পারের সুগম বড় এবারে।
দুলাল আপনি হয়ে কর্ণধার ; এনেছে তরী এবার,
ঐ যে ডাকছে বারম্বার—বলছে আমি যে পার ক'রে দিব রে
পারের ভাবনা কেউ করিস না রে।
সে কুজন সুজন বাচ্চে না আর ; রাখচে না জেতের বিচার
এলে অমনি কচ্চে পার,—এমন পারের সুগম আর হবে নারে;
চোড়ে বসগে তরির উপরে।
দীন মিত্র বলে যায়রে বেলা ; হয়রে শেষ ভবের খেলা,
ও মন করিসনে হেলা,—কেন এখন বিলম্ব কচ্চিস রে ;
এ সুসমাচার পাবার পরে ॥২৪২৪॥

জঙ্গলা—ঠুংরী।

ওহে মানুষ তোমায় আমি চিন্তে কি পারি; তুমি ভবার্ণবের কাণ্ডারী।
অসীম মহিমা তোমার ; বুঝতে সাধ্য নাহি আমার ;
কাঙ্গালে করিতে নিস্তার ; হও হে কাঙ্গাল বেশধারী।
চিনিতে যদি পারিতেম; তবে কি তোমায় ভুলিতেম ;
হৃদয়ে তোমায় রাখিতাম ; করিয়ে হৃদয় বিহারী।
মিত্র বলে যে তোমারে ; চেনায়ে দিবে আমারে;
তার মত এ সংসারে ; কে আছে আর উপকারী ॥২৪২৫॥

বাহার—খেমটা।

তোমায় ছেড়ে ওহে মানুষ কার কাছে আর যাব।
তোমার মতন ব্যথায় ব্যথিত ; আর কি কোথাও পাব।
ভ্রমের পাকে ঘোর বিপাকে ; পড়িয়ে ডাকি তোমাকে
মনের বেদন কোয়ে কাকে ; তাপিত প্রাণ জুড়াব।
মিত্র ভণে তোমা বিনে ; কে দয়া কর্ব্বে এদীন হীনে ;
ধরিয়ে কার চরণে এ শমন দায় এড়াব ॥ ২৪২৬ ॥

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

অবলা মজায় ঐ দুলাল গুণমণি।
আমি যে মজেছি লো সই; হয়ে কুলরমণী।—
দুলাল চাঁদকে দেখবার আশে; এসেছিলাম দুলাল পাশে
একবার হেরে প্রেমের পাশে; বদ্ধ হলেম অমনি।
মন আমার গিয়েছে ভুলে; ত্যজিনি স্বজন কুলে;
বিসর্জ্জন দেওয়ালে কুলে; গুণ জানে ও এমনি।—
দেখতে ওরে ভালবাসি; তাইতে এখানেলো আসি;
হয়ে ঐ চরণের দাসী আছি দিবা রজনী।—
এসেছিস যদি এখানে; ফিরে যাব মানে মানে:
চাসনে লো ঐ দুলাল পানে; চাইলে এমনি হবি ধনি।—
দীন নিত্যের এই বাণী; সে যে বড় ভাগ্যবানী;
হয়ে আছে যে কামিনী দুলাল প্রেমাধিনী ॥২৫২৭॥

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

মনের ভ্রমে দুলাল মণি, ভুলে যে গিয়েছি রে।
অনুমান হয় হেন যেন হারায়েছি রে।
আত্মবিস্মৃতি হয়েছি; এমনি ভুলে গিয়েছি,
মনে নাই কোথায় রেখেছি, কি ফেলে দিয়েছি রে॥
ভাগ্য যোগে দুলাল মণি, কুড়িয়ে পেয়ে যে অমনি,
হৃদয়ে রেখে সজনি, পুনঃ না পেতেছি রে।
বার বার কত বার খুজে হৃদয় রত্নাগার,
অন্বেষণ না পেয়ে তার, কি হলো ভাবতেছি রে।
সে যে যতনের ধন, রয় না হলে অযতন,
অযতনে হয় এমন, নিশ্চয় জেনেছি রে। ২১৬৭ ॥
সে ধনে হয়ে ধনিনী, ছিলেম যে সই সুখিনী,
এখন দুলাল কাঙ্গালিনী, হয়ে কাঁদিতেছি রে॥
তোরা কেউ এ ধরায়, যদি পেয়ে থাকিস তায়,
দিয়ে কর ফিরে দে আমায়, মিনতি করতেছি রে; পায়ে যে ধরতেছি রে॥

বেহাগ—পোস্তা।

রসের বঁধু মধুকর। রসিক মনোহর।
মহাভাব যৌবন সময় ; আপনা হতে হোলে উদয় ;
হৃদনলিনী প্রফুল্লা হয় অতি সত্বর।
ফুটলে হৃদনলিনী বঁধু, উপজে তায় মধুর মধু,
সেই মধু পানে ; বঁধু হয় তৎপর।
মধুপান করবার তরে ; মধুব্রত ভ্রমর করে,
ফুল্ল বঁধু পেলে পরে ; হৃষ্ট অন্তর।
যখন রসের বঁধু পায় ; রত হবে থাকে তায় ;
স্থানান্তরে নাহি যায় সে রসিকবর।
ফুল্ল হৃদনলিনী সনে ; বঁধু মধুপ মত্ত মনে ;
বিহার করে সঙ্গোপনে ; সর্ব্বগোচর।
দীন মিত্র ভাবে ভবে, এমন সুদিন কবে হবে ;
হৃদনলিনী ফুটে রবে আসবে নাগর ॥২৪২৯॥

বসন্ত বাহার—আড়খেমটা।

এসে ঘোষপাড়ায়। আমি পরেছি কি বিষম দায়।
মন আমার কেমন হয়েছে লো, ঘরে ফিরে যেতে আর না চায় ॥
আমি কারো কথায় কান না দিলেম, গুরু জনে লুকিলে এলেম;
এসে ফেরে পড়িলাম, দুলালচাঁদের চাঁদ মুখ হেরে লো
আমি হলেম পাগলিনী প্রায়।
আগে জানতেম যদি এমন হবে, এখানে কি আসতেম তবে,
ত্যজি স্বজন সবে, এসে দুলালে না হেরতেম যদি লো,
ও সই এমন ত হোত না তায়।
দুলাল হেরে কেন প্রাণ জুড়াল, কেন তারে বাসলেম ভাল,
বুঝতে পাল্লেম না তা লো, লোকে মন্দ বলবে লো,
আমি পড়ে রব দুলাল পায়।
দীন মিত্র বলে মনে গণি, দুলাল যার আদর মণি; ধরা ধন্যা সে ধনী,
সে ধনীর মতন না হলে তো, জীবন ধারণ ধরার বৃথায় ॥ ২৪৩০ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

একক্ষণে নয়নে আমি, হেরেছিলাম সেরূপ সখী।
যখন যেখানে থাকি, নিরবধি তাই নিরখি।
কি নিদ্রা কি জাগরণে, সদাই সে রূপ পড়ে মনে;
ভুলিব তারে কেমনে, দেখা দেয় লো হৃদে থাকি।
প্রতিবাদী যত আছে, প্রকাশি নে কারো কাছে,
কেড়ে তারা লয়লো পাছে, সেই ভয়ে লুকায়ে রাখি;
সে যে গোপনের ধন, রাখি তাই কোরে গোপন;
মিত্র ভাবে প্রতিক্ষণ, পালায় পাছে দিয়ে ফাঁকি। ২৪৩১ ॥

ললিত—আড়াঠেকা।

দয়াময় নামের ফল কি আমার ভাগ্যে এই ফলিল।
সংসার সাগরে পোড়ে, হাবু ডুবু খেতে হলো।
তুমি পরম দয়াময়, জেনেছি তা নিশ্চয় তবে কেন এমন হয়,
মর্ম্ম বুঝা নাহি গেল।
সংসার সাগর সুবিস্তার, যাতনা ঢেউ অনিবার,
কেমনে হইব পার, সাঁতার জানিনে—
সাঁতার দিতে জানে যারা, অনায়াসে পার হয় তারা,
মিত্র সাঁতার নাহি জানে উপায় কি হবে বল ॥২৪৩২॥

বাহার—আড়াখেমটা।

চেয়ে দেখনা ওলো সই, চাঁদ দুলাল বোসে ওই।
আমাদের আদরের ধন, কে আছে আর দুলাল বই।
দুলাল কই দুলাল কই, এই যে বলতেছিলি সই, তাই, তাই
আমি তোরে কই, দেখনা ওলো রসময়ী। (চেয়ে)
ভক্ত সব লয়ে কাছে, মজলিসে ওই বসে আছে,
লোকে মন্দ ভাবে পাছে, আড়নয়নে চেয়ে রই।
মাথায় তাজ ফকির বেশে, বহির্ব্বাস কটিদেশে,
মগ্ন আছে ভাবাবেশে, চাঁদ মুখ হেরে মোহিত হই ॥
সারিঙ্গে দিচ্ছে ঐ সুর, শুনলে সন্তাপ হয় লো দূর,
মিত্র বলে কি সুমধুর, একবার শুনলে তোলবার নই। ২৪৩৩ ॥

মুলতান—আড় খেমটা।

মানুষের কথা তোরা বল গো বল।
শুনলে যার কথা; যায় গো ব্যথা তাপিত প্রাণ হয় শীতল।
তার কথা যে যা জানিস ভাই; প্রকাশ করে বল না তোরা;
শুনে কান (প্রাণ) জুড়াই; তার কথায় ওকি গুণ আছে
শুনে পাষাণ হৃদয় হয় কোমল।
তার কথা অমৃত সমান; শুনতে শুনতে জন্মে ক্রমে অজ্ঞানের জ্ঞান;
তার কথা শুনলে নয়ন জলে ভেসে যায় গো ভাবীর বক্ষঃস্থল।
তার কথা যতই শুনা যায়;
শুনতে শুনতে শুনবার ইচ্ছে ততই বাড়ে তায়;
তাইতে মন আমার পাগল হয়ে, তার কথা শুনতে চায় কেবল।
মিত্র বলে কি বলিব আর; সকলি অসার কেবল মানুষ চরণ সার;
আমার মানুষ গতি মানুষ পতি; ওগো মানুষ আমার বুদ্ধি বল ।২৫৩৪॥

মুলতান—আড় খেমটা।

এখনো ঘুমের ঘোরে রৈলি মন।
তোরে জাগালেও জাগিলিনে, না জানি তোর ঘুম কেমন।
করুণাময় করুণা করি, ও তোর কানের কাছে বাজিয়ে দিলে
সত্য নাম ভেরী, তাতে একবার ওতুই জেগে উঠে;
আবার ঘুমে হলি অচেতন।
এই ভেরী রব শুনে শ্রবণে আর না ফুরাবে যদি থাকতিস চেতনে,
তবে প্রেমানন্দে মগ্ন হয়ে; ও তুই কত্তিস প্রেম রস আস্বাদন।
ঘুমিয়ে যদি জীবন কেটে যায়, তবে আর শেষ কালেতে হবে কি উপায়,
তবে কবে আর কর্ব্বিরে তুই ওরে বল নারে সত্য যাজন।
তার কাজ সে করেছে ভাই;
তোর যে কাজ আছে তাতো তোর করা চাই;
দীন মিত্র বলে নৈলে কি অমনি মিলিবে সে অমূল্য ধন ।২৫৩৫।

নগর সংকীর্ত্তন।



১৩০৫ সালের দোলপূর্ণিমা তিথি হইতে কলিকাতায় হরিনামের অপূর্ব্ব বন্যা আসিয়াছিল। প্রতি পল্লীতে পল্লীতে হরিনাম সংকীর্ত্তন হইয়াছে, মহামহোৎসব হইয়াছে সেই উপলক্ষে যে সকল সংগীত রচিত হয়, তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ষ্টার থিয়েটার।

কীর্ত্তন।

ওরে ধরাভেসে যায়রে যাধায় প্রেমধারে।
নব নটবর কেবা যোগীবর প্রেম ঢালে দ্বারে দ্বারে।
কনোয়া তনু কিবা ঝমকে, প্রেম-আহা চারু-চোখে চমকে,
নাচে ঠমকে ঠমকে আহা আহা আহা পড়ে ঢলে ঢলে বারে বারে।
নয়নেতে ধারা শাওনের জল, প্রেমে মাতি নাচে ধরা টলমল,
বরবপু বিভুষিত সিত পীত তুলসী-হারে॥
হুহুঙ্কারে গোরা বলে হরিবোল,
যে জুড়াতে আসে তারে দেয় কোল,
কারে নাহি বারে যবন চণ্ডাল পাষণ্ড পাপাচারে।
আহা কিবা সুধাধাম, ঐ হরিনাম, বলরে রসনা বল অবিরাম,
(ওরে) যে শিখালে নাম সে পূরাবে কাম—
নিয়ে যাবে তোরে ভবপারে।
দাও বাসনা ভাসান, তোল নামের নিশান,
ঐ নাম হরিনাম-মধুভরা নামরে, সদা ফুকারে।
হবে শিব ওরে জীব জিহ্বারে নামটী শিখারে। ২৩৩৬।

সংকীর্ত্তন।

বড় অসময়, তাই প্রেমময়, পড়েছে তোমারে মনে।
তোমা বিনা হরি, কারে ধরি তরি, ডাকি বল কোন জনে॥
(একি।) ভীষণ করাল, ব্যাধি এলো কাল,
বিষম জঞ্জাল, তরঙ্গ উত্তাল,
নন্দলাল উচ্চরোলে ডাকিছে সঘনে।
(হরিবোল—হরিবোল—বোল হরি হরিবোল)
দুর্দিন বাতাসে, পড়েছি নিরাশে,
প্রাণের তরাসে, মরি হাহুতাশে,
কালশশী দেখ আসি, রাখ রাখ চরণে॥
(হরিবোল—হরিবোল—বোল হরি হরিবোল)
ধরণী কাঁপায়ে, আকাশ ভাসায়ে,
তোল হরি হরিবোল ;—
ধরিব শ্রীপদে, তরিব বিপদে,
হরিনাম পান কর জনে জনে ;—
প্রাণ যায় শ্যামরায় দেখ করুণা-নয়নে॥
(হরিবোল—হরিবোল—বোল হরি হরিবোল)॥ ২৪৩৭॥

গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং ইণ্ডিয়া।

"হরিনামামৃত পান সবে কর ভাই।
এমন নাম কখন শুনি নাই॥
হরি নাম যে করে সার, ভবে ভাবনা কিবা তার,
নামে যায় মহাপাপ, রোগ, শোক, তাপ, সংসার বিকার।
নামে জগাই মাধাই তরে দুভাই, নাম শুনায় গৌর নিতাই।
(মধুর হরি নামের গুণে রে)
২। ভক্ত প্রহ্লাদের প্রাণ, নাশ করিবার বিধান,
হিরণ্যকশিপু দিল বিষ করিতে পান।
নামে গরল অমৃত হলো, প্রহ্লাদ বাঁচিল ভাই।
(মধুর হরিনামের গুণে রে)॥ ২৪৩১॥

৩। যত যোগ যোগের সাধন, আর জপ, তপ, আরাধন,
হরি নাম সাগরের অগাধ নীরে বুদ্‌বুদ্‌ যেমন।
হরি নাম সাগরে মগ্ন যে জন, তার কি সাধন আরও চাই॥
(বোল হরিবোল বলেরে)

৪। পরিব্রাজক বলে সার, নামে নাইকো জাত বিচার,
নামে মূর্খ জ্ঞানী আচণ্ডালের সমান অধিকার।
তুলে নামের নিশান, নাম কর গ ন, হরিবোল বল সবাই॥
(বোল হরিবোল বলেরে)॥২৪৭৯

সভাপতি—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাইকপাড়া চতুর্থ বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সংকীর্ত্তন।

নন্দদুলাল ব্রজগোপাল ভূপ ভূপাল হরি হে।
জয় কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্রবদন, ভবসাগর তরি হে॥
রাধিকা হৃদিবিহারি শ্যাম, বংশীধারী বঙ্কিম ঠাম;
ফুল্ল বনকুসুমদাম পাতকী পাপহারি হে॥
মনোমোহন বাঁকানয়ন গোপিনী মনোরঞ্জন,
চারু পীতধড়া শিরে মোহন চূড়া, ভীত চিত ভয়ভঞ্জন,
দৈত্যবিজয়ী হৃষিকেশ, চন্দন মাখা মোহন বেশ,
গোবর্দ্ধন ধরা পরেশ, বৃন্দা বিপিনচারি হে।
কোথায় দীনবন্ধু, করুণাসিন্ধু,
তোমায় দীন হীন কাঙ্গালে ডাকে,
গৌর এস হে হৃদিমন্দিরে,
তোমায় দীন হীন কাঙ্গালে ডাকে
আমার বড় সাধ ও সাধ আছে মনে
তোমায় হেরব আমি প্রেম নয়নে,
আজি মুকুল জীবন, আকুল তুফানে,
ভেসে যায় জনমের মতন,
হয়ে অকূলের কাণ্ডারী মুকুন্দ মুরারী তারহে তাপকারণ॥

তোমায় দীন দয়াময় সবাই বলে হে (হরি হে)
তব চরণ রেণু পরশে, পাষাণ মানব হলো অনায়াসে,
একবার ঐ চরণ, চরণ ধেয়েছিল,
তাহে প্রবময়ী গঙ্গা হলো,
দেহ মাথে অনাথে, রবিজ যাতনা রবেনা,
আর আমার, তোমায় সাধ মিটায়ে হেরি হে
তোমায় হৃদি সিংহাসনে রাখি সযতনে সাধ মিটায়ে হেরি হে,
(ও হে বাঁকা সখা দাও হে দেখা)। ২৪৮০

কেবল হরি বল হরি বল হরি বল মন।
হরি হরি বোলে বাহু তুলে নাচ সর্বক্ষণ।
বল অনুরাগে হরি, বীতরাগে হরি, যতনে হেলায় হরি,
হরি সাধনের ধন, পরম রতন বাঞ্ছাকল্পতরু হরি,
হেন সুধামাখা নাম, বল অবিরাম, করনা তার অযতন
দেখ পঞ্চমুখে হর জপে নিরন্তর, বিধি বিষ্ণু সদাক্ষণ।
এ নাম নারদ করে গান, বীণায় ধরি তান,
বদনে বলয়ে হরি,
এ নাম প্রহ্লাদের আহ্লাদ, ধ্রুবের সুপ্রভাত
যোগী ঋষির প্রাণহারী
আবার গৌররূপে হরি, নদে অবতরি, করলেন নাম প্রচার
তক নিতাইকে লইয়ে, হরি নাম বিলায়ে
জগাই মাধাই করেন পার।
তবে কি ভয় ভাবনা, হরিবোল বলনা,
ভব পারে কর গমন।
এস পাপী তাপী দলে, হরি হরি বোলে,
যাই শান্তি নিকেতন। ২৪৪

শ্রীকীর্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দরজিপাড়া হরি-সংকীর্ত্তন।

রূপক।

ভক্তাধীন দীন দয়াময়।
তব নামে হরে ভবভয়।
বেদে কয় তুমি হরি কৃপাময়,
আমায় করুণা কর হে করুণাময়॥
নব-নীরদ নিন্দি কায়, মরি হায় কিবা শোভা পায় (দীননাথ)
মোহন চূড়া শিরোপরে, শিখি পুচ্ছ শোভা করে,
মধুর মুরলী করে মনোহর,
মোহে মুনি মন হেরে রূপ মনোময়॥

পঞ্চম সোয়ারি।

শ্রবণে কুণ্ডল করে ঝল মল।
ভালের উপর চল চল করে তায়—
প্রেমরূপ হেমমনি রসিকের শিরোমণি,
হৃদয়ে কৌস্তভমণি শোভা পায়—(আহা কিবা) ২৪৪২

লোফা।

পীতবাস পরি কি সেজেছ মরি,
স্বর্ণ পত্রে ঢাকা যেন নীলকান্তমণি, (তুমি হে শ্রীহরি) ২৪৪৩

ছোট দশকুশি।

শ্রীরাধারে লয়ে বামে, উদয় হওহে হৃদয়ধামে,
ও যুগলরূপ প্রতিক্ষণে দেখি হে, হৃদয় বৃন্দাবনে॥ ২৪৪৪

আড়খেমটা।

সুখ হরিনামের সুধা আর কে নিবি আয়,
বিকায় বিনিমূলে ভবের কূলে,
পান করিলে ঘুচবে ক্ষুধা।

যেলতা।

হরি চরমকালে দিও দীনে পদাশ্রয়॥ ২৪৪৫

প্রেমানন্দদায়িনী হরি সভা।

সুধামাখা হরিনাম, এনেছে নিতাই।
সবে হরি ব'লে, বাহু তুলে নাচি এস ভাই॥
কত মহাপাপী ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী দেখ ভাই জগাই আর মাধাই;—
প্রহ্লাদ অতি শিশুকালে, ডেকেছিল হরি ব'লে,
বিষপানে জীবন পেলে দেখ ওরে ভাই;
হরিনাম সংকীর্ত্তনে, এস প্রিয় ভক্তগণে,
মনের সাধে সকলে হরিগুণ গাই।
(হরি বল হরি বল হরি বল ভাই)
এ সার মায়াজালে, হরি নাম ভুলিলে,
কি হবে অন্তিমকালের গতি ওরে ভাই;
গেল দিন ফুরায়ে গেল, সবাই একবার হরিবল,
হরিনাম পথের সম্বল করো ওরে ভাই;
(হরি বল হরি বল হরি বল ভাই)॥ ২৪৪৬
কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীহিরালাল গুরাই।

হালতু হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা।

মন তুমি এত।
কেন চ'যে ক্ষুন্ন আছ কি জন্য, তোমার দেহেই আছে বৃন্দাবন,—
তাহে কৃষ্ণ বিরাজিত।
কেবল চক্রধারীর চক্রে ষটচক্রে, আছে রুদ্ধ করি উর্দ্ধ পথ—
সেই পথ কর রে সিদ্ধ, (আমার মন)
হও হরির চরণে শরণাগত। ২৪৪৭
ডাকরে মন তাঁরে।
(একবার) তাঁরে তাঁরে ডাক তাঁরে
সে বিনে ভব দুস্তরে বলরে আর কে নিস্তারে;
সাধিয়ে রসনা যন্ত্র, জপ সেই মহামন্ত্র,
মনে প্রাণে ঐক্য করি রসনাতে বল হরি॥

(হরি) নীল নলিন নবঘন, ললিতাঞ্জন শ্যাম বরণ—
তাহে পীতবসন, অঙ্গেরই ভূষণ,
জগজ্জন মনোরঞ্জন ॥ (মরে যাইরে রূপের বালাই লয়ে)
যদি বল মন কিসে পাব তাঁরে,
সেই নিত্য বস্তু কোথায় বিরাজ করে;
(চলে) শিরসি—সহস্রদলে, (আমার)
নীলকমল তাহে দোলে—ও সেই হরিপদের—
ও মন ক্ষরে সুধা—
সেই সুধাপানে না রয় ক্ষুধা ॥
একবার চল রে মন ও সে খানে যাই—
সেথা যমের অধিকার নাই ॥ (ওরে ও আমার মন)
সুষুম্নার সূক্ষ্ম দ্বারে সে পথে গমন করে;
পান কর শ্রীহরির চরণামৃত ॥ ২৪৪৮

শ্রীক্ষেত্রমোহন দাস দাস।

ভবানীপুর কাঁসারিপাড়া হরিনাম সংকীর্ত্তন।

মহড়া   বৃথা চিন্তা পরিহরি, স্মর হরি ওরে আমার মূঢ় মন।
(ভব) সাগরে যদি পার হবি রে মন আমার;
লও শরণ হরি চরণেতে (মনরে)
হরি ভব কর্ণধার, তরী দীনের তার,
ঘুচ্‌বে ভব ভার ভাব [illegible] মন ॥
অন্তরা—(১) অসার সংসার বনে, [illegible];
রসনা রসাও [illegible]
(যুক্তি শুন সার রে মানস), দুর্লভ জনম কেন, বিফলে কাটাও—
(এই) দেহে প্রাণ যতদিন—হরি [illegible] রিপু জয়) ।
কালান্ত কৃতান্ত এলো ওরে ভ্রান্ত মন ([illegible])
নিতান্ত নাশিবে শমন—সাধের জীবন ।
যদি চাও শমন কালে জিনিতে; (ভক্তি ভাবেতে)
ভাব হরি চরণ, শমন দমন,
ভুলনা সেন ভ্রমেতে, হরি পদ বিহনে—(বিপদের কাণ্ডারী হরি);
শমন তাড়নে ত্রাণ পাবিনারে কোনমতে ॥

হরি সারাৎসার, সর্ব্ব মূলাধার, নিত্য নির্ব্বিকার—
মন ত্যজ মিছে কাজ, পূজ হরি পদাম্বুজ ; সে পদ পঙ্কজ পেলে
জুড়াবে হৃদি সরোজ ॥
গুরু দত্ত ধন, হরিগুণ গান, কর অনুক্ষণ মন।
জঠরযাতনা ভুগিতে হবে না, যাতায়াত হবে নিবারণ।
কারে আপনার, ভাব মন আমার, এ সংসারে কেবা কার।
মিছার চার সংসারে হরি নাম কর কর সার।
বাহু তুলে হরি ব'লে নাচ না রে আনন্দে ; (যুগল) ;
হরি ব্রহ্মানন্দ, সদানন্দ, মত্ত মহানন্দে।
স্মর হরির শ্রীপদ, হবের সম্পদ ; হবি অনায়াসে নিরাপদ,
অন্তে পাবি মোক্ষপদ।
নয়ন মুদিয়ে, দেখনা হৃদয়ে ; হরির মোহন রূপ ; (মন) ;
(কিবা) বামেতে শ্রীমতী, পরমা প্রকৃতি, মূরতি অতি অনুপ ; (যুগল)।
স্মর হরি, জপ হরি, ধ্যানে হরি জ্ঞানে হরি ; হরি রূপ হের
সর্ব্বরূপে ; (হরি সর্ব্বরূপে রে) ; সর্ব্বাতীত সর্ব্বময়,
হরি দীন দয়াময় ; যোগে যোগী না পায় স্বরূপে ; (হরি ভক্তাধীন রে)
মেলতা—ত্যজি বিষয় বাসনা, হরি বোল বলনা—
হবে ত্রিতাপ যাতনা মন নিবারণ। ২৪৪৯

শ্রীব্রজমোহন দাস সম্পাদক।

মাণিকতলা বাজার-সাধারণ হরিসভা।

উচ্চ-স কীর্ত্তন।

মহড়া।

নগরবাসিগণ, এস সর্ব্বজন, করি হরিনাম তরিয়ে বদন।
আর থেক না মায়ায় ভুলে, তাঁরে ভুলে, এ ভূতলে ;
ও ভাই, হরিনাম বিনা নাই আর অন্য ধন। ২৪৫০

পর মহড়া।

অজ্ঞান অন্ধকারে পড়ে থাকিবিরে কত কাল,
ক্রমে নিকট হ'ল, সে বিকটকাল (ওরে ভাইরে।)
যদি শমনের হাত হতে, চাওরে ভাই এড়াতে,
তবে হরি বল, হরি বল আজীবন কাল। ২৪৫১

পঞ্চম সওয়ারি।

বিপদে সহায়, কেবল হরি দয়াময়,
নতুবা আর কেহ নয় আপনার। (ওরে ভাই।)
হরি ভব-ভয়-হারী, হরি ভবের কাণ্ডারী,
হরি বিনে কে করিবে ভবে পার। (দেখ ভেবে,)। ২৪৫২

লোফা।

কিছুতে যাবেনা, (ও ভাই।) পাপের যাতনা,
ও ভাই হরির চরণ বিনা, বৃথা যাগ যজ্ঞ তীর্থ পর্য্যটনা,
(প্রেম ভক্তি বিনা, হরিসাধন বিনা,)
ও ভাই, মুক্তিধামে যাবে যদি, তবে তাঁকে ডাক নিরবধি,
(মন প্রাণ খুলে, হরি হরি ব'লে।
ও ভাই, ভবের খেলা, ভুলে ফেলে,
এস শরণ লই তাঁর চরণতলে, (আর থেকনা ভুলে,
ও ভাই হরিনামে যদি না মজিবে,
তবে পাপের জ্বালা কে ঘুচাবে,
(পতিতপাবন বিনা, অধমতারণ বিনা, মধুসূদন বিনা,) ২৪৫৩

ধামাল।

মনের আনন্দে আয় বেড়াই নগরে, সকল দ্বারে দ্বারে,
হরি হরি হরি বলে, নেচে নেচে বাহু তুলে, (ভাইরে,)
এস সবে ডাকি মিলে উচ্চৈঃস্বরে।

খেমটা।

মিছে অসার সংসারে নাই আর প্রয়োজন।

হিন্দুর সন্তানগণ! হের সর্ব্বজন!
আর্য্যাবর্ত্তে "আর্য্যধর্ম্ম' পুনঃ জাগরণ॥
ধর সবে ধর্ম্ম-বর্ম্ম, হও—এক প্রাণ।
ছাড়, ভাই হিংসা, দ্বেষ, মান, অপমান।
খোট্টা, মাড়োয়াড়ি আর উৎকল, বাঙ্গালী—
পঞ্জাবী, হুণী আদি মিলিয়া সকলি—

"হরিনাম"-ব্রহ্ম-অস্ত্র করিয়া ধারণ —
"ষড়রিপু" সনে এস—যুঝি অনুক্ষণ।
মধুর মৃদঙ্গ তালে—বাজুক ধমনি।
করতাল তালে—জিহ্বা, নাচুক আপনি॥
সিংহের হুঙ্কৃত নাম—করুক নাসিকা।
উর্দ্ধে তুলি দুই বাহু—উড়াও পতাকা॥
বাহ্যিক উৎসব হেরি—অন্তরে প্রবেশি—
এস ভাই হৃদি মাঝে, হেরি—কালশশী॥
সে "শশী" হেরিবে "প্লেগ" সাধ্য কিবা রয়।
মুহূর্ত্তে দগ্ধীকৃত হইবে নিশ্চয়॥
বাজুক খোল করতাল, বল—হরি হরি।
পালায় পালায় অই প্লেগ মহামারি।

তিওট।

আমার হৃদ্‌কমলে, ধরি যুগলরূপ, একবার দাঁড়াও মধুসূদন।
দাঁড়াও ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমে, চূড়া হেলায়ে বামে,
করে বাঁশী ধরি,
আগে বামে লয়ে, সাধের রাই কিশোরী,
একবার অধীনে কৃপাকরি, সদয় হও বংশীধারী,
আমরা যুগল রূপ করি দরশন। ২৪৫৪

লোফা—একতালা।

দয়াময় হরি, বাঁকা বংশীধারী,
(তোমায় একবার চরণ দিতে হবে হে)
(আমরা ঐ চরণের অভিলাষী হে)
হরি যা জান তা ঐ কর তুমি,
তোমার চরণ সেবায় রইলাম আমি,
(ওহে রাধানাথ, আহা রে)
তোমার চরণের ঐ ধারে ধারে,
কত যোগী ঋষি ধ্যান করে,
(চরণ পাবার আগে, আহা রে)। ২৪৫৫

পঞ্চম সোয়ারি।

এই বাসনা মনে মাত্র, সচন্দন তুলসীপত্র,
(হরি হে ও দীন দয়াল হে) দিব তব, অভয় চরণে,
(আমার বাসনা পূরাতে হবে)

মেলতা।

আমি আনন্দে পূজ্‌বো যুগল শ্রীচরণ (হরি হরি ব'লে রে)

ওহে জগজ্জীবন ! হরি, যায় হে এ দীনের জীবন অকারণ।
আমি আসিয়ে সংসারে মত্ত আছি অসারে,
তোমায় পাসরে, গতি কি হবে হে কৃষ্ণ কংসারে !
(ওহে) তুমি অগতির গতি, আমি পাতকী অতি,
একবার দেখবো হে কেমন পতিতপাবন॥ (হরি) ২৪৫৬

লোফা।

ভব-ভয়হারি, পাপ-ক্ষয়কারি (আমি পড়েছি বিষম তুফানে)
(প্রাণ যায় হে বুঝি পাপার্ণবে) এই পারাবারে, হরি তরিবারে,
(পারের সম্বল কিছু করি নাই হে)
(আমার সাধন বল নাই দয়াময়)
কেবল ভরসা ঐ চরণতরী, (আর কিছুই নাই হরি হে) ॥ ২৪৫৭

সোয়ারী।

বৃথা কাজে গল দিন, আগত শেষের দিন
(দয়াময় ওহে ও দীননাথ) কি হবে হে এ দীনের উপায় ?
(যে দিন শমন এসে, ধরবে কেশে)
(সে দিন কেহ তো দেখবে না চেয়ে)

মেলতা।

তাই কাতরে ডাকি হে কালবারণ ! (হরি হরি ব'লে হে)

শ্যামবাজার হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা।

(ভিওট)

হৃদয়-কুঞ্জ বনে কুঞ্জ-বিহারী,—
এস কিশোর, বামে ল'য়ে কিশোরী।
দাঁড়াও প্রেম-যমুনা-পুলিনে আশা-কদম্ব বনে,
(বাঞ্ছা এই মনে)
জুড়াক শ্রবণে শ্রবণ, বাজাও বাঁশরী॥
নটবর বেশে, হে নিরদবরণ,
দাও হে দরশন, জুড়াক হে দর্শন,
দাঁড়াও বাসনা-ব্রজধামে, চূড়া হেল'য়ে বামে,
(ত্রিভঙ্গ ঠামে)
যেন নয়নে নবঘন রূপ হেরি॥ ২৪৫৮

(ঝাঁপতাল)

হৃদি-পদ্মাসনে হরি, বিহরহে বংশীধারী,
সুমাধুরি যুগল মিলনে (এই মানস-কুঞ্জ-কাননে)।
যেমন রাখাল সেজে, রাখাল মাঝে,
(ওহে গিরিধারি!) তুমি গোচারণ করিলে হরি॥
আমার হৃদি-ক্ষেত্রে, ভক্তি-ধেনু—
শুনে মোহন বেণু, তব নিকটে থাকিবে কানু॥ ২৪৫৯

(ঝাঁপি)

তব চরণ-সরোজ, করিয়ে স্মরণ, প্রহ্লাদ পাইল জীবনে জীবন;
আমার এই অভিলাষ মনেতে—
যেমন বলি রাজায় ধন্য, দিয়ে শ্রীচরণ,
করিলে হে বামন রূপেতে॥
যেমন সুধন্বা-প্রেম, (ও) প্রেম-ভক্তি জোরে,
সেত জীবনান্তে পেলে মুক্তি-পদ তোমায় হেরে॥ ২৪৬০

(ছোট চৌতাল)

ষড় রিপু-ক শচর, কৃপা-বাণে ধ্বংস কর,
পিতাম্বর মোহন মরারি, করি এই মিনতি হে—
(তব শ্রীচরণে),

আমার পাপরাশি দূরীভব, করিয়ে হে শ্রীমাধব,
আবির্ভাব হও হে কৃপাসিন্ধু, পুরাও এই বাসনা হে;
(ওহে কালসোনা) ॥ ২৪৬১

(একতালা)

আ'র অভিলাষ, ওহে পীতবাস,
আছে এই মম মনে।
(ও সেই) কমলা-সেবিত, সুধাংশু-জড়িত
কুশাঙ্কুর যে চরণে।
(চরণ দিতে যে হবে হে) (দাসে নিজগুণে)
(ওহে রাধা-বল্লভ) ॥২৪৬২

(মেলতা)

ও সেই জাহ্নবীর জন্ম যে পায়, সেই ত জগতের উপায়,
মম বাঞ্ছা তায়।
দিব সচন্দন তুলসিতে হে হরি ॥ ২৪৬৩

যুগল প্রার্থনা।

একবার বিনোদ বেশে, দাঁড়াও এসে, হৃদয়-বৃন্দাবনে।
তোমার শ্রীরাধারে বামে ল'য়ে মুরলী দিব যতনে ॥
বড় বাঞ্ছা মনে সচন্দন তুলসি দি যতনে।
কোথায় আছ হে হরি, হে মুরারি, বাঁশরী বাজাও হৃদ-কাননে ॥
তোমার শ্যাম নবঘন, নীরদবরণ হে'রব ওই রূপ নয়নে।
গেঁথে ভক্তি-মালা, প্রেমের ডোরে, পরা'ব গলে যতনে ॥
(অনুরাগ ভরে হে।)

কীর্ত্তন।

চন্দ্রবদনী রাধিকে।
জয় রাধিকে রাধিকে রাধিকে রাধিকে ॥
(ও ভাই) দ্বিঅক্ষরে নাম 'রাধা, অক্ষরে অক্ষরে সুধা,
রাধানাম রসপুর (এ নাম) মধু হ'তে সুমধুর ॥

রাধানাম বলমুখে, বলিলে থাকিবে সুখে।
রাধানাম মুখে বল বল, বলিলে থাকিবে ভাল।
রাধানামে কর রতি, (হবে) জীবনে-মরণে গতি॥
রাধানামে বাঁধ ভেলা, (ও তুই) এড়াবি শমনের জ্বালা।
রাধানামে গাঁথ মালা (ও তোর) ঘুচিবে ত্রিতাপ-জ্বালা॥
রাধা নাম বল মন, শিয়রে দাঁড়ায়ে শমন;
রাধানাম কর সার, (ও তুই) অনায়াসে হবি পার॥

নগর-সঙ্কীর্ত্তন।

রাধা-কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥
কালিন্দীর তীরে —কেলি কদম্বেরই বন।
রতন বেদির উপর বসাব দুজন॥
শ্যাম-গৌরি অঙ্গে দিব চন্দন সুগন্ধ।
চামর ঢুলাব —কবে হেরব মুখচন্দ্র॥
গাঁথিয়া মালতি-মালা দিব দুহুঁ গলে।
অধরে তুলিয়ে দিব কর্পূর তাম্বুলে;
ললিতা বিশখা আদি যত সখীবৃন্দে।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দে॥
হরি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস।

নগর-সঙ্কীর্ত্তন।

এই করেছে নিদান কালে, শ্রীমধুসূদন।
অর্দ্ধ অঙ্গ রবে স্থলে অর্দ্ধ অঙ্গ জাহ্নবীর জলে,
ধ'রে বাঁধা হৃদে আনি, যুগল রূপে দাঁড়িও তখন।
(জীবন অন্ত কালেতে) (ওহে ও দয়াময়!) ২৫৬৪
রেখহে মিনতি হরি, করি নিবেদন।
সজ্ঞানে রসনা যেন বলে 'নারায়ণ'॥
বন্ধুগণ মিলি' যেন চৌদিকে দাঁড়ায়।
শ্রবণে যুগল নাম সকলে শুনায়॥ ২৫৬৫

বৃথা দিন গেলি হরি, সংসার সংসার করি',
গৌঁয়াই এ দুর্লভ জীবন।
ধন-জন দারা-সুত ভাবিয়ে হ'লাম হত,
ভুলিয়ে না ভাবিনু চরণ ॥ ২৫৬৬
ভূমিষ্ঠ যখন হ'লাম নারায়ণ,
(আমায়) বেঁধে ফেল মায়ার পাশে।
আমি যা ব'লে আসিনু, সকলি ভুলিনু।
ডুবিনু সংসার-বিষে। ২৫৬৭
প্রথম জননী-কোলে, স্তন পান কুতূহলে।
অজ্ঞানে আছিনু হ'য়ে মতিহীন (ওহে হরি) ॥
তবেত বালক সঙ্গে, খেলাইনু কত রঙ্গে,
এমতে গোঁয়াইনু কতেক দিন ॥ ২৫৬৮
দ্বিতীয় সময় কাল, বিকার ইন্দ্রিয় জাল ।
পাপ-পুণ্য কিছু নাই ভয়।
ভোগ-বিলাস-নারী, এসব কৌতুক করি' । ২৫৬৯
তাহা দেখি' হাসে যমরায় ॥
ক্রমে জরা দুরন্ত, নাশিবে যৌবন-ধন,
একে একে যা'বে সব জ্ঞান ॥
রসনা অবশ হ'বে, বুদ্ধি-স্মৃতি র'বে।
কেমনে করিব তবধ্যান।
তাই ডাকি—মুদলে আঁখি যেন দেখি যুগল চরণ । ২৫৭০

শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস।

আহীরীটোলা হালদারপারাস্থ সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় ॥

কীর্ত্তন—একতালা।

হৃদি বৃন্দাবন ধামে, হের যুগল মিলন।
মরি! অপরূপ রূপ হেরি জুড়াল জীবন ॥
শ্যাম নীলমণি বামে রাই কাঁচা সোনা;
সুনীল গগনে যেন, শারদ চন্দ্রমা;

রাধা মুখে মৃদু হাসি, হেরে হয়ে প্রাণ উদাসী,
নবঘন, শ্যাম কানু বাঁশরী বয়ান।
মাখামাখি দুহু তনু ঢল ঢল প্রেমে,
কুবলয় শোভে যেন, চম্পকের দামে ;
রাধা নামে সাধা বাঁশী; করে নাম গান,
শুনি তান, প্রেম যমুনা বহিছে উজান। ২৫৭১॥

ঝিঁঝিট।

বাজে মৃদঙ্গ মন্দিরা, বীণা সপ্তস্বরা,
রাই কানু ঘেরে ধীরে, নাচে সখীগণ;
হৃদি আবেশ ভরে, দুঁহু বাণী নাহি সরে ;
অনিমিখে দোঁহে হেরে দোঁহার বদন ;
কত কথাই যে বলে রে, (নয়নে নয়নে)
অনিমিখে দোঁহে হেরে, দোঁহার বদন ;
একতালা।
আহা ! নিত্যধামে নিত্য লীলা, করি দরশন।
রাধা শ্যাম প্রেমে "হরি," বল অনুক্ষণ। (মন) ২৫৭২

আহীরীটোলাস্থ সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়।

বদন ভরিয়ে বল সেই নাম মধুর স্বরে।
যে নাম পতিতপাবন নিতাই আমার বিলায় রে ঘরে ঘরে॥
(একবার প্রাণ মন খুলে বল)
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
(বল) হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।
(ওরে) কারু মানা নাহি ভবে, হরিনাম লইবারে।
(ও ভাই ভক্তি যুগে এ নাম দিলে কি বাধে জাত বিচারে।
(ওরে মন শোনরে বচন)
(ওরে) তুচ্ছ ধন মানের আশে, ফির না দ্বারে দ্বারে।
(ওরে) হরি ধনে ধনী যে জন, অভাব কি তার সংসারে।
(ওরে) হরি বিনা কাণ্ডারী আর নাই যেতে ভবপারে।
(ভবে) আসা যাওয়া ঘুচে, তারে বাঁধিলে প্রেম ডোরে॥ ২৫৭৩।

(তোমার) বামে লয়ে শ্রীরাধায়, এস শ্যামরায়।
[মোদের] হৃদ্-পদ্মাসন শূন্য আছে, পূর্ণ কর করুণায়।
হৃদি করি ব্রজধাম, বিহর হে গুণধাম,
[হেরি] যুগল মিলন মধুসূদন, পুরাই মনস্কাম;—
তুমি তেমনি কর লীলা যেমন, [হরি] করেছিলে রাস লীলায়
(ওহে লীলাময় হে)
সঙ্গে থাকি সখিগণ, করুক্ যুগল নাম কীর্ত্তন,
(ধ্বনি) শ্যামজয় কিশোরীর জয় উঠুক অনুক্ষণ,
সেই ধ্বনি শুনে যেন মোদের (প্রভু) মায়া মোহ দূরে যায়।
(ওহে দয়াময় হে)
মোরা অতি দীন হীন, ভজন পূজন বিহীন,
(কেবল) এই মাত্র জানি তুমি, ভক্তের অধীন;
তুমি নিরগুণে এলে সখা, (তোমার) ভক্তাধীন নাম শোভা পায়॥
(ওহে প্রেমময় হে)॥২৫৭৪

নাহীরীটোলা নিমুগোস্বামীর লেনস্থ বালক সঙ্গীত সম্প্রদায়।

নগর সংকীর্ত্তন।

এসেছে নামের তরি, ত্বরা করি,
চলরে ভাই ভবের কূলে।
শুনেছি গৌর নিতাই, তারা দুভাই,
পার করিছে বিনা মূলে॥
সে নায়ের মাঝি যেরা, আপনি গোরা,
ডাকছে রে দুই বাহু তুলে।
বলিছে বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'ল,
কে যাবি রে আয়না চলে।
চায়না কো পারের কড়ি, গৌর হরি,
অমনি নিতাই নিচ্চে তুলে।
ব'ল আর ভয় কি বল, পারে চল,
হরি ব'লে হৃদয় খুলে॥

যা থাকে বেচা কেনা, সেরে নেনা,
পড়্‌বি ফেরে আঁধার হ'লে।
এ ভবের হাটে এসে, আছিস ব'সে,
হিসেব নিকেশ গিয়ে ভুলে।
হরিনাম পরিস যত, কেন্‌না তত,
জমাখরচ যাবে মিলে।
চ'লে আয় থাকতে বেলা ভাঙ্গবে মেলা
নামের তরি যাবে চ'লে। ২৫১৫।

শান্তি প্রদায়িনী হরি-সংকীর্ত্তন।

তাল—একতালা।

ভব পারাপার তরিবার তরে কাতরে তোমারে ডাকিহে হরি।
দিবানিশি ফিরি দিশিদিশি, ভাসি'ভাসি' ভব বারিধি'পরি।
আসিয়ে ভূতলে, নানা খেলা খেলে,
শ্রান্ত হয়েছি অতি হে,—
তাই হরি হরি বলে, ডাকি বাহু তুলে, চরণে করি নতি হে;
মোরা হীনগতি—তুমি দীনগতি হে;
(পারে যাবার বেলায়) দুর্গতি যেন কর'না হে হরি;
পারে যেতে যেন পাই পদতরি;
(হরিবোল হরিবোল—হরিবোল—ব'লেহে),
পারে যেতে যেন পাই পদতরি।
ষড়রিপু বশে, থাকিয়ে হরষে, অশেষ পাপ করি হে,—
তাই লীলাময় হরি, করি মহামারী, মারিছ পাপাচারী হে;
মারীভয়ে ভয় না করি; মরিতে হরি পা'রি হে,
(মোদের কৃত পাপের) সাজা তুমি কি দিবে তাই ডরি;
তাই মিনতি করি চরণে ধরি।
(হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—ব'লেহে)
তাই মিনতি করি চরণে ধরি।

হরিবোল বোলে, পাপ যায় চলে, শান্তি লভে জীবে হে—
তাই পড়িয়ে বিপদে, শরণ শ্রীপদে, হরি বলে' লই সবে হে;
জপিব হরি তব নাম, আর করিব না কুকাম হে,
(এ পাপ মোচন তরে) দয়া করে বাঁচাও যদি হরি,
হরি বলে সবে পাপ ক্ষয় করি;
(হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—বলে হে)
হরি বলে সবে পাপ ক্ষয় করি ॥ ২৫৭৬ ॥

যোড়াসাঁকোস্থ হরিভক্ত হওন অভিলাষিগণ।

হাটখোলা সাধারণ হরিসভার সপ্তম বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তত্রত্য ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তিত।

তাল—তেওট।

এই নিবেদন করি, শ্রীহরি, শ্রীপদকমলে;
একবার দেখহে শ্রীকান্ত, আমার জীবনান্ত সময় হ'লে;
হইলে দিনান্ত, আসিবে নিতান্ত, দুরন্ত সেই কৃতান্ত।
তোমার পদ প্রান্ত, রাধাকান্ত একান্ত না থাকি ভুলে।
দীননাথ আমি অতি দীন, দিনে দিনে দিন হারালাম কুদিনে—
এ অধীনে অদিনে কি হবে হে নাথ॥
দিনমণি সুত আসিবে যে দিন, দীনবন্ধু তব ভরসা সেই দিন;
হবে জীবন শূন্য, আমার সুপ্রসন্ন; হয়ো হে প্রসন্নময়।
যেন চৈতন্য না হয় হে শূন্য, এই ক'রো আসন্ন কালে॥ ২৫৭৭॥

লোফা।

দেখহে পতিতপাবন, এবার পতিতে তরাতে হবে হে,
যখন কায়া প্রাণে বিচ্ছেদ হবে, আমায় স্থান দিও ঐ পদপল্লবে।
যখন অজপা ফুরায়ে যাবে, আমার ইন্দ্রিয় সব অবশ হবে,
ন জ্ঞান ইন্দ্রিয় রয় হে হরি, মুখে হরি হরি বলতে পারি হে॥ ২৫৭৮

দশকুশী।

আর জ্ঞানে গঙ্গাতীরে হরি, যেন দেহ পরিহরি,
জীবন জাহ্নবীর জীবনে (দেখ ইহাই করহে কৃপা নিদান নিদানকালে

বন্ধুগণে দয়া করি, গঙ্গানারায়ণ, হরি (নামামৃত শুনাবে শ্রবণে,
(আমার নিদান কালে হে) হরি বলে প্রাণে মরি। ২৫৭৯ ॥

একতালা।

তব শ্রীপদ উদ্ভবা গঙ্গা, তনু ত্যাগিব তাহারই তরঙ্গে।
(হরি সেই দিন আমার কবে হবে ?
হরি তৎপদ বারি, বিপদ বারিণী,
ত্রিপথগামিনী, ত্রিলোকতারিণী
পতিতপাবনী অধম উদ্ধারিণী—
গঙ্গাধর যে ধন ধরেছেন শিরে। (হরি হে হরি হে)
(হরি সেই নীরে এই অঙ্গ ভাসে)
হদি গঙ্গাতীরে, আমার প্রাণ যায়, স্থান দিতে হবে ঐ রাঙ্গা পায়
ক'রো মানস পূর্ণ, পূর্ণ কৃষ্ণ শশি;আমি আর যেন না ভবে আ
যেজন অন্তে হয় গঙ্গাবাসী, ও তার মুক্তি আসি হয়গো দাসী ॥২

মেলতা।

মরণ অন্তে চরণ দিও নীরদবরণ হ'য়োনা হে বিস্মরণ—
আমি নিতান্ত শরণাগত তোমার চরণ শতদলে ॥ ২৫৮১ ॥

দর্জ্জিপাড়া সুন্দর গৌরাঙ্গ সমিতি।

রূপক।

মধুর হরিনামে হরির মধুর প্রেমে মাতি সকলে।
হরি দয়াময় সবে বলে, হরিবোল হরিবোল হরি হরি বোল
দেখ গেলরে মানব জনম বিফলে। ২৫৮২

ধামাল।

হরিনামের কি মহিমা বল কে জানে,
নামে মৃত্যুঞ্জয় বিজয় শমনে,

রূপক।

ধ্রুব প্রহ্লাদ আছেন নামের কুশলে।

একতালা।

হরির মধুর নাম, নামে জীবের শুভ পরিণাম,
নামের প্রেমেতে দেখ ব্রজধাম
ঘরে পরে করে কেবল হরিনাম,
শ্রীদাম সুদাম আর বসুদাম,
হরি হরি বলে নাচে অবিরাম। ২৫৮৩

লোফা।

হরিনামের প্রেমে মজরে ভাই ক্রমে,
সুধাস্বাদ সাধ-ভ্রমে, বিলাস-বিভ্রমে কেন মনভ্রমে॥

চৌচাপাটা।

ধন্য হরিনাম ধন্য, হরিভক্ত ধন্য,
ধন্য ধন্য মহীধন্য, আজি হে হরিনামের পুণ্যে। ২৫৮৪

দোলন।

কৃতান্ত-কিঙ্করে, ওরে দেখরে বেঁধে নে যায় করে
নিরুপায় নিরুপায় সবে নিরুপায়,
একবার ডাকরে হরির নামটি ধরে।
হরিবোল হরিবোল হরি হরি বোল, একবার (বল) সবে মধুরস্বরে। ২৫৮৪

আড়খেমটা।

কেঁদে আকুল হ'য়ে ব্যাকুল, বলরে রসনায়,
(কোথা) দয়াল হরি বংশীধারী, (একবার হরি বলরে)
প্রাণে মরি এ সময় (অসময়)

মেলতা।

দেখা দিয়ে রাখহে চরণকমলে। ২৫৮৫

চেতলা অবৈতনিক বালক সংকীর্ত্তন সমিতি।

(১)

(কৃষ্ণ কালীরূপ বর্ণন)

হৃদয় বৃন্দাবনে এস রাসবিহারী।
(দাঁড়াও) হ'য়ে শ্যামা, মনোরমা, বাঁশী ত্যজি অসি ধরি॥

(সেইরূপ দেখাতে হবে হে)
দাঁড়াও বনমালী, হ'য়ে মুণ্ডমালী,
(আমি) দেখিব না নয়ন ভরি ॥
(বড় বাসনা মনে হে)
ত্যজি পীতধড়া, তাহে কর বেড়া,
(হয়ে) মুক্তকেশী শবোপরি ।
(সেইরূপ নয়নে হেরি হে)
তোমার মধুর হাসি, হ'বে অট্টহাসি,
(তাহে) লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করী ॥
(সেই রূপ দেখাতে হ'বে হে)
ওহে নীরদবরণ, হওহে ত্রিনয়ন,
(তোমার) বঙ্কিম নয়ন পরিহরি ॥
(দাঁড়াও ত্রিনয়নী রূপে)
আমি আশা করি, ওহে কালবারি,
(যেন) কৃষ্ণ কালী রূপে সদাই হেরি ॥ ২৫৮৬
(আমার হৃদ-মাঝারে)

বাউল সঙ্গীত।

(ও মন) বৃথা দিন কাটাইও না হরি বল না।
ও দুই বাহু তুলে নেচে নেচে রে ও মন ব্রজধামে চল না ॥
(ওমন) স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে এলি,
সংসারেতে সং সাজিয়ে বৃথা বেড়ালি (খ্যাপামন
মিছে আপন আপন করে মর রে—
(ওরে) আপন জনে চিনলি না। (ও মন)
(ও মন) আসবার সময় কি বলে এলি,
আসিয়ে মায়ার বশে সব ভুলে গেলি (খ্যাপা মন)
কেন ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলে মর রে
(এখন) জুড়াবার উপায় কর না। (ও মন)
(ওরে) শোন্ রে অবোধ মন আমার,
হরি নামটী কর সার, যদি যাবি ভব পার (ওমন)

ভবের কাণ্ডারী সেই দয়াল হরি রে
একবার হরি বলে ডাক না ॥ (বাহুতুলে)
এ অধমের কথাটী রাখ,
মনে প্রাণে ঐক্য করে প্রাণ ভরে ডাক, (তাঁরে)—
তাঁরে ডাকলে প্রাণ জুড়াইবে রে,
(ও মন) শমনের ভয় রবে না ॥ (তোর) ২৫৮৭

কবার এসহে গৌর হরি ! একবার এসহে দয়াল হরি ।
াওহে দেখা, প্রাণ সখা, হয়ে বাঁকা (ওহে হরি) বংশীধারী ॥
(হরি) মন-কুঞ্জবন স্থলে, ভক্তি কল্পের মূলে,
এসহে প্রেমফুলে সাজাই যতন করি' :—
ত্যানন্দ গদাধরে, (একবার) এস গৌর সঙ্গে ক'রে,
চিব প্রেমভরে শ্রীচরণ (ওহে হরি) শিরে ধরি'॥ ২৫৮৮

তাই ডাকি হরি।
অন্তে পাই যেন চরণ তরি ॥
চিন্তা, দুঃখ ভয়, পাপ দেহে আর নাহি (ওহে দয়াময়) :—
দেহ ক্ষয় হ'তেছে, দিন যেতেছে (হরি হে —
বুঝি বিঘোরেতে (ওহে হরি) প্রাণে মরি ॥
সার কারাগার, বদ্ধ থাকাই হ'ল সার (ওহে নির্ব্বিকার) :—
মায়া শৃঙ্খল হ'তে মুক্তি পেতে (হরি হে)
আমি উপায় না (ওহে হরি) হেরি ॥
এসে নিরন্তর, পাপে দহি'ছে অন্তর, (ওহে গুণাকর) :—
বল কার কাছে যাই, কেমনে জুড়াই (হরি হে)—
আমি কিসে জ্বালা (ওহে হরি নিবারি ।
দারা ধন জন, সকলই হয় অকারণ, (ওহে নারায়ণ) :—
ভব সংসার হ'তে পারে যেতে (হরি হে)—
কেবল তুমিই পথের ওহে হরি) কাণ্ডারী।
পদে প্রণিপাত, আমি ভিখারী অনাথ (ওহে দীননাথ) :—
তব চরণ কমল মাত্র সম্বল (হরি হে)—
যেন জনমে না (ওহে হরি) পাশরি ॥ ২৫৮৯
শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত রচয়িতা ও অধ্যক্ষ।

সিমুলিয়া হরিসেবক সমিতি।

কীর্ত্তন—একতালা।

কোথা আছ হরি দয়াময়, একবার আসি দেহ পদাশ্রয়,
অকালে প্রাণ যায়, ডাকি সভয়ে তোমায়।
ওহে অধমতারণ, হৃদে আসি দাঁড়াও এখন,
(কোথায় আছ ওহে দীননাথ) তোমার দান হীন কাঙ্গালে ডাকে
(তব) কৃপাবিনে বুঝি সব হল লয়;
বিপদে শ্রীপদে রেখো হইয়ে সদয়॥
হরি নাচিতে নাচিতে, হেলিতে দুলিতে,
এস হে মোহন সাজে।
(একবার তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে) শিরে চূড়া হেলা বাঁশী করে
লয়ে বামেতে কিশোরী, যুগল-রূপ ধরি,
দাঁড়াও হে হৃদয় মাঝে॥
যত ভক্তগণ মিলি, দিয়ে করতালি,
প্রাণ ভ'রে ডাক দীনবন্ধু বলি—
আসি তরাকে সকলে, নেবে কোলে তুলে,
দূরে যাবে, চ'লে মহামারী;
এস হে সকলে হরিপদে লই আশ্রয়॥ ২৮৯০

শিক্ষক—উপেন্দ্রনাথ মিত্র।

সারস্বত ক্ষত্রিয় হরিভক্তি মণ্ডলী।

রাগিনী সাহানা, তাল ধামাল।

জয় জগদীশ্বর দেব পরাৎপর,
সর্ব্বগুণাকর বিশ্ববিধে।
প্রেম সুধাকর অমধুর সুন্দর
কলুষ গরল হর শান্তিনিধে॥
জর ভয় ভঞ্জন, ধার্ম্মিক রঞ্জন,
নিত্য নিরঞ্জন বিশ্বপতে।
পাতকিতারণ, পাপনিবারণ,
নিবৃত্তি-কারণ জীবগতে॥

জয় নারায়ণ পরম পরায়ণ
শোকমহার্ণব পার তরে।
সত্য সনাতন পুরুষ পুরাতন
মুক্তি নিকেতন কৃষ্ণ হরে॥
জয় মহিমোজ্জ্বল নিষ্ফল নির্ম্মল
সকল সুমঙ্গল কল্পতরো।
ভবপথ সম্বল সর্ব্ব তপঃ ফল
দুর্ব্বল বল জগদেক গুরো॥
জয় পরমেশ্বর দেব দিগম্বর
বিশ্বম্ভর হর শঙ্কর হে।
জয় দামোদর ভক্ত মনোহর
মুরহর করুণাসাগর হে।
জয় মুরমর্দ্দন নাথ জনার্দ্দন
দুঃখহরণ মধুসূদন হে।
ত্রিতাপ নাশন বিভূতি ভূষণ
দুষ্টদনুজগণ ভীষণ হে। ২৫৯১॥

জয় জয় বরিণি নিবৃত্তিকারিণি
দুর্গতিহারিণি তারিণি হে।
জয় নারায়ণি দেবি সনাতনি
জননি ত্রিভুবনপালিনি হে॥
শ্মশান বাসিনি রুদ্রবিলাসিনী
কালি কলুষকুল নাশিনি হে।
জয় জয় শঙ্করি ভক্ত শুভঙ্করি
বিশ্বেশ্বরি পরমেশ্বরি হে। ২৫৯২।

নিত্যনাথ মিশ্র।

বরাহনগর ত্রিদিব সঙ্গীত সম্প্রদায়।

কীর্ত্তন।

(একবার) ভক্তি ভরে বাহু তুলে হরি বলি এস ভাই॥
(মনরে) এমন জনম আর হবে না,—
সময় থাকতে,—এস নাচি মনের সাধে হরি বলে চলে যাই।
(হরিবোল বলেরে) ২৫৯৩

হরিবোল হরিবোল হরিবোল হরিবোল।—
নাম-সুধা পান কর্‌লে পরে মরে গেলেও জীবন পাই।
(হরি বোল বলেরে)
হরি হরি হরি হরি হরি বলেরে।—
(ওই) নাম নিয়ে দেখ্‌ তরে গেল জগাই আর মাধাই॥
(হরিবোল বলেরে, তরে গল) ২৫৯৪

হরিবোল হরিবোল হরিবোল হরিবোল।—
হরি ব'লে ডাক্‌লে পরে শমন-ভয় ঘোচে ভাই।
(হরিবোল বলেরে)
(মনরে) হরিবোলে ডাক্‌লে পরে,—
ডাকার মতন,—ডাকার মতন ডাকা হলে হরি রইতে নারে,—
ভক্ত বিনা হরি রইতে নারে,—
সে যে দীনের দয়াল কাঙ্গাল ঠাকুর কোল দিয়ে ত্রাণ করে রে॥
(হরিবোল ব'লের)। ২৫৯৫

হরিবোল হরিবোল হরিবোল হরিবোল।—
বুদ্ধি সনে যুক্তি ক'রে ঘোড়া ছুটা চালাও ভাই।
(হরিবোল ব'লেরে,—মুক্তি করে)
হরি হরি হরি হরি হরি হরি বলরে।—
(ও তোর) ফুট্‌বে নয়ন, হরির চরণ দেহ-রথে দেখ্‌বি ভাই॥
ও তোর ফুট্‌বে নয়ন,—
"আমার আমার" যাবি ভুলে,—
একবার হরি বোল বল রে। ২৫৯৬

হরিবোল হরিবোল হরিবোল হরিবোল।—
চরণ-তরি নিবি যদি হরিব'লে চল্‌রে ভাই।
(হরিবোল বল রে)

হরি হরি বলে ডাক দেখি মন আসবে দীনের ত্রাতা
নাচিয়ে নাচিয়ে হৃদি-সিংহাসনে বসিবে জগতধাতা,
(একবার ভক্তিভরে ডাক্‌রে ও মন)২৫৯৭
মনভৃঙ্গ ওরে র'ওনা আঁধারে পিওরে মধু-সুধা।
চলরে চলরে হরি-মধুচক্রে সে যে ওরে মধুভরা॥
(একবার সাধ পূরায়ে পিওরে ও মন)
হরি হরি হরি হরি হরি হরি ব'লে রে।—
ভব-নদীর কুলে হরি আয় ব'লে ওই ডাক্‌ছে ভাই।
(হরিবোল বল রে,—ঐ কুলে হরি)

সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্র মৈত্র।

হরিভক্তি প্রদায়িনীসভা।

কীর্ত্তন।

হরি সংকীর্ত্তনের মাঝে নাচ্‌বি যদি আয়।
ও দুই বাহুতুলে হরি বলে ভবের বন্ধন যায়॥
এই নাম মধুর স্বরে প্রাণভরে জানাও জগৎময়।
বল ভাই এই মধুর নাম, জপ ভাই এই মধুর নাম,
যাবে যদি ভবপারে।
অনিত্য এ সংসার, ভাই বন্ধু পরিবার,
কেউ ত সঙ্গে যাবে নারে।
অন্য অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি,
কায় মনে লওরে শরণ।
শরণ লইয়া ভজ, ও পদ পঙ্কজ,
সার কর ঐ রাঙ্গা চরণ।
জীব উদ্ধারিবার তরে, আইলেন নদেপুরে,
নাম বিলায়ে দ্বারে দ্বারে।
এই ঘোর কলি কালে, ডাক ভাই হরি বলে,
ত্রিতাপের জ্বালা যাবে দূরে।
শুনিয়ে গোবিন্দ রব, অমনি পালাবে সব,
সিংহরবে যেন করিগণ রে।

হরিনাম মহামন্ত্র জপিলে হয় সদানন্দ,
শমনের ভয় দূরে যাবে।
হরিভক্ত সঙ্গ করি, হরিভক্ত অঙ্গ হেরি,
কর ভাই হরি সংকীর্ত্তন রে।
ওহে প্রভু নিত্যানন্দ, ওহে প্রভু গৌরচন্দ্র,
দয়া কর মো অধমেরে।
মো সম পতিত নাই, ত্রিভুবনে দেখ চাই,
ওহে প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
মুমুক্ষ সংসারে নাম, পতিত—পাবন শ্যাম,
নিজ দাস কর গিরিধর।
হরি নাম সংকীর্ত্তনে, মজ ভাই এই নামে,
সকল বিপদ যাবে দূরে।
আসিয়ে ভবের মাঝে, দিন গেল মিছে কাজে;
পথের সম্বল করে নাও রে।
আমার মন রসনা বদন ভরে হরিগুণ গাও
হরে নামৈবকেবলম বিনে আর নাহিক ধরায়॥ ২০৯৮।

শ্রীনিতাই চন্দ্র দাস—সম্পাদক।

চোরবাগান বালক গৌরাঙ্গ সমাজ।

কীর্ত্তন।

সদা হরি বোল হরি বোল বলে গৌর নেচে যায়।
গৌর নেচে যায় গো আমার নিতাই নেচে যায়॥
(গৌরের) রাঙ্গা পায়ে সোণার নুপুর বিজলী খেলায়।
(গৌরের) চৌদিকেতে ভক্তবৃন্দ করতালি বাজায়।
আবার হরি হরি বলে গৌর জগত মাতায়।
(গৌরের) চৌদিকেতে খোল করতাল মধ্যে দুটী ভাই।
আবার হরি বলে নেচে যায় জগাই আর মাধাই।
তোরা হেরবি যদি আয় নাগরী কুলের ভয় কি আয়।
আমরা গৌর পদে প্রাণ সঁপেছি যা করে নিতাই।
হরিনামের ধ্বনি শুনে সুরধুনী গঙ্গা উজান বহে যায়।

আবার হরিনামের ধ্বনি শুনে শমন পালায়।
(তোরা দেখ্‌বি যদি আয় নাগরি গৌর নেচে যায়)
কাঙ্গাল নফর দাসের এই নিবেদন রেখো রাঙ্গা পায়।
আমি জনমে জনমে যেন ভুলি না তোমায়। ২৫৯৯॥

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—অধ্যক্ষ।

বাঁধাই-সংকীর্ত্তন।

অপরূপ গৌর রূপ ধরেছ মরি।
মদনমোহন হে প্রাণ মন বিমোহিল, ঐ মোহন রূপ নেহারি।
সেই জল ধর কায় কোথা লুকালে হরি মদনমোহন হে।
শ্রীব্রজধাম পরিহরি হরি, নদীয়া নগরে অবতরি,
(আবার) একি ভাব হে ওহে বিনোদবিহারী,
পীতধড়া শিখিচূড়া রাধা নাম লেখা
কোথা লুকায়েছ মোহন বাঁশী ওহে বাঁকা সখা;—
(আবার) একি ভাব হে ওহে বিনোদবিহারী।
নয়নে নীরদধারা ঝরে অনুক্ষণ,
শ্রীরাধে শ্রীরাধে ব'লে হও অচেতন হে এখন,
শ্রীব্রজলীলা কি স্মরণ হয় কুঞ্জবিহারী মদনমোহন হে। ২৬০০॥

শ্রীআশুতোষ দাঁ—রচয়িতা।

সংকীর্ত্তন।

হরি নাম বিনে, আছে কি ধন।
নাম লইলে স্মরণ, ঘোচে ভব বন্ধন,
পাপ হয় ভঞ্জন, কিবা নাম;—
যে নাম পঞ্চ বদনেতে গান ত্রিলোচন।
অতি পাপী ছিল, জগাই মাধাই,
নামে তরে গেল তারা দুভাই;
এমনি হরির নাম, (যেন ও নাম ভলোনা,)
তাই বলি নাম সংকীর্ত্তনে, এস নগরবাসি গণে গ

পথের সম্বল এই হরিনাম নিদানে, (ডেকে রাখ সজ্ঞানে)
সুখে হৃদয়ে হেরবে নিত্য বৃন্দাবন।
আজ কাল করিয়ে, মায়াজালে বন্দি হয়ে,
বেলা গেল ভাইরে, দেখ চাইয়ে, সাধন কি হয়, সময় গেলে,
অলসে থেক না ভুলে, এ দেহ অবশ হলে,
কি করিবে সে সময়ে।
নয়ন মুদিলে অন্ধকার, বৃথা ভাব আমার আমার,
ভবে আসা যাওয়া বারে বার, (হরি না ভজিয়ে)
কলিযুগে জীবের জন্য, হলেন প্রভু অবতীর্ণ।
হরিনাম প্রেম দিয়ে, করিছেন উদ্ধার ; (এমনি দয়াল প্রভু)
পারের ভাবনা, নাহি আর, হরি কর্ণধার,
দিতেছেন চরণ তরি, চল তরি, বল হরি হরি, সকলে একবার॥
ও নাম ভুলোনা রসনায় লও সর্ব্বক্ষণ। ২৬০১।

ও চরণ কি আর আমি পাব।
দীননাথ আমার মনের আশা অসম্ভব।
দীন দেখে দীন হীনে, রেখ রাঙ্গা শ্রীচরণে,
কে আর আছে দিননাথ বিনে :
আশাবৃক্ষ তরু মূলে হে, দিননাথ হে, আর কত দিন বসে রব।
ও চরণ মহিমা শুনি, কাঞ্চন হলো সেই তরণী ;
সেথেছিল গৌতম রমণী পাষাণ মানবী কৈলে হে ;
দীননাথ হে চরণের গুণ কতই কব।
এক চরণ গয়াসুরে, আর এক চরণ ফণির শিরে,
আর এক চরণ দিলেন বলিরে ;
ঐ চরণ আমারে দেহ হে, দীননাথ হে আমি শিরে ধরে রব।
ও চরণ ধ্যানে না পায় মহাদেব। ২৬৬০২॥

বল রাধা কৃষ্ণ, রাধা কৃষ্ণ, রাধিকা রমণ।
বল হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নারায়ণ।

পদ্ম পলাশলোচন, শ্রী মধুসূদন।
পূতনাঘাতন, ওহে কালীয় দমন্॥
রাসবিহারী বংশীধারী, কেশব কেশীমথন।
ভব নদীর তুফান, হেরে ভয়ে কাঁপে প্রাণ,
পণ্য পুণ্য শূন্য দীনে কর পরিত্রাণ্,
দিয়ে চরণ তরি তরাও হরি বিপত্তো মধুসূদন॥
(একবার হরি হরি বল সবে) হরি বল হরি বল ॥২৬০৩

ম্যানেজার—শ্রীভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

দত্তপাড়াস্থ হরি-সংকীর্ত্তন সমিতি।

দীনের সাধ এই মনে।
হ'য়ে শ্যাম শঙ্কর পীতাম্বর, উদয় হও হে হৃদি-পদ্মাসনে ;—
হরি-হর-রূপ হেরিব নয়নে।
অর্দ্ধাঙ্গ শিব শঙ্কর, অর্দ্ধাঙ্গ শ্যাম নটবর, মরি কিবা রূপ মনোহর ;—
ভক্তের সম্পদ পদ, যুগল শ্রীপদে, নূপুর ধ্বনি শুনব শ্রবণে॥
পঞ্চম সওয়ারি।
অর্দ্ধ কটি বেড়া সুচিক্কণ পীতধড়া, অর্দ্ধ কটি বাঘাম্বরে সুশোভন। আমরি অর্দ্ধ হৃদে ভৃগুপদে,জগন্নাথ অর্দ্ধ হৃদে,নীল রেখা আর কৌস্তুভমণি শ্রীকণ্ঠে

লোফা।

মোহন বংশী এক করে, সদা রাধা নাম করে,
রাধা-মন্ত্রে সাধা শ্যামের বাঁশী, রাধা রাধা বলে,
রাধা-মন্ত্রে সাধা শ্যামের বাঁশী, বাজে মধুর স্বরে।
অন্য করে শিঙ্গা ধরে, সুতান মধুর স্বরে,
রাম-সীতা-নাম-গুণ-গানে, ত্রিপুরারির শিঙ্গা ;
রাম-সীতা-নাম-গুণ গানে, অঙ্গ শীতল করে॥ ২৬০৪

দশকুশী।

কি শোভা এক শ্রুতিমূলে, মোহন কুণ্ডল দোলে ঐ
আর শ্রুতি সুশোভিত ধুতুরা ফুলে (আহা মরি)। ২৬০৫

আড় খেম্‌টা।

ভাল অর্দ্ধ ভালে ঐ মলয়ার চন্দন-বিন্দু,
আধ ভালে অর্দ্ধ নয়ন-ইন্দু,
মনোলোভা কিবা শোভা, আধ শিরে মোহন চূড়া;
তদুপরি মরি মরি, শিখিপুচ্ছে রাধার নাম রয়,
আর অর্দ্ধ শির জটাময়,
তাহে সুরধুনী গঙ্গার তরঙ্গময়॥
মেলতা।
ল'য়ে তুলসী-পত্র আর বিল্বদল, অর্পিব আজ যুগল চরণে॥ ২৬০৬

চেঙ্গটীয়া সেবক-সমিতি সম্প্রদায়।

সংকীর্ত্তন।

অভয় নামেতে ভয় রবে না, হরি বল না।
নামে সকল বিপদ হয় নিরাপদ, পূরে মনের কামনা॥
নামে প্রহ্লাদ বাঁচে হলাহলে, মত্তকরী পদতলে, অনল অনিলে;
ধ্রুব হরি বলে শ্বাপদকুলে, কোলে তুলে ম'ল না।
শমন ডরে নামের গুণে, চাহেন হরি নয়ন কোণে, রাখেন চরণে;
অপার আনন্দে হৃদয় ভাসে কোন জ্বালা থাকে না।
ভবমায়ায় রইলে ভুলে ভাবলে না কি হবে কালে, কে রাখবে অকূলে।
তখন হরি বিনে অন্যজনে মুখের পানে চাবে না।
এস এস সবাই মিলে, হরি হরি হরি বলে যাই ভবে চলে;
সাধের মানব জনম সফল হবে হরি বলে যাও না॥ ২৬০৭॥

অধ্যক্ষ ও রচয়িতা—শ্রীকাশীনাথ মজুমদার

যশোহর-নগেন্দ্রপুর সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়।

সংকীর্ত্তন।

যদি যাবে পার, ডাক যত পার, পাবে পার ভববন্ধনে;
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বল কায় মন প্রাণ বচনে॥

সাধ যদি থাকে এ ভবে তরিতে, ত্বরিতে আরোহ ঐ নাম তরীতে,
শমনে স্বমনে কত শঙ্কা করিবে, ভব যন্ত্রণা যাবে, ভবে মোক্ষপদ পাবে,
শমন লবেনা ছোঁবেনা নিদানে।
কলির কলুষে কাতর কায়, কায় মন প্রাণ সঁপ রাঙ্গা পায়
দেহভার—দেহ-ভার,কর আত্ম সমর্পণ, পাবে আত্ম দরশন,
হবে ত্রিতাপ মোচন; কি কাজ সাধনে ভজন পূজনে।
তোমার হয়ে সেজন করিবে সাধন, কৃপায় বিলায় সাধনেরি ধন.
ভবভয়-কিবা ভয়, তিনি পারের কাণ্ডারী, যম যন্ত্রণাহারী
জগবন্ধু শ্রীহরি; রামকৃষ্ণ সার কর জীবনে॥ ২৬০৮॥
অধ্যক্ষ ও রচয়িতা—শ্রীবাণীকান্ত রায়।

টালিগঞ্জ হরিভক্তি বিলাসিনী সভা।

সংকীর্ত্তন।

অবিরাম গৌরনাম বলরে বদনে
ভাইরে তাপ এড়াবি প্রেম পাবি গৌর নামের গুণে।
(গৌর গৌর গৌর বল)
ব্রহ্মার গোপনের ধন, গোলকেতে ছিল
কলির জীব তরাতে অবনীতে নদে উদয় হলো।
(কলির জীবের দুঃখ দেখেরে)
ধন কড়ি চাই নারে ভাই, মুখে বল্লে হয়,
ভাইরে জিহ্বার অলসেতে কেন যাবি যমালয়।
যমালয় কি এতই ভাল) ২৬০৯

সংকীর্ত্তন।

মধুর হরিনাম বল অবিরাম
পূর্ণ হবে মনস্কাম।
সার কর নামের মালা ঘুচিবে সকল জ্বালা
তুই অনাসে চলে যাবি বৈকুণ্ঠে।
ওমন আত্মীয় বান্ধব, অনিত্য বিভব
সঙ্গের সঙ্গী কেবা হয় রে (হরি নাম বিনা)

কেবল সম্বন্ধের লাগি, সম্পত্তির ভাগী
দারা পুত্র আদি সব রে,
(পাপের ভাগ কেউ লবে নারে) (ধনের ভাগ বিনা)
যখন ছেড়ে যেতে হবে, ওরে সকল পড়ে রবে,
কিছুই যাবে না।
সঙ্গের সঙ্গি হরিনাম কেবলম্ ॥ ২৬১০

শুন শুন বাণী, আজ শ্রবণ পেতে, আর বধির হয়ে থেকনারে।
দাঁড়ায়ে হৃদয় দ্বারে, ডাকিছেন বারে বারে, বলে আয় পাপী ত্বরা কোরে।
যদি ত্রাণ পেতে চাও, প্রাণ তাঁরে দাও সে পদে লুটায়ে পড় অমনি।
(গতি কর বোলে) (হরি হরি বোলে)
বিষয় গরল পিয়ে জুড়াবে না কভু হিয়ে
সে সুধারসে যে জন মজে, তার যে ত্রিতাপ যায় অমনি (চিরদিনের মত
এছার জীবন দিলে, যদিরে সে ধন মিলে,
তবে সঁপি মন প্রাণ, লভ না সেধন, লভিলে জীবন পাবে অমনি।
(সেই জীবন ধনে)
তোমার অভয় পদ হৃদে ধরি অন্তিমে যায় তরি, ভব সিন্ধু বারি,
মুখে বোলে হরেকৃষ্ট হরে রাম, ॥ ২৬১১

শ্রীসত্যচরণ দাস

বাহির সিমুলিয়া হরিভক্তি-প্রচারিণী সভা।

ভিঙ্কট।

কোথায় হে কৃষ্ণ কাঙ্গালের ধন, আসি কৃপা করি দাও হে দরশন
আমি অকৃতি অভাজন, তুমি হে পতিতপাবন,
দীননাথ হে দীনহারণ, হরি তুমি হে দারিদ্র দুঃখভঞ্জন ॥

ঝাঁপতাল।

শ্রীধর-ককলার প্রাণবল্লভ। (হরি হে)
দয়াময়। ॥ একবার দাঁড়াও দাঁড়াও দেখি দেখি ও পদ পল্লব ॥

(নাথ!) তোমায় নিরখিলে ও চাঁদ বদন, শমন ভবন, গমন বারণ,
জনম মরণ হরণ কারণ, তুমি সেই সব ॥২৬১২॥

দশকুশী।

অতি নির্ম্মল, পদকমল, ও সে কমল হতে সুকোমল।
শ্রী পাদপদ্ম তোমার কমল হতে সুকোমল॥
(যাঁরে সনৎসনাতন পায় না ধ্যানে) (ওহে রাধাবল্লভ)
তব চরণের, গুণ, হরি আছে জানা, যাতে কাষ্ঠতরি হলো সোণা।
(ও দীন দয়াময় যাতে হে)
আমি সেই চরণের অভিলাষী) (আমায় একবার চরণ দিতে হবে)
(মনের এই বাসনা)
তব চরণের গুণ আমি কিবা জানি, যাতে উদ্ভব হলো মন্দাকিনী।
(ও দীন দয়াময় যাতে হে)
আমায় চরণ ছাড়া করনা হে) (আমি ভজন সাধন জানি না হে)
(ওহে রাধাবল্লভ)
তব শ্রীচরণ হরি পাবার লাগি, যাতে শঙ্কর হয়েছেন যোগী।
(ওহে রাধাবল্লভ যাতে হে) ॥২৬১৩॥

ডাঁসপেড়ে।

বাসনা করেছি মনে শ্রীমধুসূদন। দিব তব চরণে তুলসী আর চন্দন।

মেলতা।

এস হৃদপদ্মে পদ্মপলাশলোচন। (একবার)

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র হাটুই।—সম্পাদ

তাল—তিওট।

মওড়া।

কি রূপ উজলে, শচি মায়ের কোলে, হেরে ভুবন ভোলে, গৌর মাধুরী।
এসে দেখ গো নগরবাসী, পূর্ণশশী আজ খসি রে ঃ—
যেন পতিত পবিত্র অঙ্কোপরি ॥২৬১৪॥

পর মওরা।

—জিনিয়ে সুবর্ণ, কি সুবর্ণ,—কি লাবণ্য ঃ
—শিশু নয় সামান্য, জগৎ শরণ্য, শ্রীমুখ দেখ রে ;—
—কিবা সুধাময় প্রেমপূর্ণ অতি সুপ্রসন্ন, পদ্ম নয়নে কারুণ্য ভাব বিকী।

তাল—পঞ্চম শোয়ারী।

শ্রীগোলক শূন্য করি, এই ভূলোক তারিতে হরি,
ত্রিলোক মোহন রূপ ধরি অবতার।
নদীয়া আজ ধন্য হলো, গোরাচাঁদের রূপে আলো,
প্রেমানন্দের ঢেউ ছুটিল অনিবার। (আমার গোরার) ২৬১৬

তাল—লোফা৭

নদিয়া নগরে আজু নন্দোৎসব কলিতে।
কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণের উদয়, এবার গোরাচাঁদের উদয় পূর্ণিমাতে।
(আহা মরি মরি) (কি রূপ মাধুরী)
সেবার যমুনার কূল, এবার গঙ্গার তীরে,ছিলেন কাল-শশী হলেন গোরা
(আহা মরি মরি) (কিবা লীলা মরি) ॥২৬১৭॥

তাল—ধামাল।

এমন দিন আর কি হবে, পাপী তরাতে গোরা এলেন ভবে।
ভক্তিভাবে এস সবে, নাচি গাই আজ প্রেম উৎসবে।
গাও গাও গাওরে;—বদনে, যে নাম স্মরণে মালিন্য যাবে। ২৬১৮।

মেল্‌তা।

জয় জয় গৌরাঙ্গ বল রে প্রাণ ভরি॥

সম্পাদক—শ্রীনারায়ণ চন্দ্র হাটুই।

সাধারণ হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, সুরতিরবাগান।

সংকীর্ত্তন।

দুটি বাহু তুলে, আনন্দে ভব পারে, যাবিরে ভাই হরি বোল।
শ্রীহরি মধুর নাম, পথেরি সম্বল রে ভাই হরি বোল।
ও ভাই ত্রিশূলধারী, ত্রিপুরারী মুখে বলে হরি হরিরে,
ভোলা তেজে কাশী, শ্মশানবাসী, প্রেমেতে পাগল রে ভাই হরি বোল॥
ও ভাই ব্রহ্মা আদি দেবগণে, মত্ত সদা হরি নামেরে,
ও ভাই নাদর মুনি বাজায় বীণা, প্রেমে চল চল রে, ভাই হরিবোল।
হৃদপিঞ্জরে আছ পাখী রাধা কৃষ্ণ বল দেখিরে,
প্রাণ পাখী ছেড়ে গেলে সকাল বিফল রে, ভাই হরি বোল॥
বিষয় বিসুধা জ্ঞানে মর্ত্ত্য সদা বিষ পানেরে;
সে বিষ আপাতমধুর কিন্তু পরে হলাহল রে, ভাই হরিবোল। ২৬১৯॥

সংকীর্ত্তন।

হরি নামে কেহ ভাই অলস কর না॥
এমন নাম কখন পাবে না। (হরি নামের মতন)
নামে মজেছে যার মন; সাক্ষী দেব ত্রিলোচন,
(কেবল) শ্মশানে মশানে বেড়ায় ঢুলু ঢুলু নয়ন,
নামে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, হয়ে আছে মগনা॥
নাম বড়ই সুমিষ্ট, নামে হও না রুষ্ট,
ও ভাই) ভক্তি ভরে ডাক তারে রবে না কষ্ট,
ও তোর মনোভিষ্ট পূর্ণ হবে হরি হরি বলনা।
ওহে নীরদ বরণ, ভক্তের পূরাও আকিঞ্চন,
(হরি) রাখাল বেশে কীর্ত্তনে এসে দাওহে দরশন,
ওহে দিয়ে চরণ, কালবরণ পূরাও মনের বাসনা॥
ও নাম কয়ে উচ্চারণ; গয়াসুর পেলেন দরশন,
হরি, অবশেষে তাহার শিরে দিলেন শ্রীচরণ,
ওহে তেমনি করে মম শিরে চরণ দাও কালসোণা॥ ২৬২০॥

দশকুশি।

ঢুলে ঢুলে গোরা হরি গুণ গায়, আসিয়া শ্রীবৃন্দাবনে নাচে গোরা রায়
বৃন্দাবনের তরু লতা প্রেমে কয় হরিকথা,
নিকুঞ্জের পাখীগুলি হরি নাম শুনায়॥
গোরা বলে হরি হরি, শুক বলে হরি হরি,
মুখে মুখে শুক সারি হরি গুন গায়॥
হরি প্রেমে মত্ত হয়ে, হরিণ আসিছে ধেয়ে,
ময়ুর ময়ূরী প্রেমে নাচিয়া বেড়ায়॥
প্রাণে হরি ধ্যানে হরি, হরি বল বদন ভরি,
হরিনাম গেয়ে গেয়ে রসে গলে যায়॥
আসিয়ে যমুনা কুলে, হরি হরি হরি বলে,
যমুনা উথলে আসি চরণ ধোয়ায়॥ ২৬২১।

তোমারি নাম গাইয়া কি আনন্দ পাই।
এমন আনন্দ প্রভু কিছুতে আর নাই। হরি নামের মতন

জগৎ ঘুরিলে পরে, এ আনন্দ নাহি মিলে,
হরিনামে কি আনন্দ ঢেলেছ নিতাই,
মধুর অমৃত নাম স্নিগ্ধ হয় মন প্রাণ,
সিদ্ধিলাভ যথা তব নাম গেয়ে যাই।
দয়াল নামের গুণে, তরে গেল কত জনে,
উদ্ধারিল ঘোর পাপী জগাই আর মাধাই,
বাসনা আমার প্রভু পূরণ করহ বিভু
অন্তিমে যাইতে পারি যেন তব ঠাঁই,
হরিবোল, হরিবোল, হরি বল ভাই। ২৬২২॥

সম্পাদক—শ্রীনদেরচাঁদ দে।

৺কালিঘাট আর্য্য হরিনাম সংকীর্ত্তন।

ম: । হৃদয়ে উদয়, হও দয়াময়, পাপ তাপ ভয়, যাবে হে দূরে।
আ: । আমি অতি দীন হীন; পাপে মোহে অনুদিন (দিননাথ হে)
কাটে জীবন হরি ভুলি তোমারে॥
ফু: । বিষয় বাসনা, কিছুত রহেনা দয়াময় তব নাম নিলে একবার॥
এস ওহে প্রেমময়, নাশ চিন্তা নাশ ভয়,
রাখ পদে কাতর ক্রন্দনে হরি হে,
দেখ অতল অপার, এ সংসার পারাবার,
না রাখিলে ডুবিব পাথারে হরি হে।
ড: ফু: । দেখো রেখো দীনে, রাঙ্গা চরণে, হরি শেষের সে দিনে।
ভুলনা অধমে হরি শেষের সে দিনে;
যে দিন মিশা'বে প্রাণ স্বপনে, হরি শেষের সে দিনে।
তুমি বিধির বিধাতা ত্রাতা, বিশ্বপাতা শান্তি দাতা,
দেহ শান্তি শান্তিহীনে, পাপী তাপী পরিত্রাতা।
যোগী ঋষি মুনিগণ যতনে, পেতে চরণে—হরি তোমা বিহনে.
এ ভব-ভবনে কে তারে বল শমনে।
মে: । হরি হৃদয়ের স্বামী তুমি, সর্ব্বভূতগামী, প্রাণ সখা হে,
দিও পদতরী অকূল পাথারে। ২৬২৩।

সম্পাদক—শ্রীজ্ঞানদাপ্রসাদ দাস।

সিকদার পাড়া হরিনাম সংকীর্ত্তন।

পতিত পাবন হরি, তুমিতে হে ভার' দয়াময়,
পুরিত হ'য়েছি পাপে কি হবে উপায় হে ॥
অগতির তুমি গতি, অকৃতির তুমি কৃতি,
(নাথ তোমা বই আর জানি না হে)
জানিনা শ্রীপতি কিসে তুষিব তোমায় হে ॥
নিজগুণে কৃপাকর, ওহে হরি কৃপাকর,
(ওহে অনাথের-নাথ হরি)
মায়া ঘোরে প'ড়ে প্রাণ হারান্থ বৃথায় হায় ॥
জনম মরণ ভার, সহিতেছি বার বার,
(ওহে শমন দমন হরি)
নিবার' নিবার' হরি দুর্ব্বার এ দায় হে ॥
হরি হরি ব'লে ডাকি অধমে দিওনা ফাঁকি,
(তোমায় কাতর প্রাণে ডাকি ওহে)
অন্তিমে কমলআঁখি দিও পদাশ্রয় হে ॥ ২৬১৪ ।

বিরচিত—শ্রীযুক্ত শ্রীপদ চট্টোপা

একবার হরিবল হরিবল হরিবল ভাই।
এস সত্য নামে মত্ত হ'য়ে জগত মাতাই ॥
(শমন ভয় যাবে রে—হরিনামের গুণে)
এস বাহু তুলে হরিবলে হৃদয় জুড়াই ॥
(মনের আঁধার যাবে রে - হরিনামের গুণে)
হবে আনন্দের বৃন্দাবন পুতিত হৃদয় ॥
(প্রেমভরে বল রে—হরি হরি বোল্)
ভবে সবই অসার নামটী রে সার তুলনা তার নাই ।
(মনে প্রাণে জেনো রে—হরি নামটী রে সার
এই ভব পারের কাণ্ডারী সেই হরি দয়াময় ।
(তাঁর চরণ স্মর রে—এই ভব পারের তরি রে) ॥ ২৬২৫ ॥

সম্পাদক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ হালদার ।

"ভিখারী" হরি সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়।

সংকীর্ত্তন।

তোরা আয়রে আয় সবাই মিলে হরি বলি আয়।
আমরা হই না কেন পাপী তাপী ভয় কিবা আছে রে তায় ॥
(ওরে ও ভাই সবাই) "
হরি নামের গুণে ধ্রুব শিশু জীবনে ;—
হরি বলে অবশেষে ধ্রুব লোকে চলে যায় ॥
(ওরে ও ভাই সবাই) (ধ্রুব ধ্রুব-লোকে চলে যায়)
হরি নামের বলে, প্রহ্লাদ সাগর জলে ;—
(ল'য়ে) শিলা বুকে অনায়াসে হরি বলে ভেসে যায়।
(ওরে ও ভাই সবাই) (হরি হরি ব'লে ভেসে যায়)
হরি সাধন তরে, বীণা ধরিয়া করে ;—
নারদ ঋষি অহর্নিশি ত্রিভুবন ঘুরে বেড়ায়।
(হরি হরি ব'লে) (হরি নাম ক'রে ঘুরে বেড়ায়)
অধম ভিখারী বলে, হরি নামের বলে ;—
অন্তকালে ত'রে যাবি ভব-সিন্ধু পারে হায়।
(হরি হরি ব'লে) (অজামীলের মত)
(শিশু ধ্রুবর মত) (নারদ ঋষির মত)
(জগাই মাধাইয়ের মত) (নামে ভব-সিন্ধুর নাহি ভয়) ২৬২৬ ॥

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ দ্বারা বিরচিত।

কালীঘাট।

(পরিব্রাজক—সুর)

এস হরি বলি ভাই।
হরির নাম বিনা আর কিছুই নাই।
নামের মহা সম্মিলন, আজ করেছি শ্রবণ ;
এসেছি তাই ভিক্ষা নিতে দুর্লভ প্রেমধন ॥
এস মানব জনম সফল করে মনের বাসনা পুরাই ॥
(মধুর হরি বোল ব'লে রে)

নামের বাজার বসেছে, সবাই প্রাণ খুলে দেছে,
সাধু, পাপী, মূর্খ জ্ঞানী সবাই এসছে।
এস নামের মেলা, নামের খেলা, নাম গুণ সবে গাই ॥
(হরি হরি বোল বলে রে)
মানব জনম লয়ে, হরির নামটী ভুলিয়ে;—
আছ রে ভাই মায়ার মোহে সদাই মজিয়ে।
হরির নাম কর সার, গতি নাই আর, হরি বলি এস ভাই ॥
(জনম সফল হবে রে)
অধম ভিখারী বলে, একবার হরি বলিরে,
পাপ, তাপ, সব ঘুচে যাবে ছোঁবে না কালে,
এস সবাই মিলে, সবই ভুলে, নামের রোলে দেশ মাতাই
(হরি হরি বোল বলে রে) ॥
আজ হরি নামের মেলা হবে এসেছি তাই শুনে।
আমরা পাপীর অধম মহা পাপী, নরাধমগণে ॥
যত পাপী গণে,
মধুর হরি নামে;—
মত্ত হল, উদ্ধারিল, মগ্ন মোরা অজ্ঞানে ॥
নদের জগাই মাধাই,
পাপী ছিল দু ভাই;
মেরে কলসির কানা হয়ে গেল শ্রীচৈতন্য ধামে
চোর রত্নাকার;
(রাম) নাম করে সার,—
শেষ সাধু হল, কীর্ত্তি রইল, এই ভারত ভূমে ॥
অধম কাঙ্গাল বলে,
আমরা নামের বলে,
তরলেও তরে যেতে পারি সেই শান্তিধামে। ২৭২৭।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ দ্বারা বিরচিত।

গীত।

বলরে মন হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে।
ফুরালে কাল সকাল সকাল পথের সম্বল করে নেরে॥
মন প্রাণ ঐক্য করি, ডাকরে সেই বংশীধারী,
অকূলের কাণ্ডারী হরি, রাখিবেন, অকূল পাথারে।
হরি হরি বলরে ভাই, হরি বিনে আর কেহ নাই,
হরি বলে জগাই মাধাই চলে গেল গোলকপুরে॥
তাই বলি ভাব সে শ্রীপদ, রবে না তোর কোন বিপদ,
সহায় সম্পদ মন সেই রাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণ রে।
কোথা দয়াময় হরি, এস একবার কৃপাকরি।
করুণা নয়নে হেরি, বাঁচাও অধম সন্তানেরে॥
রাখাল কয় মিনতি করি, যখন শমন আসবে হরি,
বানধার রূপধরি লয়ে যেও ভবপারে। ২৬২৮॥

শ্রীরাখালদাস নাগ।

গীত।

হরিনামের বান ডেকে যায় কল্‌কাতায়।
ভেসে গেল মহামারী নামের মহিমায়॥
স্রোতের মুখে দেরে দে' ঢেলে, মুখে 'জয় হরি' বলে,
সবাই প্রাণ মন খুলে ;—
ভেসে ভেসে মহাদেশে, ঠেক্‌বি হরির রাস্তা পায়।
দেখ লাজ ভয় মান, হল সকল অবসান,
ভাসালে অকুল তুফান ;—
টানে বিচার বিকার দূর করে সব প্রাণে প্রাণ মিশায়॥
হরিনাম ছিল গোলকে, শুধু জান্‌তো দেবলোকে
গোরা তায় আন্‌লে ভূলোকে ;
এখন সর্ব্বলোকে সম জাগে রামকৃষ্ণায়॥ ২৬২৯॥

রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে গোবিন্দ জয় রাধে।
বিপদ বারণ, শ্রীমধুসূদন, করি নিবেদন অভয় চরণে।
দেখ দীন জনে, করুণ নয়নে, যেন গো মরণে, কৃপা বিহনে॥

রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে গোবিন্দ জয় রাধে।
বিষম সংসারে, আসি বারে বারে, মায়ামোহফেরে, তোমায় স্মরিলে।
বিপদ সৃজন, সেই সে কারণ, বিনা নিরঞ্জন উপায় দেখিনে॥
গোবিন্দ জয় রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে।
ভীষণ মহামারী, ভয়েতে শিহরি, ডাকিছে শ্রীহরি সবাই সঘনে।
দেহ দরশন, অনাথ শরণ হেরিয়ে চরণ কি ভয় মরণে॥
তামাপটী সেবক সমাজ, শ্রীকালীচরণ ঘোষ। ২৬৩০

আনন্দ—মঠ।

সূচনা।

আনন্দময় এস আজ সন্তানগণের মাঝে।
(তারা) আনন্দে আনন্দমঠে, তব প্রেমানন্দ যাচে॥
(তারা) পাতিয়া হৃদয়াসন, করে তব আবাহন,
দেহ সবে দরশন, সাজিয়া মোহন সাজে॥
যে ভাবে যে ভাবে ভবে, দেখা দাও সেই ভাবে,
মাতা পিতা জ্ঞানদাতা, সাজ হরি নানা সাজে॥
নাহি জানি আবাহন, জপ তপ বিসর্জ্জন,
শূন্য হৃদি কুঞ্জবন, এসহে যুগল সাজে॥২৬৩১।

(২)

কীর্ত্তনাঙ্গ—একতালা।

(হরি) মহিমা তোমার, বুঝে সাধ্য কার,
দয়ার আধার, শ্রীমধুসূদন,
(হরি) হরিতে হে ভার, হও অবতার,
ভবে বারম্বার, গমনা গমন॥(ধ্রু)
(হরি) প্রলয় আগারে জলধি মাঝারে,
মীনরূপ প্রভু, করিলে ধারণ। (১)
(হরি) ধরি ধরা-ধরে, নিজ পৃষ্ঠোপরে,
কূর্ম্ম রূপে কৈলা ধরণী রক্ষণ। ২।
(হরি) দশন উপরে, ধরালয়া করে,
বরাহ রূপেতে, অসুর দলন। ২৬৩২।

(হরি) আধ নরাকার, আধ সিংহাকার,
(আসি) স্তম্ভ মাঝে দিলে, প্রহ্লাদে জীবন ॥ ৪ ॥
(হরি) অতি খর্ব্বাকার, বামনাবতার,
বলিরে পাতালে, করিলে প্রেরণ। ৫।
(হরি) ক্ষত্রিয় সংহার, হর ধরা ভার,
হে পরশু রাম! মুরতি ভীষণ। ৬।
(হরি) নয়নাভিরাম, নব ঘনশ্যাম,
রামরূপে বিভু, নাশিলে রাবন ৭।
(হরি) রজত ভুধর, হলে হলধর,
সসাগরা ধরা, কৈলা আক্রমণ। ৮ ॥
(হরি) জীব দুখ হেরি, বুদ্ধ রূপে হরি,
অহিংসা পরম, ধর্ম্ম বিতরণ। ৯।
(হরি) আবার আসিবে, জগত মাতিবে,
শান্তিধারা পুনঃ হবে বরিষণ। ১০ ॥২৬৩৩॥

দেশ মল্লার—ঢিমে তেতালা।

ভুলে অসার সুখে মুখে হরি বল না।
শ্যাম শ্যাম, শিবরাম, জপনাম অবিরাম—
ত্যজে ভেদজ্ঞান কর মন ইষ্ট সাধনা ॥
ডাকরে ভকতি ভরে, মায়াতে মজনা।
(ওরে তাঁরে ডাক আর জপরে নাম)
সংসার অসার জেনে, করবে ভজনা ॥
হৃদয় কমল মাঝে, কররে স্থাপনা।
(ওমন পরম রতন করে)
যুগল মুরতী সুখে, কর উপাসনা ॥
(ওমন রাধাকৃষ্ণ ভাব হৃদে)
পুরাতে ভকতবাঞ্ছা, একই তিনি নানা।
(তিনি ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু)
ভক্তি মাখা প্রেম পুষ্পে চরণ পূজনা।
(হরি বোল বলরে।) ২৬৩৪

কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীজীবনকৃষ্ণ বসু

গীত।

মগন হৃদয় ভকত জাগে, দয়াল নাম গানে।
রামকৃষ্ণ নাম সুধাপানে॥
রজত আসন, ধরণী শাসন, না চাহি মনিকাঞ্চনে;
তুলসী মাল, মৃগছাল, রামকৃষ্ণ বদনে॥
ভুবন মোহন, রমণী রতন, না চাহি মানস তোষণে;
চাহে মন রামকৃষ্ণ স্থান অভয় চরণে॥
নাহিক সাধ, মধুর স্বাদ, রসনা পরিতোষণে;
প্রসাদ শান্তির রামকৃষ্ণ চরণামৃত সেবনে
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ ধ্যানে॥
যোগোদ্যান, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণাশ্রিত সেবক মণ্ডলী। ২৬৩৫

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম।
যেজন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ;
গৌরাঙ্গ ভজিলে জীবের হবে পরিত্রাণ।
এমন দয়াল প্রভু আর হবে নাই।
অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়,
অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়;
যারে দেখে তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি,
আমারে কিনিয়া লহ, ভজ গৌর হরি।২৬৩৬॥
শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ দাসানুদাস ডাক্তার শ্রীবলহরি দাস

উল্টাডাঙ্গা শ্রীচৈতন্য মেডিকেল হল পোঃ বাগবাজার—
নাম সংকীর্ত্তন।

রূপক।

নয়ন হের রে।
কালবরণ, ভুবনমোহন নটবর শ্যাম-সুন্দরে॥
কিবা শোভা ঐ যুগল রূপেতে,
করে রাসলীলা শ্যাম ত্রিভঙ্গ;
নিদ্রার অলসে ভিন্ন ভিন্ন বেশে,
শ্রীমতীর অঙ্গে দিয়ে অঙ্গ;
নব মেঘে সৌদামিনী বিহরে॥ ২৬৩৭॥

দোলন।

পতিতপাবন তুমি মদনমোহন হের,
তোমার নামেতে যায় পাপ তাপ আপনি।
পতিত পাবন তুমি মদনমোহন হরি,
তোমার নামেতে যায় পাপ তাপ আপনি।
বাঁকা শ্যাম বাকা শ্যাম হে; ওহে বাকা শ্যাম।
ওহে অগতির গতি তুমি জগত চিন্তামণি ॥ ২৬৩৮ ॥

ধামার।

শতদল শোভিত রাঙ্গা পায়,
কৌস্তুভ রতন গলে তায়,
ঐরূপ হেরে মোহ দূরে যায়, (ঐ মোহন রূপে)
সবে দেখ্‌বি যদি আয়রে ধেয়ে আয়,
সবে আয় রে ধেয়ে দেখ্‌বি যদি আয় ॥ ২৬৩৯ ॥

দশকুশি।

গোষ্ঠে যুগল মিলন নয়নে করি দরশন (আহা)
সফল হোল আজি মানব জনম এ জীবন) ২৬৪০

লোফা।

ভবে হরিনাম কর সার,
ভবের ভাবনা রবেনা তো আর.
প্রাণ ভ'রে একবার বল হরি হরি ।২৬৪১

মেলতা।

নব মেঘে ঐ সৌদামিনী বিহরে ॥

"মালাপাড়া হরিসাধন সমাজ।"

সংকীর্ত্তন।

হরিনাম সুধা রসে রসনা কেন রসনা।
বিরস বিষয় রসে কেন সদা বাসনা ॥
(দয়াল নাম ভুলে হে)

দারা সুত আদি সবে, সকলই পড়ে রবে,
সার মাত্র সঙ্গে যাবে সেই নামের সাধনা।
(সেই রাধা কৃষ্ণ নাম)
বার বার গতায়াতে, নানা ক্লেশ পাও পথে।
(এই ভব ধামে হে)
এবার হয়ে অন্ধ মহ মদে যেন বঞ্চিত হও না॥
(মধুর হরিনাম ভুলে হে)
অতএব বাক্য ধর হরিনাম সার কর,
হরিনাম সাধনেতে ঘুচিবে ভবযন্ত্রণা॥
(দয়াময় নাম) (রাধা কৃষ্ণ নাম) ২৬৪২॥

হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাম জপরে মন রসনা।
হরি নামামৃত পান করিলে ঘুচিবে ভব যন্ত্রণা॥
হৃদয়ে কর হরি রূপ ধ্যান, চিদানন্দময় প্রাণারাম,
হরি পাদপদ্মে শরণ লইলে নাহি রয় ভব ভাবনা।
শয়নে স্বপনে বঙ্গরে নিত্য, সকলই অসার হরিনাম সত্য,
হরিনাম গতি (হরি) নাম মুক্তি, নামে পূর্ণ হবে কামনা॥
অসার বাসনা সব পরিহরি, দিবা নিশি মুখে বল হরি হরি,
বিপদে সম্পদে হরিনাম মন্ত্র ভুলন রে কভু ভুল না। ২৬৪৩॥

অধ্যক্ষ—শ্রীমহিমচন্দ্র মল্লিক।

চূণাগলী হরি সংকীর্ত্তনের সভা।

সংকীর্ত্তন।

তুমি বৃন্দাবনের বাঁকা শ্যাম নদে গৌর হলে;
নদে গৌর হলে হরি নাম দিয়ে মাতালে।
তুমি শ্রীরাধার ঐ মানের দায়ে কতই কেঁদেছিলে
(হরি তাও কি তোমার মনে নাই হে,)
ঐ কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে হে কত কেঁদেছিলে হে,
তুমি কিঞ্চিৎ নবনীর তরে বাঁধা পড়েছিলে। ২৬৪৪॥

তোমায় মা যশোদা বেঁধেছিল হে,
তোমার ভক্তিডোরে বেঁধেছিল হে
তাও কি তোমার মনে নাই হে,
তোমার দ্বাদশ গোপাল, সেই ধেনুর পাল কোথায় রেখে এলে ॥২৬৪৫॥

হরি বল হরি বল বলেরে চৈতন্য আমার।
গোরা আর কিছু বলে না রে।
কিবা নিত্যানন্দ সঙ্গে করি, বদনে সদা বলছে হরি রে।
কেরে শচীসুত গোরারে, কেরে শচীসুত গোরা,
প্রেমে হয়ে ভরা, যারে দেখে তারে ধরে দেয় কোল।
নব নব নব বালক সঙ্গে, গোর নাচিছে ত্রভির ভঙ্গে রে,
চেয়ে দেখরে শান্তিপুরে, শ্রীঅদ্বৈতর ঘরে,
তাতাথৈ তাতাথৈ বাজিছে খোল,
কিবা চন্দনে চর্চ্চিত, শ্রীঅঙ্গে শোভিত,
কিবা অলকা আবৃত, শ্রীমুখমণ্ডল রে।
চেয়ে দেখরে গগণে, গোর দরশনে, রাহুর মনেতে লেগেছে গোল,
কিবা ভূতলে শশী, কি গগণে শশী রাহুর মনেতে লেগেছে গোল।
কিবা ভূতলের চাঁদ কি গগণের চাঁদ রাহুর মনেতে লেগেছে গোল।

আয় রে ভাই সবাই মিলে হরিগুণ গাই।
আমরা হরিগুণ গাইরে মাধাই গৌর গুণ গাই।
হরি সংকীর্ত্তন বিনে, জীবের অন্য গতি নাই।
হরি নামের লাগি, নারদ হলেন বৈরাগী,
শঙ্কর হলেন যোগী অঙ্গে মেখে ছাই।
আমরা হরি বলে দুটী বাহু তুলে ভক্তগণ নিকটে যাই।
হরি বিপদ নাশন, পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন,
এ নাম করে সাধন, রূপ সনাতন, প্রাণ গেলে জগাই মাধাই।
হরি বোল বল রে।
হরি নামের বলে, ধ্রুব মোক্ষপদ পেলে,
প্রহ্লাদ মলোনা জলে অনলে, প্রাণ পায় সে সর্ব্বদাই
হরিবোল বোলে রে। ২৬৪৭।

গৌর নাম বিলাতে আমার নগরে বেড়াল।
গৌর আমার বেড়াল রে নিতাই আমার বেড়াল।
(আনন্দের আর সীমা নাই রে)
ও তার সঙ্গেতে অদ্বৈত প্রভু প্রেমানন্দে ভাসল।
আনন্দে আর সীমা নাই রে
বলে আয় রে মাধাই, কোলে করি ভাই।—
অমনি ধূলায় পড়ল, ও তার সঙ্গেতে দাস নরহরি অমনি ধরে তুল্ল।
গৌর অঙ্গে ধূলা ঝেড়েরে।
জয় রাধে শ্রীরাধে বলে নামের ধ্বনি উঠ্‌লো।
ও তার সঙ্গেতে বলাইয়ের সিঙ্গা ধূ ধূ রবে বাজল;
(হরি সংকীর্ত্তনের মাঝে রে)। ২৬৫৮॥

মনের আনন্দে ভাই হরি বল।
হরি কল্পবৃক্ষমূলে চল্‌রে ভাই চল॥
সেখানে কুড়ায়ে পাবে চতুর্ব্বর্গের ফল।
বিপদ ভঞ্জন হরি ভকত বৎসল॥
ভাইরে সতত বহিছে সেথা প্রেমেরি হিল্লোল।
রোগ শোক দুখে সেথা নাহি কোলাহল॥
ভাই ভব সিন্ধু পার হবার নাম যে সম্বল। ২৬৫৯॥

অধ্যক্ষ—শ্রীউত্তম চন্দ্র লাহা।

সুর তেওট—বাউল তাল খেমটা।

একবার এস হে কৃপা করি ও গৌর হরি।
আমার হৃদয় মন্দির শূন্য আছে হে তাই, ডাকি বিনয় করি।
আমি না জানি সাধন ভজন, না জানি তোমার মরম, অতি অভাজন,
নিজগুণে দয়া কর হে ওহে নয়তো প্রাণে মরি।
বাকি রাখলে নাক আর পাপী তাপী সুদুরাচার করিলে নিস্তার,
যবন চণ্ডাল আদি করি হে, তারে কোল দিলে ধরাধরি।
নিতাই সঙ্গে করি এসে হে নদেপুরি, রাধার ভাব ধরি,
গৌর রূপে পূর্ণ শেলে হে গ্রহণ ছলে হরিনাম প্রকাশ করি॥

ওহে হরি হয়ে বলছ হরি প্রেম দিলে জগৎ ভরি
আপনি আবার মার খেয়ে উদ্ধারিলে হে কলিতে অবতরি।
বহে প্রেমের বন্যার ভাসালে বাকি আর না রাখলে এই জগৎ সংসারে
একা প্রসন্ন আর রইল বাঁকি হে বসে কাঁদি হে দিবা শর্ব্বরী॥ ২৬৫০।

আমার নিতাই বড় দয়াময় হয়েছে উদয়।
জীবের ভাগ্যে দয়া করে গো, প্রেম দিয়ে জগৎ মাতায়॥
অক্রোধ পরমানন্দ, এলেন শ্রীনিত্যানন্দ, ঘুচাতে সন্দ;
মার খেয়ে প্রেম যাচে এমনি প্রভু দয়াময়।
আনিয়ে গোলকের ধন হরিনাম সংকীর্ত্তন করে বিতরণ
কিশোরি ভাণ্ডারে ছিল গো এনে ঘরে রেতে বিলায়॥
ওগো জেতের বিচার নাইক তার আদি অধম চণ্ডাল
দয়াল দেখি নাক আর কোন যুগে কোন অবতারে গো হয় নাই, হবার।
বাকি রাখলে নাক আর পাপী তাপী দুরাচার করিল উদ্ধার;
একা প্রসন্ন আর রইল বাকি গো হোল না সে পদাশ্রয়॥ ২৬৫১।

তাল—একতালা।

হরি হরি বল বদনে, যদি তরবি এ ঘোর তুফানে।
এমন হরি নামের গুণ, হয় ত্রিতাপ নিবারণ।
ভয় পাইয়ে ভীত হয়ে পলায় শমন;
মুখে অবিরাম জপ নাম শয়নে আর স্বপনে॥
এই নামের জোরে যায় সব জ্বালা দূরে,
অঙ্গ শীতল হবে প্রাণ জুড়াবে তরবে এ ঘোরে
নামে প্রেমানন্দের উদয় হবে সফল হবে জীবনে।
হরি নামের জোরে, প্রহ্লাদ অগ্নিতে পড়ে, প্রাণ পেল বসে বৈকুণ্ঠ মাঝে
সে যে স্তম্ভতে দেখালে হরি শুধু ভক্তির কারণে।
নামের পেয়ে আস্বাদন শ্মশানবাসী হলেন পঞ্চানন,
অহর্নিশি বীনাযন্ত্রে করয়ে গায়ন,
এ নাম অবিরাম নাইক বিরাম জপে পঞ্চবদনে॥২৬৫২॥